"অনর্থকং মাধিগীষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্"

ভাষার ইতিবৃত্ত

শ্রীসুকুমার সেন

ইস্টার্ণ পাবলিশার্স
কলিকাতা ৯

প্রকাশক
শ্রীমতী শেফালিকা রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা ৯

অষ্টম সংস্করণ

১৯৬৪

মূল্য দশ টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা ৯

॥ পিতরং সুগৃহীতনামানং হরেন্দ্রনাথ সেনং
দিবমারূঢ়মুদ্দিশ্য তৎপাদানুধ্যাতস্য গ্রন্থকৃতঃ ॥

ভাষার ইতিবৃত্তের এই অষ্টম সংস্করণে কিছু কিছু বিষয় যোগ এবং কোন কোন বিষয়ের আলোচনা পূর্ণতর করিয়াছি। বেশি জানিতে হইলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের *Origin and Development of the Bengali Language* দেখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত ভবতারণ দত্ত এবারেও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীস্থকুমার সেন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাঙ্গালা পদবিচার

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

চিত্রসূচী

সঙ্কেত-অক্ষর ও চিহ্ন

অ-ম বা=অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালা; অপ=অপভ্রংশ; অ(স)=অসমীয়া; আ-বা=আধুনিক বাঙ্গালা; ইং=ইংরেজী; উ=উড়িয়া; উ-পু=উত্তমপুরুষ; গ=গথিক; গুজ=গুজরাটী; গ্রী=গ্রীক; তু°=তুলনীয়; পা=পাঞ্জাবী, প্র-পু=প্রথমপুরুষ; প্রা=প্রাকৃত; প্রা-ইং=প্রাচীন ইংরেজী; প্রা-বা=প্রাচীন বাঙ্গালা; বা=বাঙ্গালা; ম-পু=মধ্যমপুরুষ; ম-বা=মধ্য বাঙ্গালা; মা=মারাঠী; মৈ=মৈথিলী; রা=রাজস্থানী; লা=লাটিন; সং=সংস্কৃত; সি=সিন্ধী; হি=হিন্দী।

ক > খ=ক হইতে খ উৎপন্ন: খ < ক= খ ক হইতে উৎপন্ন।

৵=কথ্যভাষায় বা উপভাষায় প্রাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়

১. ভাষা ও উপভাষা

ভাষা মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া। তাহা এতই স্বাভাবিক যে চলাফেরা বা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো ইহা সহজাত বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাষা মানুষের জন্মলব্ধ সংস্কার অথবা শরীরবৃত্তিগত অভ্যাস নহে। মানবশিশু অরণ্যে পশু কর্তৃক লালিত হইলে বোবাই হয়। মানুষের সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশুকে বিবিধ মানসিক ও সামাজিক সংস্কারের মতো ভাষাও জন্মাবধি অধিগত করিতে হয়। যে হেতু শিশু-মনের বৃদ্ধি তাহার ভাষাজ্ঞান অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হয় সেহেতু মাতৃভাষা-শিক্ষায় শিশু সজ্ঞান চেষ্টা অনুভব করে না।

মানুষমাত্রেই কোন কোন জন-গোষ্ঠীর অথবা ছোট-বড় সমাজের অন্তর্গত। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন মানুষ গোষ্ঠীসমাজ-সম্পর্কহীন নয়। কোন গোষ্ঠী বা সমাজের মধ্যে থাকিলে সে গোষ্ঠী ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাব-উদ্দেশ্য-এবং কর্ম-গত ঐক্য থাকিবেই। ভাষা এই ঐক্যের একমাত্র সাধন। ভাষার মধ্য দিয়া আদিম মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির প্রথম অঙ্কুর প্রকাশ পাইয়াছিল। ভাষার মধ্য দিয়াই সেই সামাজিক প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়া আদিম নরকে পশুত্বের পর্যায় হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে মননশীল মানব করিয়াছে। ভাষা চিন্তার শুধু বাহন নয় প্রসূতিও। লতা যেমন অবলম্বন না পাইলে বাড়িতে পারে না চিন্তাও তেমনি ভাষা-সূত্র ব্যতিরেকে প্রসারিত হইতে পারে না।

ইতরপ্রাণীর সমাজ নাই এবং হইতেও পারে না। তাহারা একাকী অথবা জোড় বাঁধিয়া কিংবা দল মধ্যে থাকে। কিন্তু ইতরপ্রাণীর দলে একটিমাত্র পুরুষ-প্রাণী কর্তা। সুতরাং এ দল সমাজ নয়। সুতরাং ইতর-প্রাণীর ভাষা তাহার জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক নয়।

এখন প্রশ্ন, ভাষা কি? চিন্তাবহ মানবী বাক্ যদি ভাষা হয়, ইঙ্গিতবহ ইতরপ্রাণীর চীৎকারও কি তাই? কিন্তু মানুষের বাক্ ও ইতরপ্রাণীর মুখোদ্গীর্ণ ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। যে-বুদ্ধির বাহন ভাষা সে-বুদ্ধি ইতরপ্রাণীর নাই। সুতরাং, অল্প কথায় নির্দেশ করিতে গেলে, মানুষের উচ্চারিত, সুনির্দিষ্ট, বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

একজন মানুষের স্পৃহা অথবা মনের উত্তেজনা আর একজন মানুষের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করাইয়া তাহার সেইরূপ স্পৃহার অথবা উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া সংক্রামিত করাই ভাষার প্রথম এবং মুখ্য কাজ। যেমন, রাম ও শ্যাম বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পথে গাছে পাকা পেয়ারা দেখিয়া শ্যাম বলিল, দাদা, ক্ষুধা পাইয়াছে, পেয়ারা খাইব। রাম গাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িয়া শ্যামকে দিল। ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করিলে এই কার্যকারণপরম্পরা পাওয়া যায়ঃ (১) শ্যামের মুখ হইতে কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারিত হইবার পূর্ববর্তী ঘটনা, অর্থাৎ শ্যামের কথা কহিবার উত্তেজক কারণ—শ্যামের গাছে পেয়ারা দেখা ও ক্ষুধাবোধ ; (২) এই উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ রামের প্রতি শ্যামের বাক্য ; (৩) শ্যামের কথা শুনিয়া রামের মনে অনুরূপ উত্তেজনার সঞ্চার, অর্থাৎ শ্যামের পেয়ারা দেখা ও ক্ষুধাবোধ সম্বন্ধে রামের জ্ঞান এবং প্রতিকারবাঞ্ছা ; এবং (৪) রামের মনে শ্যামের বাক্যে সঞ্চারিত উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ গাছে উঠিয়া ফল পাড়িয়া দেওয়া। এখন শ্যাম যদি মানুষ না হইয়া বানর হইত, তবে, ভাষার সাহায্যে সে রামের মনে তাহার উত্তেজনা সংক্রামিত করিতে পারিত না। সে নিজেই গাছ হইতে পেয়ারা লইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু এক ব্যক্তির মনের ক্রিয়া বা উত্তেজনা অপর ব্যক্তির মনে সঞ্চারিত করা শুধু যে ভাষার দ্বারাই হইতে পারে এমন নয়। হাত-পা-চোখ-মুখের ইঙ্গিতের দ্বারা অথবা অন্য উপায়ে সঙ্কেতের সাহায্যেও এক ব্যক্তির মনোভাব অপর ব্যক্তির মনে অল্পবিস্তর পরিমাণে সঞ্চারিত করা যায়। ভাষায় যেমন শ্যামের কণ্ঠোদ্গীর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ রামের কর্ণগোচর হইয়া শ্যামের মনোভাব রামকে জ্ঞাত করায়, ইঙ্গিতে তেমনি শ্যামের মুখভঙ্গি অথবা অঙ্গচালনা রামের দৃষ্টিগোচর হইয়া তাহার মনে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক করিতে পারে। কিন্তু ইঙ্গিতের দ্বারা ভাষার কাজ অল্পস্বল্প চলিলেও ইঙ্গিত ভাষা নয়, ভাষার সঙ্কীর্ণ বিকল্প মাত্র। তবে ইঙ্গিত কখনো কখনো ভাষার সহায়ক হয়। বক্তার ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গি বক্তব্যকে শ্রোতার কাছে সহজে উজ্জ্বলতর করে। এখানে ইঙ্গিত ভাষার পরিপোষক। যেমন গানে তাল সুরের পরিপোষক।

ধ্বনিসমষ্টির সাহায্যে ভাষা বিষয়কে ব্যক্ত ও ভাবকে প্রস্ফুট করে। বিশেষ বিশেষ অর্থবান্ ধ্বনিসমষ্টি (অর্থাৎ শব্দ) বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ও ভাবের প্রতীক, সেই সেই ধ্বনিসমষ্টির নয়। অর্থাৎ "মানুষ" বলিলে আমরা "ম্+আ+ন্+উ+ষ্" এই ধ্বনিসমষ্টি বুঝি না, বুঝি এই ধ্বনিসমষ্টির দ্বারা

মনে উদ্বোধিত নির্দিষ্ট বিশেষ-রূপগুণসম্পন্ন প্রাণী অর্থাৎ একটি প্রস্ফুট ও সুনির্দিষ্ট বিষয়। সুতরাং ধ্বন্যারূঢ় প্রতীকদ্যোতনাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ।

গৃহপালিত পশু পালক-চালকের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিত বুঝিয়া চলে। কোন কোন ইতরপ্রাণী মুখোচ্চারিত অথবা পক্ষতাড়িত ধ্বনির সাহায্যে স্বজাতীয় অপর প্রাণীতে উত্তেজনার সঞ্চার করিতে পারে। গোরু ডাকিলে বাছুর ছুটিয়া আসে। তবুও এসব ইঙ্গিত, ব্যক্ত ভাষা এ নয়, কেন না এখানে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির প্রতীকদ্যোতনা নাই। গৃহপালিত পশুর শব্দবোধ মননহীন অভ্যাসলব্ধ, যাহাকে মনোবিজ্ঞানে বলে কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌। ইতরপ্রাণীর ডাক স্নায়বিক উত্তেজনার যন্ত্রবৎ অ-বোধ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মানুষের কণ্ঠধ্বনি স-বোধ উদ্যম। বিশেষ বিশেষ অর্থদ্যোতনা করিতে মানুষ বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-সমষ্টি ব্যবহার করে। ভাষায় বিশেষ বিশেষ ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ অর্থের নিত্যসম্বন্ধ আছে। ইতরপ্রাণীর ধ্বনিতে তাহা নাই।

ভাষা বলিতে বিশেষ করিয়া **কথ্যভাষা,** অর্থাৎ পরস্পর সাক্ষাৎ বাক্‌ব্যবহার, বোঝায়। লেখ্যভাষা যেন কথ্যভাষার স্থায়ী প্রতিনিধি। কথ্যভাষার ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আছে। পরস্পর আলাপ তখনই সম্ভব হয় যখন বক্তা ও শ্রোতা সমস্থান- ও সমকাল-বর্তী। এখনকার দিনে, টেলিফোন-রেডিও ব্যবস্থায়, বক্তা ও শ্রোতা নিকটবর্তী না হইলেও চলে তবে সমকালবর্তী হওয়া চাই। (গ্রামো-ফোন ও রেকর্ডারের বেলায় বক্তা ও শ্রোতা সমস্থান- ও সমকাল-বর্তী নয় বটে, কিন্তু এখানে আলাপ চলে না, শুধু একতরফা বলা অথবা শোনাই হয়। সুতরাং গ্রামোফোন ও রেকর্ডার মুখের ভাষা বহন করিলেও কার্যত লেখার ভাষার মধ্যে পড়ে।) লেখ্যভাষাও সম্পূর্ণতাবর্জিত, একতরফা, লেখার ভাষায় লেখক-পাঠকের সংলাপ চলিতে পারে না। তবে লেখ্যভাষা বর্তমানক্ষণাতিশায়ী সুতরাং স্থায়ী, কথ্যভাষা ক্ষণিক। মুখের ভাষা যাহাতে স্থান-কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া অনুপস্থিত-অজ্ঞাত-অনাগত উদ্দিষ্টের কাছে পৌঁছিতে পারে তাহার জন্যই লিপির ব্যবহার। বাঙ্ময় ধ্বনির দৃশ্যরূপই **লিপি**। লিপিবদ্ধ হইলে তবেই ভাষা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। স্থান- ও কাল-ব্যবহিত বহু শ্রোতা-পাঠকের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলিয়া লেখ্যভাষার ছাঁদ কথ্যভাষা হইতে কতকটা পৃথক্‌ এবং অনেকটা ধারাবাহিক আদর্শের অনুসারী। স্থান ও গোষ্ঠী বিশেষে কথ্যভাষায় কমবেশি রূপভেদ থাকে। কিন্তু লেখ্যভাষায় কথ্যভাষার মূলগত সর্বজনগ্রাহ্য স্থায়ী রূপটিই পরিগৃহীত হয় বলিয়া ইহাতে রূপভেদের অবকাশ কম।

সাধুভাষা—অর্থাৎ ধারাবাহী আদর্শ-অনুসারী মার্জিত ভাষা—লিখিবার ভাষা, যে ভাষা কোন বৃহত্তর অঞ্চলে সর্বজনব্যবহার্য। তবে সাধুভাষার ব্যবহার শিক্ষাসাপেক্ষ।

ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির কোন সার্বভৌমিক সুনির্দিষ্ট রূপ নাই। বিভিন্ন ভাষায় অল্পবিস্তর বিভিন্ন ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহৃত হয়। ভাষার কাজে একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি-ব্যবহারকারী জনমণ্ডলীকে বলে **ভাষা-সম্প্রদায় (Speech-community)**। কোন একটি বিশেষ ভাষাসম্প্রদায়ে ধর্ম আচার-ব্যবহার সমাজ রাষ্ট্র এবং জাতি ইত্যাদি বিষয়ে সমতা না থাকিতে পারে। কোন ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সেই ভাষা বলে (—অর্থাৎ নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে—) তাহাও না হইতে পারে। মুখের কথা ধরিয়া বিচার করিলে ভাষাসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন সমাজে ব্যবহৃত ভাষায় অল্প-বিস্তর বৈষম্য দেখা যায়। পাশাপাশি অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার এ বৈষম্য সর্বদা খুব স্পষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু একই ভাষার দুই প্রত্যন্তে এক অঞ্চলের মুখের কথা অপর অঞ্চলের লোকে সহসা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারে না।

প্রথমত এবং প্রধানত ধ্বনিপরিবর্তনের মধ্যেই ভাষার রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সেই সঙ্গে পদের রূপে এবং পদের[১] প্রয়োগেও পার্থক্য দেখা যায়। ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদের উদাহরণ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের (হুগলী অঞ্চলের) এবং পূর্ববঙ্গের (বরিশাল অঞ্চলের) কথ্যভাষার পার্থক্য বিচার করিয়া দেখি। পশ্চিমবঙ্গের যেখানে পাই [ক, ঘ, ড়, ঢ, ধ, ভ, স, হ] (যেমন—চাকর, ঘা, বাড়ী, ঢাক, ধান, ভাই, সে, হয়) পূর্ববঙ্গে[২] যেখানে দেখি যথাক্রমে [হ, গ', র, ড', দ', ব', হ, 'অ] (যেমন—চাহর', গ'া, বারী, ড'াক, দ'ান, ব'াই, হে, 'অয়)। পশ্চিমবঙ্গে [তার ভাই, ছিল, পেয়েছে, দিলে]; পূর্ববঙ্গে—[হের বা'ই, আছিল, পাইছে, দিল]। পশ্চিমবঙ্গে—[ছেলে, সঙ্গে]; পূর্ববঙ্গে—[পোলা (বা ছাওয়াল), সাথে (বা লগে)] পশ্চিমবঙ্গে—[দোকান করা]; পূর্ববঙ্গে—[দোকান দেওয়া]।

কোন ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষারূপের নাম **উপভাষা (Dialect)**। ভাষাসম্প্রদায়ে লোকসংখ্যা নিতান্ত

[১] পদ মানে বাক্যের সহজবিশ্লেষ্য অংশ। পদের সংজ্ঞা পরে দ্রষ্টব্য।

[২] ['] চিহ্ন দ্বারা কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্টধ্বনি—পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষার হ-কারের পরিবর্তে ব্যবহৃত—দ্যোতিত হয়। উচ্চারণে চ, ছ, জ, পশ্চিমবঙ্গে অনেকটা ইংরেজী ch, chh, (যেমন church house), j-র মতো, কিন্তু পূর্ববঙ্গে ts, s, dz (ৎস, স, জ,) রূপে উচ্চারিত হয়।

অল্প হইলে ভাষায় কোন উপভাষা থাকে না, কেন না সকলেরই সকলের সঙ্গে বাক্‌ব্যবহার করিবার সুযোগ-সুবিধা পায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণদোষ অথবা ভুল পদপ্রয়োগ স্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু কোন ভাষাসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশি হইলে উপভাষার সৃষ্টি অনিবার্য। কেন না সকলের সহিত মিশিবার এবং বাক্‌ব্যবহারের সুযোগ পায় না, সুতরাং লোকে ছোট ছোট দলে বা সমাজে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা অঞ্চল বিশেষে, অথবা সামাজিক রাষ্ট্রীয় কিংবা আর্থিক সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে, আবদ্ধ থাকে এবং সেইহেতু পরস্পর মেলামেশার সুযোগ বেশি পায় বলিয়া তাহাদের গোষ্ঠীর ভাষায় (অর্থাৎ উচ্চারণ ও পদ ব্যবহারে) কিছু কিছু স্বতন্ত্রতা দেখা দিতে থাকে। এইভাবে ভাষা হইতে উপভাষার উৎপত্তি।

অনেক সময় কোন ব্যক্তিবিশেষের (অথবা পরিবারবিশেষের) ভাষাব্যবহারে ধ্বনিগত, পদগত অথবা পদপ্রয়োগগত অল্পস্বল্প স্বতন্ত্রতা দেখা যায়। এমন ব্যক্তিনিষ্ঠ উপভাষাকে বলিতে পারি **নিভাষা (Idiolect)**[১]।

বিশেষ বিশেষ কারণে কোন উপভাষা-সম্প্রদায় তাহার মূল যে ভাষাসম্প্রদায় তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে। তখন সেই উপভাষা সুযোগ পাইলে (অর্থাৎ লোকসংখ্যা বাড়িলে, জীবিকা ও শিক্ষা সহজলভ্য হইলে, মনীষী লেখকের আবির্ভাব ঘটিলে অথবা ধর্মপ্রচারের ভাষারূপে স্বীকৃত হইলে) নিজের পথ ধরিয়া বিকশিত হয় এবং কালক্রমে নূতন ভাষার মর্যাদা পায়। জলপ্লাবন ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উৎপাতের ফলে অথবা অন্য কোন কারণে ভাষাগোষ্ঠীর অংশ মূল স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলেও কোন পরিবার কিংবা দল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উপনিবিষ্ট হইতে পারে। তখন ভাষাসম্প্রদায় বহুধা বিভক্ত হইবার পথ পায়। একদা মধ্য-ইউরোপে জার্মানিক ভাষা প্রচলিত ছিল। এই ভাষাসম্প্রদায়ের এক দল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের কিছু পূর্বে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া ইংলণ্ডে উপনিবিষ্ট হয়। জার্মানিক ভাষাসম্প্রদায়ের এই বিচ্ছিন্ন দলের একটি উপভাষা নিজের পথ ধরিয়া বিকশিত হইয়া ইংরেজী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। জার্মানিক ভাষাসম্প্রদায়ের আর কয়েকটি দল বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে গিয়া আইস্‌লাণ্ডিক নরওয়েজীয় সুইডিশ দিনেমার ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। যে দল স্বদেশে রহিয়া গেল

---

[১] 'নিভাষা' সংজ্ঞাটি "নিজভাষা" হইতে তৈয়ারি করিলাম।

তাহাদের উপভাষাই আধুনিক জার্মান ভাষার পূর্বপুরুষ। এখন হইতে প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া আর্যভাষিগণ পূর্বভারতে বসতি করে। তাহাদের উপভাষাকে 'প্রাচ্যা' বা পূর্বী প্রাকৃত বলা হয়। তাহারা অঙ্গ বঙ্গ মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট হইয়া উপভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল। পরবর্তী কালে এইরূপ এক উপভাষা-গোষ্ঠীর জনগণ বাঙ্গালা দেশে, বিভিন্ন দলে, বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করিয়াছিল। এক দলের সঙ্গে অপর দলের যোগসূত্র একেবারে বিচ্ছিন্ন না হইলেও প্রত্যেক দল কতকটা স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই স্বতন্ত্র দলগুলিতে পূর্বী প্রাকৃতের পূর্বী উপভাষার যে বিভিন্ন স্থানীয় রূপ উদ্ভূত হইয়াছিল সেই রূপগুলিই আধুনিক বাঙ্গালার উপভাষা-সমূহের জননী।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো ভাষার অথবা উপভাষার একটি বিশেষ শব্দ (অথবা পদ)[১] বিভিন্ন অঞ্চলে বা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানচিত্রে রেখা টানিয়া সেই শব্দটির ব্যবহারের স্থানগুলি নির্দেশ করিলে তাহাতে **সমশব্দ-রেখামণ্ডল (Isogloss)** বলে। আর এইরূপে রেখা টানিয়া কোন বিশেষ ধ্বনির ব্যবহার সীমানির্দিষ্ট হইলে তাহাকে **সমধ্বনি-রেখামণ্ডল (Isophone)** বলে। তেমনি পদের প্রত্যয়-বিভক্তির বেলায় বলা হয় **সমরূপ-রেখামণ্ডল (Isomorph)**।

সমশব্দ-রেখামণ্ডলের উদাহরণ

(১) চন্দ্রবাচক শব্দ ধরিলে : কাশ্মীর, গাড়োয়াল, নেপাল, আসাম—কাশ্মীর—জুন, নেপাল—জুন, গাড়োয়ালী—জুন, অসমীয়া—জোন। শব্দগুলি সব সংস্কৃত 'জ্যোৎস্না' হইতে আগত।

(২) সূর্যবাচক শব্দ ধরিলে : পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অংশ (ভদরবাহী)—দিহরো, পশ্চিমা পাঞ্জাবী—দেহ্, পূর্ব পাঞ্জাবী—(প্রাচীন প্রয়োগ) দ্যুঁ। শব্দগুলি সব 'দিবস' হইতে আগত।

সমধ্বনি-রেখামণ্ডলের উদাহরণ

[চ] [ছ] ধ্বনি ধরিলে, উচ্চারণে পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলি ও অসমীয়া—যথাক্রমে [ৎস] ও [স]।

সমরূপ-রেখামণ্ডলের উদাহরণ

বাঙ্গালা-অসমীয়া-উড়িয়া-মৈথিল-মগধী-ভোজপুরী—এই ভাষাগুলিতে অতীত ও ভবিষ্যৎকালে যথাক্রমে [-ল] ও [-ব] বিভক্তি যুক্ত হয়।

---

১ শব্দ ও পদ সংজ্ঞা দুইটির পার্থক্য পরে বিচার্য।

ভৌগোলিক রাষ্ট্রিক সামাজিক ইত্যাদি কারণে যেমন এক ভাষা হইতে একাধিক উপভাষার উদ্ভব হইতে পারে তেমনি কোন একটি উপভাষা শক্তিশালী হইয়া অপর উপভাষাগুলিকে আওতায় ফেলিয়া দিয়া অথবা নষ্ট করিয়া দিয়া একটি ভাষায় উন্নীত হইতে পারে। ভাষাসম্প্রদায় যদি নিতান্ত ছোট হয়, অর্থাৎ যদি তাহাতে কোন উপভাষার স্থান না থাকে তবেই সেটিকে বিশুদ্ধ কথ্যভাষা বলা যায়। কিন্তু এমন কথ্য ভাষা অশিক্ষিত ও গণ্ডীবদ্ধ ভাষাসম্প্রদায়েই দেখা যায়। যে ভাষা বহুজনভাষিত এবং যাহাতে অল্প কিছুও স্থায়ী রচনা হইয়াছে তাহা কখনই পুরাপুরি মুখের ভাষা নয়। ইহা সেই ভাষাসম্প্রদায়ের সর্বজন-ব্যবহার্য ভাষা হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত মনের অনুশীলনের বাহিরে, ঘরে ও প্রতিদিনের কাজকর্মে, হুবহু এ ভাষা চলে না। আমরা লিখি, আর শিক্ষিত সমাজে সভা-সমিতিতে বলিয়াও থাকি—['আমি আসিয়া দেখিলাম যে রামবাবু বসিয়া রহিয়াছেন'], কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপে (পশ্চিম বঙ্গে) বলি—[আমি ঘরে এসে দেখলুম (বা বা দেখলাম) রামবাবু বসে রয়েচেন (রইচেন)], আমরা সাধারণত লিখিয়া থাকি—[কোথায় যাইতেছ ?], বাইরে কথাবার্তায় বলি—[কোথা যাচ্ছ ?] কিন্তু ঘরে বলিয়া থাকি (পশ্চিমবঙ্গে)—[কোজ্জাচ্ছ ?] এখানে আমরা ব্যবহার করিতেছি তিনটি বাক্‌রীতি, একটি লেখ্যভাষার, একটি কথ্য ভদ্র-ভাষার, আর একটি উপভাষার। যে ভাষাসম্প্রদায়ে একাধিক উপভাষা আছে সেখানে ভাষার—অর্থাৎ শিষ্টভাষার (ভদ্রসমাজে ও লেখাপড়ায় ব্যবহৃত ভাষার)—মূলে থাকে কোন একটি বিশেষ উপভাষা। তবে তাহাতে অপর উপভাষাগুলির শব্দ ও ইডিয়ম গৃহীত হইতে বাধা নাই। কিন্তু সব উপভাষা হইতে উপাদান চুনিয়া লইয়া ভাষা-তিলোত্তমা গড়া হয় না, বিশেষ একটি উপ-ভাষাই প্রবল ও বহুব্যবহৃত হইয়া অপর উপভাষাকে অপব্যবহার্য করিয়া দিয়া একচ্ছত্র হয়। যে-সব কারণে কোন একটি উপভাষা ভাষায় উন্নীত হইতে পারে তাহার মধ্যে প্রধান হইল সেই উপভাষায় উন্নত সাহিত্যের অনুশীলন। বড় কবির, বড় লেখকের রচনা যে ভাষাতে রচিত হইয়াছে, পাঠক শ্রোতা এবং পরবর্তী কবি ও লেখকদের উপর সে উপভাষার (অথবা ভাষার) প্রভাব প্রবল হইবেই। আর একটি বড় কারণ হইল সেই উপভাষা-ভূমির সাংস্কৃতিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় অথবা বাণিজ্যিক প্রাধান্য। দেশের প্রধান শহরে সব অঞ্চলের লোক জীবিকার (ও শিক্ষা ইত্যাদির) জন্য আসিয়া ভিড়

জমায়। তাই সেই শহরের ক্রমবর্ধমান উপভাষা অপর উপভাষাগুলিকে ক্রমশই কোণঠেসা করিতে থাকে। সভাশোভন বলিয়াও লোকে রাজধানীর উপভাষা অনুশীলন করে, এবং রাজধানী অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় লোকে সেখানকার উপভাষাকে মাতৃভাষার আসনে বসাইতে চায়। এইভাবে রাজধানীর ও ব্যবসায়কেন্দ্রের উপভাষা চারিদিকে নিজের সীমানা ক্রমশ প্রসারিত করিতে থাকে। এমনি করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলের উপভাষা বাঙ্গালায় সাধুভাষা হইয়াছিল। এই সূত্রেই কলিকাতা অঞ্চলের উপভাষা আজ সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভদ্র কথ্যভাষা (চলিত ভাষা) হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা (অথবা উপভাষাগুচ্ছ) স্বাভাবিক কারণেই সাহিত্যে প্রাধান্য পাইয়া আসিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দের শুরু হইতে গদ্যরচনার আরম্ভ এবং সেইসূত্রে বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দের শক্তিশালী লেখকগণ প্রায় সকলেই কলিকাতার অথবা নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী অথবা কলিকাতায় শিক্ষিত, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা স্বাভাবিক ভাবেই সাধুভাষায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলিলে চলিবে না যে অন্য উপভাষার ছাপ পশ্চিমবঙ্গের লেখ্য ভাষায় মোটেই পড়ে নাই। ষোড়শ শতাব্দের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি শ্রীহট্ট ও চাটিগাঁ অঞ্চলের লোক ছিলেন। ইঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া সেই সেই অঞ্চলের উপভাষার পদ কিছু কিছু আসিয়া গিয়াছে। আমরা মুখে বলি—[কর্‌ছি], লিখি—[করিতেছি]। [কর্‌ছি] পদের মূল [করিতেছি] পদ নয়। এটি পূর্ববঙ্গের উপভাষার পদ। ইহা হইতে পূর্ববঙ্গের কোন কোন আধুনিক উপভাষায় [কইর্‌তেছি] ও [কর্‌ত্যাছি] আসিয়াছে। অতএব বাঙ্গালা সাধুভাষায় [করিতেছি] পদটি পূর্ববঙ্গের উপভাষা হইতে আগত।

আধুনিক সময়ে শিক্ষিত সমাজে বাঙ্গালা কথ্য ভাষার একটি **শিষ্ট রূপ** দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহাকে **চলিত ভাষা** (**Standard Colloquial**) বলা হয়।[১] রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও তাঁহাদের অনুগামী লেখকেরা তাঁহাদের রচনায় কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। সাহিত্যের বাহন হিসাবে এই কথ্যভাষা এখন সাধুভাষাকে হঠাইয়া দিতেছে। এই সাহিত্যিক কথ্য-

[১] বাঙ্গালা সাধু ও চলিত ভাষার বিস্তৃততর আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

ভাষার মূলে রহিয়াছে কলিকাতার উপভাষা এবং তাহারও গোড়ায় আছে দামোদর-ভাগীরথী মধ্যবর্তী ভূভাগের—সেকালের মধ্য ও দক্ষিণ রাঢ়ের—বৃহত্তর উপভাষা (বা উপভাষাগুচ্ছ)। কলিকাতার প্রাচীনতর বাসিন্দাদের মধ্য, এবং পরবর্তী কালে আগতদের মধ্যেও, মধ্য এবং দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসীরাই প্রধান এবং বিশিষ্ট ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগ হইতে কলিকাতা বাঙ্গালা দেশের প্রধান নগরে এবং রাষ্ট্র-সমাজ-শিক্ষা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম হইতে ইহা বাঙ্গালা সংস্কৃতিরও কেন্দ্র হইয়া উঠে। সুতরাং কলিকাতার আচার-ব্যবহার বেশ-ভূষা ভাব-ভঙ্গী-ভাষা সবই শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্পৃহণীয় হইয়াছে। তবে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত নয়। এই প্রভাবে কলিকাতার কথ্যভাষা কিছু কিছু পরিবর্তন লাভ করিতেছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে অল্পবয়স্কদের মুখে [দিলে, খেলে]—এইরূপ সকর্মক ক্রিয়ার '-এ'-বিভক্তিযুক্ত পদের স্থলে পূর্ববঙ্গ-সুলভ [দিল, খেল] ইত্যাদি '-এ'-বিভক্তি-হীন পদ শুনিতে পাওয়া যায়। [দিলাম, খেলাম] ইত্যাদি '-লাম'-বিভক্ত্যন্ত পদও [দিলুম, খেলুম] প্রভৃতি '-লুম'-বিভক্ত্যন্ত পদকে দ্রুত অপসারিত করিয়া দিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ উলটপালট আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ নিবাসী এখন পশ্চিমবঙ্গে উপনিবিষ্ট। তাহার ফলে বাঙ্গালার উপ-ভাষা-সংস্থানে বিপর্যয় সমাগত ॥

২. মিশ্র ভাষা

আধুনিক কালের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে প্রয়োজনের তাগিদে দুইটি সম্পূর্ণভাবে অসংপৃক্ত ভাষা-সম্প্রদায় সাময়িক অথবা স্থায়ী ভাবে একত্রিত হইবার ফলে পরস্পর মিশ্রণে এক কাজচালানো গোছের সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এমন ভাষাকে বলা হয় **মিশ্র ভাষা (Jargon বা Mixed Language)**। মিশ্র ভাষার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই চারটি—বীচ-লা-মার (Beach-La-Mar অথবা Beche-La-Mar), পিজিন বা পিজিন ইংরেজী (Pidgin অথবা Pidgin English), মরিশাস ক্রেওল (Mauritius Creole) এবং চিনুক (Chinook Jargon)। ইউরোপীয় (ইংরেজী অথবা ফরাসী) ভাষাকে স্থানীয় ভাষা-সম্প্রদায়ের বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য করিবার অশিক্ষিত চেষ্টার ফলে এই মিশ্রভাষাগুলি উদ্ভূত। এগুলির নিধিভাষাশব্দের বারো আনাই

ইউরোপীয়, চারি আনা অথবা তাহারও কম দেশী। বাক্‌ভঙ্গি শিশুদের মতো, যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থদ্যোতক। তবুও ভাবপ্রকাশ-রীতিতে ব্যাকরণের একপ্রকার অপরিস্ফুট ঠাট আছে। সে ঠাটে স্থানীয় ভাষার বাক্‌রীতি যথাসম্ভব অনুকৃত।

পশ্চিম প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে বীচ-লা-মার (Beach-La-Mar) ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এ ভাষার শব্দসংখ্যা যৎসামান্য এবং তাহা প্রায় সবই ইংরেজী, সামান্য কিছু স্পেনীয় ও পোর্তুগীস। শব্দের রূপভেদ নাই। কর্তা কর্ম, একবচন বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ—সব একাকার। যেমন, 'আমি'—me, 'আমরা'—me two fella, me three fella, plenty me ইত্যাদি; 'আমার বাবা'—papa belong me; 'সে আমার বোন'—that woman he brother belong me। ক্রিয়ার কাল-রূপ নাই, পুরুষ ও বচন তো দূরের কথা। বিশেষ বিশেষ শব্দযোগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বোঝায়। যেমন, 'সে খাইতেছে'—he kaikai, 'সে সব খাইয়াছে'—he kaikai all finish; 'আমার ক্ষুধা পাইয়াছে'—my bely no got kaikai; ইত্যাদি।

পিজিন ইংরেজী (Pidgin English) নামটির 'পিজিন' অংশ আসিয়াছে business শব্দের বিকৃত চীনা উচ্চারণ হইতে। পিজিন চীনে বহু-প্রচলিত, এবং জাপানে ও ক্যালিফর্নিয়ায় অপ্রচলিত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগের পূর্বেই এই অপভাষার সূত্রপাত হইয়াছিল। পিজিনে ইংরেজী ও চীনা ছাড়া অন্য ভাষারও শব্দ আছে। সে-সব শব্দ ইংরেজীর মারফত আসিয়াছে। চীনা ভাষায় 'র' নাই, তাই 'র' স্থানে 'ল'। অন্যথা ভাষার ঠাট বীচ-লা-মারেরই মতো। উদাহরণ, 'আমি কন্‌সালের চাকর'—my belong consoo boy; 'তুমি ভাল আছ?'—you belong ploper?

মরিশাস ক্রেওল (Mauritius Creole) মরিশাসের শিষ্ট ভাষা ফরাসী হইতে উৎপন্ন। অনধ্যুষিতপূর্ব মরিশাস দ্বীপ প্রথমে ফরাসীরা অধিকার করে (১৭১৫) এবং মাদাগাস্কার হইতে প্রচুর নিগ্রো দাস সেখানে লইয়া যায়। সেই নিগ্রোদের সঙ্গে বাক্‌ ব্যবহারের ফলে ক্রেওলের সৃষ্টি। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ দ্বীপটি ইংরেজের অধিকারে আসে। ইংরেজ ভারতবর্ষ এবং অন্যস্থান হইতে প্রচুর মজুর আমদানি করিতে থাকে। কিন্তু ক্রেওল ভাষা অপরিবর্তিত রহিয়া যায়। ক্রেওলের শব্দ প্রায় সবই ফরাসী, তবে সে সব শব্দের বানান ফরাসী ভাষার প্রচলিত বানানের মতো প্রায়ই নয়। ব্যাকরণ যতদূর সম্ভব সরল। পদে

একবচন-বহুবচন ভেদ নাই। কারকবিভক্তি নাই। ক্রিয়ারূপেও অদ্বৈত। বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারা ক্রিয়ার অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপিত হয়। অনেক সময় শব্দ ও ক্রিয়া অভিন্নরূপ। উদাহরণ, 'আমার বাড়ি'—mo lakaze' ; 'আমি খাইব'—mo va manze' ; 'আমি খাইয়াছিলাম'—mo to' manxe' ; 'আমি খাইয়াছি'—mo fine manze' ; ইত্যাদি।

চিনুক মিশ্রভাষা (Chinook Jargon) উত্তর আমেরিকার ওরেগনে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত। এ ভাষা নুটকা চিনুক প্রভৃতি আদিম আমেরিকান ভাষা ও ইংরেজী—এই দুই-তরফের শব্দযোগে গঠিত। কিছু কিছু ফরাসী শব্দও আছে। ইংরেজী শব্দের কঠিন ধ্বনি আমেরিকান ভাষার উচ্চার্য রূপ লইয়াছে এবং আমেরিকান ভাষার কঠিন ধ্বনি ইউরোপীয় ভাষার উচ্চার্য রূপ লইয়াছে। যেমন, 'তিন'—মূল আমেরিকান ভাষায় ত্‌থ্‌লোন, চিনুক অপভাষায় ক্লোন্ ; অথবা 'শুষ্ক'—ইংরেজী dry, চিনুক অপভাষায় ত্‌লই অথবা দেলই ; 'মেষ'—ফরাসী le mouton (ল মূতঁ), চিনুক অপভাষার লেমুতো। ব্যাকরণ নাই বলিলেই হয়।

আন্তর্জাতিক রাজধানীগুলিতে এবং অন্যত্র যেখানে নানাদিগ্‌দেশ হইতে লোকসমাগম হয় সেখানে কেনাবেচার জন্য ছোটখাট অপভাষার অস্তিত্ব সুলভ্য। কিছুকাল আগেও এমনি এক অপভাষা শোনা যাইত কলিকাতায় হগ্ (মিউনিসিপাল) মার্কেটে। ইংরেজী-না-জানা বাঙ্গালী দোকানদারেরা বিদেশী ক্রেতাদের প্রতি যে অপভাষার পাশ নিক্ষেপ করিত তাহাকে বাঙ্গালা-ইংরেজী অপভাষা বলা যায়। বাঙ্গালী দোকানদার বলিতে চায়—'নাও বা না নাও, একবার দেখ তো।' অপভাষায় ছন্দোবন্ধে বাক্যটি দাঁড়াইল—[টেক্ টেক্ টেক্ নো টেক্ নো টেক্ একবার তো সী]॥

৩. অপভাষা ও অপার্থ-শব্দ

এক ভাষাগোষ্ঠীর (অথবা উপভাষাসম্প্রদায়ের) লোক যদি ভালো করিয়া না শিখিয়া অপর ভাষা (অথবা উপভাষা) ব্যবহার করে তবে উচ্চারণে ও পদপ্রয়োগে বিকৃতি ও ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। এমন অবস্থার বিকৃত ও ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ বাক্‌ব্যবহার **অপভাষা** (অথবা **অপ-উপভাষা**) বলা যায়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আগত বিদেশীরা সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে খুব পটু ছিল না সেইজন্য তাঁহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দাঁড়াইয়াছিল **ম্লেচ্ছ**[১] (অর্থাৎ অপভাষী)।

১ ম্লেচ্ছ শব্দটির মৌলিক অর্থ অবোধ্য বাক্‌ব্যবহারী।

উচ্চারণের দিক্ দিয়া বিচার করিলে ভারতবাসী আমরা ইংরেজী ভাষার সম্পর্কে অল্পবিস্তর অপভাষী অর্থাৎ ম্লেচ্ছ।

কোন কোন গণ্ডীবদ্ধ সৎ ও অসৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে অপরের কাছ হইতে গোপন রাখার জন্য কোন অর্থ বুঝাইতে বিশেষ বিশেষ শব্দ (প্রচলিত অথবা অন্য ভাষা হইতে) গৃহীত হয়। এমন শব্দকে **অপার্থ-শব্দ** বলা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাগীতিতে অপার্থ শব্দের ব্যবহার প্রচুর আছে।[১] আধুনিক কালে সব দেশেই গুণ্ডা-ছেঁচড়দের ব্যবহারে অপার্থ-শব্দ প্রচলিত॥

৪. অপশব্দ

যে শব্দ উপভাষায় মূল ভাষার রূপ হইতে বিকৃত অথবা কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে এবং যাহা সাহিত্যে অপ্রযুক্ত তাহাকে বলে **অপশব্দ**।[২] বাঙ্গালায় অপশব্দ যেমন, ভাইগ্‌গ (মূল—ভাগ্য), কুনঠে (মূল—কোন্ স্থিতে অর্থাৎ কোথা থেকে)। সাধু ভাষায় ব্যবহৃত গাভী ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত গাই ও গোরু, সংস্কৃতের (গো-শব্দের) তুলনায় অপশব্দ॥

৫. লিপির উদ্ভব

মুখের কথা ও মনের ভাব যাহাতে স্থানকালের গণ্ডীর বাহিরে স্থায়ী রূপ পায় সে চেষ্টা মানুষ বহু সহস্রাব্দ ধরিয়া করিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে সভ্যসমাজে লিপির উৎপত্তি। অসভ্য সমাজে তাহা হয় নাই, কেন না অন্তরের যে প্রয়োজনে মানুষের প্রকাশবেদনা অনুভূত হয় সে প্রয়োজন তাহাদের জাগে নাই। ভাষাকে স্থায়িত্ব দিবার আবশ্যকতা অসভ্য জীবনে অননুভূত।

লিপির উদ্ভবে ও উন্নতিতে কয়েকটি সুস্পষ্ট স্তর বা সোপান লক্ষ্য করা যায়। আদিম স্তরে দেখা দিয়াছিল চিত্রাঙ্কণ-প্রবৃত্তি। দশ বারো হাজার বছর আগেকার মানুষ (এবং এখনকার দিনেও যে মানবগোষ্ঠী সেই প্রাগৈতিহাসিক মানসিক অবস্থায় রহিয়াছে তাহারাও) ছবি আঁকিয়া উল্লেখযোগ্য বস্তু ও ঘটনাকে স্থায়ী রূপ দিত (এবং দেয়)। দেশবিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্বতগুহার গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ছবি পাওয়া গিয়াছে। সে-সব ছবি মানুষের, জন্তুর, ও মানুষ কর্তৃক জন্তুশিকারের। আধুনিক কালে সভ্যতার অনুন্নত স্তরেও এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উত্তর আমেরিকার আদিম

১ "সন্ধা ভাষ", "সন্ধাবচন।"

২ এই অর্থে পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে 'অপশব্দ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

অধিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানদের এইরকম স্মারক আলেখ্যপদ্ধতি সুবিদিত। কোন ঘটনার বা বিষয়ের স্মারক হিসাবে চিত্রাঙ্কন ছাড়া অন্য পদ্ধতিও কোন কোন দেশে চলিত ছিল। (আমাদের দেশে কোন বিশেষ কর্তব্য স্মরণে রাখিবার জন্য মেয়েদের আঁচলে ও পুরুষদের কোঁচার খুঁটে গ্রন্থি দেওয়া এখনো অজানা নয়।) দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মতো নানারঙের দড়ির গুছিতে গিঁট বাঁধিয়া বিশেষ বিষয় ও ঘটনা নথিভুক্ত করিত। এই পদ্ধতির নাম কুইপু (Quipu) অর্থাৎ গ্রন্থিলিপি।

লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের প্রথম সোপানে পাই উপরে উল্লিখিত আলেখ্য ও স্মারক চিত্র-পদ্ধতি। দ্বিতীয় সোপানে চিত্রলিপি (Pictogram) এবং ভাবলিপি (Ideogram)। এখানে কোন বস্তু বুঝাইতে তাহার সম্পূর্ণ ছবি না দিয়া শুধু সেটির রেখাচিত্র ব্যবহৃত হইত। রেখাচিত্রের দ্বারা ভাবও বুঝানো যাইত। যেমন পড়িয়া যাওয়া বুঝাইতে হেলানো দেওয়াল, বহন করা অর্থে মাথায়-বোঝা মানুষ, রাত্রি বুঝাইতে অর্ধবৃত্তের নীচে তারা। ভাবলিপি ও চিত্রলিপি হইতে তৃতীয় সোপান, সহজেই অধিগত হইয়াছিল। রেখাচিত্রটি ভাবলিপি অবস্থায় যে বস্তু বা বিষয় বুঝাইত এখানে তৃতীয় সোপানে সেই বস্তু ও বিষয় জ্ঞাপক শব্দ (ধ্বনিগুচ্ছ) নির্দেশ করিতে লাগিল। ইহাকে বলে শব্দ-লিপি (Phonogram)। প্রাচীন মিশরের চিত্রপ্রতীক লিপি (Hieroglyphic) ও প্রাচীন চীনের লিপি এই পর্যায়ের। একটি উদাহরণ দিই। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় 'খেস্তেব্' শব্দের অর্থ ছিল গাঢ় রঙের নীলা। 'খেস্' শব্দের নিজস্ব অর্থ আটকানো, 'তেব্' শব্দের নিজস্ব অর্থ শূকর। এই শব্দ দুইটি মিলাইয়া চিত্রলিপি,—একটা লোক শূয়ারের লেজ ধরিয়া টানিতেছে এই চিত্রলিপি—'খেস্তেব্' শব্দটির শব্দলিপি হইল।

চতুর্থ পর্যায়ে শব্দচিত্রের রেখা সংক্ষিপ্ত ও সাঙ্কেতিক হইয়া আদলে দাঁড়াইল এবং শব্দলিপিটি সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝাইয়া শুধু আদ্য অক্ষরটিকে নির্দেশ করিতে লাগিল। অর্থাৎ শব্দলিপি পরিণত হইল অক্ষরলিপিতে (Syllabic Script)। যেমন, প্রাচীন মিশরীয়ে যাহা ভাবলিপিরূপে বুঝাইত চীল ('আহোম') এবং শব্দলিপিরূপে 'আহোম' এই ধ্বনিসমষ্টি, তাহা অক্ষরলিপি-রূপে শুধু 'আ' অক্ষরটি বুঝাইতে লাগিল। পঞ্চম পর্যায়ে অক্ষরলিপি পরিণামে হইল ধ্বনিলিপি (Alphabetic Script)। যেমন, প্রাচীন মিশরীয়ে সিংহীর ('লাবোই') ছবি শব্দলিপিতে হইল 'লাবোই' এই ধ্বনিসমষ্টির দ্যোতক, অক্ষর-

লিপিতে হইল 'লা' এই অক্ষরের (syllable-এর) প্রতীক, এবং সব শেষে ধ্বনি লিপিতে (গ্রীক-রোমান লিপিতে) 'ল্' এই একক ধ্বনির চিহ্ন (letter)।

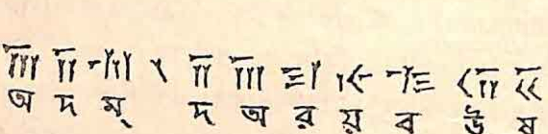
গ্রীক-রোমান লিপি প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিমূলক বর্ণমালা। ভারতীয় লিপি অংশতঃ ধ্বনিমূলক এবং অংশতঃ অক্ষরমূলক। যেমন, "অ" ধ্বনিমূলক হরফ, কিন্তু 'ক' (=ক্অ) অক্ষরমূলক।

প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যজগতের লিপিমালা এই চারিটি সুপ্রাচীন লিপি-পদ্ধতি হইতে উদ্ভূত: (১) মিশরীয় লিপিচিত্র, (২) ভারতীয় লিপিচিত্র,



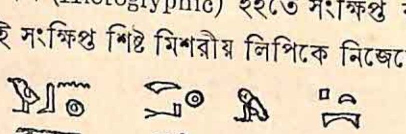
মেসোপটেমীয় বাণমুখ লিপিচিত্র
(বাঙ্গালায় অর্থসমেত)

(৩) চীনীয় লিপিচিত্র, এবং (৪) মেসোপটেমীয় **বাণমুখ (Cuneiform)** লিপিচিত্র। শেষের পদ্ধতি খ্রীষ্টপূর্ব সহস্রাব্দ শেষ হইবার পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।



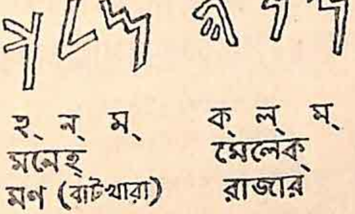
প্রাচীন পারসীক বাণমুখ লিপি
(বাঙ্গালায় লিপ্যন্তরসমেত)

মিশরীয় লিপিচিত্র হইতে পরবর্তী কালের ইউরোপীয় বর্ণমালাগুলি এবং আরামীয়-হিব্রু-আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন সেমীয় বর্ণমালাগুলি উৎপন্ন। মিশরীয় লিপিচিত্রের আদিম রূপ (Hieroglyphic) হইতে সংক্ষিপ্ত বা শিষ্ট (Hieratic) লিপি আসিল। এই সংক্ষিপ্ত শিষ্ট মিশরীয় লিপিকে নিজেদের ভাষার উপযোগী



মিশরীয় লিপিচিত্র
(বাঙ্গালায় লিপ্যন্তর ও অর্থসমেত। ডান দিক হইতে পড়িতে হইবে)

পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিল সেকালের বাণিজ্যপরায়ণ ফিনিসীয়রা। এই ফিনীসীয় লিপি হইতে একদিকে গ্রীক ও তাহা হইতে রোমান প্রভৃতি ইউরোপীয়, এবং অপরদিকে আরামীয়-হিব্রু-আরবী প্রভৃতি সেমীয় বর্ণমালা উৎপন্ন।

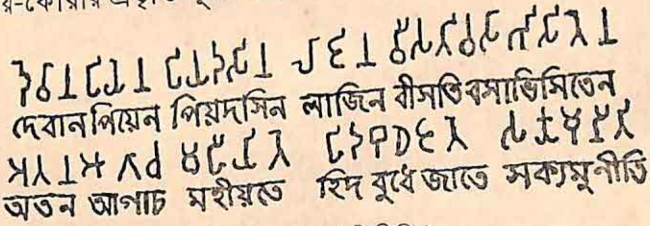


ফিনীসীয় লিপি

(বাঙ্গালায় লিপ্যন্তর ও অর্থসমেত। ডান দিক হইতে পড়িতে হইবে)

চীনীয় লিপিচিত্র হইতে আধুনিক চীনীয় ও জাপানী লিপি উৎপন্ন।

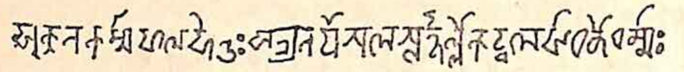
ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিমালা দুইটি—খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী—অশোকের অনুশাসনে প্রথম পাওয়া যাইতেছে। (ব্রাহ্মী বাম হইতে ডাহিনে, খরোষ্ঠী ডাহিন হইতে বামে লিখিত।) খরোষ্ঠী সেমীয় লিপি হইতে উৎপন্ন। ব্রাহ্মীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ব্যুলার (Buehler) প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে ইহাও মূলত সেমীয়। কিন্তু এই মতের বলবৎ প্রমাণ নাই। বর্তমান শতাব্দের তৃতীয় দশকের গোড়ায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নাবশেষের মধ্যে প্রাচীন লিপিচিত্রযুক্ত সীল পাওয়া গিয়াছে। যদি কখনো দ্বিভাষিক প্রত্নলিপি আবিষ্কৃত হয় তবে তাহার সাহায্যে এই লিপিগুলির নিঃসংশয়িত পাঠোদ্ধার হইবে এবং তখনই প্রমাণিত হইবে ব্রাহ্মী লিপি ভারতের নিজস্ব কি না। অশোকের ব্রাহ্মী লিপি স্থান-কালের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া আধুনিক ভারতীয় এবং তিব্বতী-বর্মী-যবদ্বীপীয়-কোরীয় প্রভৃতি পূর্ব-এসীয় লিপিমালায় পরিণত হইয়াছে।



(অশোকের ব্রাহ্মী লিপি)

(আধুনিক লিপ্যন্তর সমেত)

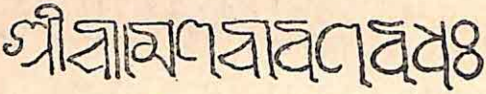
ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত লিপিমালা এবং ভারতবর্ষের বাহিরে প্রচলিত কয়েকটি লিপিমালা (যেমন, তিব্বতী বর্মী সিয়ামী যবদ্বীপী এবং কোরীয়) ব্রাহ্মী হইতে উৎপন্ন। গুপ্ত-শাসনকালে ব্রাহ্মী লিপি ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে রূপ



সুকৃতকর্মফলহেতুঃ সত্যতপোময়মূর্ত্তিলোকদ্বয়সাধনোধর্মঃ

ষষ্ঠ শতাব্দের কুটিল লিপি
(আধুনিক লিপ্যন্তর সমেত)

পাইয়াছিল তাহাকে **কুটিল** লিপি বলা হয়। এই কুটিল লিপি হইতে বাঙ্গালা লিপির উদ্ভব। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দেই বাঙ্গালা বর্ণমালা নিজস্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।



শ্রীরামেণ রাবণবধঃ



সীতাবিবাহঃ

দ্বাদশ শতাব্দের বাঙ্গালা লিপি

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনিপরিবর্তন

১. ধ্বনিপরিবর্তন-সূত্র

ভাষা পরিবর্তনশীল। নদীর মতোই ভাষা অখণ্ডস্রোতোবাহিনী হইয়াও নিয়ত গতিপথ বদলাইয়া চলিয়াছে। ভাষার পরিবর্তন—মুখ্যত ধ্বনিপরিবর্তন—কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সূত্র অনুসরণ করিয়া ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষায় কালক্রমে যে ধ্বনিপরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা বিশেষ বিশেষ নিয়মের মধ্যে ধরা পড়ে।[১] যেমন সংস্কৃত [জতু, মধু, বধূ, সখী] বাঙ্গালায় হইয়াছে [জউ, মউ, বউ, সই]। এইরকম উদাহরণ হইতে এই ধ্বনিপরিবর্তন-সূত্র পাওয়া যায় যে, সংস্কৃতের দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী [ত, দ, ধ, খ] ইত্যাদি ব্যঞ্জনধ্বনি বাঙ্গালায় লুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা [রাতি, পাঁতি, আঁশু, ফাগু] আধুনিক বাঙ্গালায় হইয়াছে [রাত, পাঁত, আঁশ, ফাগ]। ইহা হইতে এই সূত্র সিদ্ধ হয় যে, প্রাচীন বাঙ্গালার অন্ত্য ই-কার ও উ-কার আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় লোপ পাইয়াছে।

ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মের আপাত ব্যতিক্রম অনেক দেখা যায়, কিন্তু সেগুলিকে ঠিক ব্যতিক্রম বলা চলে না। ধ্বনিপরিবর্তন সূত্রের বিষয়ে এই দুইটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে: (১) ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র কোন বিশেষ ভাষার বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য, অন্য অবস্থায় নয়; এবং (২) শব্দের মধ্যে ধ্বনিগুলির সুনির্দিষ্ট সংস্থানেই সূত্রের অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে, অন্যথা না হইতে পারে। পূর্বে দেখানো গিয়াছে যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় অন্ত্য ই-কার ও উ-কার আধুনিক বাঙ্গালায় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় লোপ পাইয়াছে। এই সূত্র পূর্ববঙ্গের উপভাষায় প্রযোজ্য নয়; পূর্ববঙ্গের ভাষায় ধ্বনি দুইটি লুপ্ত না হইয়া স্থান পরিবর্তন করে মাত্র। সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালার [আজি, কালি] স্থানে পশ্চিমবঙ্গে [আজ, কাল] এবং পূর্ববঙ্গে [আইজ, কাইল] হইয়াছে।

---

১ এ নিয়ম আইনের মত কঠিন নয়। ভাষাসম্প্রদায়ের উচ্চারণরীতিরই সাময়িক প্রকৃতির নির্দেশক। সেইজন্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে।

২. সাদৃশ্য

গণিতের সূত্রের যেমন ব্যতিক্রম হয় না, ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র তেমন নয়। ভাষার জন্ম ও বিকাশ হইয়াছে মানুষের সামাজিক বোধ ও আন্তর প্রেরণা হইতে। মানুষের মনের বাহিরে ভাষার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানুষের মনের খেয়াল অনুযায়ী ভাষার নিয়মশীলতার ব্যতিক্রম হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রমের অবকাশ বেশি নাই, এবং ব্যতিক্রমের কারণও সাধারণত অজ্ঞেয় নয়। যে সাম্যবোধ মানুষের মনে নিয়ত জাগরূক সেই সাম্যবোধ ভাষা-বন্ধনে নিয়ত প্রবলপ্রকাশ। একই শ্রেণীর পদের বিভিন্ন রূপকে এক সমান রূপ দিবার চেষ্টার ফলেই সকল উন্নত ভাষার ব্যাকরণ ক্রমশ সরলতর হইতেছে।

কোন শব্দের বা পদের পক্ষে অন্য কতকগুলি শব্দের বা পদের আকার পাওয়াকে বলে **সাদৃশ্য (Analogy)**। কখনো কখনো ইহারই প্রভাবে অনেক শব্দ সুনির্দিষ্ট ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম এড়াইয়া যায়। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি।

সংস্কৃতে শব্দমধ্যস্থিত যুক্ত (conjunct) ব্যঞ্জনধ্বনি প্রাকৃতে যুগ্ম (double) ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়, এবং প্রাকৃতের এই যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি আবার বাঙ্গালায় একটিমাত্র ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, আর এই ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন, সং কর্ম > প্রা কম্ম > বা কাম, নিদ্রা > নিদ্দ > নীদ, পশ্চা(ৎ) > পাছা > পাছ, ভক্ত > ভত্ত > ভাত, সন্ধ্যা > সঞ্‌ঝা > সাঁঝ, ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত 'সর্ব' হইতে প্রাকৃতে 'সব্ব' হইল বটে, কিন্তু তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'সাব' না হইয়া 'সব' হয় কেন? এখানে তো সূত্রের ব্যতিক্রম হইল। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, সম্ভবত এখানে 'সভা' শব্দের প্রভাব পড়িয়াছে, তাই 'সাব' না হইয়া 'সব' হইয়াছে। যে সময়ে প্রাকৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয়, সে সময়ে বহুবচনজ্ঞাপক 'সভা' শব্দের প্রচলন ছিল (এখন যেমন আমরা বহুবচনে 'গণ, সমূহ, সমাজ, সম্প্রদায়' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরকম)॥[১]

৩. ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ অনেক। জিহ্বার জড়তা, শ্রবণশক্তির অপ্রখরতা, শব্দমধ্যে ধ্বনিগুলির পরস্পর প্রভাব—এ সবই ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-বৈষম্যের

[১] এই ব্যতিক্রমের অন্য ব্যাখ্যা পরে দ্রষ্টব্য।

কারণ। বয়ঃস্থ লোকের সাহচর্যে শিশু যখন ভাষা শিখিতে থাকে তখন তাহার আত্মীয়স্বজনের উচ্চারণপ্রণালী ও পদপ্রয়োগের রীতি তাহার ভাষাশিক্ষাকে চালিত করে। তাহার পর শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার অধিগত ধ্বনি- ও পদ-বিকার পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এইরূপে ভাষা পুরুষান্তরক্রমে ব্যক্তি হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী হইতে সমাজে—এই ভাবে রূপান্তরিত হইতে থাকে।

আর একটি কারণ হইতেছে ভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব। দুই ভাষাসম্প্রদায়ের সংস্রব ঘনিষ্ঠ হইলে এক ভাষা (সাধারণত হীনতর) অপর ভাষা (সাধারণত উন্নততর) হইতে শব্দ ও ইডিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সংস্রব অত্যন্ত নিবিড় হইলে দৈবাৎ এক ভাষার ধ্বনিগত বিশেষত্ব অপর ভাষায় সঞ্চারিত হইতে পারে। উদাহরণরূপে ভারতীয় আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির কথা বলা যাইতে পারে। সংস্কৃতে এবং তদুৎপন্ন প্রাকৃতে ও আধুনিক ভাষার ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ—এই মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি আছে। কিন্তু সংস্কৃতের সহোদরাস্থানীয় ভাষায়—অর্থাৎ গ্রীক, লাটিন, শ্লাব ইত্যাদিতে—এগুলি নাই। অতএব অনুমান করা হয় যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ইত্যাদি ভাষাগুলি যে মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে মূর্ধন্য ধ্বনি ছিল না। তবে সংস্কৃতে এই ধ্বনিগুলি আসিল কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হয় যে এদেশে পদার্পণ করিয়াই আর্যেরা দ্রাবিড় এবং অষ্ট্রিক জাতির সংস্রবে আসে। দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক জাতির ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি খুব প্রচুর ছিল। সুতরাং দ্রাবিড় এবং অষ্টিক ভাষার প্রভাবে ভারতীয় আর্যদের ভাষা সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছিল,—এমন অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়।

ভৌগোলিক অবস্থানও ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ হইতে পারে। ভৌগোলিক অবস্থানের উপর দেশের আবহাওয়া নির্ভর করে, এবং আবহাওয়ার উপর দেশের অধিবাসীদের দৈহিক গঠন ও শারীরিক প্রক্রিয়া (উচ্চারণে মুখপ্রযত্ন ইত্যাদি) নির্ভর করে। সুতরাং একই ধ্বনির উচ্চারণে স্থানবিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা দিতে পারে। তবে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত ব্যাপক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

পূর্বে বলিয়াছি যে, ভাষায় যে সৌষম্য দেখা যায় তাহা কতকটা অ-বাস্তব ও কৃত্রিম। মুখের ভাষাই আসল ভাষা। প্রত্যেক দলের ও সামাজিক গোষ্ঠীর ভাষায়, অর্থাৎ উপভাষায়, কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। এই বিশিষ্টতাগুলিই

উপভাষার প্রাণ। আরও তলাইয়া দেখিলে জানিব যে, কোন দলের উপভাষার মূলে হয়ত আছে সেই দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাববান্ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির অথবা পরিবারের বিশেষ বাক্‌ভঙ্গি। সুতরাং ভাষার বিশেষত্বের মূল খুঁজিলে শেষ পর্যন্ত গিয়া পাইব ব্যক্তি অথবা পরিবার বিশেষের বাক্‌ব্যবহারে। ভাষাবিজ্ঞানবিদেরা অনুমান করেন যে, ধ্বনিপরিবর্তনের মূল খুঁজিলেও পরিশেষে আমরা এইরূপে কোন ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের উচ্চারণভঙ্গিতে পৌঁছিতে পারি। তবে এ অনুসন্ধানে বিষম বাধা উপাদানের অপ্রচুরতা॥

তৃতীয় অধ্যায়

১. ব্যাকরণের প্রকার ও শাখা

কোন ভাষার বিশ্লেষণ ও গঠনরীতি যে বিদ্যার বিষয় তাহাকে বলে সেই ভাষার **ব্যাকরণ**। ব্যাকরণের আলোচনা তিন-ভাবে হয়। সেইমতো ভাষা-বিজ্ঞানে ব্যাকরণও তিন-প্রকার—(১) **বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive Grammar)**, (২) **ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar)**, এবং (৩) **তৌলন বা তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar)**। কোন নির্দিষ্ট সময়ে অথবা অবস্থায় কোন ভাষার বিশ্লেষণ ও গঠনরীতির আলোচনা বর্ণনামূলক ব্যাকরণের বিচার্য। যেমন, এখনকার বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ। ঐতিহাসিক ব্যাকরণে কোন ভাষার কালগত ধারাবাহিক রূপান্তরের আলোচনা থাকে। যেমন, ঐতিহাসিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ধারাবাহিক ও সমগ্র দৃষ্টিতে প্রাচীনকালের বাঙ্গালা এবং আধুনিক কলের বাঙ্গালা ভাষার আলাচনা ইহাতে থাকিবে। তুলনামূলক বাঙ্গালা ব্যাকরণে ঐতিহাসিক ব্যাকরণই আরও পিছনে অনুসরণ করিয়া সমগোষ্ঠীর সমান অবস্থার হিন্দী গুজরাটী মারাঠী প্রভৃতি অপর সমগোত্রীয় ভাষার সঙ্গে তুলনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার অলোচনা হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় তুলনামূলক ব্যাকরণ বাঙ্গালার সঙ্গে অসমীয়া ওড়িয়া হিন্দী মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি সমগোত্রীয় সমসাময়িক ভাষা আলোচিত হইবে।

বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষাবিশ্লেষণের **(Descriptive Linguistics)** পার্থক্য জানা আবশ্যক। বর্ণনামূলক ব্যাকরণে ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সম্পর্ক এড়ানো হয় না। কিন্তু বর্ণনামূলক ভাষা-বিশ্লেষণে অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা থাকে না, ব্যবহারিক দিক্ দিয়াই ভাষার "ব্যাকরণ" অর্থাৎ বিশ্লেষণ হয়। যেমন, বাঙ্গালায় বর্ণনামূলক ব্যাকরণ [করিল] [করিব] [করিতে]—এই পদগুলি যথাক্রমে [কর্+ইল] [কর্+ইব] [কর+ইতে] এইভাবে ধাতু-প্রত্যয়-বিভক্তি বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখানো হয়। বর্ণনামূলক বিশ্লেষণে পদগুলি যথাক্রমে [করি+ল] [করি+ব] [করি+তে]—এইভাবে দেখানো হয়।

যে ভাষার কোন পুরোনো নিদর্শন নাই এবং যে ভাষা কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই সে ভাষা সহজে ব্যবহারে অনিবার পক্ষেই বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের উপযোগিতা।

ভাষাবিজ্ঞান-অনুসারে ব্যাকরণের আলোচনার চারটি প্রধান বিষয়—(১) **ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)**, **ধ্বনিবিচার (Phonemics)** ও **ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)**, (২) **রূপতত্ত্ব (Morphology)**, (৩) **পদতত্ত্ব** বা **বাক্যরীতি (Syntax)**, এবং (৪) **শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)**। শব্দার্থতত্ত্বে শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচ্য। পদতত্ত্বে বাক্যে শব্দের প্রয়োগ আলোচিত হয়। রূপতত্ত্বে পদের গঠনপ্রণালীর বিশ্লেষণ থাকে। সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণে রূপতত্ত্বের প্রাধান্য, এবং বাঙ্গালা ইংরেজী প্রভৃতি আধুনিক ভাষার ব্যাকরণে বাক্যরীতির গুরুত্ব বেশি। প্রাচীন বিভক্তিগুলি লুপ্ত হওয়ায় আধুনিক ভাষায় পদপ্রয়োগের বিশিষ্টতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আধুনিক ভাষায় ইডিয়মের প্রাচুর্য ভাবপ্রকাশশক্তি খুব বাড়াইতেছে।

কোন ভাষায় যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহৃত হয় তাহার উচ্চারণের শারীর বিশ্লেষণ (অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের ও শ্রবণযন্ত্রের ক্রিয়া-পর্যবেক্ষণ) ও তদনুসারে উচ্চারিত ও শ্রুত ধ্বনির প্রকৃতিবিচার ও শ্রেণীবিভাগ ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়। কোন বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহারিক বিচারবিশ্লেষণ ধ্বনিবিচারের আলোচ্য। কোন ভাষায় কালে কালে যে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটিয়া আসিয়াছে তাহার ইতিহাস ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। বাঙ্গালা এ-কারের উচ্চারণ-প্রক্রিয়া-নির্ণয় ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়, ধ্বনিটির প্রকৃতি ও অনুরূপ ধ্বনির সঙ্গে সম্বন্ধনির্ণয় বাঙ্গালা ধ্বনিবিচারের বিষয়, আর সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের ও পুরানো বাঙ্গালার মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালা এ-কারের উৎপত্তিবিচার বাঙ্গালা ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়॥

২. ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিচার

এখন দেখা যাক ধ্বনির উৎপত্তি কি করিয়া হয়।

ফুসফুসের দ্বারা প্রেরিত নিশ্বাসবায়ু শ্বাসনালীদ্বয়ের (Trachea) মধ্য দিয়া আসিয়া কণ্ঠনালীতে (Larynx) পড়ে, এবং তথা হইতে কণ্ঠ ও মুখবিবর অথবা কণ্ঠ ও নাসিকা পথে বহির্গত হইয়া যায়। যদি সচেষ্ট পেশীসঞ্চালনের দ্বারা এই নিঃশ্বাসবায়ু কণ্ঠনালী হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত স্থানমধ্যে কোথাও কোন রকম বাধা পায়, তবেই তাহা **ধ্বনি (Speech-sound** বা **Phone)** রূপে প্রকাশ পায়। বাধার স্থান ও বাধার প্রকার অনুসারে ধ্বনির প্রকারভেদ নির্ভর করে।

ধ্বনিবিজ্ঞানে প্রত্যেক উচ্চারিত ধ্বনির একটি করিয়া স্বতন্ত্র রূপ। কিন্তু সব ভাষাতেই দেখা যায় যে-কোন একটি ধ্বনি কখনো বিশেষ বিশেষ অবস্থায়,

অর্থাৎ অপর কোন ধ্বনির সান্নিধ্যের জন্য ঈষৎপরিমাণে রূপান্তরিত হয়। এই প্রায়-সমরূপ ধ্বনিগুলির যদি একটি অপরটির স্থানে, অর্থপরিবর্তন ব্যতিরেকে, উচ্চারিত না হয় তবে সেগুলির প্রত্যেকটিকে বলে **পূরকধ্বনি (Allophone),** এবং মূল ধ্বনিটিকে **ধ্বনিমূল** বা **ধ্বনিতা (Phoneme)** বলে। যেমন বাঙ্গালায় [উল্‌টা] আর [আল্‌তা]। এই দুই শব্দের ল-কার উচ্চারণে ঠিক একরকম নয়। ট-কারের নৈকট্যের জন্য 'উল্‌টা'র ল-কারের উচ্চারণে জিহ্বা একটু বেশি বক্রাকার হয়। তাই এই শব্দের ল-কার দুইটি পূরকধ্বনি, এবং বাঙ্গালা ভাষার ল-কার একটি বর্ণ যাহার দুইটি পূরকধ্বনি আছে। তেমনি ইংরেজীতে ক-কার একটি বর্ণ যাহার দুইটি পূরকধ্বনি স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বরধ্বনির আগে উচ্চারিত হইলে ধ্বনির শেষে একটু হ-কারের রেশ লাগে [k'] কিন্তু অন্যত্র তাহা নয় [k]।

ধ্বনির স্বরূপনির্ণয় ও শ্রেণীবিভাগ করিবার পূর্বে প্রচলিত বর্ণমালাসমূহের অসম্পূর্ণতার কথা বলা আবশ্যক। কোন ভাষাতেই প্রাচীন কাল হইতে আগত বর্ণমালা আধুনিক কালে সেই ভাষার সকল ধ্বনি প্রকাশ করিবার পক্ষে সর্বদা উপযুক্ত নয়। ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তন যেমন দ্রুত হয়, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ণমালায় পরিবর্তন সাধিত হয় না। বর্ণমালার ব্যাপারে প্রায় সকল দেশের লোকেই রক্ষণশীল। ফলে হয় কি, এক ধ্বনির জন্য একাধিক **লিপি-অক্ষর** বা **বর্ণ (Letter)** ব্যবহৃত এবং এক অক্ষরের দ্বারা একাধিক ধ্বনি দ্যোতিত হয়। বাঙ্গালা অক্ষর মোটামুটি সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিপ্রকাশের উপযোগী। কিন্তু সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় পৌঁছিতে গিয়া ভাষার ধ্বনি কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। সে-পরিবর্তন অনুযায়ী বাঙ্গালা লিপির সংশোধন অথবা পরিবর্তন হয় নাই। সংস্কৃতের খাতিরে বাঙ্গালা লিপিতে এমন কয়েকটি অক্ষর রহিয়া গিয়াছে যাহার অনুরূপ ধ্বনি বহুকাল পূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেমন, মূর্ধন্য 'ণ', 'ষ', অন্তস্থ 'ব' ইত্যাদি। বাঙ্গালা এ-কার অক্ষরের দ্বারা অন্তত তিনটি পৃথক্ ধ্বনি প্রকাশিত হয়—(১) পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে [দেশ, এই,] ইত্যাদির শব্দের এ-কার ধ্বনি, (২) পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে [এক, এত] ইত্যাদি শব্দের এ-কার ধ্বনি, এবং (৩) পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে [দেশ, খেত] ইত্যাদি শব্দের এ-কার ধ্বনি। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে 'অমুক' শব্দের অ-কার এবং 'ওল' শব্দের ও-কার একই ধ্বনি, অথচ দুইটি পৃথক্ অক্ষরে লেখা হইয়া থাকে। 'সবিশেষ' এই সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণে স-কার, শ-কার এবং ষ-কার এই তিন বর্ণের উচ্চারণে কোনই পার্থক্য নাই।

বাঙ্গালার অপেক্ষা ইংরেজীতে অক্ষর ও ধ্বনির মধ্যে বৈষম্য আরো বেশি পরিস্ফুট।

ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনার এবং বিদেশীভাষা-শিক্ষার সুবিধার জন্য প্রচলিত বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা নিবারণ করিয়া এক নূতন বর্ণমালা পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহাতে যে-কোন ভাষার যে-কোন ধ্বনি লেখা ও পড়া যায়। ইহাকে **সর্বজনীন ধ্বনিমূলক লিপিমালা (International Phonetic Alphabet)** বলে ॥

৩. ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

ধ্বনিবিভাগ মোটামুটি দুই প্রকারে করা যায়। প্রথম প্রকারে, ধ্বনিগুলি দুই প্রধান শ্রেণীতে পড়ে,—**অঘোষ (Unvoiced, Voiceless** বা **Breathed)** এবং **সঘোষ** বা **ঘোষবৎ (Voiced)**।

কণ্ঠনালীর মধ্যে গলগণ্ডের ঠিক পিছনে সামনাসামনি দুইটি পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে। এই দুইটিকে বলে **কণ্ঠতন্ত্রী (Glottis** বা **Vocal Chords)**। অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় কণ্ঠতন্ত্রী শ্লথ থাকে। তখন কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু অবাধে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ঘোষবৎ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় কণ্ঠতন্ত্রী প্রসারিত হইয়া কণ্ঠনালীতে নিঃশ্বাস-বায়ু বাহির হইবার পথ রুদ্ধ করে। বায়ুপ্রবাহ তখন সে বাধা ঠেলিয়া নির্গত হয়, এবং তাহাতে কণ্ঠতন্ত্রীর যে অনুরণন হয় তাহা নিঃশ্বাসবায়ুতে ঘোষ অর্থাৎ স্বর বাজে। এই স্বর বা **ঘোষ (Voice)** থাকে বলিয়াই দ্বিতীয় শ্রেণীর ধ্বনিকে বলা হয় **সঘোষ** বা **ঘোষবৎ (Voiced)**।

অঘোষ ধ্বনি হইল ব্যঞ্জন বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি এবং [শ, ষ, স]; আর ঘোষবৎ ধ্বনি হইল বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি, [য, র, ল, ব, হ] এবং সমস্ত স্বরধ্বনি।

স্বরধ্বনি মাত্রেই ঘোষবৎ, এমন নয়। কোন কোন ভাষায় **অঘোষ স্বরধ্বনি (Whispered Vowel)** শোনা যায়। ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিলে যে স্বরধ্বনি শুনি তাহা অঘোষ। তবে অঘোষ স্বরধ্বনি আসলে ব্যঞ্জনধ্বনিরই সামিল।

ধ্বনির দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইতেছে—**স্বর** ও **ব্যঞ্জন**। এই দুই শ্রেণীর ধ্বনির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

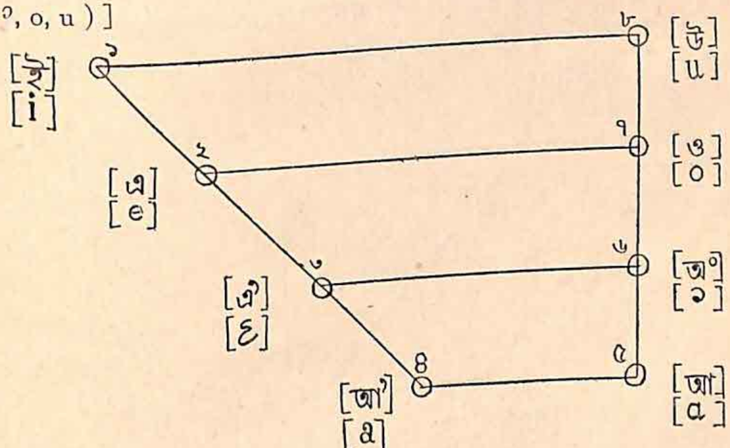
যে-ধ্বনির উচ্চারণে নিঃশ্বাসবায়ু মুখবিবরে কোথাও কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত

হয় না তাহাকে **স্বরধ্বনি (Vowel)** বলে। জিহ্বার এবং জিহ্বাংশের অবস্থান এবং ওষ্ঠদ্বয়ের আকুঞ্চন-প্রসারণের দ্বারা মুখবিবরের আয়তনের যে পরিবর্তন হয় তাহারই উপর স্বরধ্বনির রূপ নির্ভর করে।

মুখবিবরের আয়তন-পরিবর্তন, যাহার উপর স্বরধ্বনি ও তাহার প্রকারভেদ নির্ভর করে, তাহা তিন উপায়ে সাধিত হয়। (১) জিহ্বাকে সম্মুখভাগে প্রসৃত, পশ্চাদ্‌ভাগে আকৃষ্ট, উর্ধ্বে উত্তোলিত কিংবা নিম্নে অবস্থাপিত করিয়া, (২) নীচের চোয়াল উঠাইয়া নামাইয়া, এবং (৩) ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত ও প্রসৃত করিয়া।

মুখবিবরের মধ্যে যে-কোন স্থানে কোনরকম বাধার অথবা পেশী-আকুঞ্চনের ফলে শ্বাসবায়ু নির্গমনে বাধার সৃষ্টি হইলে **ব্যঞ্জন ধ্বনি (Consonant)** হয়। বাধার স্থানের এবং প্রকারের উপর ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরূপ নির্ভর করে। কণ্ঠনালীর উর্ধ্বভাগ, তালুর পশ্চাদ্‌ভাগ, তালুর মধ্যভাগ, তালুর সম্মুখভাগ, দন্তমূল, দন্ত এবং ওষ্ঠদ্বয়—সাধারণত এইগুলিই নিঃশ্বাসবায়ু নির্গমনে বাধার স্থান। বাধার প্রকার হইতেছে দুইরকম—সম্পূর্ণ অথবা আংশিক।

জিহ্বার অবস্থান লক্ষ্য করিয়া এই আটটি **মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal Vowels)** নির্দিষ্ট হইয়াছে—[ই, এ, এ', আ, আ,' অ°, ও, উ (i, e, ɛ, a, ɑ, ɔ, o, u)]



মৌলিক স্বরধ্বনি চিত্র

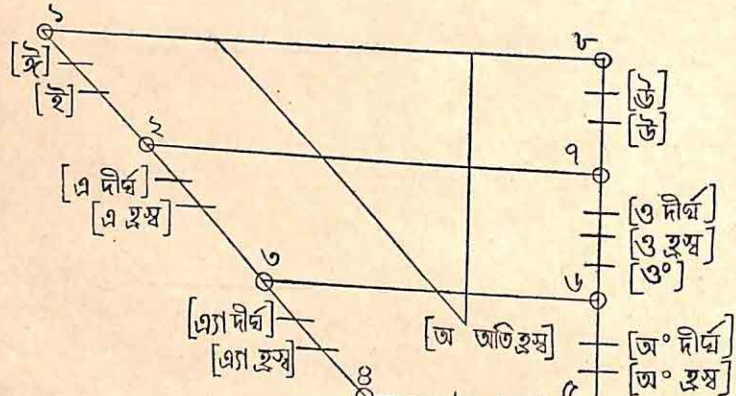
(১) [ই, এ, এ', আ',] এবং (২) [আ, অ°, ও, উ]—এই দুই দফা ধ্বনির উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা (যথাক্রমে অগ্র ও পশ্চাৎ অংশ) সম্মুখদিকে প্রসৃত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে আকৃষ্ট হয়। সেইজন্য ধ্বনিগুলিকে যথাক্রমে **সম্মুখ (Front)** এবং **পশ্চাৎ (Back)** স্বরধ্বনি বলা হয়।

'ই' ধ্বনিতে জিহ্বার সম্মুখভাগ প্রস্থত হয় এবং বায়ুপ্রবাহের নির্গমনে বাধা সৃষ্টি না করিয়া যথাসম্ভব উর্ধ্বে থাকে। [এ. এ'] ধ্বনিতে জিহ্বার সম্মুখ-ভাগের উচ্চতা পর-পর কম থাকে, আর [আ'] ধ্বনিতে জিহ্বার সম্মুখভাগ সর্বাপেক্ষা নিম্ন উচ্চতায় থাকে। [আ, অ°, ও, উ]—এই ধ্বনিগুলিতে জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ আকৃষ্ট হয়। [আ', আ] ধ্বনিতে জিহ্বার উচ্চতা সর্বাপেক্ষা অল্প, তাহার পর ক্রমশ বাড়িয়া [ই, উ] ধ্বনিতে সর্বাধিক উচ্চতা পায়।

[ই, এ, এ', আ']—এই চারিটি ধ্বনির উচ্চারণের সময়ে ওষ্ঠদ্বয় কমবেশি প্রস্থত থাকে বলিয়া এইগুলিকে **প্রস্থত (Retracted)** স্বরধ্বনি বলা হয়। [অ১, ও, উ]—এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হয় বলিয়া এগুলিকে **কুঞ্চিত (Rounded)** স্বরধ্বনি বলা হয়।

[ই, উ] এই ধ্বনি দুইটির উচ্চারণকালে মুখবিবর সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত হয় বলিয়া এই দুই ধ্বনিকে **সংবৃত (Closed)** স্বরধ্বনি বলে। [আ', আ]—এই দুই ধ্বনির উচ্চারণকালে মুখবিবর বিবৃত অর্থাৎ প্রসারিত থাকে বলিয়া এই দুইটিকে **বিবৃত (Open)** স্বরধ্বনি বলে। [এ, ও]—এই ধ্বনি দুইটির উচ্চারণের সময়ে মুখবিবর প্রায়-সংবৃত থাকে বলিয়া এই দুইটিকে **অর্ধসংবৃত (Half-close)** বলে। [এ', ও']—এই দুই ধ্বনির উচ্চারণকালে মুখবিবর প্রায়-বিবৃত হয় বলিয়া এই দুইটিকে **অর্ধবিবৃত (Half-open)** বলা হয়।[১]

মৌলিক স্বরধ্বনির তুলনায় উচ্চারণস্থান হিসাবে বাঙ্গালার স্বরধ্বনির স্বরূপ নীচের স্বরচিত্রে দ্রষ্টব্য।

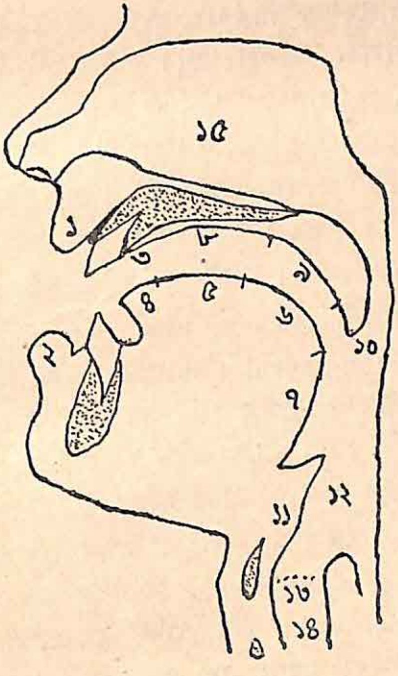


১ মৌলিক স্বরগুলির উচ্চারণ যথাক্রমে 'নদী, দেশ (সাধু বাঙ্গালায়), দেশ (পূর্ববঙ্গের ভাষায়, কতকটা যেন [ড্যাশ্], কাল (পূর্ববঙ্গে), কালো, অচল (সাধারণ বাঙ্গালা [অ]), ওঃ, উট' শব্দের মতো।

উচ্চারণের সময়ে যুগপৎ মুখবিবরে এবং নাসারন্ধ্রে অনুরণন হইলে **আনুনাসিক স্বরধ্বনি (Nasalized Vowel)** উৎপন্ন হয়।

একটিমাত্র স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিতে যে প্রযত্ন লাগে তাহার মধ্যে দুইটি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইলে (অর্থাৎ জিহ্বা এক স্বরধ্বনির উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া অপর একটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে শেষ করিলে) **দ্বিস্বর-ধ্বনি (Diphthong)**[১] উৎপন্ন হয়। দ্বিস্বরধ্বনির শেষ অংশ সাধারণত [ই] অথবা [উ] হয়। বাঙ্গালায় [ঐ, ঔ] দ্বিস্বরধ্বনি।

উচ্চারণস্থান (Place of Articulation) অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ দেখানো যাইতেছে।



১ ওষ্ঠ ২ অধর ৩ দন্তমূল ৪ জিহ্বামুখ ৫ অগ্রজিহ্বা
৬ পশ্চজিহ্বা ৭ জিহ্বামূল ৮ তালু ৯ নিম্নতালু ১০ আলজিভ
১১ কণ্ঠমূল ১২ ঊর্ধ্বকণ্ঠ ১৩ কণ্ঠতন্ত্রী ১৪ কণ্ঠনালী

(ক) **ওষ্ঠ্য (Labial)**: ওষ্ঠ অধর স্পর্শ করিলে ধ্বনিকে বলে **বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য (Bilabial)**। আর উপরের দাঁত অধর স্পর্শ করিলে **দন্তৌষ্ঠ্য** (Labio-

[১] সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে 'সন্ধ্যক্ষর' বলা যায়।

dental বা Dentilabial)। বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য—আমাদের প-বর্গের ধ্বনি, দন্তৌষ্ঠ্য—ইংরেজী [f, v]।

(খ) **জিহ্বাশিখরীয় (Apical)**ঃ জিহ্বাশিখর উপরের দাঁত স্পর্শ করিলে **দন্ত্য (Dental)**। উপরের দন্তমূল (alveolae) স্পর্শ করিলে **দন্তমূলীয় (Alveolar)**। পিছনের দিকে বাঁকিয়া তালু স্পর্শ করিলে **মূর্ধন্য (Retroflex)**। দন্ত্য—আমাদের [ত, থ, দ, ধ], সংস্কৃত [স], ইংরেজী [[θ[1]], [δ[2]]। দন্তমূলীয়—আমাদের [ন, র, ল, ব], ইংরেজী [t, d, n, r, s, z]। মূর্ধন্য—আমাদের [ট, ঠ, ড, ণ,[3] ড়, ঢ়]।

(গ) **অগ্রজিহ্ব্য (Frontal)**ঃ জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূল ও তালুর সংলগ্ন অংশ স্পর্শ করিলে **তালুদন্তমূলীয় (Alveopalatal)**, আর তালুর সম্মুখ অংশ স্পর্শ করিলে **অগ্রতালব্য (Prepalatal)**। তালুদন্তমূলীয় ইংরেজী—[চ, জ], আমাদের [য়, শ]; অগ্রতালব্য সংস্কৃত [ঞ]।

(ঘ) **পশ্চজিহ্ব্য (Postpalatal বা Dorsal)**ঃ জিহ্বার পশ্চাৎভাগ তালুর পশ্চাৎ অংশ স্পর্শ করিলে **তালব্য (Palatal)**, তালুর নীচের অংশ (velum) স্পর্শ করিলে **কণ্ঠ্য (Velar)**, আর আলজিভ অথবা তাহার সংলগ্ন স্থান স্পর্শ করিলে **কণ্ঠমূলীয় (Uvular)**। তালব্য—[য়]। কণ্ঠ্য—আমাদের [ক, গ, ঙ]। কণ্ঠমূলীয়—আরবী [q]।

(ঙ) **কণ্ঠনালীয় (Laryngeal ও Glottal)**ঃ কণ্ঠনালীর পেশী-আকুঞ্চনের দ্বারা বাধা সৃষ্টি হইলে কণ্ঠনালীর ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন আমাদের [ঃ (বিসর্গ), হ], ইংরেজী [h], আরবী [' =আলিফ্ হাম্‌জা]।

শ্বাসবায়ুর নির্গমনে **বাধার প্রকৃতি (Manner of Articulation)** অনুসারে ধ্বনির প্রকৃতিভেদ হয়। শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণভাবে বাধা পাইলে **স্পৃষ্ট (Plosive, Occlusive বা Stop)**, আংশিকভাবে বাধা পাইলে **উষ্ম (Fricative বা Spirant)**। নাসা অথবা মুখগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া নাসাপথে, মুখপথে অথবা যুগপৎ নাসা এবং মুখ উভয় পথে শ্বাসবায়ু নির্গত হইলে **রণিত (Resonant)**। স্পৃষ্ট=[ক, গ, ত, দ, প, ব (বর্গীয়)], উষ্ম—[শ, স, f, θ, δ, z], রণিত—[ন, ম, র, ল]।

---

[1] যেমন thin, thought ইত্যাদি শব্দের আদি ব্যঞ্জন।

[2] যেমন then, that ইত্যাদি শব্দের আদি ব্যঞ্জন।

[3] [ণ] ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই, ওড়িয়া মারাঠী প্রভৃতি কোন কোন ভারতীয় ভাষায় এবং সংস্কৃতে আছে।

ওষ্ঠের আকৃতি ও জিহ্বার অবস্থান অনুসারে উষ্মধ্বনির তিনপ্রকার রূপ। ওষ্ঠ ও জিহ্বা ঈষৎ প্রসৃত হইলে [হ, f, θ, δ, x, y] প্রভৃতি **প্রশস্ত (Slit)** উষ্মধ্বনি উচ্চারিত হয়। জিহ্বা নালীর মত আকুঞ্চিত হইলে [শ, স, z z′] ইত্যাদি **সংকীর্ণ (Groove)** উষ্মধ্বনি।

কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে যদি কণ্ঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত হইয়া যুগপৎ অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করে তবে [খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ] ইত্যাদি **মহাপ্রাণ** ধ্বনি **(Aspirate)** উৎপন্ন হয়। স্পৃষ্ট ও উষ্মবর্ণ যুগপৎ উচ্চারিত হইলে (অর্থাৎ যুগপৎ দুইটি উচ্চারণস্থান হইলে অথবা স্পৃষ্ট বর্ণের উচ্চারণে বাধার অপসারণ দ্রুত না ঘটিলে (অর্থাৎ বাধার গোড়ায় স্পৃষ্ট এবং শেষে উষ্ম ধ্বনির মতো উচ্চারণ হইলে) বলে **ঘৃষ্ট (Affricate)** ধ্বনি। যেমন, [চ, জ, c, j]।[১]

ল-কার উচ্চারণ করিবার সময় বায়ুপ্রবাহ জিহ্বার পার্শ্বদেশ ঘেঁষিয়া বহির্গত হয় বলিয়া এই ধ্বনিকে **পার্শ্বিক (Lateral)** ব্যঞ্জন বলা হয়। র-কার উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ (অথবা তালুর নিম্নাংশ) কম্পিত হয় বলিয়া ইহাকে **কম্পিত (Trilled)** ব্যঞ্জন বলে। ড়-কার ও ঢ়-কার উচ্চারণের সময় জিহ্বার তলদেশ দিয়া দন্তমূলে তাড়না করা হয় বলিয়া এই দুই ধ্বনিকে **তাড়িত (Flapped)** ব্যঞ্জন বলা হয়।

ল-কার, র-কার, ন-কার এবং ম-কার এই চারি ধ্বনি স্বয়ং অথবা স্বর-ধ্বনির মতো ব্যঞ্জনধ্বনির বাহক হইয়া অক্ষর (syllable) সৃষ্টি করিতে পারে। তখন, স্বরধ্বনির মতো ব্যবহৃত বলিয়া এগুলিকে **অর্ধব্যঞ্জন (Sonant)** বলে। সংস্কৃত ঋ-কার ও ঌ-কার অর্ধব্যঞ্জন। ইংরেজীতে (button) (=(bʌtn) এবং chasm (=kæzm) শব্দে অর্ধব্যঞ্জন [ন্., ম্.] ধ্বনি শোনা যায়।

ই-কার এবং উ-কার এই দুই স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় যদি জিহ্বাগ্র অধিক উচ্চ অথবা ওষ্ঠদ্বয় অধিক সঙ্কীর্ণ হইয়া বায়ুপথ আংশিকভাবে রুদ্ধ করে এবং ধ্বনি ঈষৎ উষ্ম হইয়া যায়, তখন ধ্বনি দুইটিকে **অর্ধস্বর (Semivowel)** বলে। যেমন, য্, অন্তঃস্থ ব্।

স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সম্পৃক্ত হইতেছে **নাসিক্যধ্বনি (Nasal)**—বর্গের পঞ্চম বর্ণ। নিঃশ্বাসবায়ু শুধু মুখ দিয়া বাহির না হইয়া নাসাপথে অথবা যুগপৎ মুখ ও নাসাপথে নির্গত হইলে নাসিক্যধ্বনির উদ্ভব হয়।

একটিমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকাল-মধ্যে একসঙ্গে দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত

---

১ পরে দেখ।

হইয়া গেলে **দ্বিব্যঞ্জন-ধ্বনি** হয়। দ্বিব্যঞ্জন-ধ্বনি দুই প্রকার,—**মহাপ্রাণ (Aspirate)** এবং **ঘৃষ্ট (Affricate)**। স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং হ-কার যুগপৎ উচ্চারিত হইলে মহাপ্রাণ ধ্বনির উদ্ভব হয়। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ; খ=ক্+হ, ভ=ব্+হ ইত্যাদি। স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং শ-কার যুগপৎ উচ্চারিত হইলে ঘৃষ্ট ধ্বনির উৎপত্তি হয়। [চ, ছ, জ, ঝ]—ঘৃষ্ট ধ্বনি। বাঙ্গালা চ=ক্+শ ; ইংরেজী ch=ৎ (বা ট্)+শ্ ইত্যাদি॥

৪. অক্ষর ও মাত্রা

শব্দ অক্ষরের সমষ্টি। কোন পদ উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাসবায়ু মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়। অর্থাৎ উচ্চারণপ্রবাহে যেন একটু একটু ছেদ পড়ে। এক ছেদ হইতে আর এক ছেদ পর্যন্ত উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই **অক্ষর (Syllable)**। শুদ্ধ স্বরধ্বনি, অগ্রে অথবা পশ্চাৎ অথবা অগ্রপশ্চাৎ ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরধ্বনি, কিংবা অগ্রে ব্যঞ্জনধ্বনি লইয়া অক্ষর গঠিত। স্বরধ্বনিতে এবং অর্ধব্যঞ্জনধ্বনিতে ধ্বনির গাঢ়তা ফুটিয়া উঠে এবং তাহার পরই ধ্বনিপ্রবাহের বেগ যেন একটু কমিয়া আসে। সেইখানেই অক্ষরের সমাপ্তি। শব্দে স্বরধ্বনি এবং অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি গুণিয়া অক্ষর-সংখ্যা নির্ণীত হয়। 'হরি' দুই অক্ষর। 'রাম' সংস্কৃত উচ্চারণে দুই অক্ষর [রা-ম], বাঙ্গালা উচ্চারণে এক অক্ষর [রাম্]। অক্ষর দুই প্রকার। স্বর-ধ্বনিতে অক্ষর শেষ হইলে বলে **বিবৃত (Open)**, আর ব্যঞ্জন অথবা অর্ধব্যঞ্জন-ধ্বনিতে শেষ হইলে **সংবৃত (Close)**। 'হরি' শব্দে দুই অক্ষরই বিবৃত। বাঙ্গালা উচ্চারণে 'রাম' শব্দে এক অক্ষর, সংবৃত। 'ভক্ত' [ভক্-ত] শব্দে দুই অক্ষর প্রথমটি সংবৃত, দ্বিতীয়টি বিবৃত।

অক্ষরের উচ্চারণমানকে বলে **মাত্রা (Mora)**। বিবৃত অক্ষরে হ্রস্ব স্বরধ্বনি থাকিলে তাহা **একমাত্রা,** আর বিবৃত অক্ষরে দীর্ঘ স্বরধ্বনি থাকিলে এবং সংবৃত অক্ষরে সর্বদা **দুইমাত্রা**। 'হরি' শব্দের দুই অক্ষরে একমাত্রা করিয়া মোট দুইমাত্রা। 'ভক্ত' শব্দের দুই অক্ষরে দুই এবং এক একুনে তিনমাত্রা। সংস্কৃতে আ, ঈ, উ, এ, ও—দীর্ঘ স্বরধ্বনি, সুতরাং দ্বিমাত্রিক, কিন্তু বাঙ্গালা উচ্চারণে এগুলি বিবৃত অক্ষরে হ্রস্ব সংস্কৃত অক্ষরে দীর্ঘ। যেমন [একদা, লোকে]—হ্রস্ব, [এক, ওল]—দীর্ঘ। এই কারণে, একই শব্দের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উচ্চারণে মাত্রাসংখ্যার পার্থক্য হয়।

আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার এক প্রধান বিশেষত্ব হইল **দ্বিমাত্রিকতা (Bimorism)** অর্থাৎ শব্দে ধ্বনিসংখ্যা

যেমনই হোক না কেন উচ্চারণে শব্দটি দুইমাত্রায় অথবা এক ও দুইমাত্রার গুচ্ছে পরিণত হয়। যেমন, দেবতা—দেব্‌তা, আকাশ—আকাশ্‌, পরিণাম—পরি+ণাম্‌, অপরাজিতা—অপ্‌রা+জিতা ইত্যাদি ॥

৫. শ্বাসাঘাত ও স্বর

অনেক ভাষার পদের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট অক্ষরে নিঃশ্বাসবায়ু অধিকতর বেগে বাহির হয়। তাহার ফলে সেই অক্ষরটি পদের অপর অক্ষরের উপরে প্রাধান্য পায়। এইরূপ উচ্চারণগত অক্ষরপ্রাধান্যকে **বল** অথবা **শ্বাসাঘাত (Stress)** বলে। শ্বাসাঘাত ইংরেজী জার্মান রুশ প্রভৃতি ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব। এইসব ভাষায় শ্বাসাঘাতের ইতরবিশেষে অর্থের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। যেমন ইংরেজীতে ′defile বিশেষ্য, de′file ক্রিয়া।

শ্বাসাঘাত ছাড়াও আর এক উপায়ে পদের কোন একটি বিশেষ অক্ষর উচ্চারণে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। ইহাকে **স্বর (Intonation** বা **Tone)** বলা হয়। পদের যে অক্ষরে স্বর থাকে তাহার ঘোষ উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত হয়, অর্থাৎ সেই স্বরধ্বনিটুকু উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠতন্ত্রী দ্রুততর বেগে কম্পিত হয়। চীন সুইডেন নরওয়ে প্রভৃতি দেশের ভাষায় ও আমাদের দেশে পাঞ্জাবীতে স্বর একটি প্রধান উচ্চারণগত বিশেষত্ব।

অনেক আধুনিক ভাষার কোন কোন শব্দে স্বরের তারতম্যের অর্থবৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। স্বরের বৈচিত্র্য অনুসারে বাঙ্গালায় [হাঁ], [না], ইংরেজীতে [yes, no] নিশ্চয় সংশয় বিস্ময় বিতর্ক—এই চারি বিভিন্ন ভাব জ্ঞাপন করিতে পারে।

বৈদিক ভাষায় স্বর একটি বড় বিশেষত্ব ছিল। যে স্বরধ্বনিতে প্রধান স্বর থাকে (অর্থাৎ যাহাতে সুর চড়িতে থাকে) সে স্বরকে বলে **উদাত্ত (Acute** বা **Rising Tone)**। প্রধান স্বরের অব্যবহিত পরবর্তী স্বরধ্বনিতে সুর নামিতে থাকে। তাহাকে বলে **স্বরিত (Falling Tone)**। যে স্বরধ্বনিতে স্বর উঠিয়াই নামিতে থাকে তাহাকে বলে **কম্প** বা **স্বাধীন স্বরিত (Circumflex)**। যে স্বরধ্বনিতে সুর চড়েও না নামেও না তাহাকে বলে **অনুদাত্ত (Unaccented** বা **Level Tone)**। বৈদিক ভাষায় স্বরের পরিবর্তনে শব্দের অর্থপরিবর্তন হইত। যেমন 'ব্রহ্মন্‌' শব্দে আদি স্বর উদাত্ত হইলে শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ, অর্থ "প্রার্থনা, স্তব", আর অন্ত্য স্বর উদাত্ত হইলে শব্দটি পুংলিঙ্গ, অর্থ "প্রার্থনাকারী, স্তোতা"। এইরূপ 'রাজপুত্র' এই সমাসযুক্ত পদে দ্বিতীয় স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে [রা'জপুত্র] বহুব্রীহি সমাস ("যাহার পুত্র রাজা") এবং শেষ স্বরধ্বনি উদাত্ত হইলে [রাজপু'ত্র] ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ("রাজার পুত্র") ॥

চতুর্থ অধ্যায়

ধ্বনিপরিবর্তন ও শব্দবিকৃতি

(১) উচ্চারণগত ও ধ্বনিপ্রভাবিত পরিবর্তন

কথা বলিবার সময় ধ্বনিগুলি পৃথক্‌ভাবে পর-পর উচ্চারিত হইলেও মনের মধ্যে সেগুলি অবিচ্ছিন্নধারেই আসে, সুতরাং উচ্চারণকালে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে অথবা পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করিতে পারে। উচ্চারণের দ্রুততার জন্য অথবা উচ্চারণপ্রযত্ন শিথিল করিবার চেষ্টার ফলে পরাপর উচ্চারিত দুই ধ্বনির মধ্যে একটি অথবা উভয় ধ্বনিই বিকৃত হইতে পারে। শ্বাসাঘাতের তীব্রতার জন্যও ধ্বনির বিকৃতি অথবা লোপ হয়। এইরূপে শব্দ ও পদমধ্যস্থিত ধ্বনির পরিবর্তন (change) কয়েকটি শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে।

ভাষায় পদমধ্যস্থিত ধ্বনিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হয় না। জিহ্বা বিশ্রাম না লইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে এক ধ্বনির উচ্চারণস্থান হইতে পরবর্তী ধ্বনির উচ্চারণ-স্থানে যায়। সুতরাং অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণে এক ধ্বনির স্থান হইতে অন্য ধ্বনির স্থানে যাইবার কালে জিহ্বা অসতর্কভাবে মধ্যবর্তী স্থানের কোন ধ্বনি উচ্চারিত করে। এইরূপ স্বত-আগত ধ্বনিকে বলে **শ্রুতি (Glide)**। শব্দের বানানে (orthography) সাধারণত শ্রুতিধ্বনির ঠাঁই নাই। কিন্তু কখনো কখনো শ্রুতিধ্বনি উচ্চারণে প্রাধান্য লাভ করিয়া বানানেও ঢুকিয়া পড়ে। অনেক ভাষায় দেখা গিয়াছে যে, ন-কার ও র-কারের মধ্যে দ-কার এই শ্রুতিধ্বনির উদ্ভব হয়, এবং অনেক সময় এই ধ্বনি প্রাধান্য লাভ করিয়া পদের বানানেও ঢুকিয়া পড়ে। বৈদিক 'সূনর' [সউন্‌অর] "সমৃদ্ধ" হইতে সংস্কৃত 'সুন্দর' [সউন্‌দ্‌অর]। সংস্কৃত 'বানর' হইতে প্রাচীন বাঙলায় হইয়াছিল 'বান্দর', তাহা হইতে পাশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় 'বাঁদর'। তুলনীয়, হিন্দিতে 'বন্দর্', 'পন্দ্রহ্' (প্রাকৃত 'পন্নরহ' হইতে) ; গ্রীকে aner>andros।

দুই স্বর-মধ্যবর্তী স্পৃষ্ট একক ব্যঞ্জন প্রাকৃতে লুপ্ত হইয়াছে। যেমন সকল> সঅল। কিন্তু উচ্চারণের সময় প্রায়ই 'স-' এবং '-অল' এই দুই অক্ষরের মধ্যে শ্রুতিধ্বনি য়-কার আসিয়া যাইত [সয়ল]। অধিকাংশ প্রাকৃত ভাষায় বানানে

এই শ্রুতিধ্বনি পাওয়া যায় না। কিন্তু অর্ধমাগধী প্রাকৃতে পাওয়া যায়। এই ধ্বনিকে প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা **য়-শ্রুতি** বলিয়াছেন। বাঙ্গালাতেও এইরূপ য়-শ্রুতি শোনা যায়। [কে এলো ?] এই বাক্য দ্রুত বলিতে গেলে দাঁড়ায় [কেয়েলো ?]। এখানে 'কে' এবং 'এলো' এই দুই পদের মধ্যে অবিচ্ছেদ উচ্চারণে য়-শ্রুতি আসিয়াছে। 'যা' ধাতুতে '-অ' প্রত্যয় করিলে হয় 'যাআ'। এখানে 'যা' এবং 'আ' এই দুই অক্ষরের মধ্যে **ব-শ্রুতি** অর্থাৎ 'ব' (w) এই শ্রুতিধ্বনি আসিয়াছে। বাঙ্গালায় ও-কার দ্বারা সাধারণত ব-শ্রুতি নির্দেশ করা হয়। ফলে 'যাআ' না বলিয়া আমরা বলি এবং লিখি 'যাওয়া'।

পদের উচ্চারণকালে অনেক সময় সন্নিকৃষ্ট দুইটি বিভিন্ন ধ্বনি পরস্পর অথবা একে অপরের প্রভাবে পড়িয়া অল্পবিস্তর সাম্য লাভ করে। এই ব্যাপারকে ধ্বনিবিজ্ঞানে বলা হয় **সমীভবন (Assimilation)**। সমীভবন তিন রকমের হইতে পারে। (১) পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে বদলাইয়া দিতে পারে, (২) পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে রূপান্তরিত করিতে পারে, অথবা (৩) পরস্পরের প্রভাবে দুইটি ধ্বনিই পরিবর্তিত হইতে পারে। এই তিন-প্রকার সমীভবনকে যথাক্রমে বলা হয় **প্রগত (Progressive)**[১], **পরাগত (Regressive)**[১] এবং **পারস্পরিক** বা **অন্যোন্য (Mutual)**[২]। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতে উদাহরণ,—(১) চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্‌গ ; *শস > সংস্কৃত শশ, ইত্যাদি। বাঙ্গালায়—গল্‌দা > গল্লা (চিংড়ি)। (২) পরাগত সমীভবনের উদাহরণ সংস্কৃতে ব্যঞ্জনসন্ধিতে যথেষ্ট মিলে। যেমন, তৎ+জন্য > তজ্জন্য, উৎ+মুখ > উন্মুখ ; বৈদিক কুর্কু'র > সং কুক্কুর ; সং মুক্তা > প্রা মুত্তা, প্রজ্ঞা > পঞ্‌ঞা, কর্ম > কম্ম। বাঙ্গালায়— রাধ্‌না > রান্না। (৩) অন্যোন্য সমীভবনের উদাহরণ— সংস্কৃত সন্ধিতে— উৎ+শ্বাস > উচ্ছ্বাস ; সং সত্য > প্রা সচ্‌চ ; ঊর্ধ্ব > উব্‌ভ। বাঙ্গালায়— কোথ্‌ যাচ্ছ > কোজ্জাচ্ছ।

সমীভবনের বিপরীত ব্যাপার হইল **বিষমীভবন (Dissimilation)**। ইহাতে পদমধ্যস্থিত দুইটি সমধ্বনির মধ্যে একটি বদলাইয়া যায়। এইরূপ ধ্বনিপরিবর্তন অত্যন্ত বিরল। যেমন, সং মন্মথ > প্রা বম্মহ ; সং পিপীলিকা >পালি কিপিল্লিকা ; লাটিন মার্মোর (marmor)>ইংরেজী মার্ব্‌ল (marble) ;

---

[১] আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিকেরা 'প্রগত' ও 'পরাগত' ঠিক বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেন।

বাঙ্গালার গ্রাম্য উচ্চারণে 'লাল' স্থানে 'নাল'; পোর্তুগীস আর্মারিও (armario) > বাঙ্গালা আল্‌মারি; সংস্কৃত মর্ত্য > প্রাকৃত মচ্চ > উড়িয়া মঞ্চ।

মধ্যপদস্থিত দুইটি ধ্বনির স্থান পরিবর্তনকে বলে **বিপর্যাস** বা **বিপর্যয়** **(Metathesis)**। যেমন, বৈদিক বম্রী > সং বল্মী-ক; সং করেণু > সং, প্রা কণেরু; সং জ্যোৎস্না > প্রা * জ্যোহ্ণা > জোণ্‌হা; সং হ্রদ > * দ্রহ > পালি রহদ; আরবী কুফ্‌ল্ > বাঙ্গালা কুলুপ; ইংরেজী বক্‌স্ (box) > বাঙ্গালা বাস্‌ক।

উচ্চারণপ্রযত্ন লাঘবের জন্য অথবা অনভ্যস্ত ধ্বনিগুচ্ছ অভ্যাস অনুসারে সরল করিতে গিয়া কিংবা ছন্দের প্রয়োজনে অনেক সময় দুইটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধ্বনি আসিয়া ব্যঞ্জনধ্বনি দুইটিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। এমন স্বরাগমকে বলে **বিপ্রকর্ষ** অথবা **স্বরভক্তি** অথবা **মধ্যস্বরাগম** **(Anaptyxix)**। যেমন, বৈদিকে (ছন্দের বা সুরের প্রয়োজনে) 'ইন্দ্র' স্থলে 'ইন্দর'; বৈদিক দহ্র > সং, প্রা দহর; মনোহর্থ > মনোরথ; *ইন্দ্রা > ইন্দিরা; সং স্নেহ > প্রা সিণেহ; দর্শন > দরিসণ। প্রাকৃতে বিপ্রকর্ষের উদাহরণ প্রচুর আছে। বাঙ্গালায় কাব্যের ভাষায় এবং গ্রাম্য উচ্চারণেও ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, ভকতি, মুকতি, কেলেশ; ইংরেজী ষ্টেশন > পাঞ্জাবী সটেসন্।

উচ্চারণ-সুবিধা অথবা অন্য কারণে পদের আদিতে যুক্ত অথবা একক ব্যঞ্জনের পূর্বে স্বরধ্বনির আগম হইলে **আদিস্বরাগম** **(Prothesis)** বলে। যেমন, সং স্ত্রী > পা, প্রা ইত্থী; সং কুমারী > মধ্য-বা অকুমারী; স্পর্ধা > আস্পর্ধা। আধুনিক বাঙ্গালায় বহু ইংরেজী শব্দের রূপান্তরে আদিস্বরাগম লক্ষিত হয়। যেমন, আস্তাবল, ইষ্টিশান, ইত্যাদি। (বাঙ্গালার উপভাষা-বিশেষে ব্যঞ্জনধ্বনি র-কারের আগমও দেখা যায়। যেমন, উজু > রুজু, ওঝা > রোজা।)

কখনো কখনো শব্দের শেষে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়। এ ব্যাপারকে বলা যায় **অন্ত্যস্বরাগম** **(Apothesis)**। যেমন, সং নৌ > নাবা (=নৌ+আ), সং পরিষদ্ > পালি পরিসদা; সং দিশ্ > দিশা, নক্ত্ > নক্ত; ইং বেঞ্চ > বা বেঞ্চি, ইত্যাদি।

পদের মধ্যস্থিত ই-কার অথবা উ-কার স্বস্থানে থাকিয়াও অধিকন্তু অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে উচ্চারিত হইয়া গেলে সে ব্যাপারকে **অপিনিহিতি**

(Epenthesis) বলে। কাঁচি > কাঁইচি, গাঁতি > গাঁইতি, সাধু > সাউধ, ইত্যাদি।[১]

অপিনিহিত (Epenthetic) অথবা বিপর্যস্ত (Metathetic) স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির বিকৃতি ঘটিলে অভিশ্রুতি (Umlaut) বলে। যেমন, 'করিয়া' হইতে অপিনিহিতির ফলে *কইরিআ অথবা বিপর্যাসের ফলে, 'কইর‍্যা' > ক'রে; শুনিয়া > শুইনা > শুনে; যাইয়া > যায়্যা > যেয়ে; হাটুয়া > *হাউটা > হেটো।

দুই তিন শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় অপিনিহিতি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। এই অপিনিহিতি ই-কার ও উ-কারেই নিবদ্ধ ছিল। অপিনিহিত উকার পরে ইকার হইয়া যায়। যেমন, সাধু > *সাউধু > সাউধ > *সাইধ; করিয়া > *কইরিয়া; হারিয়া > *হাইরিয়া, ইত্যাদি।

অপিনিহিতি বিপর্যাস অথবা সন্ধি ব্যতিরেকে অভিশ্রুতির মতো ধ্বনি-পরিবর্তন হইলে বলে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony)। এখানে এক স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরধ্বনি বদলাইয়া যায়, উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনি নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনিকে উচ্চে টানিয়া লয়।[২] অর্থাৎ—এ (নিম্নাবস্থিত)+ই (উচ্চাবস্থিত) > ই+ই; উ (উচ্চাবস্থিত)+আ (নিম্নাবস্থিত) > উ+ও। যেমন, দেশি > দিশি; বিলাতি > বিলিতি; নিরামিষ্যি; মূলা > মূলো।[৩]

স্বরসঙ্গতি চার রকমের হইতে পারে। (১) প্রগত (অন্ত্যস্বর আদ্যস্বর-অনুযায়ী পরিবর্তিত হইলে): মূলা > মূলো, শিকা > শিকে। (২) পরাগত (আদ্যস্বর অন্ত্যস্বর অনুযায়ী পরিবর্তিত হইলে): গোটা > গটা (উপভাষা), আখো (> *আখুয়া) > এখো (= ইক্ষুজাত), *যদো (> *যদুয়া) > যোদো (নাম), *সিধো (> *সিধুয়া) > সেধো (নাম), দেশি > দিশি, না-কি > নিকি (কথ্য)। (৩) মধ্যগত (আদ্য ও অন্ত্য অথবা আদ্য কিংবা অন্ত্য স্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হইলে): বিলাতি > বিলিতি,

---

১ বাঙ্গালা অপিনিহিতির যেসব উদাহরণ দেওয়া হয় তাহার অধিকাংশেই ব্যাপারটি বিপর্যাস ছাড়া কিছু নয়। যেমন, চারি — চাইর (উপভাষা), মারি — মইর (ঐ), ষাটি > ষাইট; ওড়িয়ায় পউঁস—সংস্কৃত পাংশু।

২ ২৫ পৃষ্ঠায় স্বরধ্বনি-চিত্র দ্রষ্টব্য।

৩ পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাগুলিতে যাহা অভিশ্রুতির উদাহরণ বলিয়া গণ্য হয় তাহার অধিকাংশই স্বরসঙ্গতির উদাহরণ বলিয়া নেওয়া সঙ্গততর। উপরে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নিরাবিলে > নিরিবিলি (কথ্য), বারেন্দা > বারান্দা (কথ্য)। (৪) অন্যোন্য (আদ্য ও অন্ত্য দুইস্বরই পরস্পর প্রভাবিত হইলে): মোক্তা > মুক্তো (উপভাষা)।

পদের কোন অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকিলে অনেক সময় শ্বাসাঘাতহীন অক্ষরে স্বরধ্বনি ক্ষীণ হইয়া গিয়া লোপ পায়। এইরূপ ধ্বনিপরিবর্তনকে স্বরধ্বনির অবস্থান অনুসারে যথাক্রমে (১) **আদিস্বরলোপ** (Aphesis), (২) **মধ্য-স্বরলোপ** (Syncope) এবং (৩) **অন্ত্যস্বরলোপ** (Apocope) বলে। যেমন, (১) সংস্কৃতে অপিহিত > পিহিত; উদক > পা দক; অলাবু > বা লাউ, অভ্যন্তর > ভিতর, এরণ্ড > রেড়ী, উপানৎ > পানই, উদ্ধার > ধার। (২) সংস্কৃতে অভি+জানু > অভিজ্ঞু, অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ; বাঙ্গালায় রাঁধ্না > রান্না, গৃহিণী > *গিরিনী > *গির্ণী > গিন্নী। (৩) সংস্কৃত 'আকাশ' 'জল' হইতে বাঙ্গালা 'আকাশ্' 'জল্', অগ্নি > আগুন্, বৃদ্ধি > বাড়্।

কখনো কখনো কোন শব্দে পাশাপাশি দুই সমধ্বনির সম ধ্বন্যাত্মক অথবা অক্ষরের মধ্যে একটি লুপ্ত হয়। ইহাকে বলে **সমাক্ষরলোপ** (Haplology বা Syllabic Syncope)। যেমন, * যাদৃশস্মিন্ > যাদৃশ্মিন্ (ঋগ্বেদ); *নক্-ক্ষত্র "রাত্রির অধিপতি" > নক্ষত্র; *মধুধুঘ > মধুঘ; মম+মৎ > মমৎ (ঋগ্বেদ); প্রপা-পালিকা > *প্রপালিকা > পবালিআ (প্রাকৃত); চাক্ (chalk)+খড়ি > চাখড়ি; পাদোদক > পাদোক।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হইয়া যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করিয়া দেয় (অর্থাৎ সন্নিকটস্থ নাসিক্য ধ্বনির প্রভাবে যদি স্বরধ্বনি নাসারন্ধ্রে অনুরণিত হইয়া নির্গত হয়), তাহা হইলে **নাসিক্যীভবন** (Nasalization) বলে। যেমন, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ, চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ, মাংস > মাঁস। নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংস্রব ছাড়াও স্বরধ্বনি আনুনাসিক হইতে পারে। তখন বলে **স্বতোনাসিক্যীভবন** (Spontaneous Nasalization)। যেমন, পুথি > পুঁথি, টেকসই > টেঁকসই; উপভাষায় হাসি > হাঁসি, খোকা > খোঁকা, চা > চাঁ।

[ঋ, র, ষ] প্রভৃতি মূর্ধা-উচ্চারিত (অর্থাৎ জিহ্বা-তালু-সন্নিহিত) ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শে দন্ত্য ব্যঞ্জন মূর্ধন্য উচ্চারিত হইলে **মূর্ধন্যীভবন** (Cerebralization) বলে। যেমন, সং কৃত > প্রা কট, সং বদ্ধ > প্রা বড্ঢ- > বা

বাড়, সং প্রথতে > সং পঠতে, সং অস্থি > বা আঁঠি। [ঋ, র্, ষ্] প্রভৃতি ধ্বনির সংস্পর্শ ব্যতিরেকে দন্ত্য ব্যঞ্জন মূর্ধন্য উচ্চারিত হইলে **স্বতোমূর্ধন্যীভবন** **(Spontaneous Cerebralization)** বলে। যেমন, উৎ-দীন > উড্ডীন ; বৈদিক অততি > সং অটতি, বৈদিক চততি > প্রা চড়ই > চড়ে, সং পততি > প্রা পড়ই > বা পড়ে।

স্পৃষ্ট ধ্বনি উষ্ম উচ্চারিত হইলে (অর্থাৎ শ্বাসনির্গম এক চোটে না হইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া হইলে) **উষ্মীভবন (Spirantization)** বলে। যেমন, কাগজ < কাগ.জ (পুরানো-কাগজওয়ালার চীৎকারে), ফুল > ফুল. (আধুনিক কোন কোন গায়কের উচ্চারণে)। উষ্মীভবনের জন্যই 'কালী পূজা' পূর্ববঙ্গের এক উপভাষায় 'খালী ফুজা'র মতো শোনায়। এইরূপ উষ্মধ্বনি যদি [স, শ] অথবা [জ়] হয় তবে **সকারীভবন (Assibilation)** বলে। যেমন মেজ্‌দা > মেজ়্ দা, আছে > আসে (পূর্ববঙ্গ), গাছতলা > গাস্‌তলা (দ্রুত উচ্চারণে), পাছতলা (বা পাদ+তলা) > পাস্‌তলা।

[স] যদি ঘোষবৎ [জ] হইয়া শেষে [র] হয় তবে তাহাকে বলে **রকারীভবন (Rhotacism)**। যেমন, প্রাচীন লাটিন ausosa > *auzoza > aurora ; প্রাচীন ইংরেজী hasa > *haza > hare ; ইন্দো-ইউরোপীয় *dusmenes- > ইন্দো-ইরানীয় দুজ্‌মনস্- > সংস্কৃত দুর্মনস্-। [দ] মূর্ধন্যী-ভূত [ড] এবং তাহা হইতে [ড়] হইয়া কখনো কখনো [র] অথবা [ল] হয়। যেমন, সং পঞ্চদশ > প্রা পন্নডহ > বাং পনর ; ষট্+দশ > ষোড়শ > বা ষোল।

কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে যদি কণ্ঠনালীর আকুঞ্চন হয় অর্থাৎ যদি ব্যঞ্জনধ্বনি ও হ-কার একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তবে সে ধ্বনিকে **মহাপ্রাণিত (Aspirated)** বলে। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এভোঁ > *এব্‌হোঁ > এবে হোঁ ; কাত্ হও > কাথও (দ্রুত উচ্চারণে); পাঁচ হালা > পাঁছালা (দ্রুত উচ্চারণে)।

কোন মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময়ে যদি কণ্ঠনালীর আকুঞ্চন না হয় তবে সে ধ্বনিকে **মহাপ্রাণহীন (Deaspirated)** বলে। যেমন, সংস্কৃতে ভূ ধাতুর লিটে *ভভার > বভার ; কাঁধ (> স্কন্ধ) > কাঁদ, দুধ > দুদ, অবধি > অবদি।

ম-বা বহিন, হিন্দি বহিন এবং হিন্দী ভৈঁস, বা ভয়সা—এই দুই শব্দে

মহপ্রাণতার বিপর্যাস ঘটিয়াছে, অর্থাৎ একটি ব্যঞ্জনধ্বনি মহাপ্রাণহীন, অপরটি মহাপ্রাণিত হইয়াছে অথবা মহাপ্রাণ রহিয়া গিয়াছে। ভগিনী (=ব্হগিনী) > *বঘিনী (=বগ্হিনী) > বহিন ; মহিষ > *ব্হইস > ভৈঁস ; মেঢ্রক > ভেড়া।

জিহ্বাগ্র দ্বারা উচ্চার্য (apical বা frontal) কোন ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে যদি জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ তালু স্পর্শ করে তবে **তালব্যীভবন (Palatalization)** বলে। যেমন, ইংরেজী এজ্যুকেশন (education), ইন্‌ষ্টিচ্যুশন (institution)। এখানে [d] ও [t] উচ্চারণে তালব্যীভূত।

অঘোষ ধ্বনি সঘোষ হইলে **ঘোষীভবন (Vocalization বা Voicing)** বলে। যেমন, মকর > মগর, কাক > কাগ, কত দূর > (দ্রুত উচ্চারণে) কদ্‌দূর, যাবৎ+এব > যাবদেব (সন্ধি), অপ্+দ > অব্দ (ঐ), শকট > ম বা সগড়।

সঘোষ ধ্বনি অঘোষ হইলে **অঘোষীভবন (Devocalization, Devoicing)** বলে। যেমন অবসর > অপ্‌সর (কথ্য), মদ্+ত > মত্ত (সন্ধি), শিঙ্‌নি > শিগ্‌নি > শিক্‌নি (কথ্য)।

কোন ধ্বনি উচ্চারণের শেষে কণ্ঠনালীর আকুঞ্চন হইলে **কণ্ঠনালীয়ভবন (Glottalization)** বলে। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে [ঘ, ধ, ভ] ধ্বনির যে উচ্চারণ শোনা যায় [গ°, ধ°, ব°] তাহা এইরকম। সিন্ধী ও পাঞ্জাবী ভাষাতেও এই উচ্চারণ শোনা যায়। এরকম ধ্বনিকে বলে **অবরুদ্ধ (Implosive বা Recursive)**।

পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক অক্ষর একটিমাত্র অক্ষরে পরিণত হইলে **সঙ্কোচন (Contraction)** বলে। যেমন, প্রাকৃত অন্ধকার > প্রা-বা অন্ধার ; সংস্কৃতে পরিষদ্ > পর্ষদ্। মধ্যস্বরলোপ হেতু : সংস্কৃত সুবর্ণ > স্বর্ণ।

স্বরভক্তির ফলে অথবা অন্য উপায়ে এক অক্ষর দুই অক্ষরে পরিণত হইলে **বিস্ফারণ (Expansion)** বলে। যেমন, সংস্কৃত পর্যঙ্ক > ব্রজবুলি পরিযঙ্ক ; সং প্রত্যাশা > ম-বা প্রতিআশ (অর্ধতৎসম)। তুলনীয় ওড়িয়া স্নাহান < স্নান, মাঙ্‌স < মাংস, নুরূপ < নৃপ ॥

২. শব্দপ্রভাবিত ও অর্থানুমোদিত পরিবর্তন

কথা বলিবার সময়ে ধ্বনিগুলি ছাড়া-ছাড়া ভাবে এক একটি করিয়া উচ্চারিত হয় না, ধ্বনিগুচ্ছ রূপে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ পদরূপে উচ্চারিত হয়। বাক্যের সমগ্র অর্থের প্রতি মনোযোগ রাখিয়াই পদ অর্থাৎ অর্থবান্ ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারিত হয়। বক্তার ও শ্রোতার মনে বাক্যবদ্ধ পদগুলির পৃথক্ সত্তাবোধ আছে বটে, কিন্তু সেগুলি মনের ভাণ্ডারে এলোমেলো ভাবে থাকে না, যেন খোপে খোপে গোছানো থাকে। বাঙ্ময় মানুষের মনের অত্যন্ত স্বাভাবিক ধর্ম হইতেছে পদভাণ্ডারকে অর্থের দিক দিয়া যেন খোপে খোপে গুছাইয়া রাখা। সুতরাং কোন খোপের সব পদ এক একটি করিয়া মনে রাখিতে হয় না, প্রত্যেক খোপের বা শ্রেণীর দুই চারিটি পদ মনে রাখিলেই হয়। আবশ্যকমতো সেই পদগুলির সাদৃশ্যে অথবা অনুকরণে অপর পদ অনায়াসে গড়িয়া লইলে কাজ চলে। যেমন, 'নাপ্‌তিনী', 'ধোপানী' প্রভৃতি ব্যবসায়গত স্ত্রীত্ববোধক কয়েকটি শব্দ মনে থাকিলে প্রয়োজনমতো সেগুলির সাদৃশ্যে 'মজুর্‌নী', 'মাষ্টার্‌নী' প্রভৃতি পদের ব্যবহার সহজসাধ্য হয়। সংস্কৃতে 'দেবতা,' 'বন্ধুতা' ইত্যাদি '-তা' প্রত্যয়ান্ত শব্দ "ভাব" অর্থ জ্ঞাপন করে। এই সব শব্দের সাদৃশ্যে "মম (= আমার) ভাব" অর্থাৎ "আত্মপরতা" অর্থে 'মমতা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত 'বধূটি' হইতে বাঙ্গালা 'বউড়ী' আসিয়াছে। পরে ইহার সাদৃশ্যে 'শাশুড়ী' এবং 'ঝিউড়ী' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপে অর্থসম্বন্ধযুক্ত শব্দ- বা পদ-সমষ্টির সহিত সামঞ্জস্য করিবার জন্য কোন শব্দের ও পদের ধ্বনি- অথবা অর্থ-পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে **সাদৃশ্য (Analogy)** বলে।[১] সাদৃশ্যের কার্য প্রধানত তিন-প্রকার। নূতন শব্দ ও পদ গঠন, পুরাতন শব্দের ও পদের আকার পরিবর্তন, এবং পুরাতন পদের অর্থপরিবর্তন। পূর্বের অনুচ্ছেদে সাদৃশ্যের সাহায্যে নূতন শব্দ উৎপাদনের উল্লেখ আছে। এখন সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের ও পদের আকার পরিবর্তনের আরও উদাহরণ দিতেছি। সংস্কৃতে স্বরান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে শব্দের শেষ স্বরধ্বনি অনুসারে বিভিন্ন রকমের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন, নরস্য, মুনেঃ, সাধোঃ, পিতুঃ, নাবঃ ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃতে অ-কারান্ত শব্দের সাদৃশ্যে সর্বত্র একইরূপ পদ পাওয়া যাইতেছে। যেমন, ণরস্‌স, মুণিস্‌স, সাহুস্‌স, পিউস্‌স, ণাবস্‌স। পুরানো বাঙ্গালায় ষষ্ঠীর

[১] সাদৃশ্যের আলোচনা পূর্বে (১৮ পৃ) দ্রষ্টব্য।

বহুবচনে 'আহ্মার' 'তোহ্মার' পদ দুইটির সাদৃশ্যে 'সবার' হইয়াছে 'সহ্মার' (বিকল্পে)।

নূতন শব্দের সৃষ্টিতে যেমন, পুরাতন শব্দের অর্থপরিবর্তনেও তেমনি, সাদৃশ্য বিশেষ কার্যকর। "অন্তরিক্ষ" -বাচক বৈদিক 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।[১] উদাহরণ সব ভাষাতেই সুলভ।

ভাষার বিবর্তনে-বিকাশে সাদৃশ্যের প্রভাব আদি কাল হইতে সমানভাবে চলিয়া আসিয়াছে। আদিম অবস্থার ভাষায় ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য বেশি ছিল না বলিয়া অনুমান হয়। সাদৃশ্যের প্রভাবেই মানুষের মন বিশৃঙ্খল ও পরস্পর-অসম্বদ্ধ পদগুলিকে গুছাইয়া ব্যাকরণের গণ্ডীতে বাঁধিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে পদের রূপবাহুল্য কমাইয়া আধুনিক কালে ব্যাকরণভার লঘু করিয়াছে। বাক্‌যন্ত্রের ও শ্রবণশক্তির বৈষম্য ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণ বশে নিয়তই ভাষা-পরিবর্তনের যে অজস্র অবকাশ ঘটিতেছে তাহা যদি সাদৃশ্যের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হইত তবে কোন ভাষা বেশি দিন অবিকৃত থাকিতে পারিত না। প্রধানত সাদৃশ্যই (অর্থাৎ মানবমনের সামঞ্জস্যবোধ) উৎকেন্দ্রিকতা হইতে রক্ষা করিয়া ভাষাকে বহুকালের স্থায়িত্ব দান করিয়াছে।

সাদৃশ্যবোধ ভাষাজ্ঞানে শিশুর চৈত্ত্য গুরু। সাদৃশ্যের সাহায্যে নূতন শব্দের যথেচ্ছ সৃষ্টিতে শিশুর অবাধ অধিকার। কিন্তু অনাবশ্যক বলিয়া শিশু-সৃষ্ট শব্দ সাধারণত গৃহীত হয় না। শিশুর মতো অশিক্ষিতের অর্থাৎ যাহাদের ভাষায় অল্প প্রবেশ হইয়াছে এমন লোকের মুখে সাদৃশ্যসৃষ্ট শব্দ বেশি শোনা যায়। সাহিত্যে হাস্যরস যোগানো ছাড়া এইরূপ অশিক্ষিত-সৃষ্ট শব্দের কোন মূল্য নাই। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ মিলিতেছে। ইংরেজী পড়িতে গিয়া পূর্ববঙ্গ-নিবাসী রামমাণিক্য বড়ই গোলমালে পড়িয়াছিল। তাহার বিষম সমস্যা ছিল এই,—"মর্দ্দাগোর পেরলাউনে 'হি, হিজ্, হিম্' অইচে ; মাইয়াগোর নামে 'শি, হার্, হার্' কইচে ; যদি মর্দ্দাগোর পের্‌লাউনে 'হি, হিজ্, হিম্' অইল, তবে মাইয়াগোর "শি, শিজ্, শিম্' অইব না ক্যান্ ?"

সমষ্টিগত শব্দের সাদৃশ্যে না হইয়া যদি একটিমাত্র শব্দের সাদৃশ্যে অপর কোন শব্দের রূপপরিবর্তন হয়, তবে তাহাকে মিশ্রণ **(Contamination)** বলে। যেমন পোর্তুগীস্ আনানস্ (annas) 'রস' শব্দের প্রভাবে বাঙ্গালায় 'আনারস'

[১] 'ক্রন্দসী' শব্দ বেদে আছে বটে, কিন্তু সেখানে অর্থ "চীৎকারকারী বিপক্ষ সেনাদ্বয়" ("যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে" ঋগ্‌বেদ ২-১২-৮)।

হইয়াছে। (এখানে বিষমীভবনের প্রভাবও থাকিতে পারে।) অনেক সময় মিশ্রণের ফলে ভুল বানানের সৃষ্টি হয়। 'কালিদাস'এর নজিরে শিক্ষিত লোকের লেখনীতেও অনেক সময় 'কালিপ্রসন্ন' 'চণ্ডিদাস' বাহির হয়।

মিশ্রণের অনুরূপ ব্যাপার **জোড়কলম শব্দ (Portmanteau Word)**। এখানে দুইটি শব্দ মিলিয়া একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়। যেমন, শ্যাম+শ্বেত > শ্বেত (বৈদিক); জহার+বভার > জভার (ঐ); সম্যক্+সোম্য > সম্ম (পালি); আরবী মিন্নৎ+সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি (> প্রাকৃত বিণ্ণত্তি) > বাঙ্গালায় মিনতি; অরি+বৈরী > মধ্য-বা ঐরি; পয়োধর+ভার > পয়োভার (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

বিভিন্ন ভাষা অথবা একই ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও শব্দাংশ (প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি) মিলাইয়া শব্দ গঠিত হইলে তাহাকে **সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word)** বলে। যেমন, কহতব্য (বাঙ্গালা 'কহ' ধাতুতে সংস্কৃত '-তব্য' প্রত্যয়); নিশ্চুপ (সংস্কৃত উপসর্গের পরে দেশি বাঙ্গালা শব্দ যোগ); নিখরচা (বাঙ্গালা উপসর্গে ফারসী শব্দ যোগ; মাষ্টারি (ইংরেজী শব্দে বাঙ্গালা প্রত্যয়); উড়িয়া নিজোর (=দুর্বল)।

অনেক সময় দেখা যায় যে, দুরুচ্চার্য বা অপরিচিত শব্দ অল্পবিস্তর ধ্বনি-সাম্যের সুযোগ পাইয়া পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। এইরূপ শব্দবিকৃতিকে বলে **লোকনিরুক্তি (Folk-etymology)**। যেমন, প্রাচীন বৈদিকে মাকড়সার নাম ছিল 'ঊর্ণবাভ' অর্থাৎ "যে কীট ঊর্ণা বয়ন করে"; পরে বয়নার্থক 'বভ্' ধাতু (ইংরেজী weave) অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এবং মাকড়সার নাভি হইতে লূতাতন্তু নির্গত হয় এই সাধারণ বিশ্বাস থাকায়, সহজেই শব্দটি 'ঊর্ণনাভ'এ রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইংরেজী আর্ম্চেয়ার (armchair) বাঙ্গালায় 'আরাম চেয়ার' বা 'আরাম কেদারা' হইয়াছে, কেননা এই চেয়ারে বসা আরামের। ইংরেজী হস্পিটাল (hospital) নিছক ধ্বনিসাম্যের ফলেই বাঙ্গালায় 'হাঁসপাতাল' হইয়াছে। 'বিষ'এর প্রভাবে সংস্কৃত 'বিস্ফোটক' বাঙ্গালায় 'বিষফোড়া'য় দাঁড়াইয়াছে। 'হাতে-নাতে ধরা পড়া' এই বাক্যাংশে 'নাতে' আসলে ছিল 'নোতে' (সং > লোপ্ত্র অর্থ, "চোরাই মাল"), 'হাতে' শব্দের সাদৃশ্যে 'নাতে' হইয়াছে। লোকনিরুক্তির প্রভাবে শব্দের চেহারা যে কতটা বদলাইয়া যায় তাহার একটি ভালো উদাহরণ আধুনিক 'রূপটান'। শব্দটির মূলে আছে সংস্কৃত 'উদ্বর্তন' (অর্থ "মর্দিত অঙ্গরাগ দ্রব্য"), প্রাকৃতে 'উব্বট্টণ', প্রাচীন

বাঙ্গালায় 'উবটন'। বাঙ্গালায় দৈবাৎ শব্দের আদি স্বরধ্বনি পূর্বে র-কারের আগম হয়। এখানেও তাহাই হইয়া শব্দটি হইলে *'রুবটন'। তাহার পর 'রূপ' এবং 'টান' এই দুই শব্দের প্রভাবে ইহা 'রূপটান'এ পরিণত হইয়াছে। 'টাকার কুমীর'এর 'কুমীর' আসিয়াছে 'কুবের > কুবীর' হইতে। এখানে কুম্ভীরের বিশ্বগ্রাসিতা এবং মৃত কুম্ভীরের উদরে অলঙ্কারপ্রাপ্তির জনশ্রুতি ধনাধিপতির নামে ধ্বনিপরিবর্তন আনিয়াছে। এইরূপ, ন-পার্যমাণে > নাপার জীবনে। ইংরেজী violin বাঙ্গালায় একদা 'বাহুলীন' হইয়াছিল। প্রাচীন একটি অক্ষর ভুল পড়ার ফলে পুরানো ইংরেজীতে ye (=আধুনিক the) শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছিল। সংস্কৃত 'পক্ষর' (=ডানার মতো পক্ষযুক্ত, অর্থাৎ বর্মপরিহিত) যুদ্ধের ঘোড়ার (এবং সৈন্যের) বিশেষণ ছিল। বাঙ্গালায় ইহা দাঁড়াইয়াছিল 'পাখর'। পরে পাখর শব্দটির অর্থ এবং যুদ্ধে বর্মযুক্ত ঘোড়ার স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায় রূপকথায় 'পাখর (ঘোড়া)' অলৌকিক দ্রুতগামী অশ্ব বুঝাইতে লাগিল। পাখী বিনা বাধায় যেখানে খুশি উড়িয়া যাইতে পারে, তাই 'পাখর (ঘোড়া)' হইল 'পক্ষরাজ (ঘোড়া)'। শব্দটি এখন হইয়াছে "পক্ষীরাজ"।

শব্দের ব্যুৎপত্তিকল্পনা সভ্য মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির বশে কোনো বহুপ্রচলিত নামের অংশ অপ্রচলিত হইয়া পড়িলে তাহা পরিচিত শব্দের রূপগ্রহণ করিতে পারে। যেমন, স্থান-নাম 'উল্টাডিঙ্গি' (যেখানে একদা একটা ডিঙ্গি উল্টাইয়াছিল)। কলিকাতার এই অঞ্চল এখন বাসভূমি, এখানে ডিঙ্গির সম্বন্ধ এখন অকল্পনীয়। তাই এখন নামটি হইয়াছে 'উল্টাডাঙ্গা'।

অশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এবং সাদৃশ্যের প্রভাবে বাক্যাংশের অথবা শব্দের বিশ্লেষণবিকৃতির ফলে ক্বচিৎ শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়, অথবা নূতন প্রত্যয়ের অথবা শব্দের উদ্ভব হয়। এইরূপ শব্দবিকারের নাম **বিষমচ্ছেদ (Metanalysis)**। সংস্কৃত 'নবরঙ্গ' ফারসী 'নারাঙ্গ', তাহা হইতে আরবী 'নারাঞ্জ', তাহা হইতে আধুনিক ইংরেজীতে a norange ("একটি কমলালেবু") তাহা হইতে আধুনিক ইংরেজীতে an orange। এইভাবে norange শব্দ দাঁড়াইল orangeএ। 'অসুর' শব্দ মৌলিক। ইহার প্রথম অক্ষরকে নঞর্থ উপসর্গ মনে করিয়া বিষমচ্ছেদের ফলে 'সুর' (=দেবতা) শব্দ উৎপন্ন। 'বিধবা' শব্দও মৌলিক। পরবর্তী কালে 'বি-ধবা' এইরূপ বিষমচ্ছেদ হইতে "পতি" অর্থবাচক 'ধব' শব্দের উৎপত্তি। এইরূপে নি+ধুবন > নিধু+বন। ষষ্ঠীবিভক্তি ভ্রমে শেষের র-কার

ত্যাগ করিয়া ফারসী 'মুহরির', 'বর্গির' বাঙ্গালায় হইয়াছে 'মুহুরি', বর্গি'। লাটিন 'পিস্থন' > ইংরেজী pease, তাহা হইতে pea—বহুবচন বিভক্তি ভ্রমে অন্ত্য স-কার বাদ দিয়া। 'সদৃশ' হইতে উৎপন্ন 'সরেশ' বিষমচ্ছিন্ন হইয়া বিপরীতার্থক 'নিরেশ' উৎপন্ন করিয়াছে। (তবে ইহাতে 'নীরস' শব্দের প্রভাবও আছে।) বিষমচ্ছেদলব্ধ শব্দের একটি চমৎকার উদাহরণ উড়িয়া 'মেবচ্চ' (= উচ্চতম সংখ্যা)। এটি আসিয়াছে একটি সংখ্যাবাচক শব্দমালা-শ্লোকের শেষাংশ হইতে ("…কোটিরর্বুদমেবচ")।

বাঙ্গালা 'মন' (স্বাধীন শব্দ এবং প্রত্যয় দুই রূপেই প্রচলিত), এবং 'মত' ও 'হেন' বিষমচ্ছেদ হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত 'ঈয়ন্ত্, তাবন্ত্, যাবন্ত্' শব্দ হইতে উৎপন্ন বাঙ্গালা 'এমন, তেমন, যেমন' ভাঙ্গিয়া 'মন', 'মত' উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন, কোন মনে (মধ্য-বা) ; হেন মত, সেই মত, কোন মতে, ভালো মত ইত্যাদি। সংস্কৃত '*যাদৃশ্ন, *এদৃশ্ন, কীদৃশ্ন' ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন বাঙ্গালা 'যেহেন, এহেন, কেহেন' ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা 'হেন' উদ্ভূত। যেমন, "পাগল হেন" (রবীন্দ্রনাথ)।

সংস্কৃতে উ-কারান্ত শব্দে '-যৎ' প্রত্যয় হইলে বিশেষ সন্ধির নিয়মে উ-কার এবং য-কার মিলিয়া 'ব্য' হইয়া যায়। যেমন, পশু (পশু+য)—পশব্য, তালু (তালু+য)—তালব্য। এমন শব্দগুলি বইতে '-ব্য' অংশ নিষ্কাশিত করিয়া নূতন প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করিয়া নূতন শব্দ তৈয়ারি হইল—পিতৃব্য, ভ্রাতৃব্য, মৃগব্য। এইরূপে 'পথ্+য > পথ্য', 'রথ+য > রথ্য' হইতে '-থ্য' বাহির করিয়া নূতন প্রত্যয় রূপে 'অজথ্য' (> অজ+থ্য, "অজায় হিতম্"), 'অবিথ্য' (> অবি+থ্য, "অবয়ে হিতম্") এই দুই শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উচ্চারণের, বানানের অথবা অর্থের সাদৃশ্যে এবং ভ্রান্তিবশে কখনো কখনো বিদেশি শব্দ নিজস্ব বলিয়া মনে হয়[১] এবং সেইমতো রূপান্তর গ্রহণ করে। যেমন এখন ইংরেজীতে (শুধু এদেশে চলিত) bearer শব্দ। এর মূলে আছে বাঙ্গালা শব্দ 'বেহারা', সংস্কৃত "ব্যবহারক" (অর্থাৎ কর্মচারী, ভৃত্য) হইতে উৎপন্ন।

লোকনিরুক্তির বশে অথবা অন্য কারণে এমন নূতন শব্দ সৃষ্টি হইতে পারে যাহার বাস্তবিক কোন মূল নাই। এমন শব্দকে বলা হয় **ভুয়া শব্দ (Ghost Word)**। যেমন সাধুভাষায় 'প্রোথিত'। সংস্কৃতে কোনো 'প্রোথ' ধাতু নাই।

১ যেমন বাঙ্গালায় 'বিদায়', 'বিদ্রূপ', 'বেশ', 'কম' ইত্যাদি।

শব্দটি বাঙ্গালা 'পোতা (পোঁতা)' শব্দের আধারে কল্পিত। তেমনি সংস্কৃত আহ্বান > প্রাকৃত * আহবান > সাধু ভাষায় 'আবাহন' ; সংস্কৃত 'নীরাজনা' (প্রাচীন কালে আশ্বিন অথবা কার্তিক মাসে যুদ্ধযাত্রার প্রারম্ভে রাজারা অস্ত্রশস্ত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে ধুইয়া মাজিয়া লইতেন এবং হাতিঘোড়াকে জলাভিষিক্ত করিতেন। সেই অনুষ্ঠান) নীরমজ্জন > প্রাকৃত * নীরজ্জন > সাধুভাষায় নিরঞ্জন।

একমুখা ধ্বনিপরিবর্তনের (Convergent Phonetic Change) ফলে বিভিন্ন শব্দ একই রূপ পাইতে পারে। তেমন শব্দকে বলা হয় সমরূপ শব্দ **(Homophone)**। যেমন, সং পীতল (> পিত্তল), প্লীহন্ > বা পীলা ("পীলা রঙ", "পেটে পীলা") ; সং বয়ন, বপন > বা বোনা ("কাপড় বোনা", "ধান বোনা") ; সং বাতুল, ব্যাকুল > বা বাউল ("আমি এক বাউল তুমি দ্বিতীয় বাউল", "বাউল হইলাম আমি ধৈর্য নাহি মনে") ; সং বর্দ্ধ্রী ("লাঠি, চাবুক"), বাটিকা ("বেড়াঘেরা স্থান") > বা বাড়ি।[১]

ধ্বনিতে একরকম হইলেও যদি বানানে পার্থক্য থাকে তবে সে শব্দকে সমধ্বনি শব্দ **(Homonymn)** বলে। যেমন, সং স্বর্ণ, শ্রবণ > বা সোনা, শোনা ; সং পঠন, পতন > মধ্য-বা পঢ়ন, পড়ন (আধুনিক বাঙ্গালায় সমরূপ 'পড়ন' হইয়াছে)।

বহুমুখা ধ্বনিপরিবর্তনের (Divergent Phonetic Change) ফলে এক শব্দ কালক্রমে একাধিক রূপ ধারণ করিতে পারে। এভাবে রূপান্তরিত শব্দ দুইটি হইলে যমক **(Doublet)** বলা হয়। দুইয়ের বেশি হইলে গুচ্ছক **(Multiplet)** বলা যাইতে পারে।

যমকের উদাহরণ : সং মেঢ্রক > বা মেড়া, ভেঁড়া ; সং ক্ষার > বা খার, ছার ; সং ব্রাহ্মণ > বা বামুন, ভোজপুরী বাভন ; সং গ্রন্থ > বা গাঁথ, গাঁঠ ; সং ঘটিকা, ঘটী > বা ঘড়ি, ঘটী ; সং উর্ধ্ব > প্রা উব্‌ভ, উদ্‌ধ ; ইত্যাদি।

গুচ্ছকের উদাহরণ : ইন্দো-ইউরোপীয় *ভাঘুস্ > সং বাহুঃ, অবেস্তা বাজুশ্, গ্রীক পেখুস্ ; ইন্দো-ইউরোপীয় *পেন্‌তে > সং পঞ্চ, গ্রীক পেন্‌তে, লাটিন কিংক্বে, গথিক ফিম্‌ফ্ ; ইত্যাদি। বল (বলবার অনুজ্ঞা) বল (শক্তি) বল (Ball);

[১] পরে দ্রষ্টব্য। কড়া (কঠিন) কড়া (লোহার পাত্র) কড়া (লোহার কড়া বালা), কড়া (অংশ্যা বুঝাইতে);

সমাসের মতো দেখিতে কোন কোন শব্দের দ্বিতীয়াংশ প্রথম অংশেরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ এবং সে পরিবর্তনের কোন ব্যুৎপত্তি নাই। এমন পরিবর্তিত শব্দাংশকে বলে **অনুকার শব্দ** (**Echo Word**)। অনুকার শব্দের ব্যবহার আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন, ভাত**টাত**, চাকর-**বাকর**, বই**ফই**, ইত্যাদি।

কোন কোন শব্দ অনুকার শব্দের মতো দ্বন্দ্ব-সমাসের দ্বিতীয়াংশ রূপেই চলে। এমন শব্দকে বলা হয় **অনুগামী শব্দ** (**Dependent** বা **Tag Word**)। যেমন, গাছ**গাছড়া**, রাজ**রাজড়া**, পাখি**পখালি**, ছেলে**পিলে**, ইত্যাদি।

যদি দ্বিতীয় পদটির স্বাধীন ব্যবহারও থাকে তবে সে শব্দকে বলা হয় **সমার্থক সমাস** (**Tautologous Compound**)। যেমন, কুলিকামিন, মাপজোখ, গাছপালা, ঝাঁটপাট, দাবিদাওয়া, লেখাজোখা, ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ **নূতন সৃষ্ট** শব্দের সংখ্যা সব ভাষাতেই অত্যন্ত কম। উদাহরণের মধ্যে ইংরেজী gas বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পারিভাষিক বাক্যাংশের আদিধ্বনিসমাহার দ্বারা সৃষ্ট শব্দের ব্যবহার এখনকার দিনে ইংরেজীতে খুব চলিতেছে। যেমন, Radar (=Radio Detection And Ranging), Unesco (=United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation), okay (O. K.; =All Correct); ইত্যাদি। বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 'সসেমিরা'। (যেমন, সে সসেমিরা হয়ে আছে।) একটি পুরানো গল্পের কেন্দ্রস্থানীয় চারিটি শ্লোকের চারিটি আদ্য অক্ষরের সমবায়ে[১] শব্দটি গঠিত॥

---

১ "সদ্ভাবপ্রতিপন্ননাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা। অঙ্কে কুমারমাদায় হত্বা কিং নাম পৌরুষম্॥
সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈ মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। তে সর্বে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
রাজাসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণমিচ্ছাসি। দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥"

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দার্থতত্ত্ব

এতক্ষণ শব্দের বাহ্যরূপ লইয়া আলোচনা হইল। এই অধ্যায়ে শব্দের যাহা মূল আন্তর শক্তি, অর্থাৎ অর্থবহত্ব, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। ভাষার পরিবর্তন শুধু ধ্বনির এবং পদের (অর্থাৎ শব্দ ও ধাতু রূপের) পরিবর্তনেই শেষ হয় না, শব্দের অর্থপরিবর্তনও ঘটে। সুতরাং **শব্দার্থতত্ত্ব** বা **শব্দার্থপরিবর্তন (Semantics)** ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। শব্দের অর্থপরিবর্তনকাহিনী বিচিত্র এবং মনোরম। ইহা হইতে মানবমনের চিন্তাধারার বিবিধ ও বিচিত্র বিসর্পণের নির্দেশ পাওয়া যায়।

অভিধানে লব্ধ শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। কিন্তু মাতৃভাষার শব্দ সাধারণত অভিধান হইতে সংগৃহীত নয়। (বাঙ্গালার মতো কথ্য ভাষায় অভিধানিক শব্দ অল্পই ব্যবহৃত হয়। বিদেশি ভাষা শিক্ষাতেও শুধু অভিধানের উপর নির্ভর করা চলে না, বিশেষ করিয়া যেখানে সে ভাষাটি আধুনিক কথ্য ভাষা। অবশ্য সংস্কৃত গ্রীক লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ও বহুকাল-অপ্রচলিত ভাষার পক্ষে অভিধানের আশ্রয় ছাড়া গত্যন্তর নাই।) কানে শুনিয়াই মাতৃভাষা (এবং ভালো করিয়া শিখিতে গেলে যে কোন কথ্য ভাষা শিখিতে হয়। এইরূপে আমরা যে সব শব্দ শিখি তাহার অর্থ সমগ্র বাক্যের তাৎপর্য হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, কেহ বলিয়া দেয় না। একই শব্দ বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হইয়া যে যে অর্থ জ্ঞাপন করে, ভাষা-ব্যবহারকারীর মনে সেই শব্দের সঙ্গে সেই সেই অর্থসমষ্টির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ লাগিয়া যায়। 'অঙ্কে তার **মাথা** নাই। মেয়েটির **মাথায়** একরাশি চুল। ছেলেটা **মাথায়** কিছু রাখতে পারে না। রাম তার গুরুকে **মাথায়** করে রেখেছে। হরিবাবু গ্রামের **মাথা**। তোমার কি **মাথা** ধরেছে? মাথা নেই তার **মাথা**-ব্যথা! তার কথার কোন **মাথা** নেই। গাছের **মাথায়** একটা লোক উঠেছে। তার দেনা সম্পত্তির **মাথায়-মাথায়** হয়েছে। সে ট্রেন ছাড়বার **মাথায়** ষ্টেশনে গেল। মোড়ের **মাথায়** কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তে-**মাথায়** ট্রাফিক পুলিস আছে। "দইয়ের **মাথা** ঘোলের শেষ"। ঝোঁকের **মাথায়** কাজ করতে নেই। আমার **মাথা** খাও (নারীর

ভাষায়)।'—ইত্যাদি বাক্যের প্রসঙ্গ হইতে 'মাথা' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন মানে বুঝিতে পারি। এই অর্থসমষ্টি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক (দৈবৎ একাধিক) অর্থ মুখ্য, বাকি অর্থ সব গৌণ। তবে সব অর্থই আসিয়াছে মুখ্য অর্থ হইতে। কিন্তু কালক্রমে গৌণ অর্থসমূহ এমন প্রাধান্য লাভ করিতে পারে যে, শেষ মুখ্য অর্থের সঙ্গে গৌণ অর্থের সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া দায় হয়। উপরের উদাহরণগুলিতে 'মাথা' শব্দের বিভিন্ন গৌণ অর্থ হইতেছে "প্রবণতা, মাথার খুলির উপর ভাগ, স্মরণশক্তি, শরীরাঙ্গ, সম্মান, প্রধান, চিন্তাশক্তি, অর্থ, শীর্ষ, সমান, মুহূর্ত, সম্মুখ ভাগ, পথের সংযোগস্থল, ঘন অংশ, ভর", ইত্যাদি। এইসব অর্থই আসিয়াছে মুখ্য-অর্থ "শরীরের উর্ধ্বতম অঙ্গ (=মুণ্ড)" হইতে।

একাধিক অর্থ নাই এমন শব্দের সংখ্যা খুবই কম। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পরিভাষা ব্যতিরেকে সকল শব্দই প্রসঙ্গ অনুযায়ী কিছু না কিছু নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করিতে পারে। 'ভাত' শব্দটির মৌলিক অর্থ একটিই, কিন্তু "হাতে মারে না ভাতে মারে ; ডালভাতের ব্যবস্থা"—এই দুই বাক্যে 'ভাত' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া—শুধু সিদ্ধ অন্ন নয়, সমস্ত সংসারসামগ্রী বুঝাইতেছে।

অনেক শব্দের আবার মুখ্য অর্থ লুপ্ত হইয়া গৌণ অর্থগুলি প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে বাক্যমধ্যে বা বাক্যের প্রসঙ্গে পদের প্রকৃত অর্থ অনেক সময় ধরা পড়ে না। বক্তার, শ্রোতার বা ক্রিয়ার কর্তার প্রসঙ্গ হইতে তাহা বুঝিয়া লইতে হয়। He is playing to-day—এই বাক্যে play বলিতে "গান করা, অভিনয় করা, ফুটবল ইত্যাদি খেলা করা" প্রভৃতি অনেক কিছুই বোঝায়। কিন্তু ঠিক কোন্ অর্থটি বুঝাইবে, তাহা প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে।

দুই বা ততোধিক বিভিন্ন শব্দ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে (অথবা বিনা কারণে) একই রূপ ধারণ করিতে পারে।[১] যেমন, আটা (="গোধূম-চূর্ণ" এবং "কাগজ জুড়িবার লেই"); ডাল (="তরল ভোজ্যবিশেষ" এবং "বৃক্ষের শাখা"); জান (= "জানীহি" এবং "জ্ঞানী"); বই (= "পুস্তক" এবং "ব্যতীত"); সই (= "সখী" এবং "সহ্য করি"); ইত্যাদি। এই-শ্রেণীর

[১] ধ্বনিপরিবর্তনের সহযোগে শব্দার্থপরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তির একটি কৌতুকাবহ উদাহরণ পাই সংস্কৃত 'শৃঙ্গবের' শব্দের বিদেশি রূপান্তরে। গ্রীকে শব্দটি হইয়াছে 'জিঙ্গিবেরিস' "আদা", তাহা হইতে লাটিন 'জিঙ্গিবের্' এবং তাহা হইতে (১) জাঞ্জিবার দ্বীপের নাম, (২) ইংরেজী ginger, (৩) স্পেনীয় dengue ("হ্যাকামী, ছিনালী") > বাঙ্গালার ডেঙ্গু (রোগ)।

সমরূপ শব্দ (Homophone) কোন কথ্যভাষায় খুব বেশি থাকিতে পারে না, কেন না তাহাতে ভাবপ্রকাশে অসুবিধা হয়। সেইজন্য, এই রকম শব্দের বাহুল্য ঘটিলে, হয় একটি শব্দ লোপ পায়, নয় বিশিষ্ট প্রত্যয় যুক্ত হয়। দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির লোপের ফলে প্রাকৃতে একদা সমরূপ শব্দের বাহুল্য ঘটিয়াছিল। সংস্কৃত 'গত, গদ, গজ' এই তিনটি শব্দই প্রাকৃতে দাঁড়াইল 'গঅ'। ইহার মধ্যে ক্রিয়াপদ বলিয়া প্রথমটির প্রয়োগ বেশি ছিল, তাই হয়ত এটিকে পৃথক্ করিবার জন্যই ইহাতে '-ইল্ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া 'গইল্ল' রূপ দেওয়া হইয়াছিল।

অনেক সময় দেখা যায় যে, বাক্যাংশ সংক্ষেপ করিবার প্রচেষ্টায় বাক্যাংশের একটিমাত্র পদে সমগ্র অর্থ সংহত হয়। এইরূপে কখনো কখনো বিভক্তিযুক্ত পদ বিভক্তিহীন নূতন শব্দে পরিণত হয়। আধুনিক বাঙ্গালায় "খাইবার জিনিস" অর্থে 'খাবার' শব্দ প্রচলিত। যদিও শব্দটি আসলে 'খাইবা' এই শব্দের ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পদ, তবুও এখন ইহা পৃথক্ শব্দে পরিণত হওয়ায় ইহা হইতে আবার নূতন করিয়া ষষ্ঠীবিভক্তির পদ তৈয়ারি হইয়াছে—'খাবারের'। "জবাব" অর্থে 'উত্তর' আসিয়াছে 'উত্তর (অর্থাৎ প্রশ্নের পরবর্তী) বাক্য' এই প্রয়োগ হইতে (তুলনীয়, 'শল্যঃ প্রাহোত্তরং বচঃ')। আবেস্তীয় 'অইরিয়ানাম্ বএজো' (অর্থাৎ "আর্যদের দেশ") দ্বিতীয় পদটির লোপের ফলে 'ইরান' নামের উদ্ভব।[1] বাঙ্গালা 'ভোটান > ভুটান' শব্দ আসিয়াছে সংস্কৃত 'ভোটানাং (বিষয়ঃ),' অর্থাৎ "ভোটদিগের (দেশ)", হইতে। এইরূপে বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের লোপের ফলে বিশেষণ বিশেষ্যে পরিণত হয়। যেমন, স্থূল (বা স্থবির) হস্ত > উড়িয়া থোর (=শুঁড়) ; শীতল ভোগ > শীতল ; দণ্ডবৎ (অর্থাৎ দণ্ড বা লাঠির মত ঋজু) প্রণাম > দণ্ডবৎ ; ক্ষৌর কর্ম > কর্ম > বাঙ্গালায় (দাড়ি ইত্যাদি) কামানো ; ক্ষুদ্র শস্য > ক্ষুদ্র > খুদ ; আহ্নিক-কৃত্য > আহ্নিক ; পানিতা[2] ভাত > পান্তা ("নূন আন্‌তে পান্‌তা ফুরোয়")।

'খাবার' শব্দের মত ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পদের স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবে প্রয়োগ বাঙ্গালায় নিতান্ত বিরল নয়। বিশেষ্য উহ্য থাকিলে অনেক সময় সম্বন্ধপদ প্রাতিপদিকের মতোই বিভক্তি ও প্রত্যয় গ্রহণ করে। যেমন, 'আমার বইটা

---

[1] তুলনীয় পহ্‌লবী, 'শাহান শাহ্ এরান্ উৎ অনেরান' এবং গ্রীক, 'আরিয়ানোন্ কাই আনারিয়ানোন'—অর্থাৎ "রাজার রাজা ইরানের ও ইরান-ছাড়া (দেশের)"

[2] শব্দটি সম্ভবত 'নোনতা'র (লবণাক্ত > * লোণত্ত > নোনতা) সাদৃশ্যজাত।

এখানে রয়েছে, তোমারটা কই' ; এখানে 'তোমার বইটা' এই অর্থে 'তোমারটা' হইয়াছে। ইহার অনুরূপ প্রয়োগ পাই ব্যক্তিনামের বহুবচনে। যেমন, 'রামেরা আসিয়াছে' ; এখানে 'রামেরা' পদের অর্থ হইতেছে "রাম এবং তাহার আত্মীয়পরিজন"।

সাধারণত শব্দের প্রধান অর্থের সঙ্গে কিছু অবান্তর অর্থ আনুষঙ্গিকভাবে থাকিয়া যায়, এবং কালক্রমে তাহার মধ্যে কোন-একটি প্রাধান্য লাভ করে। যেমন, বৈদিক 'বর' শব্দের অর্থ ছিল "কন্যানির্বাচনকারী", তাহার পরে হইল "কন্যানির্বাচনকারী বিবাহার্থী", তাহা হইতে "বিবাহার্থী" ; আধুনিক বাঙ্গালায় শব্দটির অর্থ হইতেছে "বিবাহার্থী, সদ্যোবিবাহিত ব্যক্তি, পতি।"

কোন শব্দ যে-বিষয়ে যথার্থভাবে প্রযোজ্য, তাহা ছাড়া অন্যত্র প্রয়োগ করিলে বাক্যে চাতুর্য অথবা বর্ণনায় অভিনবত্ব প্রকাশ পায় এবং বক্তব্য সরস হয়। অর্থালঙ্কারের ইহাই মূল কথা। সাধারণত উপমা রূপক সমাসোক্তি অতিশয়োক্তি ব্যাজস্তুতি উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলঙ্কারের দ্বারা অথবা লক্ষণার সাহায্যে শব্দের স্থায়ী অর্থপরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, শ্বাপদ (মৌলিক অর্থ "কুকুরের মত যাহার পা"), কীর্তিকলাপ (মৌলিক অর্থ "ময়ূরপুচ্ছের মতো বিস্তৃত ও বিচিত্রবর্ণ কীর্তি"), সন্ধ্যামণি (ফুল), উদর ("জলপাত্র"), পেট (মূলে "বস্তা", তু° পুটুলি ; মারাঠী পোট), হরতাল < হড়তাল < হটতাল ("হাটে তালা"), উদ্বেল ("ব্যাকুল", মৌলিক অর্থ "বেলাভূমি অতিক্রান্ত"), 'স্তম্ভিত' ("বিস্মিত", মৌলিক অর্থ "স্তম্ভত্ব-প্রাপ্ত"), 'এক ঘটি তেষ্টা পেয়েছে' (ঘটি অর্থে "ঘটিভরা জল"), 'সে দু'পাতা ইংরেজী (অর্থাৎ "দুই একখানা বই") পড়েছে' ; ইত্যাদি। উপমাগর্ভিত শব্দে তদ্ধিত-প্রত্যয়ও যুক্ত হয়। যেমন, গঙ্গাজলি, বেগুনে (> বাইগনিয়া), হলদে ; ইত্যাদি।

সব ভাষাতেই এইরকম অলঙ্কার চাপানোর ফলে অর্থপরিবর্তনের অজস্র উদাহরণ মিলে। প্রাচীনকালের রূপক-অলঙ্কার প্রলেপের ফলে অনেক শব্দের মৌলিক অর্থ একেবারে লোপ পাইয়াছে। অনেক সময়, এই সকল শব্দের অর্থ যে রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ হইতে আসিয়াছে, তাহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই। 'বনস্পতি' শব্দের মৌলিক অর্থ "বনের পতি" অর্থাৎ "বনের বৃহত্তম বৃক্ষ", তাহা হইতে "বৃহৎ বৃক্ষ"। 'দারুণ' মৌলিক অর্থে "দারুনির্মিত", তাহা হইতে "দারুনির্মিত দ্রব্যবৎ কঠিন", অবশেষে "অত্যন্ত কঠিন > অত্যন্ত" ইত্যাদি। 'মধুর' শব্দের মৌলিক অর্থ ছিল "মধুযুক্ত", তাহা হইতে যথাক্রমে "মধুবৎ

সুস্বাদু, সুস্বাদু, রমণীয়, চমৎকার” ইত্যাদি অর্থ আসিয়াছে। ‘গবাক্ষ’এর মৌলিক অর্থ “গোরুর চোখ”। প্রাচীনকালে গোরুর চোখের মতো ঘুলঘুলি জানালা থাকিত; তাহাই আধুনিক অর্থের মূল। সেইরূপ ‘গোষ্ঠী’ “যেখানে অনেক গোরু থাকে” > “সমূহ”। ‘সগোত্র’—আসল মানে “এক গোয়ালে গোরু রাখা”। “হস্তের মতো অঙ্গ (অর্থাৎ শুঁড়) যাহার আছে” এমন জন্তুর নাম ‘হস্তী’। “হাতের মতো তৈজস” অর্থে বাঙ্গালায় ‘হাতা’। “হাঁড়ির মত বৃহৎ” অর্থে ‘হাঁড়িয়া > হেঁড়ে’ (মাথা)। “জলবৎ তরল বা স্বাদহীন” অর্থে ‘জলুয়া > জ’লো’। এইভাবে রূপকারূঢ় শব্দে বাঙ্গালায় ‘-আ (< আক)’ প্রত্যয়ও দেখা যায়। যেমন, ছাত—ছাতা, হাত—হাতা; পা—পায়া; মুখ—মুখা; চোখ—চোখা; ভাত—ভাতা; কান—কানা; খড়জাঠি—খড়জাঠিয়া (শব্দটি চৈতন্য-ভাগবতে আছে; অর্থ, “যে কখনো দাঁতে খড় নেয় কখনো বা লাঠি ধরে”, অর্থাৎ যখন-তখন-তেমন বা “শক্তের ভক্ত নরমের গরম”)।

শব্দের অর্থপরিবর্তনের মধ্যে ভাষাসম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাসের ও চিন্তাধারার আভাস-ইঙ্গিত লুকানো থাকে। শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি বস্তুব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কিছু জানিতে পারি। ‘কলম’ শব্দের মূল অর্থ “শর”, “খাগ”; শরের বা খাগের লেখনীর নাম হইল ‘কলম’। ইংরেজী ‘পেন’ (pen) শব্দের অর্থও “কলম”, তবে তাহা যে-কোন বস্তু নির্মিত বা যে-কোন ধরণের হউক না কেন। কিন্তু পূর্বে এই শব্দের লাটিন রূপ penna-র অর্থ ছিল “পালক”। ইউরোপে পালকের কলম প্রচলিত ছিল বলিয়া pen শব্দের অর্থ হইল “পালকের কলম”। আমরা বাঙ্গালায় বলি ‘পেন কলম’ বা ‘পেনের কলম’। পরে যখন ষ্টীল নিবের ব্যবহার আসিল তখনও শব্দটি রহিয়া গেল অর্থপরিবর্তন করিয়া। সংস্কৃত ‘পশু’ শব্দের মূল অর্থ “গো অশ্ব মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী”। ইংরেজীতে এই শব্দের সগোত্র ‘ফী’ (fee) আকার ধারণ করিয়াছে, অর্থ হইয়াছে “বুদ্ধিজীবীর পারিশ্রমিক।” এই অর্থপরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, এক কালে পশু ছিল মানুষের ধনসম্পদ, পশুর বিনিময়েই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। সুতরাং “গৃহপালিত প্রাণী” হইতে অর্থ দাঁড়াইল “বিনিময় মূল্য” এবং তাহা হইতে “মূল্য, অর্থ”, পরিশেষে “বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির পরিশ্রমের নির্দিষ্ট মূল্য”। ইন্দো-ইরানীয় যুগে, অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে ‘দইব’ শব্দটির অর্থ ছিল “দেবতা”। সংস্কৃত শব্দটি ‘দেব’ হইয়াছে এবং প্রাচীন অর্থ ত্যাগ করে নাই।

ইরানে দেব-উপাসনার বিরুদ্ধে জরথুশ্ত্র নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের প্রভাবে ইরানে শব্দটির অর্থ প্রথমে হইল "উপদেবতা", তাহার পরে "দৈত্য, রাক্ষস" (যেমন সংস্কৃতে 'অসুর' শব্দে হইয়াছে)। ফারসীতে শব্দটি দৈত্য অর্থেই প্রচলিত। ঠিক এমনি হইয়াছে ইংরেজী demon শব্দে। গ্রীকে 'দেমন' অর্থ "দেবতা", খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকদের কাছে হইল "উপদেবতা", এখন "দৈত্য, রাক্ষস"।

অনেক শব্দার্থে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা এমনভাবে লুকাইয়া আছে যে সহজে বুঝিবার যো নাই। এইরকম অর্থালঙ্কারের ব্যবহারে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় তাহাতে মানবসংস্কৃতির মূল ধারা ও মানবপ্রকৃতির মৌলিক প্রবণতা ধরা পড়ে। যেমন, বইয়ের ব্যাপারে আমরা দেখি উদ্ভিদের মাহাত্ম্য —book, biblos, papyrus, পত্র, কাণ্ড, পর্ব, পল্লব, শাখা, স্কন্ধ, লম্বক, সর্গ (=অঙ্কুর), কলম, ইত্যাদি।

অতি প্রাচীনকালে বিবাহ ব্যাপার নারীর দিক দিয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পুরুষের দিক দিয়া ততটা নয়। সেইজন্য সেকালে বিবাহসংক্রান্ত অধিকাংশ শব্দের ব্যবহার ছিল নারীর তরফে। 'বিবাহ' কথাটির মৌলিক অর্থ হইতেছে "একেবারে বহন করিয়া (বা অপহরণ করিয়া) লইয়া যাওয়া"। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদিম কালে বিবাহার্থী কন্যাকে অপহরণ করিতে হইত। বরের তরফে ব্যাপারটি ছিল 'আবাহ' অর্থাৎ "বহন (বা অপহরণ করিয়া আনা।") 'শ্বশুর, শ্বশ্রূ' শব্দের এখন অর্থ হইতেছে "পতি অথবা পত্নীর পিতা ও মাতা", কিন্তু পূর্বে অর্থ ছিল শুধু "পতির পিতা ও মাতা"।

সংস্কৃতে 'রথ্যা'র অর্থ "প্রশস্ত পথ, যে পথ দিয়া রথ যাইতে পারে"। শব্দটি প্রাকৃতে 'রচ্ছা' বা 'লচ্ছা' রূপ ধারণ করিয়া বাঙ্গালায় হইল 'নাছ' এবং অর্থ হইল "বড় রাস্তার উপর গৃহের দরজা, সদর-দরজা"। সদর-দরজা ছিল অন্তঃপুরিকাদের অগম্য, তাঁহাদের গমনাগমন হইত খিড়কি-দুয়ার দিয়া, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ইহাই হইল 'নাছ' বা 'নাছ দুয়ার'। তাহা হইতে আসিল 'নাছ' শব্দের বর্তমান অর্থ "খিড়কি-দরজা"। এখানে শব্দের অর্থ বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে। 'তুরুক (তুড়ুক)' অথবা 'তুরুক সওয়ার' অর্থে এখন বোঝায় "অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈনিক", কিন্তু শব্দটি আসিয়াছে জাতিবাচক 'তুর্ক' > প্রাকৃত 'তুরুক্ক' 'তুলুক্ক' শব্দ হইতে। এদেশে মুসলমানদের আগমনের

প্রথম যুগে তুর্কী সৈনিক বিভীষিকার বস্তু ছিল। তাহাতে শব্দটির অর্থ হইল "লুণ্ঠনকারী বিদেশি সৈন্য", এবং অবশেষে মধ্য বাঙ্গালায় "মুসলমান"।

অকল্যাণসূচক অথবা নিন্দিত বা কুৎসিত অর্থকে কল্যাণবাচকরূপে বা ভদ্র-ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য সুভাষণ (Euphemism) অলঙ্কারের আশ্রয় লওয়া হয়।[১] যেমন, 'মরণ' অর্থে সংস্কৃতে 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি', বাঙ্গালায় 'স্বর্গলাভ', ইত্যাদি।

কুৎসিত অর্থকে ভদ্রভাবে প্রকাশ করিলেও অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছুকাল পরেই তাহাও ভদ্রব্যবহারে অচল হইয়া পড়িতেছে। তখন আবার অর্থটির নূতনতর ভদ্রবেশের প্রয়োজন হয়। এখানে দেখি যে, শব্দ অর্থ-পরিবর্তন না করিয়া অর্থই যেন শব্দপরিবর্তন করিতেছে। বাঙ্গালায় 'নাগর' শব্দের মূল অর্থ ("নগরের লোক, অর্থাৎ বিদগ্ধ ব্যক্তি") প্রচলিত নাই, এখানে অর্থ "অবৈধপ্রণয়ী"। সংস্কৃত 'প্রীতি, প্রীত' হইতে উৎপন্ন 'পিরীত' শব্দটি বাঙ্গালায় হীনার্থক হইয়াছে। ব্যক্তিবাচক 'রাম' শব্দ বাঙ্গালায় যখন বিশেষণ হিসাবে "বড়" অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন ইহা হীনার্থক। যেমন, 'রাম বোকা', 'রাম খোকা'। 'ব্রহ্মডাঙ্গা' 'ব্রহ্মদৈত্য' ইত্যাদি প্রয়োগে 'ব্রহ্ম' শব্দও হীনার্থক। হীনার্থব্যঞ্জনা ব্যতিরেকেও "বৃহৎ" অর্থে সংস্কৃতে 'রাজন্' এবং বাঙ্গালায় 'হাতি' ও 'ঘোড়া' শব্দের ব্যবহার আছে। "বড় তালগাছ" অর্থে কালিদাস 'রাজতালী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এইরকম, রাজপথ, রাজহংস, ঘোড়ানিম, ঘোড়া-মুগ ; হাতি-পাড় (কাপড়) ; ইংরেজী horse laugh, horse radish, dog tired ইত্যাদি।

শব্দের অর্থপরিবর্তনের ধারা মোটামুটি তিন রকমের হইয়া থাকে। (ক) অর্থবিস্তার, (খ) অর্থসঙ্কোচ, এবং (গ) অর্থসংশ্লেষ (বা অর্থসংক্রম)।

শব্দের অর্থ যদি রূপকের অথবা অতিশয়োক্তির প্রভাবে বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে, তবে অর্থের প্রসার অনেকটা বাড়িয়া যায়। ইহাই অর্থপ্রসার। ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের ধর্ম ও গুণ তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া বহু বস্তুর সাধারণ ধর্ম ও গুণ হইয়া উঠে। বৈদিক 'বৃত্র', অসুরের নাম, কখনো কখনো[২] সাধারণ শত্রুবাচক হইয়া পড়াতে 'বৃত্রতর' ("অধিক বলবান্ শত্রু") এইরূপ অতিশায়নিক প্রয়োগ

[১] আমাদের দেশে অন্ন এবং অন্নের মুখ্য উপকরণ চাল-ধান কমিয়া যাওয়া গৃহস্থের পক্ষে অকল্যাণ-সূচক, তাই এই অর্থে সুভাষণ অলঙ্কারের সাহায্যে বৃধ্ ধাতুর ব্যবহার বরাবর চলিত আছে। প্রথমে এই প্রয়োগ শুধু নারীর ভাষায় ছিল। পালিতে 'অন্নং বড্ঢেত্বা', বাঙ্গালার 'ভাত বাড়া, ধান চাল বাড়ন্ত'।

[২] বিশেষ করিয়া বহুবচনে, তখন শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ হইত ("তেন বৃত্রাণি জিঘ্নতে")।

হইত। এইরূপে ইন্দ্র হইতে 'ইন্দ্রতম' ("সর্বশ্রেষ্ঠ বীর")। 'শরৎ' শব্দের মূল অর্থ ছিল শীত (কাল)। প্রাচীন যুগে শীতকালের কঠোরতা অসহ্য ছিল বলিয়া বৎসরের মধ্যে এই কালটিই মুখ্য গণ্য ছিল। এইহেতু বৈদিক 'শরৎ' এবং প্রাচীন পারসীকে তৎসগোত্র 'থদ্' শব্দ "বৎসর" অর্থে ব্যবহৃত হইত। ফারসী হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত 'সাল' শব্দের মূলে রহিয়াছে এই প্রাচীন পারসীক শব্দটি।[১] সংস্কৃতে "বৎসর" অর্থে 'বর্ষ' শব্দের মূল অর্থ হইতেছে "বর্ষাকাল", যেহেতু বর্ষা ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম ঋতু। পূর্বে প্রায়শ্চিত্ত অথবা অন্য কারণে আত্মোৎসর্গ করিতে হইলে অনেকে 'জতুগৃহ'-প্রবেশ করিত। সংস্কৃত 'জতুগৃহ' প্রাকৃতে 'জৌহর' এবং বাঙ্গালায় 'জহর' রূপ ধরিয়াছে, আর অর্থও "জতুগৃহে পুড়িয়া মরা" হইতে "পুড়িয়া মরা" এবং তাহা হইতে "আত্মসম্মান রক্ষার্থ যে কোন উপায়ে আত্মহত্যা" অর্থ দাঁড়াইয়াছে। সংস্কৃত 'যবাগূ', পালি 'য্বাগু' "যবের মণ্ড" > বাঙ্গালা জাউ "পানীয় মণ্ড" (যেমন খুদের জাউ)। 'পরশ্বঃ' সংস্কৃতে "আগামীকল্যের পরদিন", কিন্তু বাঙ্গালায় 'পরশু' মানে "আগামীকল্যের পরদিন" এবং "গতকল্যের পূর্ব দিন" দুইই বোঝায়। 'গুণ' শব্দের আদিম অর্থ "গোসম্বন্ধীয়"; তাহা হইতে হইল "গরুর নাড়ীভুঁড়ির তাঁত", তাহার পর অর্থবিস্তারে হইল "দড়ি" (যেমন গুণ-টানা, গুণ-ছুঁচ)। 'ধন্য' শব্দের মৌলিক অর্থ "ধনশালী", অর্থসম্প্রসারণে "সর্বসৌভাগ্যবান্"। এইরূপ 'অরি' "অদাতা, দরিদ্র" > "শত্রু"; 'সাঙ্গ' "অঙ্গসমেত" > "সম্পূর্ণ" > "সমাপ্ত", 'পদার্থ' 'পদের মানে' > পদের সারাংশ > সার বস্তু > ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু। 'বস্তু' "বিক্রয় বা বদল যোগ্য দ্রব্য" (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ) > মূল্যবান্ বা সার দ্রব্য > দ্রব্য, সারাংশ।

অর্থবিস্তারের ফলে ব্যক্তিনাম সাধারণ বিশেষ্যে এবং সাধারণ বিশেষ্য গুণ-বাচক বিশেষ্যে পরিণত হইতে পারে। সংস্কৃত 'গঙ্গা' হইতে বাঙ্গালায় 'গাঙ' আসিয়াছে। কিন্তু 'গাঙ' শব্দের অর্থ "গঙ্গা নদী" নয়, যে-কোন "নদী",[২] অধুনা যে-কোন "নদীর শুষ্ক খাত"। 'লক্ষ্মী' এখন "শান্তশিষ্ট" অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ-নির্বিশেষে সাধারণ বিশেষণে পরিণত। 'হিন্দু' আসিয়াছে 'সিন্ধু' নদী হইতে; হিন্দী 'বসীঠ' ("দূত") আসিয়াছে ঋষি 'বশিষ্ঠ' হইতে। ব্যক্তিনাম 'সুরদাস' এখন কথ্য হিন্দীতে "অন্ধ ভিখারী"।

১ ইহা (ফারসী হইতে নেওয়া) 'সর্দি' শব্দেরও মূল।

২ যেমন মধ্য বাঙ্গলার 'বড় গঙ্গা পদ্মাবতী', 'আন্তের গঙ্গা দামোদর'।

অর্থবিস্তারের ফলে বিশেষণ পদ বিশেষ্যে পরিণত অথবা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন বুড়া, ভালো, "মনের কালো", "নোনা লেগেছে", রাস্তা (মূল অর্থ "ঋজু", তাহা হইতে "পথ")।

দ্রব্যবিশেষের উৎপত্তিস্থলের নাম অথবা উদ্ভাবয়িতার নিজের নাম অথবা তাহার প্রদত্ত নাম দ্রব্যনামে পরিণত হইতে পারে। যেমন, ইংরেজীতে sandwich, macintosh ("বর্ষাতি"), বয়কট (boycott) ; বাঙ্গালায় লেডিকেনি (Lady Canning)। এখানেও অর্থবিস্তারের রকমফের পাইতেছি। অনেক সময় ছোটখাট কাহিনীর মধ্যে নামটুকু শুধু রহিয়া যায় বিশিষ্ট কোন অর্থে। বাঙ্গালায় "প্রহার" অর্থে 'ধনঞ্জয়' শব্দ আসিয়াছে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ"—শ্লোকে উদ্দিষ্ট গল্প হইতে। "গোঁয়ার" অর্থে 'ষণ্ডামার্কা' শব্দের মূল পাই পৌরাণিক প্রহ্লাদ-উপাখ্যানে। ভগবান্ রামচন্দ্রের পবিত্র নাম "এক" সংখ্যা (ব্যাপারীর গণনায়) এবং বৃহত্ত্বসূচক বিশেষণে (যেমন রাম ছাগল, রাম দা ইত্যাদিতে) পরিণত। চৈতন্যের মতাবলম্বী বৈষ্ণবেরা শিখা রাখিতেন বলিয়া শিখার নামান্তর 'চৈতন'। এইরূপে 'গদাই-লস্করি (চাল)', 'নব (বা বুড়ো) কার্তিক', 'গোবর-গণেশ'। ফরাসী 'বুৎ' ("দেবদেবীর মূর্তি") আসিয়াছে 'বুদ্ধ' অর্থাৎ "বুদ্ধ-মূর্তি বা প্রতিমা" হইতে। দেশের নাম হইতে আসিয়াছে 'চিনি' (> চীন), 'মুদ্রা' ও 'মিছরি' (> মিশর), 'বাংলা' (একধরণের খড়ের ঘর), 'বেনারসী', 'ভোট' (কম্বল), 'ওড়' (ফুল), 'মার্কিন' (একপ্রকার কোরা কাপড়, < আমেরিকান্)। অনেক রাগরাগিণীর নামও দেশের নাম হইতে উৎপন্ন। চলিত কথায় 'উদো' ("বোকা")—আসিয়াছে 'উদ্ধব' নাম হইতে। কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গোপীরা উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণকে ভৎসনা করিয়াছিল। তাহা হইতে এই অর্থের উৎপত্তি অনুমান করি (তু° হিন্দী "আওয়ে উধো বেগর মাধো।")

শব্দের অর্থসমষ্টির কোন একটি প্রধান হইয়া উঠিলে অপর অর্থগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্ত হইতে পারে। এইরূপে **অর্থসঙ্কোচ** ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত 'অন্ন' শব্দের অর্থ "খাদ্য", বাঙ্গালায় বিশিষ্ট খাদ্য-"ভাত"। সংস্কৃতে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ সাধারণ দীপ অথবা আলো, বাঙ্গালায় বোঝায় বিশেষ আকৃতির পাত্রে তৈলদাহ্য দীপ। সেকালের লোক আত্মীয়কুটুম্বের 'তত্ত্ব' বা 'সন্দেশ' অর্থাৎ কুশলবার্তা লইবার উপলক্ষ্যে মিষ্টান্ন উপহার পাঠাইত। তাহা হইতে এইরূপ মিষ্টান্ন উপহারের সাধারণ নাম হইল 'তত্ত্ব' বা 'সন্দেশ'। এই অর্থে 'তত্ত্ব' শব্দ

এখনো চলিত আছে, কিন্তু 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ আরও সঙ্কুচিত হইয়া ছানা চিনি সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষে দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে "দিন মজুর" অর্থে পশ্চিম বঙ্গে 'জন, মুনিস' (< মনুষ্য), পূর্ববঙ্গে 'গাভুর' (< গর্ভরূপ = অল্পবয়সী)।

অর্থের ক্রমান্বিত প্রসার ও সঙ্কোচের ফলে অনেক সময় এমন অবস্থা হয় যে, মধ্যবর্তী অর্থের লোপ হইয়া শব্দটির যে অর্থ দাঁড়ায় তাহার সহিত মৌলিক অর্থের যোগ দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়ে। এইভাবে **অর্থসংশ্লেষ** ঘটিয়া থাকে। 'সহসা, হঠাৎ' এই দুই শব্দের মৌলিক অর্থ ছিল "সবলে"। সাধারণত বলপ্রয়োগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিচালনার অভাব দেখা যায়, সুতরাং অর্থের মধ্যে চিন্তাহীনতার বা অবিমৃষ্যকারিতার ভাব সহজেই আসিয়া পড়ে। অবিমৃষ্যকারিতা হইতে আরো সহজে আকস্মিকতায় পৌছানো যায়। তাহার পর "অবিমৃষ্যকারিতা" এই মধ্যবর্তী অর্থ লোপ পাইয়া শব্দ দুইটির বাঙ্গালায় অর্থ হইল "আকস্মিকভাবে"। এই অর্থের সহিত আদিম অর্থের যোগ সহজে বোঝা যায় না। সংস্কৃতে 'ঘর্ম' শব্দের মূল অর্থ ছিল "গরম", বাঙ্গালায় হইয়াছে 'ঘাম'। "গরম" হইতে "শরীরের উপর গরমের ফল" তাহা হইতে "স্বেদ" এই অর্থ দাঁড়াইয়াছে।[১] নেপালীতে 'ঘাম' সূর্য-অর্থে প্রচলিত আছে। 'পাষণ্ড' শব্দের মৌলিক অর্থ ছিল "ধর্মসম্প্রদায়" (যেমন অশোক অনুশাসনে), তাহার পরে হইল "অন্য ধর্মসম্প্রদায়", তাহা হইতে "বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়" > "বিরুদ্ধ ধর্মের উপাসক" > "ধর্মজ্ঞানহীন", "অত্যাচারী"। 'পাত্র'—"পান করিবার আধার" > "আধার" (অর্থপ্রসার) > "কন্যাসম্প্রদানের আধার" অর্থাৎ "বর" (অর্থসঙ্কোচ)। *দীব্য "জুয়াখেলার পণ" > "পণ" (অর্থপ্রসার), বাঙ্গালায় 'দিব্য', 'দিব্যি', "শপথ"। বাঙ্গালায় 'উজবুক' (বা 'অজবুক') শব্দ আসিয়াছে, তুর্কী 'উজবেগ' (জাতি-বিশেষের নাম) হইতে। বাঙ্গালায় মধ্যযুগে মুসলমান সৈনিকদের একশ্রেণী ছিল এই জাতির লোক। ইহাদের শারীরিক শক্তির খ্যাতি যতটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তির খ্যাতি ততটা ছিল না। সেই কারণে বাঙ্গালায় অর্থ হইয়াছে "মূর্খ-গোঁয়ার"। এই অর্থপরিবর্তনে 'অজ' ও 'বোকা' শব্দের প্রভাবও আছে। অর্বাচীন সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালায় রহস্যচ্ছলে গলাধাক্কার অর্থে 'অর্ধচন্দ্র' প্রচলিত আছে। গলাধাক্কা দিতে গেলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর মধ্যবর্তী স্থান অর্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করে। তাহা হইতে এই অর্থ আসিয়াছে।

---

[১] এইরকমে দ্বিমুখ ধ্বনি- ও অর্থ-পরিবর্তনের বশে **যমজ** (Doublet) শব্দের উৎপত্তি হয়। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

কখনো কখনো সমগ্র বাক্য অথবা বাক্যাংশ অর্থপরিবর্তন করিয়া একটিমাত্র শব্দে পরিণত হয়। যেমন, লাটিন non par "অ-সমান > অতিরিক্ত" ইংরেজীতে হইয়াছে umpire "জয়পরাজয়ে নির্লিপ্ত ব্যক্তি" > "ক্রীড়ায় বা বিবাদে মধ্যস্থ"। ফারসী 'ন অস্ত্ ন বুদ্' অর্থাৎ "না আছে না ছিল" > বাঙ্গালা 'নাস্তানাবুদ্'; 'ইতি হ আস' "এই রকমই ছিল" > 'ইতিহাস'; 'কিং বদন্তি, "কি বলে (লোকে)" > 'কিংবদন্তী'; 'যা ইচ্ছা তাই' > 'যাচ্ছেতাই'; 'কে ও কে-টা' > 'কেওকেটা'; 'যৎ পরঃ ন অস্তি' > 'যৎপরোনাস্তি'[১]; তৎ ন তৎ ন' > 'তন্নতন্ন': 'অন্ত ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ (হিতোপদেশের গল্পের শ্লোকের শেষাংশ) > 'অন্তভক্ষধনুর্গুণ'; কথ্যভাষায় 'গয়ংগচ্ছ' ("যাচ্ছি-যাব ভাব, দীর্ঘসূত্রিতা" < গতং গচ্ছ); 'ত্রাহিরাম ("ত্রাণ কর রাম") (ব্যক্তিনাম); 'অথবা' (< অথ বা), 'কিন্তু' (< কিং তু); 'কদাচ' (< কদা চ); 'কিঞ্চিৎ' (< কিং চিৎ); বা 'কিছু', ম বা 'কিছু' (< কিং চ); 'যদিচ' (< যদি চ); 'যদ্যপি' (> যদি অপি); 'নস্যাৎ' (< ন স্যাৎ ইত্যাদি॥

[১] ইহার বাঙ্গালা অনুবাদও একটি পদে পরিণত হইয়াছে—"যারপরনাই" (বিদ্যাসাগর)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. ভাষার শ্রেণীবিভাগ

যে সব ভাষা এখন বলা হয় এবং যে সব ভাষা একদা বলা হইত সেই সব আধুনিক ও প্রাচীন ভাষাগুলিকে ভাষাবিজ্ঞানে দুই পৃথক্ দৃষ্টিতে বিচার করিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে, ভাষাগুলির পরস্পর সম্পর্ক ও প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদি বিচার না করিয়া শুধু ব্যাকরণের (অর্থাৎ বাক্য ও পদ বিশ্লেষণের) দিক্ দিয়া বিচার করিয়া কয়েকটি শ্রেণীতে সাজানো। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে, ভাষাগুলির পরস্পর সম্পর্ক ও প্রাচীন ইতিহাস—যতদূর এবং যতটা পাওয়া যায়—সেগুলিকে কয়েকটি বর্গে অথবা বংশক্রমে গোছানো। প্রথমটিকে বলা হয় **রূপতত্ত্বানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ (Morphological Classification)**, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় **বংশানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ (Genealogical Classification)**। রূপতত্ত্বানুযায়ী শ্রেণীবিভাগে ভাষায় প্রধান দুইটি শ্রেণী —পদবিভাগময় এবং পদবিভাগহীন। পদবিভাগ যাহাতে আছে এমন ভাষাগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—প্রত্যয়বিভক্তিহীন এবং প্রত্যয়বিভক্তিময়। অতএব পৃথিবীর ভাষাগুলি এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্তময়,—(ক) প্রত্যয়বিভক্তিহীন, (খ) প্রত্যয়বিভক্তি এবং (গ) পদবিভাগহীন ।

(ক) প্রত্যয়বিভক্তিহীন শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। চীনীয় ও সম্পৃক্ত ভাষাগুলিতে শব্দ ও পদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বাক্যের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে কর্তা কম ইত্যাদি বসে এবং ক্রিয়ার কাল-ভাব ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইতে অথবা বিশেষ কোন শব্দের সহযোগে (উপসর্গ বা অনুসর্গের মতো) অভিব্যক্ত হয়। তা ছাড়া শব্দের উচ্চারণে বিভিন্ন **স্বর (Tone, Intonation)** ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ভাষা-উপভাষায় স্বরের সংখ্যা বিভিন্ন। সাধারণত স্বরভেদে একই শব্দ ভিন্ন শব্দের অর্থ প্রকাশ করে। ব্যবহারিক (উত্তর-অঞ্চলের) চীনীয় ভাষায় স্বর এই চার রকম,

(১) উঁচু টানা (high level)। যেমন, [মা^{১}] "মাতা"
(২) উঁচু উঠ্তি (high rising)। যেমন, [মা^{২}] "শণ"।
(৩) নীচু উঠ্তি (low rising)। যেমন, [মা^{৩}] "ঘোড়া"
(৪) নীচু নাম্তি (low falling)। যেমন, [মা^{৪}] "তিরস্কার, তিরস্কার করা"।

চীনীয় ভাষার বাক্যের উদাহরণ,

ঙ্গো ত নি =আমি মারি তোমাকে।

নি ত ঙ্গো =তুমি মার আমাকে।

(খ) প্রত্যয়বিভক্তিময় শ্রেণীর ভাষাগুলি প্রত্যয়বিভক্তিযোগের গভীরতা অনুসারে তুইটি উপশ্রেণীতে ফেলা হয়,—(১) প্রত্যয়বিভক্তি-জোড়ালাগা **(Agglutinating)** এবং (২) প্রত্যয়বিভক্তিমেশানো **(Inflexional)**।[১]

প্রথম উপশ্রেণীর মধ্যে পড়ে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। উদাহরণ (তামিল হইতে),

প্রাতিপদিক 'পলন্', বহুবচনের বিভক্তি 'গল্', সম্বোধনের বিভক্তি 'এ', দ্বিতীয়ার বিভক্তি 'এই', ষষ্ঠীর বিভক্তি 'উদেইয়'।

কর্তা	পলন্ (একবচন)	পলন্গল্ (বহুবচন)
সম্বোধন	পলনে (একবচন)	পলন্গলে (বহুবচন)
দ্বিতীয়া	পলনেই (একবচন)	পলন্গলেই (বহুবচন)
ষষ্ঠী	পলনুদেইয় (একবচন)	পলন্গলুদেইয় (বহুবচন)

ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উপশ্রেণীর ভাষার মধ্যে পড়ে সংস্কৃত। উদাহরণ—[ভূ]ধাতু+ বর্তমান কালের প্রত্যয় [অ]+প্রথম পুরুষ একবচন পরস্মৈপদে বিভক্তি [তি] =[ভূঅতি] না হইয়া (যেমন প্রথম উপশ্রেণী হইলে হইত), হইয়াছে [ভবতি] ; অর্থাৎ ধাতুর সহিত প্রত্যয় [অ] এমন ভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে জোড়া-লাগার মতো, চট করিয়া পৃথক্ করা যায় না।

আরবীর মতো সেমীয় বর্গের ভাষায় দ্বিতীয় উপশ্রেণীর লক্ষণ সংস্কৃতের অপেক্ষাও বেশি প্রকটিত। যেমন, ধাতু 'কৃত্ল্', হইতে 'কতল' (=সে মারিল), 'কুতিল' (সে মারা পড়িল) ইত্যাদি।

যেসব ভাষা প্রথম ও দ্বিতীয় কোন শ্রেণীতেই পড়ে না সেগুলিকে বলা হয় **অ-শ্রেণীভুক্ত (Unclassified)** ভাষা। যেমন জাপানী।

রূপতত্ত্বানুযায়ী শ্রেণীবিভাগের ব্যবহারিক দিক্ দিয়া উপযোগিতা থাকিলেও বৈজ্ঞানিক বিচারে শ্রেণীবিভাগের কয়েকটি বিশেষ অন্তরায় আছে। প্রথম

---

[১] দ্বিতীয় উপশ্রেণীতে জোড়ালাগা প্রত্যয়বিভক্তিও দেখা যায়। 'প্রত্যয়' যাহা যোগ করিলে নূতন শব্দ হয় অথবা শব্দটি রূপ করিবার যোগ্য হয়, 'বিভক্তি' যাহা যোগ করিলে শব্দটি অবিকৃত-ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

হইল এই যে অধিকাংশ ভাষাতেই দেখা যায় যে কালক্রমে শ্রেণী পরিবর্তন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু এই ভাষা হইত উদ্ভূত বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ প্রত্যয়-বিভক্তি লুপ্ত হইবার ফলে এ ভাষা এখন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছে। প্রত্যয়-বিভক্তিবিহীন শ্রেণীতে পদের ব্যাকরণমূল্য জানা যায় বাক্যমধ্যে পদের সুনির্দিষ্ট অবস্থানে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাক্যমধ্যে পদের নির্দিষ্ট অবস্থান আবশ্যক নয়, সেখানে প্রত্যেক পদে যে বিভক্তি আছে তাহাই তাহার ব্যাকরণমূল্য নির্দেশ করে। যেমন, সংস্কৃতে 'ব্যাঘ্রঃ মানুষং খাদতি', 'ব্যাঘ্রঃ খাদতি মানুষম্', 'মানুষং খাদতি ব্যাঘ্রঃ,' 'মানুষং ব্যাঘ্রঃ খাদতি', 'খাদতি ব্যাঘ্রঃ মানুষম্', 'খাদতি মানুষং ব্যাঘ্রঃ'—যেমন ইচ্ছা বলিতে পারি। কিন্তু বাঙ্গালায় এই বাক্যের অর্থ একভাবেই প্রকাশ করা যায়, 'বাঘ মানুষ খায়'। সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা বাক্যটির তুলনা করিলে দেখি যে কর্তা ('বাঘ') ও কর্ম ('মানুষ') সংস্কৃতে বিভক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট কিন্তু বাঙ্গালায় বাক্যে অবস্থানের (position) দ্বারা সূচিত। অতএব সংস্কৃত দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অথচ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বাঙ্গালার অধিকাংশ লক্ষণ প্রথম শ্রেণীর অনুযায়ী।

দ্বিতীয় অন্তরায় হইল এই যে, অনেক ভাষা আছে যাহাতে গোড়াগুড়িই একাধিক শ্রেণীর লক্ষণ সমমাত্রায় বিদ্যমান। এগুলির লক্ষণমাত্রা ধরিয়া বিচার করিলে অসংখ্য উপশ্রেণী ধরিতে হয়।

ভাষা-বিভাজনের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে মোটামুটি ভাবে স্থান-অনুসারে তালিকা করা। ইহাকে বলে **ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ (Geographical Classification)**। তবে এ শ্রেণীবিভাগের কোন অতিরিক্ত উপযোগিতা অথবা কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। ভাষাশ্রেণীবিভাগে উপযোগিতা ও মূল্য আছে সে শুধু **বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগে**। কিন্তু এখানে বিষম অন্তরায় এই যে অনেক ভাষারই বংশানুক্রম জানা নাই ॥

২. ভাষাবংশ

বর্তমানে যে-সব ভাষা প্রচলিত আছে এবং যে-সব লুপ্ত ভাষার নিদর্শন মিলিয়াছে সেগুলির ইতিহাস আলোচনা করিয়া কয়েকটি বংশে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। একই পর্যায়ের কিংবা স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দকোষে এবং ব্যাকরণে লক্ষণীয় মিল দেখা যায়, অথবা দুই ভাষার পূর্বতন রূপ যদি একই প্রকারের হয়, তবে সেই সেই ভাষার মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক অবশ্য থাকিবে।—ইহা ভাষা-

বিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র। এই সূত্র অনুসারে সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসীক, আর্মানী, প্রাচীন স্লাবিক, প্রাচীন গ্রীক, লাটিন, প্রাচীন জার্মানিক, প্রাচীন কেল্‌টিক ইত্যাদি ভাষাগুলি একটি বিশেষ ভাষাবংশের শাখা। এই ভাষাবংশের নাম দেওয়া হইয়াছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ, কেননা এগুলির বর্তমান বংশধর ভাষাসমূহ ভারতবর্ষে, ইউরোপে এবং ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যবর্তী ভূভাগে—পূর্ব-এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে—বরাবর প্রচলিত আছে। যথোপযুক্ত নিদর্শনের অভাবে, অথবা সম্পর্কিত ভাষাগুলি লুপ্ত হওয়ায় কোন কোন ভাষাকে নির্দিষ্ট বংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নাই। এমন অধুনালুপ্ত ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীনতম ভাষা সুমেরীয় (Sumerian)[১], পশ্চিম-ইরানের শুশা অঞ্চলের ভাষা এলামীয় (Elamite)[২], পূর্ব-মেসোপোটেমিয়ার অঞ্চল-বিশেষের ভাষা মিটান্নি (Mitanni)[৩], ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন ভাষা[৪], ইটালীর প্রাচীন ভাষা এট্রুস্কান (Etruscan)[৫], ইত্যাদি। এমন আধুনিক ভাষার মধ্যে ফ্রান্স ও স্পেন মধ্যবর্তী পীরেনীজ পর্বতমালার পশ্চিমাংশে বাস্ক (Basque), দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় বুশ্‌মান (Bushman) ও হট্টেনটট্ (Hottentot), জাপানী, কোরিয়ান এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচীন ভাষা ইত্যাদি পড়ে। এই ভাষাগুলিকে বংশবন্ধনে বাঁধিতে পারা যায় নাই। উপরি-উক্ত ভাষাগুলি বাদ দিয়া পৃথিবীর ভাষা তাবৎ বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত বংশগুলিতে বিভক্ত হইয়াছে।

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয়, (খ) সেমীয়-হামীয়, (গ) বাণ্টু, (ঘ) ফিন্নো-উগ্রীয়, (ঙ) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু, (চ) ককেশীয়, (ছ) দ্রাবিড়, (জ) অষ্ট্রিক, (ঝ) ভোট-চীনীয়, (ঞ) উত্তরপূর্ব-সীমান্ত, (ট) এস্‌কিমো, এবং (ঠ—দ) আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি।

ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষাগুলির পরিচয় দিবার পূর্বে অপর ভাষাবংশ-গুলির কথা সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

সেমীয়-হামীয় (Semitico-Hamitic) বংশের দুই প্রধান শাখা—**সেমীয় (Semitic)** এবং **হামীয় (Hamitic)**। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ এই দুই শাখাকে দুই স্বতন্ত্র বংশ ধরিয়া থাকেন। সেমীয় শাখার পূর্বী উপশাখার অন্তর্গত

[১] ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। [২] ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। [৩] ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে নিদর্শন মিলিয়াছে। [৪] ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে নিদর্শন মিলিয়াছে। [৫] খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ছিল আসীরীয় (Assyrian) ও আক্কাদীয় (Akkadian) বা বাবিলোনীয় (Babylonian)। বাণমুখ (Cuneiform) লিপিতে পাথরের উপর খোদাই অথবা কাদার টালির উপর লেখা এই দুই ভাষার প্রত্নলেখ ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে মিলিয়াছে। পশ্চিমী উপশাখার উত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল কনানীয় (Canaanite), ফিনীসীয় (Phœnician) ও আরামীয় (Aramaic)। বাইবেলের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টের মূলভাষা হিব্রু (Hebrew) এই উপশাখায় পড়ে। পশ্চিমী উপশাখার দক্ষিণ গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে প্রধানত আরবী এবং আবিসীনিয়ায় প্রচলিত ভাষাগুলি। সেমীয় শাখার মধ্যে আরবীকেই এখন প্রধান ভাষা বলা চলে। ইসলাম ধর্মের বাহক হিসাবে আফ্রিকার ও পূর্ব-এশিয়ার বহু ভাষাকে গ্রাস করিয়া আরবী এখন লোকসংখ্যার দিক দিয়া বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে। ৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি প্রত্নলেখে আরবী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রহিয়াছে।

হামীয় শাখার একমাত্র ভাষা হইতেছে প্রাচীন মিশরীয় ভাষা। ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে এই ভাষার নিদর্শন মিলিতেছে। প্রাচীন মিশরের ভাষা হইতে কপ্‌টিক (Coptic) উদ্ভূত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দেতে এই ভাষার বিলোপ ঘটিয়াছে। তখন হইতে আরবী সমগ্র মিশরে কথ্যভাষার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেমীয়-হামীয় বংশের আরো দুইটি শাখা আছে—বের্‌বের (Berber) এবং কুশীয় (Cushite)। প্রথমটিতে লিবিয়ার কয়েকটি ভাষা এবং দ্বিতীয়টিতে সোমালিল্যাণ্ডের কয়েকটি ভাষা পড়ে।

মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সব ভাষাই **বাণ্টু (Bantu)** বংশের অন্তর্গত। যেমন, সোয়াহিলি (Swahili), কাফির (Kaffir), জুলু (Zulu), ইত্যাদি।

ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugric) বংশের অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভাষা ফিন্নীয় (Finnish) ও লাপ্পীয় (Lapponic), এস্থোনিয়ার ভাষা এস্থোনীয় (Esthonian), এবং হাঙ্গেরীর ভাষা হাঙ্গেরীয় (Hungarian) নামান্তর মাজ্যর (Magyar)।

তুর্ক-মোঙ্গোল-মাঞ্চু (Turk-Mongol-Manchu) বংশের তিন প্রধান শাখা—তুর্ক-তাতার, মোঙ্গোল এবং মাঞ্চু। অনেকে এই তিন শাখাকে তিন স্বতন্ত্র বংশ বলিয়া ধরেন। প্রথম শাখার প্রধান ভাষা হইতেছে তুর্ক (Turkish), তাতার (Tartar), কিরগিজ (Kirgiz), উজবেগ (Uzbeg) ইত্যাদি। মোঙ্গোল

শাখার ভাষাগুলি শুধু মোঙ্গোলিয়ায় সীমাবদ্ধ নাই, এশিয়ার অন্যত্র এবং ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় শাখার প্রধান ভাষা সাইবীরিয়ায় তুঙ্গুজ় (Tunguse) এবং মাঞ্চুরিয়ায় মাঞ্চু (Manchu)।

ককেশীয় (Caucasian) বংশের ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শুধু জর্জিয়ার ভাষা জর্জীয় (Georgian)।

দ্রাবিড় (Dravidian) বংশের ভাষা প্রধানত ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশেই প্রচলিত। তবে দ্রাবিড় ভাষা এখন উত্তরাপথেও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। দ্রাবিড় বংশের অন্তর্গত মুখ্য ভাষা হইতেছে—দক্ষিণ ভারতে তেলুগু (Telugu), তামিল (Tamil), কন্নড় বা কানাড়ী (Canarese), মলয়ালম্ বা মলয়ালী (Malayalam), টুলু বা টুড়ু (Tulu) এবং বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে কথিত ব্রাহুই (Brahui)। উড়িষ্যায় ছোটনাগপুরে এবং মধ্যপ্রদেশে অঞ্চল বিশেষে কথিত গোঁড়-খোঁড়-ওরাওঁদের ভাষাও দ্রাবিড় বংশের অন্তর্গত। মালদহ জেলায় রাজমহল অঞ্চলের মাল্‌তো বা মালপাহাড়ী উপভাষা কানাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এবিষয়ে পরে দ্রষ্টব্য।

অষ্ট্রিক (Austric) বংশের দুই শাখা—অষ্ট্রো-এসিয়াটিক (Austro-asiatic) এবং অষ্ট্রোনেসীয়ান (Austronesian)। প্রথম শাখার দুই উপশাখা—মোন্-খ্‌মের (Mon-Khmer) এবং কোল (Kol)। মোন্-খ্‌মের উপশাখার ভাষাগুলি বর্মা-মালয়ের স্থানে স্থানে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বলা হয়। কোল উপশাখার ভাষাগুলি ভারতবর্ষের নানা স্থানে—পশ্চিমবঙ্গে ছোটনাগপুরে মধ্যপ্রদেশে ও মাদ্রাজ প্রদেশের পূর্বোত্তর অঞ্চলে—বলা হয়। আসামের খাসী ভাষাও ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয় উপশাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—মালয় (Malay), যবদ্বীপীয় (Javanese), বলিদ্বীপীয় (Balinese) ইত্যাদি। মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যত্র, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র এবং নিউজীল্যাণ্ড সামোয়া টাহিটি হাওয়াই ফিজি প্রভৃতি প্রশান্তসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই শাখার ভাষা প্রচলিত।

ভোট-চীনীয় (Tibeto-Chinese বা Sino-Tibetan) বংশের তিন শাখা—চীনীয় (Chinese), থাই (Thai) বা তাই (Tai) এবং ভোট-বর্মী (Tibeto-Burmese)। চীনী পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভাষা। চীনীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কয়েকটি প্রত্নলেখে। দ্বিতীয় শাখার প্রধান ভাষা হইতেছে সিয়ামের ভাষা সিয়ামী। তৃতীয় শাখার তিন প্রধান উপশাখা, ভোট বা তিব্বতী (Tibetan), বর্মী (Burmese) এবং বোড়ো (Bodo)।

বাঙ্গালাদেশের উত্তরপূর্ব প্রত্যন্তে, হিমালয়ের পূর্বাংশের পাদদেশে, বোড়ো, কাচিন, নাগা প্রভৃতি বোড়ো উপশাখার ভাষা প্রচলিত আছে।

উত্তরপূর্বসীমান্ত (Hyperborean) বংশের ভাষা এসিয়ার উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকে বলে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে চুক্‌চী (Chukchee)।

উত্তরমেরুর সীমান্ত দেশগুলিতে, গ্রীনলাণ্ড (Greenland) হইতে আলেউশিয়ান (Aleutian) দ্বীপপুঞ্জ অবধি ভূভাগে, **এস্‌কিমো (Esquimo)** বংশের ভাষা বলা হয়।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষাও ইংরেজী, ফরাসী অথবা স্পেনীয় ভাষার দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়াছে। আমেরিকার স্থানে স্থানে কিছু কিছু আদিম অধিবাসী যাহারা এখনও কোনমতে টিকিয়া আছে, সেই **আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের (American Indian) ভাষাগুলি** আটটি প্রধান বংশে পড়ে,—(১) আল্‌গঙ্কীয়ান্ (Algonquian), (২) আথাবাস্‌কান্ (Athabascan), (৩) ইরোকোয়ীয়ান্ (Iroquoian), (৪) মুস্‌কোজীয়ান্ (Muskogean), (৫) সিওউয়ান্ (Siouan), (৬) পিমান্ (Piman), (৭) শোশোনীয়ান্ (Shoshonean) এবং (৮) নাহুয়াট্‌লান্ (Nahuatlan)। শেষোক্ত বংশের অন্তর্গত প্রাচীন আজটেক্ (Aztec) এক পুরাতন সংস্কৃতির বাহক ছিল॥

৩. ইন্দো-ইউরোপীয়

যে বিলুপ্ত মূলভাষা হইতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। তবে এই বংশের প্রাচীন ভাষাগুলির তৌলন আলোচনা হইতে এই মূলভাষার মোটামুটি রূপ যে কেমন ছিল তাহা ধারণা করা হইয়াছে। অনুমান হয় ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে মূলভাষা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া এই বংশের প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হইয়াছিল এবং অনতিদীর্ঘকাল পরে সেগুলি ইউরোপ-এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার নীড় যে কোথায় ছিল সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্কের অবসান আজিও হয় নাই, এবং কখনো হইবে কিনা সন্দেহ। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মধ্য ইউরোপই এই মূলভাষার পীঠস্থান ছিল। পরবর্তী কালে এই ভাষা-বংশের অভিযানপথ এই অনুমানই সমর্থন করে।

ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষাবংশের প্রাচীন শাখা এই নয়টি—(১) কেল্‌টিক (Celtic), (২) ইটালিক (Italic), (৩) জার্মানিক (Germanic) বা টিউটনিক (Teutonic), (৪) গ্রীক (Greek), (৫) বাল্‌টো-স্লাবিক (Balto-Slavic), (৬) আল্‌বানীয় (Albanian), (৭) আর্মানীয় (Armenian), (৮) তুখারীয় (Tokharian), এবং (৯) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian) বা আর্য (Aryan)। এই শাখাগুলির মধ্যে তুখারীয় অনেক দিন হইল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অপর শাখাগুলির ভাষা অদ্যাবধি জীবিত।

ইন্দো-ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাগুলির ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মূলভাষায় নিম্নলিখিত ধ্বনিগুলি ছিল।

(ক) হ্রস্ব স্বর—অ (a), এ (e), ও (o), ই (i), উ (u) ; দীর্ঘস্বর—আ (ā), এ (ē), ও (ō), ঈ (ī), ঊ (ū) ; অতিহ্রস্ব স্বর—অ (ə)।

(খ) অর্ধব্যঞ্জন—হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ঋ (ṛ), ঌ (ḷ) ; হ্রস্ব এবং দীর্ঘ—ন্. (ṇ), ম্. (ṃ)।

(গ) অর্ধস্বর—য় (y), ব্ (w)।

(ঘ) [১] স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন

[১] পুরঃকণ্ঠ্য[১]—ক্', খ্', গ্', ঘ্', ঙ্' (k, kh, g, gh, n)

[২] কণ্ঠ্য বা পশ্চাৎকণ্ঠ্য[১]—ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ (q, qh, *g*, *g*h, *n*)

(৩) কণ্ঠৌষ্ঠ্য[২]—ক্ব, খ্ব, গ্ব, ঘ্ব, ঙ্ (qw, qwh, *g*w, *g*wh, *n*)

(৪) দন্ত্য ও দন্তমূলীয়[৩]—ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ (t, th, d, dh, n)

(৫) ওষ্ঠ্য[৪]—প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ (p, ph, b, bh, m)

[২] কম্পিত—র (r)

[৩] পার্শ্বিক—ল্ (l)।

[৪] উষ্ম

(১) পুরঃকণ্ঠ্য, পশ্চাৎকণ্ঠ্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য—[ক্. (খ্.), গ্. (ঘ্.) (x, γ)][৫]

(২) দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—স্ (s), [জ়্, ত্. (থ্.), দ্. (ধ্.) (z, θ, δ)।][৫]

---

[১] এই ধ্বনিগুলিকে ইউরোপীয় পরিভাষায় Palatal বলা হয়। কিন্তু এগুলি ঠিক বৈদিক অথবা সংস্কৃত তালব্যধ্বনি নয়; এগুলি সংস্কৃতের কণ্ঠ্য ধ্বনিরই অনুরূপ ছিল। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় Palatal ও Velar স্থানে 'পুরঃকণ্ঠ্য' ও 'পশ্চাৎকণ্ঠ্য' শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেন।

[২] Labio-velar। [৩] Dental ও Alveolar। [৪] Labial।

[৫] [ ] বন্ধনীধৃত ধ্বনিগুলির ব্যবহারক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল।

ইন্দো-ইরানীয় (বা আর্য) শাখায় মূলভাষায় অ, এ (হ্রস্ব), ও (হ্রস্ব) এই তিন ধ্বনি অ-কারে এবং আ, এ (দীর্ঘ) ও (দীর্ঘ) ধ্বনি আ-কারে পরিণত হইয়াছে। অন্য শাখায় এই স্বরধ্বনিগুলি প্রায়ই অপরিবর্তিত আছে। নিম্নে উদাহরণ দ্রষ্টব্য। মূল-ভাষার শব্দ পরিকল্পিত বলিয়া তারকাচিহ্নিত।

*agō > সং অজামি, গ্রী অগো, লা আগো। *medhu > সং মধু, গ্রী মেথু, লিথুয়ানীয় মেধু। *dōnom > সং দানম্, লা দোনুম্। *bhrātēr > সং ভ্রাতা, গ্রী ফ্রাতের্, লা ফ্রাতের, প্রাচীন আইরিশ ব্রাথির্, ইং ব্রাদার্।

ই, ঈ, উ, ঊ ধ্বনিগুলি সব শাখাতেই মোটামুটি বর্তমান আছে। যেমন, * idhi > সং ইহি, গ্রী ইথি। * gwīwos > সং জীবস্, লী বীবুস্। * ebhūt > সং অভূৎ, গ্রী এফু। * nu > সং নু, গ্রী নু।

* ə (অর্থাৎ অতিহ্রস্ব অ) কোন ভাষাতেই রক্ষিত হয় নাই, কোথাও ই-কারে এবং কোথাও অ-কারে পরিণত হইয়াছে। যেমন, pətēr > সং পিতা, গ্রী পতের্, লা পতের্, গ ফদর্, ইং ফাদার্, প্রাচীন আইরিশ অথির্।

দীর্ঘ ঋ এবং দীর্ঘ ঌ কোন ভাষাতেই রক্ষিত হয় নাই। আর্য শাখায় হ্রস্ব ঋ রক্ষিত হইয়াছে, এবং হ্রস্ব ঌ ঋ-কারে পরিণত হইয়াছে। আর্যশাখার বাহিরে দীর্ঘ ঋ ও ঌ হ্রস্ব ঋ-কার ও ঌ-কারের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। যেমন, * kṛd- > গ্রী কর্দিঅ, লা কোর্দিস্, ইং হার্ট। * qḷp > সং কৃপ, লা কর্পুস্। *mḷgtos > সং মৃষ্টস্, লা মুল্কতুস্, ইং মিল্ক্।

অর্থব্যঞ্জন (হ্রস্ব ও দীর্ঘ) 'ন্., ম্.' কোন শাখাতেই রক্ষিত হয় নাই। আর্য এবং গ্রীক শাখায় এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ অর্ধব্যঞ্জন যথাক্রমে অ-কার এবং আ-কার হইয়াছে। যেমন, *tṇtos > সং ততস্ (তন্+ত), গ্রী ততোস্, লা তেন্তস্, ওয়েল্শ তন্ত্। *dekṃ > সং দশ, গ্রী দেক, লা দেকেম্, গ তেখু.ন্, ইং টেন্। egwṃt > সঃ অগাৎ, গ্রী এবা (ডোরিক উপভাষায়)।

অর্ধস্বর 'য়্, ব্' অধিকাংশ শাখাতেই মোটামুটিভাবে আছে। গ্রীক ব-কার সম্পূর্ণভাবে এবং য-কার প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। *yugom >সং যুগম্, গ্রী জুগোন্, লা য়ুগুম্, গ য়ুক্, ইং ইয়োক্ (yoke)। * woikos > সং বেশস্, গ্রী ওইকোস্, লা বীকুস (vicus)।

পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলি গ্রীক, লাটিন, জার্মানিক, কেল্‌টিক ও তুখারীয় শাখায় পশ্চাৎকণ্ঠ্য ধ্বনিগুলির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর্য, বাল্‌টো-স্লাবিক, আল্‌বানীয় ও আর্মানীয় শাখায় মূলভাষার ক (k) ধ্বনি

শ-কারে অথবা স-কারে পরিণত হইয়াছে। মূলভাষার পুরঃকণ্ঠ্য ধ্বনির এইরূপ পরিবর্তন ধরিয়া ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষাগুলিকে দুই গুচ্ছে ভাগ করা হইয়াছে। যে ভাষাগুলিতে ইহা কণ্ঠ্য ধ্বনি রহিয়া গিয়াছে সেগুলিকে বলা হয় **কেন্তুম্ (Centum) গুচ্ছ**, এবং যেগুলিতে ইহা 'শ' বা 'স' ধ্বনি হইয়াছে সেগুলিকে বলা হয় **সতম্ (Satam) গুচ্ছ**। মূলভাষার শত-বাচক শব্দের লাটিন এবং আবেস্তীয় প্রতিরূপ দুইটি লইয়া এই নামকরণ। মূলভাষার * kmtom ("শত") শব্দ দুই গুচ্ছে এইরূপ হইয়াছে—[কেন্তুম্] গ্রী হে-কতোন্, লা কেন্তুম্, গ খুন্দ্, ইং হন্‌ড্রেড্, ওয়েলেশ কন্ত, আইরিশ কেত্, তুখারীয় কত্; [সতম্] সং শতম্, আবেস্তীয় সতম্, লিথুয়ানীয় শিম্‌তাস্, স্লাবিক সুতো।

মূলভাষার অপর পুরঃকণ্ঠ্য ধ্বনির উদাহরণ: *genos > সং জনস্, আ জনো, প্রা-পা দন, গ্রী গেনোস্, লা গেনুস্, ওয়েলশ গেনি, ইং কিন্। * egho(m) > সং অহম্, আ অজম্, প্রা-পা অদম্, গ্রী এগো, লা এগো, গ ইক্, ইং আই (=আমি)।

পশ্চাৎকণ্ঠ্য ধ্বনি সব শাখাতেই মোটামুটি বজায় আছে। কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি শুধু গ্রীক লাটিন জার্মানিক প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি শাখায় স্বতন্ত্রতা রাখিয়াছে, অন্যত্র পশ্চাৎকণ্ঠ্যধ্বনির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তবে **'ই, ঈ, এ,' —এই তালব্য স্বরধ্বনির অব্যবহিত পূর্বে থাকিলে মূলভাষার কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি আর্য শাখায় তালব্য ধ্বনিতে (নূতন সৃষ্ট চ-বর্গে) পরিণত হইয়াছে।** এই ধ্বনিপরিবর্তন **কোলিৎসের সূত্র (Collitz' Law)** নামে পরিচিত। যেমন, * qrew$^{\partial}$s > সং ক্রবিস্, গ্রী ক্রেঅস্, লা ক্রুওর, প্রা-ইং খ্রু, ইং র (=কাঁচা)। *gwous[১] > সং গৌস্, গ্রী বোউস্, লা বোস্, ইং কাউ। * qwe > সং চ, আ চ, প্রা-পা চা, গ্রী তে, লা কে। *gwhormos, gwhermos > সং ঘর্মস্, আ গরমো, গ্রী থের্মোস্, লা ফোর্মুস্, ইং ওয়ার্ম (warm)। *gwiwos[২] > সং জীবস্, প্রা-পা জীব, গ্রী বিওস্, লা বীবুস্, ইং কুইক্ (quick)।

'র্, ল্' সব শাখাতেই পাওয়া যায়, কেবল আর্য শাখায় ল-কার র-কারে পরিণত। যেমন, * rudhros > সং রুধিরস্, গ্রী এরুথ্রোস, লা রুবের্,

---

১ [o] হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ। ২ [i] হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ।

ইং রেড্। * leuq- > সং রোচস্, প্রা-পা রউচ, গ্রী লেউকোস, লা লুক্স্, ইং লাইট্।

দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য ধ্বনি সব শাখাতেই মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে। পূর্বে উদ্ধৃত উদাহরণের মধ্যে এগুলির উদাহরণ মিলিবে।

উষ্ম ধ্বনির মধ্যে মুখ্য স-কার। অন্যগুলি দৈবাৎ যুক্তধ্বনিতে পাওয়া যায়। স-কার প্রায় সব শাখাতেই আছে। তবে স্বরমধ্যগত স-কার গ্রীক শাখায় এবং ইরানীয় উপশাখায় হ-কারে পরিণত হইয়াছে। যেমন, * esti > সং অস্তি, আ অস্তি, প্রা-পা অস্তী, গ্রী অস্তি, লা এস্ত্, গ ইস্ৎ, ইং ইজ়্। *senos > সং সনঃ (=সনস্), গ্রী হেনোস্, লা সেনেস্, আইরিশ সেন্, ওয়েল্শ হেন্।

মূলভাষার সব শাখারই প্রাচীন স্তরে স্বরধ্বনিগত একটি বিশেষত্ব অল্পবিস্তর রক্ষিত হইয়াছে। গ্রীকে মূলভাষার স্বরধ্বনি প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকায় এই বিশেষত্ব সেখানে সর্বাধিক পরিস্ফুট। ব্যাপারটি হইতেছে যে, **মূলভাষায় একই ধাতু বা শব্দ হইতে, অথবা একই প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগে, নিষ্পন্ন পদে ধাতু শব্দ প্রত্যয় অথবা বিভক্তি অংশে নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে স্বরধ্বনির রূপান্তর—অর্থাৎ এ-কার হইতে ও-কার কিংবা হ্রস্ব-দীর্ঘ-ক্ষীণতা (ও লোপ)—হয়।** স্বরধ্বনির এইরূপ পরিবর্তনকে বলে **অপশ্রুতি (Ablaut)**। স্বরধ্বনির মাত্রা অনুসারে অপশ্রুতিতে স্বরধ্বনি তিনটি **ক্রম (Grade)**। ধাতু-প্রাতিপদিকের অথবা প্রত্যয়-বিভক্তির মূল স্বরধ্বনি প্রথম ক্রমে অবিকৃত থাকে, দ্বিতীয় ক্রমে দীর্ঘ হয়, তৃতীয় ক্রমে লুপ্ত অথবা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়। এই তিন ক্রমের নাম যথাক্রমে **সাধারণ** বা **গুণ (Normal** বা **Strong), বৃদ্ধি (Lenghthened),** এবং **ক্ষীণ (Weak** বা **Reduced)**। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা ধাতুস্বরের এইরকম হ্রস্বদীর্ঘ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই প্রথম দুই ক্রমের নামকরণ করিয়াছিলেন যথাক্রমে **গুণ** ও **বৃদ্ধি**। তৃতীয় ক্রমের কোন সাধারণ নাম তাঁহারা দেন নাই। কেবল বিশেষ অবস্থায় (যেখানে স্বরধ্বনির লোপের ফলে 'য' ও 'ব' যথাক্রমে 'ই' ও 'উ' হইয়াছে শুধু সেইখানে) ইহাকে **সম্প্রসারণ** বলিয়াছেন। যেমন 'স্বপ্' ধাতু হইতে 'স্বপ্ন' (গুণ), 'স্বাপ' (বৃদ্ধি), 'সুপ্তি' ও 'সুপ্ত' (ক্ষীণ, সম্প্রসারিত); 'যজ্' ধাতু হইতে 'যজ্ঞ' (গুণ), 'যাগ' (বৃদ্ধি), 'ইষ্টি' (ক্ষীণ, সম্প্রসারিত)।

প্রথম দুই ক্রমে আবার ক্রম-মধ্যেও স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিত। অর্থাৎ সাধারণ ক্রমে স্বরধ্বনি 'এ' অথবা 'ও' এবং বর্ধিত ক্রমে 'দীর্ঘ এ' অথবা 'দীর্ঘ ও'

হইত। অপশ্রুতির গুণ ও বৃদ্ধি ক্রমের মধ্যে এমন পরিবর্তনকে বলে **স্বরূপপরিবর্তন (Qualitative Change)**।

অপশ্রুতির উদাহরণ

	গুণ ক্রম	বৃদ্ধি ক্রম	ক্ষীণ ক্রম
মূলভাষা	*ped- : *pod-	*pēd- : *pōd-	*pd->bd-
গ্রীক	পোদোস্ podos	পোস্ pōs	এপিব্দই epibdai
লাটিন	পেদিস pedis	পেস্ pēs	
সংস্কৃত	পদস্	পাৎ	উপব্দ-

মূলভাষার ব্যাকরণ খুব জটিল ছিল। শব্দরূপে এবং ধাতুরূপে ছিল অজস্র বৈচিত্র্য। সে বৈচিত্র্য সংস্কৃতে এবং গ্রীকে অনেকটা বজায় আছে। নামরূপে তিন **লিঙ্গ (Gender)**, তিন **বচন (Number)**, এবং সম্বোধন ও সম্বন্ধ পদ সমেত আট **কারক (Case)**। সর্বনামের রূপেও এইরকম ছিল। ধাতুরূপে তিন **বচন**, তিন **পুরুষ (Person)**; দুই **বাচ্য (Voice)**: **আত্মনেপদ (Middle)** ও **পরস্মৈপদ (Active)**; তিন **কাল (Tense)**—**বর্তমান (Present)** বা লট্‌ **অসম্পন্ন (Imperfect** বা লঙ্‌ সমেত), **সামান্য (Aorist)** বা লুঙ্‌ এবং **সম্পন্ন (Perfect)** বা লিট্‌; পাঁচ **ভাব (Mood)**: **নির্দেশক (Indicative)**, **অনুজ্ঞা (Imperative)**, **সম্ভাবক (Optative)**, **অভিপ্রায় (Subjunctive)** ও **নির্বন্ধ (Injunctive)**; বাচ্য ও কাল অনুযায়ী শতৃ-শানচ্‌ **(Participle)** ইত্যাদি, এবং বিস্তর **অসমাপিকা (Gerund ও Infinitive)**। মূলভাষায় ক্রিয়ার **কাল** এখনকার মতো সময়নির্দেশক ছিল না। ইহা শুধু ক্রিয়ার **প্রকৃতি (aspect)** নির্দেশ করিত। বর্তমান কাল বুঝাইত—ক্রিয়াটি ঘটে, ঘটিয়া থাকে, অথবা ঘটিতেছে। অসম্পন্ন কাল বর্তমান-কালেরই রূপভেদ ছিল। সামান্য কাল সদ্যোঘটিত কার্য (ইংরেজীতে যেমন প্রেজেণ্ট পারফেক্ট ব্যবহৃত হয়) কিংবা সময়নিরপেক্ষ ক্রিয়ামাত্র বুঝাইত। মূলভাষায় সম্পন্ন কালের অর্থ ছিল অনেকটা বর্তমান কালের মতো। ইহাতে বুঝাইত যে বর্তমান ক্রিয়া অতীত ক্রিয়ারই জের। যেমন, *বোইদ (woida) > গ্রীকে ওইদ (oidá), সংস্কৃতে বেদ—"আমি জানি", অর্থাৎ "পূর্ববর্তী অনুশীলনের ফলে আমার বর্তমান জ্ঞান লব্ধ।" মূলভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরে তবে বিভিন্ন ভাষায় কালের সময়নির্দেশক অর্থ আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রীকে এবং বৈদিকে সামান্য ও সম্পন্ন কালের

মৌলিক অর্থ কখনো লুপ্ত হয় নাই। মূলভাষায় অতীত কাল বুঝাইতে হইলে, হয় *e (গ্রীক্ এ, প্রাচীন পারসিক অ, সংস্কৃত অ) এই অব্যয়টি উপসর্গরূপে ক্রিয়াপদে যুক্ত হইত, নতুবা শুধু বাক্যার্থের উপর নির্ভর করিতে হইত। পরবর্তী কালে মূলভাষা হইতে আগত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোথাও কোথাও এই উপসর্গের ব্যবহার মোটেই নাই (যেমন কেল্‌টিক লাটিন জার্মানিক ইত্যাদিতে), কোথাও কোথাও সর্বদাই আছে (যেমন প্রাচীন পারসীক, সংস্কৃত), আর কোথাও কোথাও কখনো আছে কখনো নাই (যেমন গ্রীক, আবেস্তীয়, বৈদিক)।

দুই পদ মিলিয়া একপদ অর্থাৎ **সমাস** (**Compound**) হওয়া মূলভাষার একটি বড় বিশেষত্ব। পরবর্তী কালে সংস্কৃতে বহু পদ লইয়া সমাস করা বিশিষ্ট রীতিতে পরিণত হইয়াছিল।

মূলভাষায় স্বরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। গ্রীকে এবং বিশেষভাবে বৈদিকে আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় **স্বর** (**Intonation**) প্রায়ই নির্দিষ্ট অক্ষরে রহিয়া গিয়াছে। মূলভাষায় যখন ভাঙ্গন লাগিয়াছিল তখন স্বরের সঙ্গে সঙ্গে **শ্বাসাঘাতও** (**Stress**) দেখা দিয়াছিল। ইহার ভালো উদাহরণ মূলভাষায় *es ধাতুর বর্তমান-কালে প্রথম-পুরুষের বহুবচনে আদিস্বরলোপ,—(প্রথমে) *এসেন্তি, *এসোন্তি > (পরে) *সেন্তি, *সোন্তি > সং সন্তি, গ্রী এন্তি, লা স্নুন্ত্ ইত্যাদি॥

৩. ইন্দো-হিট্টী

বর্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে এসিয়া মাইনরের কাপ্‌পাদোকিয়া প্রদেশে বাণমুখ অক্ষরে উৎকীর্ণ বহু প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয়। যেখানে এগুলি পাওয়া যায় সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে হিট্টী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজ-দপ্তরের দলিলপত্রে এই প্রত্নলেখগুলির মধ্যে এক সুপ্রাচীন নূতন ভাষা হিট্টীর সন্ধান মিলিল এবং এই ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের ভাষাগুলির অনেকটা মিলও দেখা গেল। প্রথমে হিট্টী ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের মধ্যেই ধরা হইয়াছিল। বিস্তৃত আলোচনার পর এখন সিদ্ধান্ত হইতেছে যে হিট্টী ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের যে কোন ভাষার তুলনায় অনেক প্রাচীন। হিট্টীর এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সব ইন্দো-

ইউরোপীয় ভাষাতেই বিলুপ্ত। সুতরাং এখন নিম্ননির্দিষ্ট বর্গীকরণ স্বীকৃত হইয়াছে।

ইন্দো-হিট্টী (Indo-Hittite) আদি মূলভাষা

- প্রত্ন-হিট্টী (বা আনাতোলীয়)
  - হিট্টী
  - লুবীয়[১]
  - লীসীয়[১]
  - লীডীয়[১]
- প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয়
  - সতম্ গুচ্ছ [আর্মানীয়, আল্বানীয়, বাল্টো-স্লাবিক, ইন্দো-ইরানীয়]
  - কেন্তম্ গুচ্ছ [গ্রীক, তুখারীয়, জার্মানিক, ইটালিক, কেল্টিক]

ইন্দো-ইউরোপীয়ের তুলনায় ইন্দো-হিট্টীর ধ্বনিসংখ্যা কম ছিল। তিন ক-বর্গের স্থানে এক ক-বর্গ ছিল এবং বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ (খ, থ, ফ) ছিল না। অধিকন্তু ছিল তিন চারিটি কণ্ঠনালীয় (laryngal) ধ্বনি। এগুলির কোনটিই ইন্দো-ইউরোপীয়ে নাই, কিন্তু হিট্টীতে দুইটি (একটি অঘোষ অপরটি সঘোষ) রহিয়া গিয়াছে। বর্গের প্রথম বর্ণের (ক, ত, প) অব্যবহিত পরে কণ্ঠনালীয় ধ্বনি থাকিলে তাহা ইন্দো-ইউরোপীয়ে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছিল।

হিট্টীর শব্দরূপ ও ধাতুরূপ ইন্দো-ইউরোপীয়ের তুলনায় অনেক সরল। তবে সুমেরীয় ও আক্কাদীয় ভাষার শব্দ হিট্টীতে যথেষ্ট আছে॥

---

[১] এগুলির যথেষ্ট আলোচনার মতো পর্যাপ্ত উপাদান এখনো মিলে নাই।

সপ্তম অধ্যায়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের পরিচয়

কেল্‌টিক শাখার ভাষা একদা সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে বিশেষ প্রবল ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে ইটালিক এবং জার্মানিক ভাষার দ্বারা কোণঠেসা হইতে হইতে এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। এখন জীবিত কেল্‌টিক ভাষাগুলির মধ্যে আয়র্লণ্ডের ভাষা আইরিশ প্রধান। আইরিশের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের প্রত্নলিপিতে এবং অষ্টম শতাব্দে লিখিত কতিপয় গ্রন্থে।

কেল্‌টিক শাখার সহিত **ইটালিক শাখার** ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সম্ভবত এই দুইটি শাখা মূলভাষা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বহির্গত হয় নাই, একসঙ্গে অঙ্কুরিত হইয়া পরে দুই ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। এই ভাবিয়া কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক কেল্‌টিক ও ইটালিক ভাষাকে মূলভাষায় দুই স্বতন্ত্র শাখা না ধরিয়া ইটালো-কেল্‌টিক বলিয়া একটিমাত্র শাখা কল্পনা করেন।

লাটিনের কথা ছাড়িয়া দিলে ইটালিক শাখার দুইটি লুপ্ত প্রাচীন ভাষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ওস্‌কান (Oscan) এবং উম্‌ব্রিয়ান (Umbrian)। উম্‌ব্রিয়ানের নিদর্শন যৎকিঞ্চিৎ মিলিয়াছে। ওস্‌কানে লেখা ছোট ছোট প্রত্ন-লিপি (খ্রীষ্টপূর্ব দুই শতাব্দে) অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। গ্রীকের মতো ওস্‌কান-উম্‌ব্রিয়ানেও মূলভাষার কণ্ঠৌষ্ঠ্য ক-বর্গ প-বর্গে পরিণত হইয়াছিল। যেমন, *$q$wis > ওস্কান পিস্‌, উম্‌ব্রিয়ান পিসি, কিন্তু লাটিন কিস্‌।

লাটিন আসলে ছিল ইতালীর লাটিউম (Latium) প্রদেশের ভাষা, কিন্তু লাটিউমের প্রধান নগর রোমের উপভাষাটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া লাটিনকে রোমের ভাষা বলাই সঙ্গত। লাটিনের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দ হইতে লাটিনের চর্চা চলিতে থাকে এবং ইহাতে বেশ বড় দরের সাহিত্য সৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে সংস্কৃতের মতো ইউরোপে লাটিন উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ অবধি পণ্ডিত-ধর্মাচার্যের ব্যবহার্য লেখাপড়ার প্রধান ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লাটিন ইউরোপের প্রায় সমগ্র দক্ষিণ অংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং সেইসব দেশের কথ্যভাষাকে (—প্রধানত কেল্‌টিক—) দূর করিয়া একচ্ছত্র

হইয়া উঠে। লাটিনের এই বিভিন্ন স্থানীয় কথ্য রূপগুলি হইতেই আধুনিক **ইটালীক** বা **রোমান্‌স (Romance)** ভাষাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। এগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে—খাশ ইটালীতে ইটালীয়, ফ্রান্‌সে ফরাসী, পর্তুগালে পোর্তুগীস, স্পেনে স্পেনীয় ও কাতালান, রুমানিয়ায় রুমানীয় এবং স্থইট্‌জারল্যাণ্ডে রেটোরোমেক।

জার্মানিক শাখায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলি পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের নিয়ম য়াকোব গ্রিম (Jacob Grimm) প্রথমে সূত্রাকারে প্রদর্শন করেন। সেই হইতে জার্মানিক ভাষার এই ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম **গ্রিমের সূত্র (Grimm's Law)** নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। গ্রিমের সূত্র এই।—**মূলভাষার চতুর্থ তৃতীয় এবং প্রথম বর্গের ধ্বনি জার্মানিক শাখায় যথাক্রমে তৃতীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় (উষ্ম) বর্গের ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে।** দ্বিতীয় বর্গের (সম্ভবত তৃতীয় বর্গেরও) ধ্বনি-গুলি স্পৃষ্ট নয়, উষ্ম। যেমন, *পেকু' (peku) > গ ফেখু (faihu), ইং ফী। *দ্বে > গ ট্বা (twa), ইং টু। *ভেরো (bherō) > গ বেরা (baira), > ইং বেয়ার্। *দোন্ত (dont), *দেন্ত (dent) > ইং টুথ্। *ঘো'ন্‌সো (ghonso) > ইং গূজ্। * ধে (dhē) > ইং ডু।

গ্রিমের সূত্র দ্বারা জার্মানিক শাখায় মূল ভাষায় স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের মোটামুটি ব্যাখ্যা মিলিলেও বিস্তর ব্যতিক্রম রহিয়া যায়। অনেককাল পরে গ্রাস্‌মান্ (Grassmann) ও বের্‌নের্ (Verner) তাহার মধ্যে অনেকগুলির মীমাংসা করিয়া দেন। গ্রাস্‌মান্ দেখাইলেন যে সং বন্ধ্=ইং বাইণ্ড (bind) ইত্যাদিতে যে ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে তাহা বিষমীভবনের ফলে। সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সহিত মূলভাষার ধ্বনিকে অভিন্ন মনে করাতেই এখানে গোলযোগ ঘটিয়াছে। সং বন্ধ্ ধাতু মূলভাষায় ছিল *ভেন্ধ্, *বেন্ধ নয়। স্থতরাং মূলভাষার *ভেন্ধ্ হইতে ইং বাইণ্ড্ (bind) হওয়া গ্রিমের সূত্রেই সিদ্ধ হয়। গ্রাস্‌মানের আবিষ্কৃত ধ্বনিসূত্রের দ্বারা কতকগুলি আপাত-ব্যতিক্রমের মীমাংসা হইয়া গেল। **গ্রাস্‌মানের সূত্র** এই।—**মূলভাষার কোন পদে পাশাপাশি দুই অক্ষরে মহাপ্রাণ (aspirate) ধ্বনি থাকিলে তাহার মধ্যে একটি (প্রায়ই প্রথমটি) গ্রীক ও আর্যশাখায় অল্পপ্রাণ (non-aspirate) ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে।** যেমন, *ভেন্ধ্ (bhendh) > সং বনধ্, গ্রী পেন্‌থ্। * ভেউধ্ (bheudh) > সং

বোধ্, গ্রী পেউথ ; *ধুঘ'তের (dhugh^{ə}ter) > সং দুহিতা, গ্রী থুগতের্, ইত্যাদি।

বাকি যে সব ব্যতিক্রম রহিয়া গেল, তাহার অধিকাংশ ব্যাখ্যাত হইল বের্নের কর্তৃক আবিষ্কৃত ধ্বনিপরিবর্তন-সূত্রের সাহায্যে। **বের্নেরের সূত্র এই।—মূলভাষায় পদটি একাক্ষর না হইলে এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিটির অব্যবহিত পূর্ববর্তী অক্ষরে স্বর (accent) না থাকিলে প্রথম বর্ণধ্বনি ও 'স' (s) জার্মানিক শাখায় যথাক্রমে তৃতীয় বর্ণধ্বনিতে এবং জ-কারে ও পরিণত হইয়াছে।**[১] যেমন, *kluto's (গ্রী ক্লুতোস্, সং শ্রুতস্) > প্রাচীন ইং খ্লুদ্ (hlud), ইং লাউড। *kṃto'm > গ খুন্দ্ (hund), ইং হন্ড্রেড্ ; *kasa' (সং *শস > শশ) > ইং হেয়র্ (*haza হইতে) ; *bhe'ronto- > গ বেরন্দ ইত্যাদি।

জার্মানিক শাখার ভাষাগুলি তিনটি উপশাখার অন্তর্গত,—(১) পূর্ব জার্মানিক, (২) উত্তর জার্মানিক, এবং (৩) পশ্চিম জার্মানিক। পূর্ব জার্মানিক এখন বিলুপ্ত। ইহার অন্যতম প্রাচীন ভাষা **গোথিকে** লেখা বাইবেলের অনুবাদের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। বুল্ফিলা (Wulfila) বা উল্ফিলাস্ (Ulfilas) নামক ধর্মাচার্য খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে এই অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই গোথিক বাইবেলই জার্মানিক শাখার প্রাপ্ত প্রাচীনতম রচনা। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইস্লাণ্ডের ভাষা উত্তর জার্মানিক উপশাখার অন্তর্গত। জার্মানিক জাতির পৌরাণিক কাহিনী আইস্লাণ্ডের ভাষায় 'এড্ডা' (Edda) নামক সংহিতায় সঙ্কলিত আছে। পশ্চিম জার্মানিক উপশাখার ভাষার মধ্যে প্রধান হইতেছে ইংরেজী, জার্মান এবং ওলন্দাজ। ব্রিটেনে প্রথমে কেল্টিক শাখার ভাষা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে জার্মানিক জাতির অন্তর্ভুক্ত আঙ্গ্ল্, স্যাক্সন্ ও য়ুট উপজাতিরা সেখানে গিয়া উপনিবিষ্ট হয়। ইহাদের ব্যবহৃত জার্মানিক শাখার ভাষা ব্রিটেনে কেল্টিক ভাষাকে স্থানচ্যুত করে। ইংরেজী ভাষার নিদর্শন সপ্তম শতাব্দ হইতে মিলিতেছে। সাহিত্যগৌরবে শক্তিমত্তায় লোকসংখ্যায়,—সব বিষয়ে ইংরেজী এখন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা।

প্রাচীন কালে **গ্রীক শাখা** গ্রীসে, এসিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলে, সাইপ্রাস দ্বীপে এবং ঈজিয়ান উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীকের অনেকগুলি উপভাষা ছিল। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে আটিক-

---

[১] গ্রিমের সূত্রে স-কারের উপর অধিকার নাই।

ইওনিক (Attic-Ionic) ও ডোরিক (Doric)। হোমরের মহাকাব্যদ্বয়, 'ইলিয়দ' এবং 'ওদিসি', ইওনিক উপভাষায়, এবং পরবর্তী কালের গদ্য সাহিত্য প্রধানত আটিক উপভাষায় রচিত। ডোরিক মূলভাষার দীর্ঘ 'আ' বজায় ছিল, ইওনিক-আটিকে ইহা দীর্ঘ এ-কারে পরিণত হইয়াছিল। ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত কোন কোন প্রত্নলেখের পাঠ সম্প্রতি মাইকেল ভেন্‌ট্রিস কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার আবিষ্কৃত পাঠে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দে কথিত গ্রীক ভাষার নিদর্শন পাইতেছি। তাহার পরেই হোমরের মহাকাব্য দুইটিতে গ্রীকের প্রাচীনতম রূপ রক্ষিত হইয়াছে। কাব্য দুইটির সংগ্রহ- বা রচনা-কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দ। আথেন্‌সের গৌরবের যুগে আটিকে গ্রীক সাহিত্যের অমূল্য নাটক ও গদ্যগ্রন্থ লেখা হইয়াছিল। গ্রীক সাহিত্যের মতো ঐশ্বর্যশালী প্রাচীন সাহিত্য ইউরোপে দ্বিতীয়রহিত। আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূলে প্রাচীন গ্রীক শিল্প সাহিত্য ও দর্শনের প্রেরণা রহিয়াছে। খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে গ্রীক উপভাষাগুলির সংমিশ্রণ ঘটিয়া এক সাধু বা ষ্টাণ্ডার্ড ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার নাম **কোইনে (Koine)**। এই ভাষাই গ্রীসে এবং তৎপ্রভাবিত অঞ্চলে সর্বজনীন কথ্যভাষা হইয়া উঠে এবং ইহা হইতেই আধুনিক গ্রীক ভাষার উৎপত্তি। ইটালিক জার্মানিক বাল্‌টো-স্লাবিক এবং ইন্দো-ইরানীয় শাখার তুলনায় আধুনিক কালে গ্রীক ভাষার প্রসার কিছুই হয় নাই।

বাল্‌টো-স্লাবিক শাখার ভাষাগুলি দুইটি উপশাখায় পড়ে, **বাল্‌টিক (Baltic)** এবং **স্লাবিক (Slavic)**। বাল্‌টিক উপশাখার ভাষার মধ্যে নাম করিতে হয় লিথুয়ানিয়ার লিথুয়ানীয় এবং লাট্‌বিয়ার লেট্‌। ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের সকল আধুনিক ভাষার মধ্যে লিথুয়ানীয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীনধরণের। বিদেশের ভাষাস্রোত ও ভাবধারা অতীতে লিথুয়ানিয়ায় প্রবাহিত হইবার বিশেষ সুযোগ পায় নাই বলিয়া এখানে ভাষার পরিবর্তন কালপরিমাণের তুলনায় নগণ্য। স্লাবিক উপশাখার অনেকগুলি ভাষা এখন প্রচলিত আছে। দক্ষিণ স্লাবিক ভাষার মধ্যে প্রধান সার্বীয় ও বুল্‌গারীয়। শেষের ভাষায় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে বাইবেল অনূদিত হইয়াছিল। ইহাই বাল্‌টো-স্লাবিক শাখার প্রাচীনতম রচনা। পশ্চিম স্লাবিক ভাষার পড়ে চেখ্‌, স্লোবাকীয় এবং পোল। প্রথম দুইটি ভাষা চেখোস্লোবাকিয়ায় এবং আশেপাশে বলা হয়। রুশ এবং তাহার উপভাষাগুলি পূর্ব স্লাবিকের অন্তর্গত।

আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে আল্‌বানিয়ায় আধুনিক **আল্‌বানীয় শাখার** ভাষার প্রচলন আছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের পূর্বে আল্‌বানীয় ভাষার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের মধ্যে আল্‌বানীয় ভাষা সর্বাধিক বিকৃতিপ্রাপ্ত। লাটিন গ্রীক স্লাবিক ইতালীয় তুর্কী প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক নানা ভাষার শব্দ এই ভাষার ভাণ্ডারে স্থান পাইয়াছে।

`এসিয়া মাইনরের আর্মেনিয়া অঞ্চলে **আর্মেনীয় শাখার** ভাষা খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ হইতে প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়ে আর্মেনীয়ার বাহিরেও কোন কোন অঞ্চলে ও দেশে আধুনিক আর্মেনীয় ভাষা বলা হয়। আর্মেনীয় ভাষায় ইন্দোহিট্টী মূল ভাষার কিছু চিহ্নাবশেষ আছে। কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দের আদিতে ইন্দোহিট্টী কণ্ঠনালীর ধ্বনির রেশ হ-কার রূপে এখনো রহিয়া গিয়াছে। যেমন, 'হব্‌' (হিট্টী 'হুহ্‌হহস্‌', লাটিন 'অবুস্‌') "পিতামহ-মাতামহ", 'হন্‌' (হিট্টী 'হন্‌নস্‌', লাটিন 'অনুস') "বৃদ্ধ স্ত্রীলোক"।

হিট্টীর মতো **তুখারীয় শাখার**ও আবিষ্কার হয় বর্তমান শতাব্দের প্রথমে। মধ্য এসিয়ায় চীনীয় তুর্কিস্থানের বালুকাস্তূপের মধ্য হইতে ইংরেজ ফরাসী রুশ ও জার্মান পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলের বহু পুথিপত্রের ও প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হইয়াছিল। এই প্রত্নলেখগুলি প্রায় সবই প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠী অথবা ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। কয়েকটি লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার নিদর্শন মিলিয়াছে, তুখার (বা তুষার) জাতির ভাষা ছিল, এই অনুমানে এই ভাষার নাম করণ হইয়াছে তুখারীয় (বা তোখারীয়)। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের অব্যবহিত পরেই এই ভাষা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তুখারীয় লিপিগুলি প্রধানত দুইটি উপভাষায় লেখা। একটি ছিল যথার্থ তুখারদের ভাষা, ইহাই যথার্থ 'তুখারীয়'। দ্বিতীয়টি ছিল কুচা অঞ্চলের ভাষা, তাই ইহাকে 'প্রাচীন কুচীয়' বলা হয়। কতক বিষয়ে তুখারীয় ভাষার সহিত কেল্‌টিক এবং ইটালিক ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ও সম্পর্ক দেখা যায়।

ইন্দো-ইরানীয় শাখার (সেই সঙ্গে ভারতীয়-আর্য উপশাখারও) অস্তিত্বের প্রমাণ মিলিতেছে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দে। হিট্টী প্রতিলেখগুলির মধ্যে একটি অশ্ববিদ্যা-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। সেই গ্রন্থের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দে ভারতীয় আর্য ভাষার বিশিষ্ট রূপের আভাস মিলিতেছে। যেমন, 'অইক-ৰর্তন', সংস্কৃত একবর্তন। (সংস্কৃত 'এক' শব্দের প্রাচীন রূপ

ছিল 'অইক'; ইহা অন্যত্র নাই, এমন কি ইরানীয় উপশাখাতেও নাই।) মেসোপটেমিয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত মিটান্নির রাজসভার ভাষা যে সম্ভবত ভারতীয়-আর্য ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল, সে অনুমানের সমর্থনেও কিছু প্রমাণ মিলিতেছে। একটি হিট্টী মূল্যবান্ প্রত্নলেখ হইতেছে হিট্টী-রাজ স্থপিলুল্যুমস্ ও মিটান্নি-রাজ মতিবাজ় এই দুইজনের পুত্র-কন্যার মধ্যে বিবাহের চুক্তিপত্র। এই চুক্তিপত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট বৈদিক দেবতার নাম করা হইয়াছে। যেমন, 'নশত্তিয়ন' অর্থাৎ "নাসত্যানাম্", 'ইন্দর' অর্থাৎ ইন্দ্র, 'মি-ইৎ-র' অর্থাৎ মিত্র, 'উরুবন' অর্থাৎ বরুণ। কয়েকটি মিটান্নি ব্যক্তিনামেও ভারতীয় আর্য ভাষার বিশিষ্টতা আছে। যেমন, শুবন্দু (=স্থবন্ধু), তুশ্রত্ত (=দূরথ), মত্তিবজ় বা মত্তিউজ় (=মতিবাজ), অর্তমনিঅ (=ঋতমন্য), অর্ততম (ঋতধাম বা ঋততম), অর্তশ্শুমর (=ঋতস্মর)।

ইন্দো-ইরানীয় শাখা-ভাষীরা নিজেদের 'অর্য' বা 'আর্য' বলিয়া গৌরব বোধ করিত তাই এই শাখার নামান্তর আর্য শাখা। আর্য শাখার ধ্বনিগত প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে এই দুইটি:

(ক) মূল ভাষার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ 'অ, এ, ও' যথাক্রমে 'অ' এবং 'আ' হইল এবং মূল ভাষার অতি হ্রস্ব 'অ' ই-কারে পরিণত হইল। উদাহরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে মিলিবে।

(খ) হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ-কার, ইকার এবং ঈ-কারের পরবর্তী কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্গের ধ্বনি চ-বর্গীয় ধ্বনিতে পরিণত হইল। যেমন, *ক্বে > সং চ, আ চ, প্রা পা চা। *গ্বীবোস > সং জীবস্, প্রা-পা জীব ইত্যাদি।

আর্যশাখার দুই প্রধান উপশাখা,—ইরানীয় এবং ভারতীয়-আর্য। ইরানীয় উপশাখার অন্তর্গত দুইটি প্রাচীন ভাষার নিদর্শন মিলিয়াছে। এই দুই ভাষা হইতেছে আবেস্তীয় এবং প্রাচীন পারসীক। জরথুশ্ত্রীয়-মতাবলম্বীদের বেদকল্প প্রাচীন শাস্ত্র আবেস্তার ভাষাই আবেস্তীয়। ইহার মূলে ছিল ইরানের উত্তর অঞ্চলের কথ্যভাষা-বিশেষ। আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হইতেছে কয়েকটি গাথা বা স্তব। গাথাগুলির ভাষা আবেস্তার অপর অংশের ভাষার তুলনায় বেশ পুরাতন। বৈদিকের সঙ্গে এই 'গাথিক আবেস্তীয়' ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গাথাগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দে সুবিখ্যাত ধর্মাচার্য জরথুশ্ত্র (=সংস্কৃত জরদুষ্ট্র) কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। অর্বাচীন আবেস্তায় অধিকাংশ যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দের পূর্বেই রচিত

হইয়াছিল, এমন অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু আবেস্তার সঙ্কলন হয় অনেককাল পরে, সাসানীয় বংশের রাজ্যকালে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় হইতে সপ্তম শতাব্দের মধ্যে। তাহার আগেই প্রাচীন আবেস্তা-সাহিত্যের বৃহৎ অংশ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সঙ্কলিত আবেস্তায় যাহা রক্ষিত হইয়াছে তাহা এক বিস্তীর্ণ ধর্ম-সাহিত্যের খণ্ডিত অংশ মাত্র।

জ়রথুশ্‌ত্র-প্রবর্তিত নীতিমূলক ধর্ম অবলম্বন করিবার আগে ইরানীয় আর্যেরা ভারতীয় আর্যদের মতই যজ্ঞপরায়ণ এবং দেবোপাসক ছিল। আবেস্তার মধ্যে এই প্রাচীনতর ধর্মের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। জ়রথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম গ্রহণের ফলে ইরানীরা দেববিদ্বেষী হইয়া পড়িল, এবং 'দেব' (আবেস্তীয় 'দএব') শব্দের অর্থ দাঁড়াইল "অপদেবতা" প্রাচীন দেবতারা (যেমন নাসত্য, ইন্দ্র) অপদেবতা হইয়া গেলেন। তেমনি আবার দুই একটি দেবতা (যেমন মিত্র, অর্যমা, অগ্নি এবং সোম) তাঁহাদের আসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। আবেস্তার 'দেব' শব্দের যেমন অর্থাবনতি ঘটিয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমনি অসুর শব্দের অর্থবিপর্যয় হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে 'অসুর' শব্দ বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতার বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত (তুলনীয় "মহদ্দেবানাম্ অসুরত্বমেকম্")। আবেস্তায়ও পরমেশ্বরের নাম 'অহুর-মজ়দা' (অর্থাৎ 'অসুরমেধাঃ' "দিব্যজ্ঞানময়")। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক এবং সংস্কৃতে 'অসুর' শব্দের অর্থ "দেববিরোধী, ব্রাহ্মণ্যদ্বেষী"।

আবেস্তা যখন সঙ্কলিত এবং লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তখন প্রাচীন ইরানীয় ভাষা দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাকৃত স্তরে পৌছিয়াছে। এইজন্য বানানে যথেষ্ট অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। নূতন স্বরধ্বনির উদ্ভব, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের বিপর্যয়, অপিনিহিতির আতিশয্য এবং কোন কোন ব্যঞ্জনধ্বনির উষ্মীভবন,—এইগুলি অর্বাচীন আবেস্তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য। গাথিক আবেস্তার বানানে ও উচ্চারণে এমন অরাজকতা নাই।

আবেস্তার সঙ্গে বেদের মৌলিক গভীর সম্বন্ধ বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় ভাষায় ও ছন্দে। নিম্নোদ্ধৃত আবেস্তীয় শ্লোকটির ভাষা বৈদিকের মতো এবং ছন্দ পূরাপূরি গায়ত্রী।

তম্ অমবন্তম্ যজতম্
সূরম্ দামোহু সবিশ্‌তম্।
মিথ্রম্ যজই জওথ্রাব্যো॥[১]

---

[১] সংস্কৃতে আক্ষরিক অনুবাদ,

তম্ অমবন্তম্ যজতম্
সুরম্ ধামসু শবিষ্ঠম্।
মিত্রং যজে *হোত্রাভ্যঃ॥

প্রাচীন পারসীক ছিল ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অর্থাৎ পার্‌স (পারস্য) প্রদেশের ভাষা। এই প্রদেশের অধিবাসী হখামনীয়ীয় (Achaemenian) বংশের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মাতৃভাষা প্রাচীন পারসীক সমগ্র ইরানের রাজভাষা হইয়া দাঁড়ায়। এই বংশের সম্রাটদের (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতাব্দের মধ্যে) বিশেষ করিয়া দারয়বহুশ্ (অর্থাৎ ধারয়বস্থঃ বা ধারয়দ্বসুঃ, Dereios, Darius; খ্রীষ্টপূর্ব ৫২১-৪৮৫) এবং তৎপুত্র খ্‌শয়ার্শা (অর্থাৎ ক্ষয়ার্ষা, Xerxes)—এই দুইজনের শিলালিপি ও ধাতুলিপি হইতে প্রাচীন পারসীকের প্রায় যাবতীয় নিদর্শন মিলিয়াছে। প্রাচীন কালে মেসোপোটেমিয়া ও এসিয়া মাইনর অঞ্চলে যে বাণমুখ লিপির প্রচলন ছিল, তাহারই এক সরলতর ছাঁদে প্রাচীন পারসীক অনুশাসনগুলি লেখা।

প্রাচীন পারসীকের সহিত সংস্কৃতের মিল কতটা গভীর ছিল তাহা এই উদ্ধৃতি হইতে বোঝা যাইবে।

> তুবম্ কা হ্য অপর যদি মনিয়াহঈ শিয়াত অহনী জীব উতা মৃতা ঋতবা অহনী অবনা
> দাতা পরীদী ত্য অহুরমজ্‌দা নিয়শ্‌তায়। অহুরমজ্‌দাম্ য়দইশা ঋতাচা ব্রজ্‌মনী।[১]

অর্থাৎ—'যদি তুমি—কোন অপর লোক—ভাব, জীবৎকালে সুখী হইব এবং মৃত হইলে পুণ্যবান্ হইব তবে সেই বিধান পালন কর যাহা অসুরমেধা স্থাপন করিয়াছেন। অসুরমেধাকে ভজনা কর এবং ঋত ব্রহ্মকে।'

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা (বৈদিক ও সংস্কৃত) যেমন কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় অর্থাৎ পালি-প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন পারসীকের পরিবর্তনের ফলে ইহার প্রাকৃতস্থানীয় পহ্লবী উৎপন্ন হইয়াছিল (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দ)। পহ্লবী ছাড়া আরো দুই একটি মধ্য-ইরানীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শক ভাষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল।

পহ্লবী বা মধ্য-পারসীক হইতেছে ফারসীর অর্থাৎ নব্য-পারসীকের জননী। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে ফারসীর উৎপত্তি হয়। ইহাই এখন ইরান দেশের এবং ইরানের বাহিরে অনেক লোকের মাতৃভাষা। ইংরেজীর মতো ফারসী ও ব্যাকরণের বন্ধন অনেকটাই কাটাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ফারসীতে আরবী শব্দের প্রাচুর্য এত বেশি যে, সহজে ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের

---

[১] সংস্কৃত ছায়া—ত্বম্ কঃ স্যঃ অপরঃ যদি মন্যাসে *চ্যাতঃ অসানি জীবঃ উত মৃতঃ ঋতবা অসানি অনেন হিতা পরীহি ত্যৎ অসুরমেধাঃ ন্যস্থাপয়ৎ। অসুরমেধাম্ যজেঃ ঋতা-চ ব্রহ্মাণি।

ভাষা বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক ইরানীয় ভাষার মধ্যে ফারসীর পর নাম করিতে হয়—আফগানিস্থানের ভাষা আফ্ঘান বা পশ্তো (বা পখ্তো, পখ্তু "অর্থাৎ পাঠানদের ভাষা"), এবং বেলুচিস্থানে কথিত বেলুচী। কাস্পিয়ান সাগরতীরেও ইরানীয় উপশাখার দুই চারিটি ভাষা বলা হইয়া থাকে।

প্রবীণ ভাষাতত্ত্ববিদেরা আর্য শাখায় ইরানীয় এবং ভারতীয় উপশাখার মধ্যবর্তী **দরদীয়** (Dardic) নামে তৃতীয় একটি উপশাখা কল্পনা করেন। এই কল্পিত উপশাখার ভাষাগুলির মধ্যে ইরানীয় ও ভারতীয় দুইয়েরই বিশেষত্ব কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। তথাকথিত দরদীয় ভাষাগুলি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুকুশে এবং পামীর উপত্যকায় প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে কাশ্মীরী। এই ভাষাগুলির খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া এখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তথা-কথিত দরদীয় উপশাখার ভাষাগুলির কতক মূলত ভারতীয়। তবে তাহাদের উপর ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব এক কাশ্মীরী ছাড়া অন্যগুলিতে অধিক পরিমাণে পড়ে নাই, এবং ইরানীয় ভাষার ছাপ কিছু বেশিই পড়িয়াছে॥

অষ্টম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য অর্থাৎ বৈদিক ও সংস্কৃত

ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন হয় আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ হইতে। একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত আর্যেরা প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এবং পশ্চিম পঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। পরে ক্রমশ পূর্বদিকে ঠেলিয়া পূর্ব পঞ্জাবে ও মধ্যদেশে, এবং আরো পরে কাশী-কোশল, মগধ-বিদেহ-অঙ্গ, রাঢ়-বারেন্দ্র-কামরূপ প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্ব অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করিয়া আর্য ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। দক্ষিণ দেশেও আর্যদের ভাষারও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছিল। কিন্তু দ্রাবিড় ও কর্ণাট প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে আর্য ভাষা স্থানীয় কথ্যভাষাকে কখনই দূরীভূত করিতে পারে নাই। পশ্চিমে সিন্ধু-সৌবীর প্রদেশে আর্যপূর্ব সংস্কৃতি বিশেষ প্রবল ছিল বলিয়া এই অঞ্চলে আর্য ভাষার ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল।

আর্যেরা যে-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহাদের কথ্যভাষার মধ্যে অল্পস্বল্প স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও মোটামুটি ঐক্য ছিল। খুব উন্নত সংস্কৃতি বলিতে যাহা বোঝায় এমন কিছু নবাগত আর্যদের বেশিরকম ছিল না। তাহারা ছিল প্রধানত পশুপালক যাযাবর জাতি। কিছু কিছু চাষবাসও শিখিয়াছিল। ভারতবর্ষে আসিয়া তাহারা যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃষিজীবী হইয়া যায়। কিন্তু আর্যদের অনন্যসাধারণ সম্বল ছিল তাহাদের অশ্ব-সাধন, শক্তিশালী ভাষা এবং উচ্চশ্রেণীর দেবগীতিমূলক সাহিত্য। ভারতীয় আর্যদের নিকট-সম্পর্কিত উপভাষাগুলির একটি সাহিত্যিক রূপ অর্থাৎ 'সাধুভাষা' ছিল। ইহাতেই তাহারা দেবতাদের উদ্দেশে এবং বহিঃপ্রকৃতিতে দেবমহিমার আবেশে স্তবস্তুতি রচনা করিত। বৈদিক (অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের) ভাষাই হইতেছে প্রত্ন ভারতীয়-আর্য ভাষার সাহিত্যিক রূপ অর্থাৎ সাধুভাষা। ঋগ্বেদের মধ্যে আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যরচনা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম কবিতাগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের খুব পরে নয়। এইগুলিই ইন্দো-

ইউরোপীয় ভাষাবংশের সর্বাপেক্ষা পুরানো সাহিত্যিক রচনা।[১] ঋগ্বেদের কবিতাগুলি যত পুরানো, ঋগ্বেদ-সংহিতার অর্থাৎ সঙ্কলনের কাল তত প্রাচীন নয়। সম্ভবত ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বৈদিক সূক্তগুলি বেদরূপে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্য (খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০-৬০০) কালানুক্রমিকভাবে তিন স্তরে বা পর্যায়ে বিভক্ত—(১) বেদ বা সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ এবং (৩) উপনিষদ্। বেদ বলিতে বোঝায় 'ত্রয়ী' অর্থাৎ তিন যজ্ঞীয় বেদ, এবং অযজ্ঞীয় অথর্ববেদ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে বিবিধ যজ্ঞকার্যের বিবরণ ও ব্যাখ্যা আর কিছু কিছু প্রাচীন উপাখ্যানের ও উপাখ্যানের টুকরা। ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট উপনিষদ্। ইহাতে সে-যুগের কবি-মনীষীদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-অনুভূতির অপূর্ব সরল এবং অননুকরণীয় সহজ কবিত্বময় প্রকাশ আছে। ঋক্ ও সাম বেদ পদ্যে, অন্য বেদ পদ্যে ও গদ্যে, আর ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ প্রধানত গদ্যে লেখা।

প্রত্যেক বেদের একাধিক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ আছে। ঋক্সংহিতার বা ঋগ্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হইতেছে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ। ইহাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রাচীন (রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০)। সামসংহিতায় অর্থাৎ সামবেদে ঋগ্বেদের কবিতাগুলিই এমনিভাবে সাজানো হইয়াছে যাহাতে যজ্ঞে গান করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। অল্প কয়েকটি শ্লোক মাত্র নূতন। সামবেদের ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে তাণ্ড্য (বা পঞ্চবিংশ) ব্রাহ্মণ। সুবিখ্যাত ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্ভুক্ত। যজুর্বেদের দুইটি প্রধান শাখা,—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল-যজুর্বেদে পদ্য ও গদ্য অংশ পৃথক্‌ভাবে বিন্যস্ত বলিয়া ইহার নাম শুক্ল অর্থাৎ পরিষ্কৃত। আর কৃষ্ণ-যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য মিশানো আছে বলিয়া ইহার নাম কৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত। শুক্ল যজুর্বেদের 'বেদ' অর্থাৎ পদ্যাংশ হইতেছে বাজসনেয়ি-সংহিতা, এবং 'ব্রাহ্মণ' হইতেছে শতপথ-ব্রাহ্মণ। সুবিখ্যাত বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্ শতপথ-ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের 'বেদ' পাওয়া যায় একাধিক সংহিতায়। যেমন তৈত্তিরীয়-সংহিতা, মৈত্রায়ণি-সংহিতা, কাঠক-সংহিতা। যদিও কৃষ্ণ-যজুর্বেদের পৃথক্ ব্রাহ্মণ আছে, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি, কিন্তু আসলে কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতাগুলি ব্রাহ্মণ ছাড়া কিছু নয়।

---

[১] খুব সম্প্রতি ক্রীটদ্বীপে প্রাপ্ত প্রত্নলেখ কিছু কিছু পড়া পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে গ্রীক-ভাষার নিদর্শন ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ হইতে মিলিতেছে। ইহাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অসন্দিগ্ধ প্রাচীনতম নিদর্শন।

যজুর্বেদের পদ্যাংশে ঋগ্বেদের মন্ত্রই বেশির ভাগ উদ্ধৃত। তবে তাহার সঙ্গে নূতন শ্লোক অল্পস্বল্প এবং যজ্ঞীয় মন্ত্র ('নিবিদ্') কতকগুলি আছে।

যজ্ঞকার্যে অথর্ববেদের প্রয়োগ ছিল না। ইহাতে সে যুগের তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি তান্ত্রিক মন্ত্র ও স্তব অনেকগুলি সঙ্কলিত আছে। অথর্ব-বেদের প্রাচীন অংশ ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের সমকালীন রচনা (কয়েকটি 'সূক্ত' বা কবিতা উভয় গ্রন্থেই উদ্ধৃত আছে), সাধারণ লোকের বা জন-গণের সম্পত্তি এবং পরে সঙ্কলিত বলিয়া ইহার ভাষা ঋগ্বেদের ভাষার তুলনায় অর্বাচীন। অথর্ববেদকে বৈদিক যুগে বেদই বলিত না, বলিত 'অথর্বাঙ্গিরসঃ' অর্থাৎ অথর্বন্-অঙ্গিরস্‌দের গুহ্যবিদ্যা। ইহাকে 'বেদ' মর্যাদা দিবার পর অন্যান্য বেদের অনুকরণে ইহারও ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এগুলি অত্যন্ত অর্বাচীন। এমন কি, অথর্ববেদের নবীনতম পরিশিষ্ট, আল্লোপনিষদ্, যাহাতে আরবী আল্লাহ্-এর সহিত ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দের শেষার্ধ।

প্রত্ন ভারতীয়-আর্য ভাষার সাহিত্যিক বা সাধু ছাঁদ ছিল দুইটি। একটি—যেটিতে ধর্মসাহিত্য রচিত হইয়াছিল—ঋগ্বেদের এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, আর অপরটি সেকালের শিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের এবং অবৈদিক ও লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষা। এই শেষোক্ত ছাঁদ লেখা কোন সুপ্রাচীন রচনা এ-যুগ অবধি পৌছায় নাই, তবে পরবর্তী কালের রামায়ণ-মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণের ভাষায় এই ছাঁদ আভাসে রহিয়া গিয়াছে। পাণিনি বৈয়াকরণ এই শেষোক্ত ভাষারই 'সংস্কৃত' অর্থাৎ শিষ্ট-ব্যবহার্য রূপটি নির্ধারণ করিয়াছিলেন।

আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দে বা তাহার অল্প কিছুকাল পরে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি তক্ষশিলার নিকটে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল দাক্ষী। কৈশোরেই পাণিনি মেধার পরিচয় দিয়াছিলেন।[১] ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য আর কিছু পাওয়া যায় নাই। পাণিনির ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া ইহা 'অষ্টাধ্যায়ী' নামে পরিচিত। উদীচী বা উত্তরপশ্চিমা তখন শিষ্টসম্মত মুখ্য ভাষা ছিল, আর পাণিনি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী। সুতরাং তাঁহার ব্যাকরণে এই অঞ্চলের ভাষাই আদর্শরূপে গৃহীত

[১] পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন, "আকুমারং যশঃ পাণিনেঃ"।

হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া পাণিনি অন্যান্য অঞ্চলের শিষ্ট প্রয়োগ উপেক্ষা করেন নাই। 'প্রাচাম্', 'উদীচাম্' ইত্যাদি বলিয়া অঞ্চল-বিশেষে সীমাবদ্ধ ব্যাকরণরীতির এবং আপিশলি, কাশকৃৎস্ন, শাকল্য প্রভৃতি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণের উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন মতকেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

পাণিনির ব্যাকরণ মানব-মনীষার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহাতে সংস্কৃতের মতো বিরাট্ ভাষার জটিল ব্যাকরণের যে নিপুণ বিবরণ ও দক্ষ বিশ্লেষণ আছে তাহা অতুলনীয়। অল্পকাল মধ্যেই পাণিনির ব্যাকরণ পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ব্যাকরণগুলিকে অনাদরে ও বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের অধিকাংশের বিলোপসাধন করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অবৈদিক শিষ্টভাষার রূপও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দ হইতে সে-দিন অবধি রচিত অপার সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল লেখাই মোটামুটি পাণিনির ব্যাকরণসম্মত। তবে অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ পাণিনির ব্যাকরণের ধার ধারে নাই। তাহারা অপাণিনীয় কথ্যভাষায় পুরাণকথা কবিতা ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি শুনিত। এইরূপ অবৈদিক অ-সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় পুরাণকাহিনীগুলি প্রথমে লেখা হইয়াছিল। প্রাচীন পুরাণগুলির যে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ রূপ এখন প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে এই অ-সংস্কৃত ভাষার চিহ্ন অবলুপ্ত নয়। ভারতীয়-আর্য যখন মধ্য স্তরে পৌছাইয়াছে তখনো কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অ-সংস্কৃত লৌকিক প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার ব্যবহার ছিল। উত্তরাপথের বৌদ্ধেরা তাঁহাদের শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন এই-ধরণের সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রভাষায়। সাধারণত তাঁহাদের ব্যবহৃত এই ভাষা এখন 'গাথা ভাষা', 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' অথবা 'বৌদ্ধ মিশ্র-সংস্কৃত, নামে পরিচিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতের একটু নিদর্শন দিই।

অপ্রিয় যে দুখি তেহি নিবাসো
যে পি প্রিয়া দুখু তেহি বিয়োগো।
অন্ত উভে অপি তেহি জহিত্বা
তে সুখিতা নর যে রত ধর্মে॥

অর্থাৎ, যাহা দুঃখযুক্ত তাহার সংসর্গ অপ্রীতিকর। যাহা প্রিয় তাহাদের বিয়োগ বেদনা-দায়ক। প্রিয়াপ্রিয় দুই প্রান্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই নর সুখপ্রাপ্ত যাহারা ধর্মে রত।

প্রাচীন ইরানীয় ভাষার সহিত তুলনা করিলে প্রাচীন-ভারতীয়-আর্য ভাষায় যে অভিনবত্ব দেখা যায় তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছি। ইন্দো-ইরানীয় 'অই',

'অউ' এই দুই দ্বিস্বরধ্বনি যথাক্রমে এ-কারে এবং ও-কারে পরিণত হইল ; উষ্ম z, sh, z′, zh′—ধ্বনিগুলি লুপ্ত হইল অথবা র-কারে কিংবা বিসর্গে পরিণত হইল ; ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্—এই কয়টি ধ্বনির (অর্থাৎ মূর্ধন্য-বর্গের) সৃষ্টি হইল ; র-কার কখনো কখনো (বিশেষ করিয়া পূর্ব অঞ্চলে) ল-কারে পরিবর্তিত হইল ; '-য়-' এবং '-স্য-' বিকরণ[১] যোগ করিয়া যথাক্রমে ভাবকর্ম-বাচ্যের ও ভবিষ্যৎ-কালের রূপ নির্দিষ্ট হইল। মোটামুটি এইগুলি প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার প্রধান বিশেষত্ব।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা বলিতে বোঝায় সেই কাব্য-ভাষা যাহার সাধু-রূপ বৈদিক ও সংস্কৃত। বৈদিক ও সংস্কৃত মোটামুটি অভিন্ন দুইটির হইলেও মধ্যে কিছু মৌলিক এবং প্রচুর কালপরিণামগত পার্থক্য আছে। সংস্কৃতের মধ্যে ভারতীয়-আর্য ভাষার পরবর্তী (অর্থাৎ মধ্য বা "প্রাকৃত") স্তরের অনেক শব্দ ও রীতি প্রবেশ করিয়াছে ; এগুলিকে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। সুতরাং সংস্কৃত এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা সর্বদা সমার্থক নয়। তেমনি প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা বলিতে শুধু বৈদিকই বোঝায় না। কেন না এমন অনেক পুরানো পদ ও প্রয়োগ সংস্কৃতে আছে যাহার মূল বৈদিক ভাষায় লভ্য নয় (যেমন সং নট- > * নৃত-, সং খেলতি > * ক্রেড়তি)। আর, বৈদিক এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই অন্-আর্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের অপ্রতুলতা নাই। সুতরাং বৈদিক-সংস্কৃতে আর্য ভাষায় যে ছাঁদটি রক্ষিত হইয়াছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বলিতে তাহাই বোঝায়। তবে মোটামুটিভাবে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য বলিতে বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষা দুইই বুঝি।

বৈদিক বলিতে প্রধানত বোঝায় ঋগ্বেদের ভাষা। অন্যান্য বেদের এবং বৈদিক গদ্যগ্রন্থ ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্গুলির ভাষা কাল-বিচারে অর্বাচীন এবং ব্যাকরণ-রীতিতে সরলতর। এমন কি ঋগ্বেদের মধ্যে যে অংশ অর্বাচীন (যেমন দশম মণ্ডল, এবং প্রথম মণ্ডলের কতক অংশ) তাহাতেও দেখা যায় যে, ভাষা খানিকটা সরল হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের শেষ সময়ে প্রাচীন উপনিষদ্গুলি লেখা হইয়াছিল। এগুলির ভাষা বৈদিকত্ব অনেকটা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃতের

[১] সমাপিকা ক্রিয়াপদে ধাতু ও বিভক্তির মাঝখানে যে প্রত্যয় আসে সেগুলিকে **বিকরণ** (**stem-affix**) বলা হয়। যেমন, 'আপ্-নো-তি', 'আপ্-নু-তে', 'দা-স্য-তি', 'দা-স্য-তে', 'যুধ্-য-তি', 'যুধ্-য-তে'।—এইসব উদাহরণে '-নো'-, '-নু'-, '-স্য'-, '-য'- বিকরণ।

খুব কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একহিসাবে উপনিষদের ভাষাকে সংস্কৃতের জননী বলা যায়।

ঋগ্বেদের পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থগুলি যে-সময়ে রচিত অথবা সঙ্কলিত হয় সে-সময়ে আর্যেরা ব্রহ্মাবর্তে, এমন কি প্রাচ্যে কাশী-কোশল-বিদেহ অবধি, আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং আর্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র তখন পঞ্চনদের তীর ছাড়িয়া আসিয়া যমুনার অন্তর্বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণে ঋগ্বেদের ভাষা সর্বাংশে ঋগ্বেদেতর বৈদিকের পূর্বরূপ নয়। অর্বাচীন বৈদিকের মূলে ছিল অন্য একটি উপভাষা, যে উপভাষা ঋগ্বেদের ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠসম্পর্কযুক্ত কিন্তু যাহার মধ্যে আর্যেতর প্রভাব বেশি প্রকট। ধ্বনিতত্ত্বে প্রাচীন বৈদিকের প্রধান বিশেষত্ব রকারবাহুল্য। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিকে র-কার স্থলে ল-কার দেখা দিতেছে। যেমন প্রা বৈ—রম্বতে, ক্লপ্ত, শ্রীর, রোচন: অ বৈ—লম্বতে, কৢপ্ত, শ্লীল-, লোচন-। রূপতত্ত্বের বিচারেও প্রাচীন ও অর্বাচীন বৈদিকের স্বতন্ত্রতা ধরা পড়ে। একটি উদাহরণ দিই। অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে ঋগ্বেদে প্রধানত পাই '-ভিস্' বিভক্তি (যেমন 'দেবেভিঃ') আর অথর্ববেদে পাই প্রধানত '-ঐস্' বিভক্তি (যেমন 'দেবৈঃ')। তেমনি প্রা বৈ 'কৃণোতি', অ বৈ 'করোতি'।

বৈদিকের ও সংস্কৃতের মধ্যে মোটামুটি ধ্বনিগত ঐক্য আছে। কিন্তু ব্যাকরণে অনেক ব্যবধান। সংস্কৃতে স্বরের কোনই স্থান নাই। কিন্তু বৈদিকে, ঋগ্বেদে বিশেষ করিয়া, স্বর (accent) একটি প্রধান বিশেষত্ব। স্বরের স্থানপরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হইত। বৈদিক শব্দ- ও ধাতু-রূপ বিপুল এবং বিচিত্র। শব্দরূপে বৈদিকে কতকগুলি অতিরিক্ত পদ আছে (যেমন, 'নর' শব্দের প্রথমা-দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে 'নরা', প্রথমার বহুবচনে 'নরাসঃ', তৃতীয়ার একবচনে 'নরা', তৃতীয়ার বহুবচনে 'নরেভিঃ')। নতুবা উভয়ত্র শব্দরূপ মোটামুটি একই। ধাতুরূপে বাহুল্য ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি। সংস্কৃতে পাই নির্দেশক ছাড়া দুইটিমাত্র ভাব[১] বা মুড (Mood)—অনুজ্ঞা (লোট্), এবং সম্ভাবক বা বিধি (লিঙ)। বৈদিক দুইটি অতিরিক্ত ভাব ছিল—অভিপ্রায় (লেট্), এবং নির্বন্ধ (Injunctive)। অভিপ্রায় ভাবের প্রয়োগ সংস্কৃতে একেবারেই নাই, কেবল উত্তম-পুরুষের পদগুলি অনুজ্ঞার উত্তম-পুরুষের রূপ লইয়া আত্মগোপন করিয়া আছে। (বৈদিকে এবং মূলভাষার অনুজ্ঞার উত্তম-পুরুষ ছিল না, কেন না যথার্থত উত্তম-পুরুষের অনুজ্ঞা হইতে পারে না।) নির্বন্ধ ভাবের প্রয়োগ সংস্কৃতে

[১] কাল ও ভাবের সংজ্ঞা পরে দ্রষ্টব্য।

শুধু 'মা' এই নিষেধার্থক অব্যয়ের যোগেই সীমাবদ্ধ ("মাঙি লুঙ্")। বৈদিকে 'অসম্পন্ন' (লঙ্) 'সামান্য' (লুঙ্) এবং 'সম্পন্ন' (লিট্)—এই তিন অতীতকালের প্রয়োগ সুনির্দিষ্ট ছিল। সংস্কৃতে যেমন শুধু বর্তমান-কালের এবং ক্বচিৎ সামান্য অতীত-কালেরই ভাবান্তর হয় (বর্তমান-কালের অনুজ্ঞা=লোট্, বর্তমান-কালের বিধি=বিধিলিঙ, এবং সামান্য অতীত-কালের বিধি= আশীর্লিঙ্), বৈদিক তেমন নয়। বৈদিক বর্তমান, সামান্য অতীত, সম্পন্ন অতীত এবং ভবিষ্যৎ—এই চারি কালেই বিভিন্ন ভাবের রূপ হইত। নিম্নে বিভিন্ন কালগত ভাবের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

'কৃ', 'মুচ্' ও 'গম্' ধাতুর বিভিন্ন কালে বিধি বা সম্ভাবক (লিঙ্) এবং অনুজ্ঞা (লোট্) ভাবে পরস্মৈপদ মধ্যম-পুরুষের একবচনে নিম্নলিখিত রূপ হয়,— [১] লটের লিঙ্—কৃণুয়াঃ (কুর্য্যাঃ), মুঞ্চেঃ, গচ্ছেঃ। লটের লোট্—কৃণু (বা কুরু), মুঞ্চ, গচ্ছ। [২] লুঙের লিঙ্—ক্রিয়াঃ, *মুচ্যাঃ,[১] গম্যাঃ। লুঙের লোট্—কৃধি, মুচ, গহি। [৩] লিটের লিঙ্—চক্রিয়াঃ, *মুমুচ্যাঃ, জগম্যাঃ। লিটের লোট্—*চকৃধি, মুমুগ্ধি, *জগন্ধি। [৪] লৃটের লেট্—করিষ্যাঃ। [৫] লৃটের লিঙ্—দ্রক্ষ্যেত (রামায়ণ) [৬] লৃটের লোট্—বৈদিকে ইহার প্রয়োগ মিলে না বটে, তবে রামায়ণে (যেমন দ্রক্ষ্যন্তু, অপনেষ্যন্তু, গমিষ্যধ্বম্)[২] ও মধ্য এসিয়ার 'নিয়া' প্রাকৃতে আছে (যেমন করিষ্যতু, অগছিশতু < *আগচ্ছিষ্যতু)।

সংস্কৃতে শুধু লটেরই লিঙ্ (=বিধিলিঙ্) এবং লোট্ আছে, আর আছে আশীর্লিঙ্ নামে কয়েকটি লুঙের বিশিষ্ট লিঙ্ পদ।

বৈদিকে শতৃ-শানচ্, কসু-কানচ্, স্যতৃ-স্যমান প্রভৃতি ক্রিয়াজাত বিশেষণের এবং ক্ত্বাচ্-ল্যপ্, তুম্-তবৈ ইত্যাদি অসমাপিকা পদের প্রাচুর্য ছিল। সংস্কৃতে তাহা হ্রাস পাইয়া অল্প কয়েকটিতে দাঁড়াইল। 'প্র, পরা, অপ' ইত্যাদি উপসর্গগুলি বৈদিকে প্রায়ই সাধারণ ক্রিয়াবিশেষণের মত স্বতন্ত্র পদরূপে ব্যবহৃত হইত। সংস্কৃতে এগুলি ক্রিয়াপদের আগে সংযুক্ত হইল। কেবল 'আ, প্রতি, পরি, অনু,' প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয়[৩] হইলে তবে স্বতন্ত্র রহিল। বৈদিকে সমাসের

---

[১] তারকা-চিহ্নিত পদগুলির প্রয়োগ নাই।

[২] রামায়ণের উদাহরণগুলি শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেন, এম্,-এ, ডি-লিট্ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। মহাভারতেও ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞা পদ পাওয়া যায়।

[৩] যে উপসর্গ কোন কারকের অর্থ প্রকাশ করে তাহাকে **উপসর্গ** বলে।

ব্যবহার সংস্কৃতের তুলনায় অতি অল্পই হইত। আর দুইটির বেশি পদের সমাস একেবারেই ছিল না। সংস্কৃতে সমাস বহুলতা ক্রমশ বাড়িয়া শেষে বাণভট্টের মতো কবির লেখায় চরম দৈর্ঘ্য পাইল। এমন ব্যাপার আর কোন সাহিত্যের ভাষায় দেখা যায় নাই।

সংস্কৃত ব্যাকরণে নূতনত্বের মধ্যে দেখা গেল—অতীত-কালে সমাপিকা ক্রিয়ার অর্থে '-তবৎ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ এবং ধাতুপাঠের মধ্যে বহু অর্বাচীন ধাতুর প্রবেশ।

তখনকার কথ্যভাষায় দ্বিবচনের এবং লিটের প্রয়োগ লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণের ব্যবস্থায় এই দুইটির সুপ্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।

ভারতীয়-আর্য ভাষার ইতিহাসে তিনটি স্তর বা অবস্থা লক্ষিত হয়।

(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য (বৈদিক-সংস্কৃত), খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দ পর্যন্ত।

(খ) মধ্য ভারতীয়-আর্য (অশোক ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ), খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দ পর্যন্ত।

(গ) নব্য ভারতীয়-আর্য (বাঙ্গালা, হিন্দী, সিন্ধী, মারাঠী ইত্যাদি) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত।

ভারতীয়-আর্য ভাষায় তিন স্তরের মূল লক্ষণগুলি সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য

(১) ঋ (৯), ৠ, এ, ঐ, সমেত স্বরবর্ণ এবং তিন স-কার সমেত ব্যঞ্জনবর্ণ-গুলির পুরামাত্রায় ব্যবহার। স্বরবর্ণের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণ। সন্ধি। বৈদিকে স্বর।

(২) বিবিধ যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার। যেমন 'ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ষ্ম, র্দ্ধ, স্থ্য, ষ্ট্র, র্ত্স্য' ইত্যাদি।

(৩) শব্দরূপে বৈচিত্র্য। তিন বচন, সম্বোধন ছাড়া সাত কারক, তিন লিঙ্গ।

(৪) ধাতুরূপে বৈচিত্র্য। তিন পুরুষ, দুই পদ (পরস্মৈপদ, আত্মনেপদ) দুই বাচ্য (কর্তা, কর্ম-ভাব), পাঁচ কাল, পাঁচ ভাব, বহু অসমাপিকা।

(৫) উপসর্গের স্বাধীন ব্যবহার।

(৬) সমাসের বিচিত্র ও বহুল প্রয়োগ।

(৭) বাক্যে পদবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনাবশ্যকতা।

(৮) ধাতুতে ও শব্দে বিবিধ 'কৃৎ' ও 'তদ্ধিত' প্রত্যয়ের যোগে যথেচ্ছ নূতন শব্দগঠন।

(৯) অক্ষরমূলক ছন্দঃপদ্ধতি।

(খ) মধ্য ভারতীয়-আর্য

(১) স্বরধ্বনির সংখ্যাহ্রাস : 'ঋ (৯), ৠ' স্বরধ্বনিতে পরিবর্তন, 'ঐ, ঔ' ধ্বনির 'এ, ও' ধ্বনিতে পরিণতি, যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'এ, ও' ধ্বনির হ্রস্বতা ; সংবৃত অক্ষরে দীর্ঘস্বরের হ্রস্বতা।

(২) পদান্তে (প্রধানত ম-কার কচিৎ ন-কার জাত) অনুস্বার ছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ।

(৩) যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সরলতা (পদের আদিতে), অথবা বিশ্লেষ (স্বরভক্তির সাহায্যে), অথবা যুগ্মধ্বনিতা (সমীভবনের ফলে)।

(৪) তিন স-কারের স্থানে একটি—'স' অথবা 'শ'—ধ্বনির ব্যবহার।

(৫) স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের লোপপ্রবণতা (অল্পপ্রাণ হইলে) অথবা হ-কারে পরিণতি (মহাপ্রাণ হইলে)। এ লক্ষণ প্রথমে ছিল না।

(৬) শব্দরূপের সরলতা ; ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্ততা দ্বিবচনের লোপ, ঋ-কারান্ত শব্দরূপের লোপ। নামরূপে সর্বনাম বিভক্তির ব্যবহার। ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ পদে অ-কারান্ত শব্দরূপের প্রভাব। বহুবচনে প্রায়ই প্রথমা-দ্বিতীয়ার ভেদলোপ। চতুর্থী বিভক্তির লোপ। পঞ্চমীর অর্থে তৃতীয়ার ব্যবহার।

(৭) ধাতুরূপে আত্মনেপদের ও দ্বিবচনের লোপ ; অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাবের লোপ ; লিট্ কালের লোপ, লঙ্-লুঙ্ কালের সমাহার ও ক্রমশ লোপ। অসমাপিকার বৈচিত্র্যহ্রাস। নিষ্ঠা '-ত, -তবৎ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অতীতকালের অর্থে ব্যবহার।

(৮) বিভক্তিলোপের ফলে বাক্যে পদসংস্থানের সার্থকতা। কর্তা-কর্ম-ব্যতিরিক্ত কারকে বিভক্তির অর্থে বিশিষ্ট শব্দের অথবা প্রত্যয়ের ব্যবহার।

(৯) ছন্দঃপদ্ধতি মাত্রামূলক এবং বিষমমাত্রিক।

(গ) নব্য ভারতীয়-আর্য

(১) যুগ্মধ্বনির সমতাপ্রাপ্তিপ্রবণতা এবং তাহার ফলে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘতা।

(২) পদমধ্যে সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির সন্ধিপ্রবণতা।

(৩) লুপ্ত প্রাচীন বিভক্তির স্থানে নূতন বিভক্তির প্রচলন এবং বিভক্তিস্থানীয় বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার। নূতন করিয়া স্ত্রীলিঙ্গের সৃষ্টি। ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার হ্রাস।

(৪) ক্রিয়াপদে নিষ্ঠা-প্রত্যয় ও শতৃ-প্রত্যয়-জাত অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সৃষ্টি। যৌগিক কালের ব্যবহার। প্রাচীন কাল-ভাবের মধ্যে শুধু বর্তমান (দৈবাৎ ভবিষ্যৎ) এবং অনুজ্ঞা রহিল।

(৫) বাক্যরীতি সিদ্ধপ্রয়োগ-অনুযায়ী।

(৬) ছন্দের পদ্ধতি সমমাত্রিক ও মাত্রামূলক এবং পরে কোথাও কোথাও অক্ষরমূলক।

সংস্কৃত ব্রাহ্মণ্যধর্মের একমাত্র বাহক ছিল। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিত, সুতরাং সেগুলির বাহক হইয়াছিল মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা। অশোকের অনুশাসন আসলে ধর্মানুশাসন। দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ হীনযান-মতাবলম্বীরা পালি ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের বৌদ্ধ মহাযান-মতাবলম্বীরা আশ্রয় করিয়াছিলেন সংস্কৃত-প্রাকৃত-মিশ্র 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' বা 'গাথা' ভাষা। জৈনেরা অবলম্বন করিলেন প্রথমে অর্ধমাগধী পরে অপভ্রংশ॥

নবম অধ্যায়

মধ্য ভারতীয়-আর্য অর্থাৎ পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ

১. সাধারণ লক্ষণ

বৈদিক ভাষা ক্রমশঃ সরল হইয়া সংস্কৃতে পরিবর্তিত হইল, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য কাঠামো ঠিক রহিল। তাহার পরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে, ভারতীয়-আর্য ভাষায় যে পরিবর্তন দেখা দিল তাহাতে সে কাঠামো কতকটা বদলাইয়া গেল, ভারতীয়-আর্য প্রাচীন অবস্থা বা সংস্কৃত রূপ ছাড়িয়া মধ্য অবস্থায় বা প্রাকৃতে পরিণত হইল। 'প্রাকৃত' বা 'প্রাকৃত ভাষা' কথাটির আসল তাৎপর্য হইতেছে 'প্রকৃতি'র অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা। যেমন, শিষ্ট সমাজের "শুদ্ধ" ভাষা 'সংস্কৃত'। কালিদাসের কাব্যে ইহার উদ্দেশ পাইতেছি।[1]

সংস্কৃত প্রাকৃতে[2] পরিণত হইলে প্রধানত তিন বিষয়ে পরিবর্তন দেখা গেল—(১) ধ্বনিতে, (২) শব্দ- ও ধাতু-রূপে, এবং (৩) পদ-ব্যবহারে। প্রথমে ধ্বনিগত পরিবর্তন বিচার করা যাক। প্রথমেই দেখি যে, ঋ-কারের উচ্চারণ লোপ পাইয়াছে। (আর ৯-কারের তো কথাই নাই, কেন না এই ধ্বনি সংস্কৃতেও ছিল না, এক কৢপ্ ধাতুর দুইতিনটি পদ ছাড়া।) মধ্য স্তরে ঋ-কারের স্থলে পাই শুদ্ধ স্বরধ্বনি (অ-কার, ই-কার, উ-কার, ক্বচিৎ এ-কার) অথবা 'র, রি, রু' ইত্যাদি র-কারযুক্ত স্বরধ্বনি। যেমন মৃগ- > (ক)[3] মগ, মিগ, মুগ, ম্রুগ, ম্রিগ, (খ) মঅ, মিঅ ; বৃদ্ধ- > বুড্‌ঢ ; বৃক্ষ- > (ক) রুক্‌খ, লুক্‌খ, রুচ্ছ, ব্রচ্ছ, ক্রচ্ছ। ঐ-কার, ঔ-কার স্থলে এ-কার ও-কার। যেমন ধর্মানুশস্ত্যৈ > (ক) ধর্ম্মানুসথিয়ে ; ঔষধানি > (ক) ওসধানি। দ্ব্যক্ষর 'অয়, অব' স্থলে একাক্ষর 'এ, ও' দেখা দিল। যেমন ভবতি > (ক) ভোতি, হোতি, (খ) হোদি, ভোদি, হোই ; পূজয়তি > (ক) পূজেতি, (খ) পূজেদি, পূজেই, (গ) পূজই। (দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষায় এইরূপ একাক্ষরীভবন কিছু বিলম্বিত হইয়াছিল ; কেননা অশোকের গির্নার অনুশাসনে দেখি যে, অন্যত্র 'ভোতি (হোতি), পূজেতি' হইলেও এখানে 'ভবতি, পূজয়তি' রহিয়া গিয়াছে।) যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির এবং

---

[1] তুলনীয় কুমারসম্ভব ৭-৯০।

[2] অতঃপর প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ও মধ্য ভারতীয়-আর্য যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাকৃত নামে উল্লিখিত হইতেছে।

[3] (ক), (খ) ও (গ) যথাক্রমে প্রাকৃতের আদি, মধ্য ও অন্ত্য স্বর নির্দেশ করিতেছে।

পদান্ত অনুস্বারের পূর্বে সংস্কৃতের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইতেছে। যেমন কান্তাম্ > কন্তং ; দীর্ঘ- > দিগ্‌ঘ- (অথবা দীঘ-)। ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিবর্তন বেশি হইয়াছিল। প্রথমেই দেখি যে, অনুস্বার ছাড়া সমস্ত পদান্ত ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ হইয়াছে। যেমন তৎ, কল্পাৎ, তস্মিন্ > ত, কপ্‌পা, তম্‌হি। পদান্তে অ-কারের পর বিসর্গ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার বা এ-কার হইয়াছে অথবা লুপ্ত হইয়াছে ; অন্য স্বরবর্ণের পর সর্বদা বিসর্গের লোপ হইয়াছে। যেমন জনঃ > জনো, জনে, জন ; পুত্রাঃ > পুত্তা। য-কারের লোপ হইল। (কেবল উত্তরপশ্চিমা উপভাষার এবং ক্বচিৎ প্রাচ্যমধ্যা উপভাষায় ধ্বনিটি কিছুকাল রহিয়া গেল)। যেমন শুশ্রূষা > সুস্রূসা, সুসূসা (=সুস্‌সূসা), সুশ্রূষ। 'ঋ, র, শ, ষ' ধ্বনির কোনটির যোগে (অথবা স্বতই) অনেক সময় দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি মূর্দ্ধন্য হইয়া গেল। যেমন কৃত- > (ক) কত-, কট-, (খ) কদ-, কঅ-, কট- ; ব্যাপৃত- > (ক) ব্যাপত-, বিয়াপত-, বপট-, বপুট- ; দ্বাদশ > (ক) দ্‌বাদস, দুবাদস, দুবাডস। পদের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকিলে তাহার একটি (সাধারণত 'র, ব, স') লুপ্ত হইয়া গেল অথবা স্বরভক্তি আসিয়া ব্যঞ্জন দুইটিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিল। যেমন ত্রী, ত্রীণি > তী, তিন্নি ; দ্বাদশ (ক) দুদাদস ; স্বামিকেন > (ক) সুবামিকেন। (উত্তরপশ্চিমা উপভাষায় এবং ক্বচিৎ দক্ষিণ-পশ্চিমা উপভাষায় পদের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন কিছুকাল রহিয়া গিয়াছিল। যেমন প্রিয়স্য > (ক) প্রিয়স্‌স, স্বামিকেন > (ক) স্পামিকেন, স্বামিকেন ; স্ত্রী > (ক) স্ত্রিয়ক- ; কিন্তু প্রাচ্যা উপভাষায় 'ইথী'।) পদমধ্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জন হয় সমীভূত নয় স্বরভক্তির যোগে বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল। সমীভূত যেমন অস্তি > অত্থি ; সর্বত্র > সব্‌বত্ত ; কল্যাণম্ > কল্লাণং ; নিষ্ক্রমন্তু > নিক্‌খমন্তু ; অদ্য > অজ্জ ; চিকিৎসা > চিকিস্‌সা, চিকিচ্ছা ; ব্রাহ্মণ- > ব্রম্মণ, বম্ভন ; ক্ষুদ্র- > খুদ্দ, ছুদ্দ। পদাদি- অথবা পদমধ্য-স্থিত 'ক্ষ' 'চ্ছ' ('ছ') কিংবা 'ক্‌খ' ('খ') হইয়াছে। যেমন ক্ষণতি > ছনতি, বৃক্ষ > ব্রচ্ছ-, লুক্‌খ-। (উত্তর পশ্চিমা ও দক্ষিণপশ্চিমা উপভাষায় পদমধ্যগত অসমীভূত যুক্তব্যঞ্জন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছিল আদি স্তরে। যেমন তস্মিন্ > তম্‌হি ; তিষ্ঠন্তঃ > তিস্‌টন্তো ; ক্রমি ; *বিনীতস্মিন > বিনিতস্‌পি ; দর্শয়িত্বা > দস্‌সয়িৎপা।) য-ফলা থাকিলে উত্তরপশ্চিমায় সর্বদা এবং দক্ষিণপশ্চিমায় প্রায়ই সমীভবন হইয়াছে, আর প্রাচ্যমধ্যায় ও প্রাচ্যায় সম্প্রসারণ হইয়াছে। যেমন কর্তব্য- > কটব্ব-, কটবিয়।

শব্দরূপে দেখি যে, পদান্ত ব্যঞ্জনের লোপের ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ স্বরান্তে পরিণত হইয়াছে। তবে কদাচিৎ পুরাতন ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পদ দুই-একটি রহিয়া গিয়াছে। যেমন রাজা (প্রথমার একবচন) > রয় (=রায়া), লাজা; রাজ্ঞঃ (ষষ্ঠীর একবচন) > রঞ্ঞো, রাজিনে, লাজিনে; রাজানঃ (প্রথমার বহুবচন) > রাজানো, লাজানে। অধিকাংশ ব্যঞ্জনান্ত শব্দের রূপ অ-কারান্তের মতো হইত। যেমন 'কর্মণে' স্থলে *কর্মায় > (ক) কম্মায়; 'অশ্বতঃ' স্থলে *অশ্বতস্য > (ক) অশতস (=অশ্‌শতস্‌স)। আ-কারান্ত, ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত শব্দের রূপ বজায় ছিল। যেমন মহিলাঃ > (ক) মহিডায়ো; অম্বকজন্যঃ > (ক) অম্বকজনিয়ো; গণনায়াম্ > গণনায়ং; বৃদ্ধয়ে, বৃদ্ধ্যৈ > (ক) বড্‌ঢিয়ে, বড্‌ঢিয়া। দ্বিবচনের স্থান বহুবচন অধিকার করিল। যেমন 'দ্বৌ ময়ূরৌ' > (ক) দ্বো মোরা,দুবে মজুলা; 'দ্বে চিকিৎসে' > (ক) দ্বে চিকীছ (= চিকিচ্ছা), দুবে চিকিস (=চিকিস্‌সা)। পঞ্চমীর একবচনে '-তস্' প্রত্যয় যোগ হইতে লাগিল। যেমন উজ্জয়িনীতঃ > (ক) উজেনিতে। সপ্তমীর একবচনে সর্বত্র সর্বনামের '-স্মিন্' বিভক্তির ব্যবহার হইত, তবে কোন কোন উপভাষায় প্রাচীন '-ই' বিভক্তিও ছিল। যেমন বিজিতে, *বিজিতস্মিন্ > (ক) বিজিতে, বিজিতম্হি। অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে বহুবচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গের প্রভেদ লুপ্ত হইল বলিয়া (অর্থাৎ, নরাঃ > নরা, নরান্ > নরা, এবং ফলা = ফলানি) পুংলিঙ্গে দ্বিতীয়ার বহুবচনে প্রায়ই ক্লীবলিঙ্গের প্রথমা-দ্বিতীয়ার বহুবচন অথবা পুংলিঙ্গের প্রথমার বহুবচন ব্যবহৃত হইত। যেমন প্রাণাঃ > (ক) পাণানি, প্রণনি (=প্রাণানি) বা প্রাণাঃ; বৃক্ষাঃ > লুখানি (=লুকখানি) বা ব্রছা (=ব্রচ্ছা); রাজানঃ > রজনি (=রাজানি), রাজানো, লাজানে। সর্বনামের প্রথমার বহু বচনে '-এ' বিভক্তি (যেমন 'যে', 'তে', 'কে') দ্বিতীয়ার বহুবচনে ব্যবহৃত হইত। যেমন, 'জীবান্' স্থলে 'জীবে'।[১] '-ভিস্' হইতে উৎপন্ন '-হি' বিভক্তি তৃতীয়া ছাড়া চতুর্থী-পঞ্চমীতেও চলিত। যেমন (ক) আজীবিকেহি < আজীবিকেভ্যঃ।

প্রাকৃতের ধাতুরূপে সংস্কৃতের বৈচিত্র্য একেবারেই নাই। ধাতুর সঙ্গে বিকরণ মিশিয়া গিয়াছে। যেমন যুধ্‌+য-> জুজ্‌ঝ-, জি+না-> জিণ-। এইভাবে কখনো কখনো এক মূল ধাতু হইতে একাধিক নূতন ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে।

---

১ সর্বনাম বিভক্তির এইরকম প্রয়োগ গ্রীকে এবং প্রাচীন পারসীকেও দেখা যায়।

যেমন বাএই- < বাদয়তি, বাজ্জই < বাদ্যতে। সকল ধাতুরই রূপ ভ্বাদিগণীয়ের মতো। তবে দৈবাৎ অন্যান্য গণের চিহ্নাবশেষযুক্ত পদ দুই চারিটি আছে। যেমন অস্তি > অত্থি; *প্রাপ্ণাতি > (ক) পাপুণাতি; করোতি > (ক) করোতি, কলেতি, (খ) করোদি, কলেদি, (গ) করোই; কৃণোতি > (গ) কুণই; মন্যতে > (ক) মঞ্ঞতে, মঞ্ঞতি, মন্নতি। সংস্কৃতে শুধু একাক্ষর আ-কারান্ত ধাতুর ণিজন্ত রূপে '-পয়' বিকরণ যুক্ত হইত (যেমন দাপয়তি, মাপয়তি); প্রাকৃতে কিন্তু সব ধাতুরই (এমন কি ণিজন্তেরও) ণিজন্তে এই বিকরণ দেখা যায়। যেমন *লেখয়িষ্যামি > (ক) লেখাপেশামি (=লেখাপেশ্শামি), হারিতানি > (ক) হারাপিতানি, হারয়তি = (খ) হারাবেদি, হারাবেই। অতীতকালের ক্রিয়ার রূপে লিট্ লুপ্ত হইল, লঙ্ আর লুঙ্ মিলিয়া গেল। অসমাপিকায় সর্বত্র (উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও) ধাতুতে 'ক্ত্বাচ্' প্রত্যয় হইল। যেমন, *আলোচয়িত্বা > (ক) অ(া)লোচেৎপা।

পদপ্রয়োগে দেখা যায় যে, দ্বিবচন সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। চতুর্থীর ও পঞ্চমীর একবচনও লুপ্তপ্রায়।[১] কেবল তাদর্থ্য-চতুর্থীর, এবং দক্ষিণপশ্চিমায় দৈবাৎ পঞ্চমীর, একবচন কিছুকাল ধরিয়া টিকিয়া ছিল। দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা চতুর্থীর, এবং তৃতীয়ার ও সপ্তমীর দ্বারা পঞ্চমীর অর্থ দ্যোতিত হইত। যেমন নাস্তি হি কর্মতরং সর্বলোকহিতত্বাৎ > (ক) নাস্তি হি কম্মতরং সর্বলোক-হিতৎপা, নথি (=নত্থি) হি কম্মতলা সব- (=সব্ব) লোকহিতেন; তেভ্যঃ বক্তব্যম্ > তেষং বতবো (=বত্তব্বো), তেহি বতবিয়ে (বত্তব্বিয়ে)। ক্রিয়াপদেও দ্বিবচন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে, এবং দক্ষিণপশ্চিমা উপভাষা ছাড়া অন্যত্র আত্মনেপদও বিলুপ্ত। বিধিলিঙ্ এবং লোট্ ভিন্ন অপর ভাব (অর্থাৎ লেট্) লোপ পাইয়াছে ॥

২. প্রথম মধ্য ভারতীয়-আর্য

প্রাকৃত অর্থাৎ মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা তিনটি সুস্পষ্ট স্তরের ভিতর দিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই তিন স্তর হইতেছে—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়। এগুলির আনুমানিক স্থিতিকাল হইতেছে যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দ, খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দ, এবং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে দশম

[১] প্রাকৃতের দ্বিতীয় স্তরে প্রায়ই সংস্কৃতের পঞ্চম্যন্ত (বা তৃতীয়ান্ত) পদে আবার '-তস্' প্রত্যয় যোগ হইত। 'ঘরাদো', ঘরাও' আসিয়াছে 'গৃহাৎ (বা গৃহা) + -তঃ' হইতে।

শতাব্দ। প্রথম স্তরের প্রধান নিদর্শন পাইতেছি অশোকের অনুশাসনে, খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দের অন্যান্য প্রত্নলিপিতে এবং হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের পালি শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলিতে। দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন মিলে খ্রীষ্টপর প্রথম তিন শতাব্দের প্রত্নলিপিতে, সাহিত্যিক প্রাকৃতে (মহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী-অর্ধমাগধী-মাগধী-পৈশাচীতে) এবং বৌদ্ধসংস্কৃতে। তৃতীয় স্তরের নিদর্শন পাই অপভ্রংশে।

অশোক-অনুশাসনের মধ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দে) সেকালের প্রধান উপভাষা চারিটির পরিচয় পাইতেছি—(১) উত্তরপশ্চিমা (শাহ্‌বাজগঢ়ী এবং মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন), (২) দক্ষিণপশ্চিমা (গির্নার অনুশাসন), (৩) প্রাচ্য-মধ্যা (কালসী ও ছোট অনুশাসনগুলি), এবং (৪) প্রাচ্যা (ধৌলী ও জৌগড় অনুশাসন)। প্রথম দুই অনুশাসন খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ। এই বিদেশী লিপি লেখা হইত ডান দিক হইতে বাঁ দিকে। অপর অনুশাসনগুলি আধুনিক ভারতীয় সমুদয় লিপির আকর ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ।

উত্তরপশ্চিমার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে এইগুলি,—র-কার- এবং স-কার-যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির স্থিতি (যেমন প্রিয়-, স্ত্রিয়ক-, অস্তি) ; য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সমীভবন (যেমন কর্তব্যঃ > কটবো = কট্টব্বো, কল্যাণম্ > কলণং = কল্লাণং) ; 'স্ম, স্ব' স্থলে 'স্প' (যেমন, *বিনীতস্মিন্ > বিনিতস্পি, স্বামিকেন > স্পামিকেন) ; শ-কারের এবং ক্বচিৎ য-কারের স্থিতি ; '-ত্বা' প্রত্যয়ের অর্থের *'-ত্বী' প্রত্যয়ের ব্যবহার (যেমন, দ্রশেতি, তিস্তিতি) ইত্যাদি।

শাহ্‌বাজগঢ়ী লিপির নবম অনুশাসনের প্রথম অংশ উত্তরপশ্চিমার নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করিতেছি। লিপি খরোষ্ঠী, তাই দীর্ঘস্বরের চিহ্ন নাই। প্রাকৃত প্রত্নলিপিতে প্রায়ই যুক্ত বা যুগ্ম ব্যঞ্জন একক রূপে লেখা হইত।

> দেবনং প্রিয়ো প্রিয়দশি রয় এবং অহতি জনো উচবুচং মংগলং করোতি অবধে অবহে বিবহে পজুপদনে প্রবসে। এতয়ে অঞয়ে চ এদিশিয়ে জনো বহু মংগলং করোতি। অত্র তু স্ত্রিয়ক বহু চ বহুবিধং চ পুতিকং চ নিরঠিয়ং চ মংগলং করোতি। সে-কটবো চ ব খো মংগল। অপফলং তু খো এতং। ইমং তু খো মহফল যো ধ্রমমংগলং।[১]

দক্ষিণপশ্চিমা বৈদিক-সংস্কৃতের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি। এখানে 'শ, ষ' হইয়াছে 'স'। র-কার ও স-কারযুক্ত ব্যঞ্জন ক্বচিৎ রহিয়া গিয়াছে (যেমন অস্তি, সর্বত্র) ; য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হইয়াছে ; 'ত্ব, ত্ম' স্থলে হইয়াছে 'ৎপ', এবং অন্তঃস্থ ব-ফলা অনেক সময় বর্গীয় ব-ফলায় পরিণত হইয়াছে (যেমন

[১] অনুবাদ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আত্ম- > আৎপ-, চত্বারঃ > চৎপারো, দ্বাদশ > দ্বাদস); 'দৃ' হইয়াছে 'রি' (যেমন এতাদৃশ- > এতারিশ, যাদৃশ- > যারিস); 'অয়, অব' অনেক সময় 'এ, ও' হয় নাই (যেমন, পূজয়তি, ভবতি); আত্মনেপদ ক্বচিৎ রহিয়া গিয়াছে (যেমন, মঞতে, আরভরে, অনুবতরে), 'অস্' ধাতুর অ-কারের অলোপ (যেমন অস=অস্সা > *অস্যাৎ; অস্থ=অস্স্থ > *অস্যুঃ)। সপ্তমী '-স্মিন্' বিভক্তি অন্য উপভাষার '-সি (=স্সি)'[১] অথবা '-স্পি' হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণপশ্চিমায় হইয়াছে '-ম্হি' (যেমন তস্মিন্ > তম্হি, *ধর্মস্মিন্ > ধম্মম্হি)।

দক্ষিণপশ্চিমার নিদর্শনরূপে *গির্নার* লিপির নবম অনুশাসনের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

> দেবানং পিয়ো প্রিয়দসি রাজা এবং আহ অস্তি জানা উচাবচং মংগলং করোতে আবাধেসু বা আবাহবিবাহেসু বা পুত্রলাভেসু বা প্রবাসম্হি বা। এতম্হি অঞম্হি চ জনো উচাবচং মংগলং করোতে। এত তু মহিডায়ো বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং করোতে। ত কতব্যমেব তু মংগলং। অপফলং তু খো এতারিসং মংগলং। অয়ং তু মহাফলে মংগলে য ধংমমংগলে।
>
> অর্থাৎ দেবদেব, পিয়দর্শী রাজা এই কথা বলিতেছেন: লোকে নানাবিধ মঙ্গল-অনুষ্ঠান করে—আপদে, পুত্রবিবাহে, কন্যাবিবাহে, সন্তানলাভে, প্রবাসগমনে। এইসব এবং এইরকম অন্য উপলক্ষ্যে লোকে অনেক মঙ্গল-অনুষ্ঠান করে। এইভাবে মহিলারা অনেক এবং নানারকম ছোটখাট নিরর্থক মঙ্গল-আচার করে। অতএব মঙ্গল-অনুষ্ঠান করিতে হয়ই। তবে এইসব মঙ্গল-অনুষ্ঠান অল্পফলপ্রদ; ধর্মমঙ্গল-অনুষ্ঠানই মহাফলপ্রদ মঙ্গল-আচার।

প্রাচ্যমধ্যার বিশিষ্ট লক্ষণ এইগুলি,—র > ল ; ক্বচিৎ 'শ, ষ'-এর স্থিতি ; পদান্তে বিসর্গযুক্ত অ-কারের এ-কারে পরিণতি ; কদাচিৎ পদমধ্যবর্তী -ও- > -এ- (যেমন করোতি > কলেতি); পদান্ত অ-কারের আ-কার প্রবণতা ; র-কার ও স-কার যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সমীভবন (যেমন অস্তি > অথি, সর্বত্র > সব্বত্ত), -ত্য > -তিয়-, -ব্য- > -বিয়-, -দ্য- > -জ্জ- (বা -য্য-), -ল্য- > য্য (যেমন অপত্য- > অপতিয়-, কর্তব্য- > কট্টবিয়-, অদ্য > অজ্জ, উদ্যান- > উয্যান-, কল্যাণ- > কয্যাণ-); -ত্য- > -চ্চ- (সত্য- > সচ্চ); '-ত্ব-' ছাড়া সর্বত্র ব-ফলার সম্প্রসারণ (দ্বাদশ > দুবাদশ, শ্বঃ শ্বঃ > সুবে সুবে, কিন্তু চত্বারি > চত্তালি)। -স্ম-, -ষ্ম- > প্ফ- (তস্মাৎ > তপ্ফা, *তুষ্মে=যুষ্মে

---

[১] 'মনসি, বেধসি' ইত্যাদি পদ হইতে -'সি' বিভক্তি নিষ্কাশিত হইতে পারে।

> তুপ্ফে) ; -ক্ষ- > -ক্‌খ- ; ভূ- > হু- (ভবতি > হোতি) ; আত্মনেপদ (শানচ্) প্রত্যয়ের অ-লোপ।

প্রাচ্যমধ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া দিল্লী-তোপ্‌রা স্তম্ভলিপির সপ্তম অনুশাসনের মধ্য হইতে একটু অংশ তুলিয়া দিতেছি।

> দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা মগেসু পি মে নিগোহানি লোপাপিতানি ছায়োপগানি হোসংতি পসুমুনিসানং অংবাবডিক্যা লোপাপিতা অঢকোসিক্যানি পি মে উদুপানামি খানাপিতানি নিংসিধিয়া চ কালাপিতা আপানামি মে বহুকানি তত তত কালাপিতানি পটীভোগায়ে পসুমুনিসানং।
>
> অর্থাৎ, দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই কথা বলিতেছেন,—পশুর ও মানুষের ছায়াপ্রদ হইবে বলিয়া আমি পথে ন্যগ্রোধ রোপন করিয়াছি, আমবাগান বসাইয়াছি, আধক্রোশ অন্তরে আমি ইঁদারা কাটাইয়াছি, সিঁড়ি বাঁধাইয়াছি—যেখানে সেখানে আমি জলছত্র বসাইয়াছি পশুর ও মানুষের ব্যবহারের জন্য।

প্রাচ্যার লক্ষণ মোটামুটি প্রাচ্যমধ্যার অনুযায়ী। বিশেষ লক্ষণ এইগুলি,—পদান্ত অ-কারযুক্ত বিসর্গের এ-কারে পরিণতি ; পদমধ্যে -ও- > 'এ- ; শ, ষ > স ; র > ল ; উত্তমপুরুষ সর্বনামে প্রথমার একবচনে 'হকং'।

ধৌলী লিপির অতিরিক্ত প্রথম অনুশাসন হইতে প্রাচ্যার নিদর্শন দিতেছি।

> সবে মুনিসে পজা মমা। অথা পজায়ে ইছামি হকং কিংতি সবেন হিতসুখেন হিদলোকিক-পাললোকিকেন যূজেবূ তি। তথা সবমুনিসেসু পি ইছামি হকং।
>
> অর্থাৎ, সব মানুষ আমার সন্তান। যেমন আমি সন্তানের বিষয়ে চাই তাহারা যেন ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সকল হিতসুখ পায়, তেমনি সব মানুষের বিষয়েও আমি ইচ্ছা করি।

মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার এবং ভারতীয় লিপিমালার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাই **অশোক-অনুশাসনে**। বিষয়বস্তুর হিসাবে অশোক-অনুশাসনগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) গিরি-অনুশাসন, (২) ক্ষুদ্র গিরি-অনুশাসন এবং (৩) স্তম্ভ-লিপি ও নিতান্ত ক্ষুদ্র উৎসর্গ-লিপি। ছয়টি গিরি-অনুশাসনের মধ্যে দুইটি আছে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। তাহার মধ্যে একটি আছে আটক-পেশাওরের মধ্যবর্তী মর্দান ষ্টেশন হইতে প্রায় সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে শাহ্‌বাজগঢ়ী গ্রামে গিরিগাত্রে। এবটাবাদ হইতে যে কাশ্মীরগামী পথ বাহির হইয়াছে তাহার উপর অবস্থিত মান্‌সেহ্‌রা শহরের এক মাইল পশ্চিমে একটি পাহাড়ের গায়ে অপর অনুশাসনটি খোদাই রহিয়াছে। গুজরাটে জুনাগঢ় শহরের আধ মাইল পূর্বে প্রাচীন সুদর্শন হ্রদের তীরে পৌরাণিক রৈবতক, আধুনিক গির্নার, পাহাড়ের গায়ে তৃতীয় অনুশাসনটি আছে। মসুরী হইতে চক্রাতার পথে ষোল মাইল দূরে কাল্‌সী গ্রাম, সেই গ্রাম হইতে দক্ষিণদিকে প্রায়

দেড় মাইল দূরে যমুনা ও তমসা নদীর সঙ্গলস্থলের নিকটে এক সুবৃহৎ শ্বেত স্ফটিক শৈলখণ্ডের গায়ে চতুর্থ অনুশাসনটি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বাকি দুইটি অনুশাসন আছে সেকালের কলিঙ্গ প্রদেশে, আধুনিক উড়িষ্যায়। একটি আছে ভুবনেশ্বর হইতে চারি মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ধৌলী গ্রামে, দ্বিতীয়টি আছে গঞ্জাম হইতে উত্তরপশ্চিম দিকে আঠার মাইল দূরে জৌগড়ে। গুজরাটে আর একটি গিরি-অনুশাসনের সামান্য কিছু অংশ পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র গিরি-অনুশাসন-গুলির মধ্যে একটি আছে জব্বলপুর জেলায় প্রাচীন রূপনাথ তীর্থে, দ্বিতীয়টি বিহারে শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাসারামে, তৃতীয়টি জয়পুর রাজ্যে বৈরাট সহরে, চতুর্থটিও বৈরাটে ছিল, এখন রহিয়াছে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি ভবনে। তিনটি আছে মহীশূর রাজ্যে—সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি এবং জটিঙ্গা রামেশ্বরে। একটি আছে নিজাম রাজ্যে, মস্‌কি গ্রামে, এবং আর একটি আছে মাদ্রাজে কুর্নুল জেলায়।[১] স্তম্ভ-লিপিগুলির মধ্যে দুইটি রহিয়াছে এখন দিল্লীতে। আসলে এ-দুটির মধ্যে একটি ছিল আম্বালা জেলায় তোপ্‌রা গ্রামে, আর অপরটি ছিল মীরাটে। তৃতীয় স্তম্ভটি প্রথমে প্রাচীন কালের কৌশাম্বীতে ছিল, এখন আছে এলাহাবাদ দুর্গের মধ্যে। তিনটি স্তম্ভ আছে বিহারে চম্পারন জেলায়—লৌড়িয়া গ্রামের কাছে দুইটি এবং রামপুরওয়া গ্রামে একটি। কাশীর অদূরে সারনাথের এবং ভোপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাঁচীতে দুইটি স্তম্ভ-লিপির অংশ পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের জন্মভূমিতে, নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত রুম্মিনদেঈ নামক স্থানে, প্রাপ্ত একটি স্তম্ভে সামান্য কিছু লিপি আছে। ইহার কিছু দূরে নিগ্‌লীব নামক স্থানে আর একটি স্তম্ভের অংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া বরাবর পাহাড়ের গুহার দ্বারদেশে দুই চারি ছত্র লিপি দেখা যায়।

অশোক-অনুশাসনের সমসাময়িক একটি লিপি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ভাষার ইতিহাসে সবিশেষ মূল্যবান্। রামগড় পাহাড়ের মাঝামাঝি যোগীমারা গুহায় খোদিত তিন-ছত্র প্রত্নলিপিটি প্রথম শব্দ 'শুতনুকা' হইতে **সুতনুকা প্রত্নলিপি** নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই অনুশাসনের ভাষা প্রাচ্য, কিন্তু ইহার এমন একটি বিশেষত্ব আছে (অর্থাৎ স, ষ > শ) যাহা অশোক অনুশাসনের প্রাচ্যায় পাই না। পরবর্তী কালের সাহিত্যিক "মাগধী" প্রাকৃতের প্রধান লক্ষণ-তিনটিই

[১] কিছুকাল আগে মধ্যভারতে দুইটি এবং সম্প্রতি মীর্জাপুরের কাছে একটি নূতন ক্ষুদ্র গিরি-অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এখানে পাওয়া যাইতেছে—স, ষ > শ; র > ল; এবং পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন '-এ' বিভক্তি। প্রত্নলিপিটি এই

শুতনুক নম দেবদশিক্যি
তং কময়িথ বলন শেয়ে
দেবদিনে নম লুপদখে।

অর্থাৎ, সুতনুকা নামে দেবদাসী। তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসীবাসী (?) দেবদিন্ন (আধুনিক দেওদীন) নামে রূপদক্ষ।

উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পাহাড়ে হাথিগুম্ফার দ্বারদেশে কলিঙ্গরাজ খারবেলের যে অনুশাসন (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দ) উৎকীর্ণ আছে তাহা এক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্। ইহার ভাষা প্রাচ্যা নয়, কতকটা দক্ষিণপশ্চিমার মতো। অশোকের গির্নার অনুশাসনের, এবং বিশেষ করিয়া পালি ভাষার, সহিত **খারবেল-অনুশাসনের** ভাষার খুব মিল আছে। তবে অশোক-অনুশাসনের মতো ইহা কথ্যভাষাশ্রিত নয়, সাধুভাষা। গুরুগম্ভীর সংস্কৃত গদ্য-রীতি ইহাতে অনুকৃত হইয়াছে। প্রাকৃতের উপর সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পুরানো এবং ভালো নিদর্শন এখানে পাই। খারবেল-অনুশাসনের আরম্ভ এই

নমো অরহন্তানং নমো সবসিধানং। অইরেন মহারাজেন মহামেঘবাহনেন চেতিরাজবংসবধনেন পসথসুভলখণেন চতুরন্তলুঠনগুণউপিতেন কলিঙ্গাধিপতিনা সিরিখারবেলেন পন্দরস বসানি সিরিকড়ারসরীরবতা কীড়িতা কুমারকীড়িকা। ততো লেখরূপগণনাববহারবিধিবিসারদেন সববিজাবদাতেন নব বসাণি যোবরজং পসাসিতং।

অর্থাৎ, অর্হৎদিগকে নমস্কার, সর্বসিদ্ধকে নমস্কার। ঐর, মহারাজ, গজপতি, চেদিরাজ-বংশবর্ধন, প্রশস্তশুভলক্ষণসম্পন্ন, চতুর্দিগাহৃতগুণসমূহযুক্ত, কলিঙ্গাধিপতি শ্রীখারবেল পনের বৎসর যাবৎ শ্রীকড়ার (কিশোর কৃষ্ণ ?) শরীর ধারণ করিয়া বালক্রীড়া করিলেন। তাহার পর লেখ-রূপ-গণনা-ব্যবহারবিধি-বিশারদ এবং সর্ববিদ্যাভূষিত হইয়া নয় বৎসর ধরিয়া যৌবরাজ্য শাসন করিলেন।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রত্নলিপি কোনটিই সংস্কৃতে নয়, সবই মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় লেখা। তাহার কারণ হইতেছে যে, সাধারণ ব্যবহারে, অর্থাৎ শিষ্ট-আলোচিত শাস্ত্রবিদ্যার বাহিরে, তখন কথ্যভাষাই চলিত, এবং তখনো কথ্য-ভাষার প্রাদেশিক রূপে এতটা পার্থক্য দেখা দেয় নাই যাহাতে এক অঞ্চলের লোকের কথা অপর অঞ্চলের লোকের অবোধ্য হইতে পারে। কিন্তু কালক্রমে যখন মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় প্রাদেশিক রূপান্তর পরিস্ফুটতর হইতে লাগিল তখন সর্বসাধারণের বোধগম্য রাখিবার জন্য সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় রহিল না। তাহার কারণ সংস্কৃত আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষে আর্যভূমির

একমাত্র সাধুভাষা রূপে ব্যবহৃত ছিল। সেই জন্যই খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে যতগুলি প্রত্নলিপি পাওয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে দুই চারিটি ছাড়া সবই সংস্কৃতে লেখা, এবং এই দুই চারিটি প্রাকৃত প্রত্নলিপিতেও সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব পড়িয়াছে। খ্রীষ্টপর যুগে দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্র ও পল্লব রাজাদের অনুশাসন এবং কয়েকটি বৌদ্ধ গুহালিপি এবং উত্তরাপথে কুষাণ-রাজাদের সময়ে কয়েকটি ছোট ছোট লিপি ছাড়া খাশ ভারতবর্ষে প্রাকৃতে লেখা আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রত্ন-লিপির সন্ধান মিলিতেছে না।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দের একটি বিশিষ্ট প্রাকৃত অনুশাসন হইতেছে বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশায়) গ্রীক-রাজ অন্তলিখিতের (Antialkidas) দূত তক্ষশিলাবাসী যবন (অর্থাৎ গ্রীক) দিওনের পুত্র হেলিওদোর (Heliodoros)-প্রতিষ্ঠিত **গরুড়স্তম্ভ-লিপি**। লিপিটি এই

> দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ং কারিতে ইঅ হেলিওদোরেণ ভাগবতেন দিয়স পুত্রেণ তখশিলাকেন যোন-দূতেন আগতেন মহারাজস অংতলিকিতস উপংতা সকাসং রঞো কোসীপুত্রস ভাগভদ্রস ত্রাতারস বসেন চতুদসেন রাজেন বধমানস।
>
> ত্রিনি অমুত-পদানি ইঅ-সু-অনুঠিতানি নেয়ংতি স্বগং দম চাগ অপ্রমাদ॥
>
> অর্থাৎ, দেবদেব বাসুদেবের এই গরুড়স্তম্ভ নির্মিত হইল দিয়নের পুত্র তক্ষশিলাবাসী যবনদূত বৈষ্ণব হেলিওদোর যিনি মহারাজ অন্তলিখিতের কাছ হইতে আসিয়াছিলেন কৌৎসীপুত্র রাজা ভাগভদ্রের কাছে, মহারাজের বর্ধমান রাজ্যশাসনের চতুর্দশ বৎসরে।
>
> তিনটি অমৃতপদ এখানে সু-অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গে লইয়া যায়—দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ।

[দক্ষিণপশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিশ্রণে (সম্ভবত উজ্জয়িনী অঞ্চলে) উদ্ভূত পালি পুরাপূরি ধর্ম-সাহিত্যের ভাষা।] প্রাচ্যমধ্যার মৌলিক প্রভাব দেখি রকারের লকারে পরিণতিতে এবং বিসর্গযুক্ত অকারান্ত পদের একারান্ত হওয়ায়। অশোকের অনুশাসনের দক্ষিণপশ্চিমার মতো পালিতেও আত্মনেপদ পদ কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। এই পদগুলির কোন কোনটি প্রাচীন ভারতীয়-আর্যে নাই। অর্থাৎ এগুলির মূলে সংস্কৃতের অপেক্ষা পুরানো ভাষার চিহ্নাবশেষ রহিয়াছে। যেমন দিস্সরে < *দৃশ্যরে = সংস্কৃত দৃশ্যতে।

পালি ভাষার নিদর্শন

> ন তাব সুপিতুং হোতি রত্তি নক্খত্তমালিনী।
> পটিজগ্গিতুমেবেসা রত্তি হোতি বিজানতা॥
>
> অর্থাৎ, নক্ষত্রমালিনী রাত্রি কিছুতেই ঘুমাইয়া কাটাইবার নহে। যিনি জ্ঞানবান্ তাঁহার জাগিয়া থাকিবার রাত্রি ইহা।

পালি ভাষা দক্ষিণভারতেই আলোচিত হইতে থাকে। এই অঞ্চলে পালির চর্চাকারী হীনযানী বৌদ্ধসম্প্রদায় বাস করিতেন। এখান হইতে পালির চর্চা সিংহলে চলিয়া যায়।

উত্তর ভারতের বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলি পালির চর্চা করিতেন না। ইহারা গ্রন্থ রচনা করিতেন সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায়। এ ভাষার উৎপত্তি **কথ্য সংস্কৃত ভাষা** হইতে। এ ভাষাকে এখন বলা হয় **বৌদ্ধ (মিশ্র) সংস্কৃত**। এই মিশ্র ভাষার ব্যবহার বৌদ্ধ শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কুষাণ সম্রাটেরা তাঁহাদের অনুশাসনেও কখনো কখনো এই ভাষা চালাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ (মিশ্র) সংস্কৃতের নিদর্শন

সর্বাভিভূ সর্ববিদু হমস্মি
সর্বেষু ধর্মেষু অনোপলিপ্তঃ।
সর্বং জহে তৃষ্ণক্ষয়া বিমুক্তো
ন মাদৃশো সংপ্রজনেতি বেদনা ॥

অর্থাৎ, আমি সর্বদমন, সর্ববিদ্, সকল ধর্মে অনুপলিপ্ত। তৃষ্ণাক্ষয়ের ফলে বিমুক্ত আমি সব ত্যাগ করিয়াছি। আমার মতো সত্ত্ব (ভালোমন্দ, সুখদুঃখ) বেদনা অনুভব করে না।

৩. দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয়-আর্য

এক গুরুতর ধ্বনিপরিবর্তন প্রাকৃতকে মধ্যস্তরে পৌঁছাইয়া দিল। তাহা এই : স্বরমধ্যস্থিত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হইলে লুপ্ত হইল এবং মহাপ্রাণ হইলে হ-কারে পরিণত হইল। মহাপ্রাণ ধ্বনির হ-কারপ্রবণতা প্রাচীন ভারতীয়-আর্যেই দেখা দিয়াছিল। যেমন -ধিত- > হিত- ('ধা' ধাতু + ক্ত), * ইধি (তুলনীয় 'শাধি', 'এধি') > ইহি ('ই' ধাতু লোট্ হি)। অশোকের অনুশাসনে -ধ- > -হ- তো পাইই উপরন্তু -ভ- > -হ- পাই এবং ক্বচিৎ -ক- > -গ- এবং -ট- > -ড-, -প- > -ব- ও পাই। যেমন বিদহামি < বিদধামি, তেহি < তেভিঃ, পললোগ- < পরলোক-, অংবাবডিকা > আম্রবাটিকাঃ, থুবে < স্তূপঃ। প্রাকৃতের আদি স্তরের শেষের দিকে -ত- > -দ- এবং -থ- > -ধ- এই পরিবর্তনের উদাহরণ মোটেই অসুলভ নয়। যেমন অশ্বঘোষের নাটকে সুরদ- > সুরত- ; খারবেল অনুশাসনে পধম < প্রথম, রধ- < রথ-।

দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয়-আর্যের যে তিন উপস্তরভেদ কল্পিত হয় তাহা এই ধ্বনি-পরিবর্তনেরই তিন ধাপ ধরিয়া। আদি উপস্তরে স্বরমধ্যগত অঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ঘোষবৎ হইল। যেমন ভোদি, হোদি < ভবতি ; যথা, জধা, < যথা ;

রূব- < রূপ- ; সিভা < শিক্ষা। মধ্য উপস্তরে স্বরমধ্যগত ঘোষবৎ ব্যঞ্জন উষ্মীভূত হইল। যেমন খরোষ্ঠী প্রত্নলিপিতে নগ.রগ.স < নগরকস্য, ভগ.বতো < ভগবতঃ, প্রতিঠবিদ. < প্রতিস্থাপিত- ; নিয়া প্রাকৃতে অ়নেগ. < অনেক-, পাহুড. < প্রাকৃত-। অন্ত্য উপস্তরে স্বরমধ্যগত উষ্মীভূত ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হইলে লুপ্ত হইল, মহাপ্রাণ হইলে হ-কারে পরিণত হইল। যেমন মঅ- < মগ. < মগ- মৃগ-, কঅ- < * কদ. < কদ- < কৃত-, রূঅ- < রূব- < রুব- < রূপ-, সঅল- < * সগ.ল- < * সগল- < সকল-, লহু < লঘু. < লঘু, < জহা < জধ.া < জধা < যথা।

দ্বিতীয় উপস্তরে শব্দ- ও ধাতু- রূপ আরো সরল হইল। কর্মভাববাচ্যে -'ত'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে সমাপিকা ক্রিয়ার স্থান গ্রহণ করিল। কর্তা ছাড়া বিভিন্ন কারকের অর্থে বিবিধ পদ অনুসর্গরূপে যুক্ত হইতে লাগিল।

প্রথম উপস্তরের স্থিতিকাল মোটামুটি ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হইতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার অ-সাহিত্যিক নিদর্শন প্রত্নলিপিতে, সাহিত্যিক নিদর্শন অশ্বঘোষের নাটকে[১] ও খরোষ্ঠী (গান্ধারী) ধম্মপদে। অশ্বঘোষের নাটকের প্রাকৃত অংশে তিন প্রধান উপভাষার নমুনা আছে। এগুলির মধ্যে পরবর্তী কালের মাগধী-শৌরসেনী-অর্ধমাগধীর পূর্বতন রূপটি পাই। গান্ধারী ধম্মপদ উত্তরপশ্চিমায় লেখা,[২] তবে ভারতবর্ষের বাহিরে, মধ্য এসিয়ার খোটানে। গান্ধারী ধম্মপদের রচনানিদর্শন

সিজ ভিখু ইম নম সিত দি লহু ভেষিদি।
ছেত্ব রক জি দেষ জি তদো নিবন এষিদি।[৩]

অর্থাৎ, হে ভিক্ষু এই (দেহ-) নৌকায় জল সেঁচ। সেঁচা হইলে তোমার ভার লঘু হইবে। তখন রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া নির্বাণ পাইতে পারিবে।

মধ্য উপস্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক ১০০-৩০০ খ্রীষ্টাব্দ। শক-কুষাণদের খরোষ্ঠী প্রত্নলিপিতে এবং চীনীয় তুর্কীস্থানে প্রাপ্ত নিয়া প্রকৃতে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে। এগুলি সবই উত্তরপশ্চিমা উপভাষায় লেখা।[৩]

---

১ তালপাতার পুথির বিচ্ছিন্ন টুকরা হইতে ল্যুডর্স (H. Lueders) কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত। নাটকটির নাম 'শারীপুত্র-প্রকরণ'।

২ অধ্যাপক বেলি (H. W. Bailey) এই প্রাকৃতের সার্থক নাম দিয়াছেন 'গান্ধারী'।

৩ সংস্কৃত অনুবাদ

সিঞ্চ ভিক্ষো ইমাং নাবং সিক্তা তে লঘুঃ ভবিষ্যতি।
ছিত্ত্বা রাগং চিৎ দ্বেষং চিৎ ততো নির্ব্বাণম্ এষ্যতি॥

চীনীয় তুর্কিস্থানের অন্তর্গত প্রাচীন শান্‌শান্‌ রাজ্যের সীমান্তে নিয়া নামক স্থানের বালুকাস্তূপ হইতে প্রধান খরোষ্ঠীতে এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মীতে লেখা প্রত্নলিপিগুলির ভাষা এখন **নিয়া** (Niya) **প্রাকৃত** নামে পরিচিত। এগুলি শাসনকার্য বিচার ও ব্যবসায়বাণিজ্য সম্পর্কীয় পত্রাবলী অথবা রিপোর্ট।

নিয়া প্রাকৃতে স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনধ্বনির উষ্মীভবন ব্যাপকভাবে হইয়াছে। যেমন অবগ.জ়. < অবকাশ-, দঝ < দাস-, গোয়রি < গোচরে। 'ত'-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকায় উত্তম ও মধ্যম পুরুষে 'অস্‌' ধাতুর বর্তমানের পদ অনুপ্রয়োগ করিয়া, এবং প্রথম পুরুষের বহুবচনে '-অন্তি' বিভক্তি দিয়া অতীত-কাল সৃষ্ট হইয়াছে। যেমন শ্রুতেমি < শ্রুতোঽস্মি "আমি শুনিলাম, শুনিয়াছি", দিতেসি < দত্তোঽসি "তুমি দিলে, দিয়াছ", গতংতি "তাহারা গেল, গিয়াছে"। প্রথম পুরুষের একবচনে কিছুই যোগ হইত না। যেমন গত "সে গেল, গিয়াছে"।

প্রাদেশিক শাসনকর্তার কাছে লেখা একটি রাজানুজ্ঞাপত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত নিয়া প্রাকৃতের নিদর্শনরূপে হইল।

> লিপেয় বিন্নবেতি যথ অত্র খথোর্নি স্ত্রি ৩ নিখলিতন্তি তহ সুধ এদস স্ত্রি মরিতন্তি অবশিঠি স্ত্রিয় ব মুতন্তি। এদ প্রচে তু অপ্‌গেয়দে অনদি গিড়েসি ল্যিপেয়স স্ত্রি পতেন স্তবিদব হোঅতি। যহি এদ কিলমুদ্র অত্র এশতি প্রঠ অত্র অনদ প্রোছিদবো।
>
> অর্থাৎ, লিপেয় জানাইতেছে যে ওখানে ডাইনীতে তিনজন স্ত্রীলোককে লইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শুদ্ধ তাহার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিয়াছে, অবশিষ্ট স্ত্রীলোকদের ছাড়িয়া দিয়াছে। এই সম্বন্ধে তুমি অপ্‌গেয়ের কাছে উপদেশ পাইয়াছ—ল্যিপেয়কে স্ত্রীর বদলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। যখন এই কীলমুদ্রা ওখানে পৌঁছিবে তখন তৎক্ষণাৎ ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিবে।

৪. সাহিত্যিক প্রাকৃত

ব্যাপক অর্থে 'প্রাকৃত' দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলি বুঝাইতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু আসলে নামটি কেবল সাহিত্যে অনুশীলিত মধ্য উপস্তরের দ্বিতীয় ভারতীয়-আর্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সংস্কৃত নাটকে নারীর ও নিম্নশ্রেণী পুরুষের ভূমিকার ভাষা, গাথাসপ্তশতী-সেতুবন্ধ-গৌড়বধ প্রভৃতি কাব্যের ভাষা এবং জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্যের ভাষা—এইগুলিকে আমাদের প্রাচীন বৈয়াকরণেরা প্রাকৃত নাম দিয়াছিলেন। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে এই সাহিত্যিক প্রাকৃতেরই ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। আসলে কিন্তু এই সাহিত্যিক প্রাকৃত কখনই ঠিক কথ্যভাষা ছিল না। এগুলি

ছিল প্রধানত অন্ত্য উপস্তরের মধ্য আর্যকে আশ্রয় করিয়া সংস্কৃতের আদর্শে গড়া "সাধু-ভাষা", যাহা মোটামুটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক-রচয়িতারা অপরিবর্তিত ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ এই প্রায় বারো শত বৎসরের মধ্যে ভারতীয়-আর্য ভাষায় পরিবর্তনের প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছে, ভাষা মধ্য স্তর হইতে নব্য স্তরে নামিয়া অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে।

প্রাকৃত-বৈয়াকরণেরা যে প্রধান প্রাকৃতভাষাগুলির লক্ষণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেছে **মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী, পৈশাচী,** এবং **অপভ্রংশ**[১]। মাহারাষ্ট্রী-শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচীর মূলে একদা ছিল যথাক্রমে দক্ষিণপশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা, প্রাচ্যা ও উত্তর-পশ্চিমা। কিন্তু সমসাময়িক কথ্যভাষার সঙ্গে এগুলির বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অপভ্রংশও সাহিত্যের ভাষা, তবে যথাসম্ভব সংস্কৃতের প্রভাববর্জিত। অন্ত্য উপস্তরের প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষা অপভ্রংশ।

প্রাকৃত-বৈয়াকরণেরা **মাহারাষ্ট্রীকে** মূল প্রাকৃত ধরিয়া তাহার তুলনায় অন্য প্রাকৃতের লক্ষণ বিচার করিয়াছেন। মাহারাষ্ট্রীতে স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনধ্বনি-পরিবর্তন পূরাপূরিই হইয়াছে, এবং শব্দ- ও ধাতু-রূপে প্রাচীনত্বের চিহ্ন কিছু আছে। সংস্কৃত নাটকে যে প্রাকৃত কবিতা আছে তা প্রায় সবই মাহারাষ্ট্রীতে লেখা। গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ (নামান্তর রাবণবধ), গৌড়বধ প্রভৃতি প্রাকৃত কাব্যের ভাষাও মাহারাষ্ট্রী।

মাহারাষ্ট্রীর নিদর্শন

কইঅব-রহিঅং পেম্ম ণহি হোই মামি মাণুসে লোএ।
জই হোই ণ তস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই।

অর্থাৎ, ছলনাহীন প্রেম, সখি, মানুষের সংসারে হয় না। যদি হয় তবে তাহাতে বিরহ নাই। তবুও যদি বিরহ্ ঘটে তবে কে বাঁচে ?

সংস্কৃত নাটকে **শৌরসেনী** নারীর এবং অশিক্ষিত পুরুষের ভাষা। "শৌরসেনী" নাম হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে এই প্রাকৃতের মূলে আছে শূরসেন (অর্থাৎ মথুরা) অঞ্চলের কথ্যভাষা। কিন্তু মাহারাষ্ট্রীর সঙ্গে শৌরসেনীর একটি ছাড়া মূলগত কোন পার্থক্য নাই, সেটি হইল—স্বরমধ্যগত দ-কার ও ধ-কারের স্থিতি (যেমন শৌ গচ্ছদি, মা গচ্ছই < গচ্ছতি ; শৌ

১ সর্বাপেক্ষা পুরানো প্রাকৃত-ব্যাকরণের রচয়িতা বররুচি (পঞ্চম শতাব্দ ?) অপভ্রংশ নামে কোন ভাষা বিবেচনা করেন নাই।

কধেদি, মা কহেই < কথয়তি) ; শৌ মধু, মা মহু < মধু ; শৌ রধ-, মা রহ- < রথ-। শৌরসেনীর এই লক্ষণটি হইতেছে দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয় আর্যের আদি (—অথবা মধ্য, -দ-কারের ও -ধ-কারের উচ্চারণ উষ্ম হইলে—) উপস্তরের জের এবং এ বিষয়ে মাহারাষ্ট্রী শৌরসেনীর কাছে অর্বাচীন।

শৌরসেনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল সংস্কৃত ভাষার অত্যন্ত অনুকরণ। ইহার ইঙ্গিত নামটিতেই পাই। শূরসেন উত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এই অঞ্চলের সংলগ্ন মধ্যদেশ সংস্কৃত-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুতরাং এই অঞ্চলেই দক্ষিণপশ্চিমা উপভাষা সংস্কৃত লেখকদের হাতে গদ্যে "শৌরসেনী" প্রাকৃত রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শৌরসেনীর আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ সপ্তমীর একবচনে -'স্মিন্' > '-ম্হি' বিভক্তি (মাহারাষ্ট্রীতে -'ম্মি', অর্ধমাগধীতে -'সি')।

শৌরসেনীর নমুনা

> পোরব জুত্তং নাম তুহ পুরা অস্সমপদে সভাবুত্তাণহিদঅং ইমং জণং তধা সমঅপুব্বং সংভাবিঅ সংপদং ইদিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাচক্খিদুং।
>
> অর্থাৎ, পৌরব, একদা আশ্রমপদে স্বভাবসরলহৃদয় এই ব্যক্তির কাছে সেইভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া ও আশ্বাস দিয়া এখন এই রকম ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা তোমার উপযুক্ত বটে।

বৈয়াকরণেরা মাহারাষ্ট্রী-শৌরসেনীর মাঝামাঝি "বিভাষা" **আবন্তী** প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। আবন্তীতে আংশিকভাবে দুইটি প্রাকৃতেরই লক্ষণ বিদ্যমান।

সংস্কৃত নাটকে **মাগধী** নিতান্ত অশিক্ষিত ইতরলোকের ভাষা। 'মাগধী' নামের মধ্যে মগধের (অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের) কথ্যভাষার স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে। প্রাচ্যের এই বিভাষার খাঁটি এবং সবচেয়ে পুরানো নমুনা রহিয়াছে সুতনুকা প্রত্নলিপিতে। কিন্তু মাগধীকে প্রাচ্যের প্রতিনিধি ভাষা মনে করিলে ভুল হইবে। মাগধী প্রাকৃত একেবারে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা, যাহার ব্যবহার সংস্কৃত নাটকে ছিল শুধু হাস্যকৌতুকের জন্যই।[১] মাগধীর কয়েকটি বিভাষাও প্রাকৃত-বৈয়াকরণেরা ধরিয়াছেন। যেমন **শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী** ইত্যাদি।

মৃচ্ছকটিক নাটকে রাজশ্যালক শকারের ভাষা শাকারী। এই বিভাষার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে ষষ্ঠীর একবচনে '-(আ)হ' বিভক্তি (যেমন পুলিশাহ= পুরুষস্য)। এই বিশেষত্ব অপভ্রংশেও আছে।

---

[১] যেমন উনবিংশ শতাব্দের বাঙ্গালা নাটকে ঝি-চাকর-বামুনের মুখে বঙ্গালীর অথবা ঝাড়খণ্ডীর বিকৃত রূপ দেওয়া হইত।

মাগধীর প্রধান লক্ষণ এইগুলি : র > ল ; স, ষ > শ ; বিসর্গযুক্ত পদান্ত -অ > -এ ; ক্ষ > স্ক (শ্‌ক) ; চ্ছ > শ্চ ; ল্য > য্য ; স্বরমধ্যগত 'দ' 'ধ'-এর (ক্বচিৎ 'গ'-এরও) স্থিতি।

মাগধীর নিদর্শন

অধ এক্কশ্‌শিং দিঅশে মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডশো কপ্‌পিদে। যাব তশ্‌শ উদলব্‌ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অংগুলীঅঅং পেশ্‌কামি। পশ্চা ইধ বিক্কঅন্তং ণং দশঅন্তে য্যেব গদীদে ভাবমিশ্‌শেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্‌শ আগমে। অধুনা মালেধ কুট্টেধ বা।

অর্থাৎ, এখন একদিন রুই মাছ খণ্ডখণ্ড করিয়া কুটিতেছিলাম। তাহার উদরাভ্যন্তরে এই মহারত্নোজ্জ্বল অঙ্গুরীয়কটি দেখি। পরে এখানে বিক্রয়ের জন্য দেখাইবার সময়ে আপনারা আমাকে ধরিয়াছেন। এইটুকুই ইহার ব্যাপার। এখন আপনারা মারুন বা কাটুন।

অর্ধমাগধীর ব্যবহার শুধু জৈনদের রচনায় দেখা যায়। ইহারা মাহারাষ্ট্রী এবং শৌরসেনীও ব্যবহার করিতেন। অর্ধমাগধীর স্পষ্ট মিশ্রণ থাকায় জৈনদের লেখা মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীকে যথাক্রমে **জৈন মাহারাষ্ট্রী** ও **জৈন শৌরসেনী** বলা হয়। অশ্বঘোষের নাটকে প্রাচীন অর্ধমাগধীর ব্যবহার আছে, কিন্তু পরবর্তী কালের সংস্কৃত নাটকে একেবারেই নাই। জৈনমতাবলম্বী প্রাকৃত-বৈয়াকরণেরা অর্ধমাগধীকে তাঁহাদের শাস্ত্রকারের (ঋষির) ভাষা বলিয়া **আর্য প্রাকৃত** নাম দিয়াছেন। অর্ধমাগধীতে শৌরসেনী ও মাগধী দুইয়েরই লক্ষণ কিছুকিছু আছে অর্থাৎ 'র', 'ল' দুইই আছে এবং বিসর্গযুক্ত পদান্ত অ-কার 'এ', 'ও' দুইই হইয়াছে। 'ষ, শ' নাই। স্বরমধ্যগত লুপ্ত ব্যঞ্জনের স্থানে প্রায়ই য়-শ্রুতির ব্যবহার অর্ধমাগধীর একটি বিশেষত্ব (যেমন, শত- > সয়-)। স্বরমধ্যগত '-গ' ক্বচিৎ রহিয়া গিয়াছে। শানচ্‌-প্রত্যয়ও অব্যবহৃত নয়।

অর্ধমাগধীর নিদর্শন

তেন কালেণং তেণং সমএণং সিন্ধুসোবীরেসু জনপএসু বীয়ভএ নামং নয়রে হোত্থা উদায়ণে নামং রায়া পভাবঈ দেবী। তীসে জেট্‌ঠে পুত্তে অভিঈ নামং জুবরায়া হোত্থা। নিয়এ ভাইণেজ্জে কেসী নামং হোত্থা।

অর্থাৎ, সেইকালে সেই সময়ে সিন্ধু-সৌবীর জনপদে বীতভয় নামক নগর ছিল, সেখানে উদায়ন নামে রাজা, প্রভাবতী রানী। তাহার (অর্থাৎ রানীর গর্ভজাত) জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম অভিজিৎ, যুবরাজ ছিলেন। নিজ ভাগিনেয় ছিল, নাম কেশী।

প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা যাহাকে **পৈশাচী** বলিয়াছেন সাহিত্যে সে প্রাকৃতের স্থান হয় না, কিন্তু লোক-সাহিত্যে ইহার সমাদর ছিল।[১] বিবিধ ও রোমান্টিক কাহিনীকে জড়ো করিয়া গুণাঢ্য পৈশাচীতে বৃহৎ-কথা ('বড্ডকহা') রচনা

---

১ নানা কারণে অনুমান হয় পৈশাচী প্রাকৃত পালিরই রূপান্তর।

করিয়াছিলেন। পৈশাচীতে লেখা মূল বইটি লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু একাধিক সংস্কৃত অনুবাদের মধ্য দিয়া কাহিনীগুলি রহিয়া গিয়াছে। পৈশাচীর আলোচনায় প্রাকৃত বৈয়াকরণদের উক্তি এবং ইতস্তত উদ্ধৃত দুই-একটি শ্লোকই একমাত্র অবলম্বন। পৈশাচীর সঙ্গে প্রত্নলিপিপ্রাপ্ত উত্তরপশ্চিমার বা গান্ধারীর বেশ মিল আছে। একদা গান্ধারী হইতে উদ্ভূত হইলেও পৈশাচী অ-সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বভূমিক রূপটি লইয়াই দেখা দিয়াছিল। এই হিসাবে ইহাকে অপভ্রংশের পূর্বতন রূপের মধ্যে ধরা যায়। পৈশাচীর বিশিষ্টতম লক্ষণ হইতেছে স্বরমধ্যগত ঘোষবৎ ব্যঞ্জনের ঘোষহীনতা এবং স্বরমধ্যগত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের অলোপ। যেমন নকর- < নগর-, রাচা < রাজা। প্রাকৃত-ব্যাকরণে পৈশাচীর কতিপয় বিভাষারও উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে একটিতে মাগধীর কোন কোন লক্ষণ মিলে। পৈশাচীর নিদর্শন

পত্তূন কিং ফটচনো নিচতেহতানা
অথাসনং ফচতি চম্ফনিস্থূতনস্স।
ভোত্তূন খোরতরতুক্‌খ-সতাইঁ পাপা
মোহান্ধকারগহনং লপ কিং লফন্তি ॥[১]

অর্থাৎ, যোদ্ধা ব্যক্তি নিজদেহ দানের ফলে কি জম্ভ নিষুদনের (অর্থাৎ ইন্দ্রের) অর্ধাসন-ভাগী হয় না? পাপীরা কি শত শত ঘোর দুঃখ সহ্য করিয়া (নরকের) ঘোর মোহান্ধকারে পতিত হয় না?—বল।

৫. অপভ্রংশ

অপভ্রংশ নামটি অধুনা একাধিক মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অর্থে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ প্রাকৃত-বৈয়াকরণ এটিকে একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষা অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রীয়র্সন-প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ্ মধ্য-প্রাকৃতের শেষ উপস্তরকে 'অপভ্রংশ' নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ কোন কোন প্রাকৃত-বৈয়াকরণ যাহাকে **লৌকিক** বলিয়াছেন এবং যাহার সাধারণ ব্যবহারে সাহিত্যিক রূপান্তর **অবহট্‌ঠ** (< অপভ্রষ্ট) বলিতে পারি তাহাকেই গ্রীয়র্সন "অপভ্রংশ" বলিয়াছেন, এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রাকৃত ও আধুনিক কথ্যভাষার মধ্যবর্তী একটি করিয়া "অপভ্রংশ" ধাপ কল্পনা করিয়াছেন। যেমন শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপভ্রংশ > ব্রজভাখা ইত্যাদি, অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী

[১] সংস্কৃতে অনুবাদ
*প্রাপ্তূান (= প্রাপ্য) কিং ভটজনো নিজদেহদানাদ্ অর্ধাসনং ভজতি জম্ভনিষূদনস্য।
*ভোক্তূান (= ভুক্ত্বা) ঘোরতরদুঃখশতানি পাপা মোহান্ধকারগহনং লপ কিং লভন্তে ॥

অপভ্রংশ (কল্পিত) > অবধী ইত্যাদি, মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ (কল্পিত) > বাঙ্গালা ইত্যাদি। অপভ্রংশ নামটি কিন্তু সর্বপ্রথম মধ্য ভারতীয়-আর্য সাধারণ কথ্যভাষার অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন বৈয়াকরণ পতঞ্জলি (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দ)। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সংস্কৃত হইল শাস্ত্রবানের সাধু-ভাষা, অপভ্রংশ হইল শাস্ত্রহীনের চলিত-ভাষা। তাই পতঞ্জলির কাছে 'দেবদত্ত' শুদ্ধ—'দেবদিন্ন' অশুদ্ধ, 'বর্ধতে' ব্যবহার্য—'বড্‌ঢতি' অপাঙ্‌ক্তেয়। প্রাকৃত-বৈয়াকরণদের 'অপভ্রংশ'ও পতঞ্জলির সংজ্ঞা অনুসরণ করে। মধ্য ভারতীয়-আর্যের যে সর্বজনীন রূপটি অ-শিষ্ট লোকসাহিত্যের বাহক হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই প্রাচীন অপভ্রংশ, এবং প্রাচীন অপভ্রংশের যে অর্বাচীন রূপটি আধুনিক ভারতীয়-আর্যের (vernacular) অব্যবহিত পূর্ব অবস্থা তাহাই **অর্বাচীন অপভ্রংশ** বা **লৌকিক**[১]। প্রাকৃত-ব্যাকরণের অপভ্রংশ কতক অংশে প্রাচীন এবং কতক অংশে অর্বাচীন অপভ্রংশ। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে কয়েকটি অপভ্রংশ গান আছে। এগুলি প্রক্ষিপ্ত বলা চলে না। সুতরাং ধরিতে হইবে যে বৈয়াকরণদের অপভ্রংশ চতুর্থ শতাব্দের আগেই লোকসাহিত্যে অনুশীলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-সংস্কৃতের ও নিয়া প্রাকৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যও অপভ্রংশের আপেক্ষিক প্রাচীনতার সমর্থক।

প্রাচীন বৈয়াকরণেরা **নাগরক** অপভ্রংশকে মুখ্য ধরিয়া অপভ্রংশের আলোচনা করিয়াছেন। এবং অপভ্রংশের আঞ্চলিক "বিভাষা"গুলির[২] শুধু নাম করিয়াছেন। যেমন **ব্রাচড়ক, উপনাগরক, বৈদর্ভী, লাটী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, ঢক্কী, সিংহলী** ইত্যাদি।

অর্বাচীন অপভ্রংশের প্রধান বিশেষত্ব,—প্রথমার একবচনে বিভক্তিহীনতা অথবা '-উ' (< প্রাকৃত '-ও') বিভক্তি ; শব্দ- ও ধাতু-রূপে নিতান্ত সরলতা ; ক্ষুদ্রার্থক '-ইক' প্রত্যয় হইতে নূতন করিয়া স্ত্রীলিঙ্গের উৎপত্তি ; শতৃ-প্রত্যয়ান্ত পদের বিভিন্ন কালের অর্থে ব্যবহার ; ষষ্ঠীর একবচনে '-হ' বিভক্তি ; স্বার্থিক প্রত্যয়ের প্রাচুর্য ; সংস্কৃতের প্রভাবহীনতা ; পূর্বে অপ্রাপ্ত শব্দের ও ধাতুর প্রচলন ; এবং ছন্দে সমমাত্রিকতা ও অন্ত্যানুপ্রাস।

অষ্টম শতাব্দ হইতে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দ পর্যন্ত অর্বাচীন অপভ্রংশ সমগ্র

---

১ আধুনিক কথ্যভাষাগুলির প্রতিষ্ঠার পরেও সাহিত্যের বাহকরূপে লৌকিক বা অবহট্‌ঠ চলিত ছিল। সেই কারণে তাহাতে আধুনিক কথ্যভাষার প্রভাবচিহ্ন অসুলভ নয়। অবহট্‌ঠের আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

২ 'বিভাষা' মানে বিশ্রিত ভাষা, দুইভাষার লক্ষণযুক্ত।

উত্তরাপথে—গুজরাট হইতে আসাম-উড়িষ্যা পর্যন্ত ভূখণ্ডে—সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী সাধু-ভাষা রূপে লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল।[১] এ সাধু-ভাষার পোষক ছিলেন প্রধানত জৈন-বৌদ্ধ-যোগপন্থী (অর্থাৎ অব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী) সাধকেরা এবং সংস্কৃত-বাহ্য জনগণ।[২] অপভ্রংশে গান-কবিতা-ছড়াময় যে লোকসাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল নব্য ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের শুভারম্ভ তাহারই পরিণতি সূচনা করিল।

অপভ্রংশের নিদর্শন

রসিঅহ কেণ উচ্চাডণ কিজ্জই
জুবইহ মাণহ্ন কেণ উবিজ্জই।
তিসিঅ লোউ খনি কেণ সুহিজ্জই
এহ পণ্হ মহ ভুবনে গিজ্জই॥

অর্থাৎ, রসিকের কিসে উচাটন হয়? যুবতীর মন কিসে ভারি হয়? তৃষিত লোক ক্ষণমধ্যে তৃপ্ত হয়? আমার এই প্রশ্ন ভুবনে গাওয়া হইল।

৬. পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশে শব্দ ও ধাতু রূপের আদর্শ

পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের শব্দ ও ধাতু রূপের তৌলন উদাহরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য। ইহা হইতে মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা পরিস্ফুট হইবে এবং নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার পদের পূর্ব-ইতিহাস জানা যাইবে।

(ক) অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ

একবচন

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
কর্তা	জনঃ	জনো	জণো	জণে (মাগ)	জণো, জণু, জণ
কর্ম	জনম্	জনং	জণং	—	জণং, জণু, জন
করণ	জনা (বৈ[২])	জনা	—	—	—
	জনেন	জনেন	জণেণ(ং)	—	জণেণঁ, জণিণ, জণেঁ
সম্প্রদান	জনায়	জনায়	—	জণাএ (অর্ধ)	—

[১] অবহট্‌ঠের শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'।

[২] ত্রয়োদশ শতাব্দের দিকে পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমান অধিবাসী আব্‌দুর রহমান অপভ্রংশে একটি বড় "দূত" কাব্য লিখিয়াছিলেন 'সংনেহয়রাসয়' নামে।

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
অপাদান	জনাৎ	জনা	জণাও	জণাদো (শৌ)	জণাউ,
	*জনস্মাৎ	(জনম্হা, জনস্মা)		জণাএ (অর্ধ)	জনহু, জণহে
সম্বন্ধ	জনস্য	জনস্স	জণস্স	জণশ্শ, জণাহ (মাগ)	জণসু, জণসু, জণহ, জণহো
অধিকরণ	জনে	জনে	জণে	—	জণি, জণে
	*জনস্মিন্	জনম্হি	জণমহি	জণংসি (অর্ধ)	জণম্মি
		জনস্মিং	জণম্মি		জণমি
	—	—	—	জণাহিং (মাগ)	জণহিং জণহিঁ
বহুবচন					
কর্তা	জনাঃ	জনা	জণা	—	জণা, জণ
কর্ম	জনান্	—	জণা	—	জণা, জণ
	*জনে	জনে	জণে	—	—
করণ	জনৈঃ	—	—	—	—
	জনেভিঃ	জনেহি	জণেহি(ং)		জণেহিঁ, জণহিঁ
অপাদান	জনেভ্যঃ	—	—	—	জ
	*জনেভিঃ	—	—	—	জণহি
	*জনেভ্যম্	—	—	—	জণহুঁ
	*জনেভিম্	—	—	—	জণহিঁ
	+ -তস্	—	জনেহিংতো	—	—
সম্বন্ধ	জনানাম্	জনানং	জণাণ(ং)	—	জণাণ
	*জনেষাম্	—	—	—	জণহঁ
অধিকরণ	জণেষু	জনেসু	জণেসু(ং)	—	—
	*জনেভিম্	—	—	—	জণহিঁ

(খ) ক্লীবলিঙ্গ অ-কারান্ত শব্দের রূপ

একবচন					
কর্তা-কর্ম	ফলম্	ফলং	ফলং	—	ফল, ফলু, ফলউ
বহুবচন					
কর্তা-কর্ম	ফলা	ফলা	ফলা	—	ফল
	ফলানি	ফলানি	ফলাইং	ফলানি (অর্ধ)	ফলই

(গ) ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ

একবচন

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
কর্তা	দেবী	দেবী	দেঈ	—	দেঈ
কর্ম	দেবীম্	দেবিং	দেইং	—	দেঈ
করণ	দেব্যা	দেবিয়া	দেইআ,	—	দেইঅ, দেঈ
			দেইএ	—	দেঈই
অপাদান	দেব্যাঃ	দেবিয়া	দেঈএ	—	দেঈই
	দেবীতঃ	—	—	দেঈউ (অর্ধ)	
সম্বন্ধ	দেব্যাঃ	দেবিয়া	দেইআ, দেঈএ[1]	—	দেঈই
	—	—	—	—	দেঈহে[2]
অধিকরণ	দেব্যাম্	দেবিয়ং,	দেঈই	—	দেঈই
		দেবিয়(া)	দেঈএ	—	—

বহুবচন

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
কর্তা কর্ম	দেব্যঃ দেবীঃ	দেবিয়া	দেঈও	—	দেঈউ
করণ	দেবীভিঃ	দেবীহি	দেঈহি(ং)	—	দেঈই
অপাদান	দেবীভ্যঃ				
সম্বন্ধ	দেবীনাম্	দেবীনং	দেঈণ(ং)	—	দেঈণ দেঈণ
অধিকরণ	দেবীষু	দেবীসু	দেঈসু(ং)	—	—
	—	—	—	—	দেঈহি

(ঘ) উত্তম পুরুষ সর্বনামের রূপ

একবচন

কর্তা	অহম্	অহং	অহং, হং (মাগ)	হকে, হগে	হউঁ
	অহকম্	অহকং	অহঅং	অহঅং (অর্ধ), অহকে (মাগ)	—
	অস্মি[3]	—	অম্হি, হম্মি	—	অম্হি, ম্হি

[1] সম্প্রদান 'দেবৈ্য' হইতে উৎপন্ন। [2] অপাদানেও ব্যবহৃত।

[3] অস্ ধাতুর বর্তমানকালে উত্তমপুরুষের একবচনের পদ।

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
কর্ম	মাম্	মং	মং	—	—
	*মমম্	মমং	মমং, মমিং	—	মই
	*মভ্যম্	মহং	মহং	—	—
করণ	ময়া	ময়া	মএ, মই(ং)	—	মই, মই
	মে[1]	মে	মে	—	—
অপাদান	মৎ+-তস্	—	মত্তো	—	—
	*মমাৎ +-তস্	—	মমাও	—	—
	*মমাভিম্ +-তস্	—	—	মমাহিন্তো (অর্ধ)	—
	মভ্যম্	—	—	—	মহুঁ
সম্বন্ধ	মম	মম	মম(ং)	—	—
	মে	মে	মে	—	—
	মহ্যম্[2]	—	মজ্ঝং	—	মজ্ঝু
	*মভ্যম্	—	মহ(ং)	—	মহুঁ, মহঁ
অধিকরণ	ময়ি	ময়ি	মএ, মই	—	মই
	*মমস্মিন্	—	মমম্মি	—	—
বহুবচন					
কর্তা	বয়ম্	ময়ং	বঅং	—	—
	অস্মে[3]	অম্হে	অম্হে	অস্মে (মাগ)	অম্হে
কর্ম	অস্মান্	—	—	—	—
	অস্মে[3]	অম্হে	অম্হে	অস্মে (মাগ)	অম্হই
	অস্মাকম্[4]	অম্হাকং	—	—	—
	নঃ	নো	ণো	ণে (মাগ)	—
করণ	অস্মাভিঃ	অম্হেহি	অম্হেহি(ং)	অস্মেহিং (মাগ)	অম্হেহিঁ
	নঃ[5]	নো		ণে (অর্ধ)	—

[1] চতুর্থী ষষ্ঠীর পদ। [2] চতুর্থীর পদ। [3] বৈদিকে চতুর্থী-সপ্তমীর বহুবচনের পদ।
[4] ষষ্ঠীর বহুবচনের পদ। [5] চতুর্থী-ষষ্ঠীর বহুবচনের পদ।

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
অপাদান	অস্মৎ	—	—	—	অম্‌হ
	*অস্মাভিম্ +-তস্	—	অম্‌হাহিন্তো	—	—
	*অস্মেভিম্ +-তস্	অম্‌হেহিন্তো		—	—
সম্বন্ধ	অস্মাকম্	অম্‌হাকং	—	—	—
	অস্মে	—	—	অম্‌হে (অর্ধ)	—
	অস্মৎ	অম্‌হং	অম্‌হং(ং)	—	অম্‌হ
	*অস্মানাম্	—	অম্‌হাণ(ং)	—	—
	*অস্মাসাম্	—	—	—	অমহঁ
	অস্মভ্যম্[1]	—	—	—	অম্‌হহু
	নঃ	নো	ণো	ণে (মাগ)	—
অধিকরণ	অস্মাসু	—	—	—	অম্‌হাসু
	*অস্মেষু	অম্‌হেসু	অম্‌হেসু(ং)	—	—

মধ্যম পুরুষ সর্বনামের রূপ

একবচন

কর্তা	ত্বম্	ত্বং	তং	—	—
	তুবম্[2]	তুবং	তুং, তুবং		তু
	তুভ্যম্[3]	—	তুহং	—	তুহঁ, তুহু
কর্ম	ত্বাম্	ত্বং, তুবং	তং, তুং	—	তইঁ, পইঁ
	তে, *তুষ্মে[4]	—	তে, তুম্‌হে	—	তুম্‌হে, তুমে
করণ	ত্বয়া	ত্বয়া,	তএ, তুএ	—	তই, তুই
		তয়া	—	—	তই, পইঁ
	তে	তে	তে	—	—
	*তুষ্মে[4]	—	তুমএ	—	তুমইঁ
অপাদান	ত্বৎ	—	—	—	—
	ত্বৎ+-তস্	ততো	তইত্তো, তুইত্তে	—	—
	*তুষ্ম-	—	তুমাও, তুমাহি	—	—

[1] পঞ্চমী বহুবচনের পদ। [2] বৈদিকে বিকল্প রূপ। [3] চতুর্থী একবচন।
[4] চতুর্থী-সপ্তমীর বহুবচনের পদ ('যুষ্মে' স্থানে)।

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
সম্বন্ধ	তব	তব(ং)	তব	—	তউ, তো
	তে	তে	তে	—	—
	তুভ্যম্	—	তুহঁ	—	তুহ, তুব্ভ
	*তুহ্যম্	তুয্হং	তুজ্ঝ(ং)	—	তুজ্ঝ, তুজ্ঝু
	*তুম্ম(া)ম্	তুম্হং	তুম্হ(ং)	—	তুম্হ
অধিকরণ	ত্বয়ি	তয়ি, ত্বয়ি	তই, তএ, তুএ	—	তই, পই —
	*তুষ্মিন্	—	তুবস্মি	তুমংসি (অর্ধ)	—
	*তুম্মকে		তুমএ, তুমাই		
	*তুষ্মিন্	—	তুম্হি	—	—
বহুবচন					
কর্তা	যূয়ম্	—	—	—	—
	*তুষ্মে	তুম্হে	তুম্হে	—	তুম্হে, তুম্হ
	*যুহ্মে	—	—	উয্হে (মাগ)	—
	তুভ্যম্	—	তুব্ভ	—	—
কর্ম	যুষ্মান্	—	—	—	—
	বঃ	বো	বো	—	—
	*তুষ্মে	—	তুম্হে	—	তুম্হ
	*তুষ্মাকম্	তুম্হাকং	—	—	—
	*তুষ্মাসাম্	—	—	—	তুম্হহঁ
	*তুহ্য+	—	তুজ্ঝো	—	তুজ্ঝ
করণ	যুষ্মাভিঃ	—	—	—	—
	*তুষ্মেভিঃ, *তুষ্মেভিম্	তুম্হেহি	তুম্হেহি(ং)	—	তুম্হহি, তুম্হহিঁ
	*যুহ্মেভিঃ	—	—	উয্হেহি (মাগ)	—
	*তুহ্যেভিম্	—	তুজ্ঝেহিং	—	—
	*তুভ্যেভিম্	—	তুব্ভেহি(ং)	—	—
সম্বন্ধ	যুষ্মাকম্	—	—	—	—

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
	বঃ	বো	বো	—	—
	*তুস্মাকম্	তুম্হাকং	—	—	—
	*তুস্মাম্	তুম্হং	তুম্হ(ং)	—	তুম্হ
	*তুস্মাণাম্	—	তুম্হাণ(ং)	—	—
	*তুস্মাসাম্	—	—	—	তুম্হহঁ
	*ত্বানাম্	—	তুবাণ(ং), তুমাণ(ং)		—
	তুভ্যম্	—	তুব্ভ(ং)	—	—
অধিকরণ	যুষ্মাসু	—	—	—	তুব্ভ
	*তুস্মেষু	তুম্হেসু	তুম্হেসু(ং)	—	—
	*ত্বেষু	—	তুবেসু, তুমেসু,	—	—
	*ত্বসু		তুসু		
	*তুভ্য+	—	তুব্ভেসু	—	—
	*তুহ+	—	তুজ্ঝেসু(ং)	—	—

(চ) প্রথম পুরুষ সর্বনামের রূপ

পুংলিঙ্গ

একবচন

কর্তা	স(ঃ)	সো, স	সো, স	শে (মাগ)	সো, সু, স
কর্ম	তম্	তং	তং	—	তং, সো, সু, স
করণ	তেন	তেন	তেণ(ং)	—	তিণঁ, তেঁ
অপাদান	তস্মাৎ	তম্হা, তস্মা	—	তম্হা (অর্ধ)	—
	তাৎ[১]	—	তা (মাহা)	—	তা
	তাৎ+-তস্	—	—	তাও (অর্ধ)	—
	ততঃ[২]	ততো	তও	তদো (শৌ),	তও, তউ
সম্বন্ধ	তস্য	তস্স	তস্স	তশ্শ (মাগ),	তস্সু, তাসু
	*তাস	—	—	—	তাহো, তাহ
	*সে	সে	সে	শে (মাগ)	

[১] বৈদিক। [২] অব্যয়।

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
অধিকরণ	তস্মিন্	তম্হি, তস্মিং	তম্হি	তম্মি (মাহা)	—
				তস্সিং (শৌ)	
				তংসি (অর্ধ)	
	ত+	—	—	—	তহিঁ
বহুবচন					
কর্তা	তে	তে	তে	—	তে
কর্ম	তান্	—	—	—	—
	তে[1]	তে	তে	—	তে
করণ	তৈঃ	—	—	—	—
	তেভিঃ	তেহি	তেহি	—	তেহি
	*তেভিম্	—	তেহিং	—	তেহিঁ
অপাদান	তেভ্যঃ	—	—	তেব্ভো (অর্ধ)	—
	তেভিঃ[2]	তেহি	তেহি	—	তেহি
	*তেভিম্	—	তেহিং	—	তেহি
	*তেভিম্+-তস্	—	—	তেহিংতো (অর্ধ)	—
সম্বন্ধ	তেষাম্	তেসং	—	তেসিং (অর্ধ)	—
	*তানাম্	—	তাণ(ং)	—	:তাণ
	তাসাম্[3]	—	—	তাস (অর্ধ)	
	*তেষাণাম্	তেসানং	—	—	—
	*তাসানাম্	—	—	—	তাহঁ
অধিকরণ	তেষু	তেসু	তেসু(ং)	—	—

ক্লীবলিঙ্গ

একবচন					
কর্তা-কর্ম	তৎ	তং	তং	—	তং
	সঃ[4], স	—	—	সে (অর্ধ)	সে, সো, স
				শে (মাগধী)	সু

[1] পুংলিঙ্গ কর্তা। [2] করণের বহুবচন। [3] স্ত্রীলিঙ্গের পদ। [4] পুংলিঙ্গ কর্তা।

বহুবচন

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
কর্তা-কর্ম	তা[১]	তা	—	—	তা
	তানি	তানি	—	তানি (অর্ধ)	—
	তা+ঈম্[২]	—	তাইং	—	তাই

স্ত্রীলিঙ্গ

একবচন

কর্তা	সা	সা	সা	—	—
কর্ম	তাম্	তং	তং	—	তং, তা
করণ	তয়া	—	—	—	তই
	*তায়াঃ[৩]	তায়	—	—	—
	*তায়ৈ[৪]	—	তাএ	—	—
	*তীয়ৈ[৪]	—	তীএ, তীঅ	—	—
অপাদান	তস্যাঃ	—	—	—	—
	*তায়াঃ[৩]	তায়	তাএ	—	তাএ
	*তাতঃ[৫]	—	তাও	তাও (অর্ধ)	তাউ
সম্বন্ধ	তস্যাঃ	তস্‌সা	—	—	তাসু, তাহে
	*তিস্যাঃ	তিস্‌সা	তিস্‌সা	—	—
	*তায়াঃ	তায়	—	—	—
	*তিস্যায়ৈ[৪]	তিস্‌সায়	—	—	—
	*তায়ৈ[৪]	—	তাএ	—	—
	*তীয়ৈ[৪]	—	তীএ	তীই (অর্ধ)	—
	*তীয়াঃ	—	—	তীআ (অর্ধ)	—
	*তীষ্যৈ	—	—	তীসে (অর্ধ)	—

১ বৈদিক ক্লীবলিঙ্গ। ২ 'ঈম' বৈদিকে সর্বনাম অব্যয় পদ। ৩ ষষ্ঠীর পদ।
৪ চতুর্থীর পদ। ৫ অথবা তাৎ+ -তস্।

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
অধিকরণ	তস্যাম্	তস্সং, তাসং	—	—	—
	*তায়াং	তায়	—	—	—
	তায়াম্	তায়ং	—	—	—
	*তীষ্যাম্	তিস্সং	—	—	—
	*তাষ্যৈ	—	—	তাসে (অর্ধ), তাহে (অর্ধ)	—
	*তায়ৈ	—	তাএ	—	—
	তীয়ৈ	—	তীএ	—	—
	তীয়াঃ	—	তীঅ	—	—
	*তাভিম্	—	তাহিং	—	—
বহুবচন					
কর্তা, কর্ম	তাঃ	তা	—	—	—
	*তায়	তায়ো	তাও	—	তাউ
করণ	তৈঃ	—	—	—	—
	তাভিঃ	তাহি	তাহি	—	—
	*তাভিম্	—	তাহিং	—	তাহিঁ, তাহি
সম্বন্ধ	তাসাম্	তাসং	—	তাসিং (অর্ধ)	—
	*তানাম্	—	তাণ(ং)	—	—
	*তাসানাম্	তাসাণং	—	—	—
অধিকরণ	তাসু	তাসু	তাসু	—	—

(ছ) সংখ্যা-শব্দের রূপ

'দুই'

কর্তা, কর্ম	দ্বৌ[১]	—	দো, দু	—	—
	দ্বে[২]	দ্বে	বে	—	বি
	দুবে[৩]	দুবে	দুবে	—	দুবি
	*দ্বৌনি	—	দোনি, দোণ্ণি	—	—

১ পুংলিঙ্গ। ২ ক্লীব ও স্ত্রীলিঙ্গ। ৩ বৈদিক উচ্চারণ।

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
	*দ্বেনি	—	বেণি, বেণ্ণি	—	বেণি, বিণ্ণি,
	*দ্বীনি	—	বিণ্ণি	—	বেণ
করণ	দ্বাভ্যাম্	—	—	—	—
	*দ্বীভিঃ	দ্বীহি	—	—	—
	*দ্বেভিম্	—	—	দুবেহিং (শৌ)	বেহিঁ
	*দ্বেভিঃ	দুবেহি, বেহি	—	—	—
	*দ্বৌভিঃ	—	দোহি(ং)	—	—
	*দ্বিভিম্	—	—	—	বিহিঁ
সম্বন্ধ	দ্বয়োঃ	—	—	—	—
	*দ্বীনাম্	দিন্নং, দুবিন্নং	—	দুবেণং (শৌ) —	বেণ্ণ বেণ
	*দ্বেষাম্	—	বেন্হং[১]	—	—
	*দ্বৌনাম্	—	দোণ্ণং	—	—
	*দ্বৌষাম্	—	দোন্হং	—	দোহঁ
	*দ্বিষাম্	—	—	—	বিহুঁ
অধিকরণ	দ্বয়োঃ	—	—	—	—
	*দ্বীষু	দ্বীসু	—	—	—
	*দ্বেষু	—	বেসু(ং)[১]	দুবেসু (শৌ)	—
	*দ্বেভিম্	—	—	—	বেহিঁ

'তিন'

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
কর্তা	ত্রয়ঃ[২]	ত্রয়ো[২]	তও	—	—
	তিস্রঃ[১]	তিস্‌সো[১]	—	—	—
	ত্রী[২]	—	তি	—	—
	ত্রীণি[৩]	তীনি[৩]	তিণ্ণি	—	তিণ্ণি

[১] ব্যাকরণে উদাহৃত। [২] পুংলিঙ্গ। [৩] ক্লীবলিঙ্গ।

কারক	সংস্কৃত মূল	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
কর্ম (পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশে কর্তার মতো)					
করণ	ত্রিভিঃ	তীহি	—	—	—
	*ত্রিভিস্	—	তীহিং, তিহিং	—	তীহি
সম্বন্ধ	*ত্রীণাম্	তিন্নং	তিণ্হং	—	—
	তিসৃণাম্[1]	তিস্সন্নং[1]	তিস্থ(ং)	—	—
অধিকরণ	ত্রিষু	তীসু	তিসু(ং)	—	—

(জ) বর্তমান কাল কর্তৃবাচ্যে ধাতু-রূপ

একবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
উত্তম	গচ্ছামি	গচ্ছামি	গচ্ছামি	গশ্চামি (মাগ)	গচ্ছমি
	*গচ্ছম্	গচ্ছং	—	—	—
	*গচ্ছকম্	—	—	—	গচ্ছউ
মধ্যম	গচ্ছসি	গচ্ছসি	গচ্ছসি	গশ্চশি (মাগ)	গচ্ছসি, গচ্ছহি
প্রথম	গচ্ছতি	গচ্ছতি	গচ্ছই	গচ্ছদি (শৌ) গশ্চদি (মাগ)	গচ্ছই

বহুবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
উত্তম	গচ্ছামঃ	—	গচ্ছামো	গশ্চামো (মাগ)	গচ্ছম
	গচ্ছাম[2]	গচ্ছাম	—	—	—
	—	—	—	—	গচ্ছহুঁ (অব)
মধ্যম	গচ্ছথ	গচ্ছথ	গচ্ছহ	গচ্ছধ (শৌ), গশ্চধ (মাগ)	গচ্ছহ
	গচ্ছথঃ[3]	—	—	—	গচ্ছহু
প্রথম	গচ্ছন্তি	গচ্ছন্তি	গচ্ছন্তি	—	গচ্ছন্তি
	—	—	—	—	গচ্ছহিঁ (অব)

১ স্ত্রীলিঙ্গ। ২ অভিপ্রায় ভাবের পদ।
৩ দ্বিবচনের পদ।

(ঝ) বর্তমান কাল কর্ম-ভাববাচ্যে ধাতু-রূপ

একবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
উত্তম	*পৃচ্ছ্যামি	পুচ্ছিয়ামি[১]	পুচ্ছিজ্জামি	পুচ্ছিআমি (শৌ)	পুচ্ছিমি
মধ্যম	*পৃচ্ছ্যসি	পুচ্ছিয়সি[১]	পুচ্ছিজ্জসি	পুচ্ছিঅসি (শৌ)	পুচ্ছিহি
প্রথম	*পৃচ্ছ্যতি	পুচ্ছিয়তি[১]	পুচ্ছিজ্জই	পুচ্ছীঅদি (শৌ) পুচ্ছিঅই	পুচ্ছিই

বহুবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
উত্তম	*পৃচ্ছ্যাম(ঃ)	পুচ্ছিয়াম[১]	পুচ্ছিজ্জামো	পুচ্ছীআমো (শৌ)	—
মধ্যম	*পৃচ্ছ্যথ	পুচ্ছিয়থ[১]	পুচ্ছিজ্জহ	পুচ্ছীঅধ (শৌ)	—
প্রথম	*পৃচ্ছ্যন্তি	পুচ্ছয়ন্তি[১]	পুচ্ছিজ্জন্তি	পুচ্ছীঅন্তি (শৌ)	পুচ্ছিন্তি

(ঞ) ভবিষ্যৎ কাল কর্তৃবাচ্যে ধাতু-রূপ

একবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
উত্তম	করিষ্যামি	করিস্‌সামি		করিস্‌সামি	করিহিমি করীস্থঁ,
	*করিষ্যম্	করিস্‌সং	করিস্‌সং	(অর্ধ)	—
মধ্যম	করিষ্যসি	করিস্‌সসি	করিস্‌সসি	করিহিসি (মাহা, অর্ধ)	করিহিসি
প্রথম	করিষ্যতি	করিস্‌সতি	করিস্‌সই	করিস্‌সদি (শৌ), করিহিই (মাহা)	করীসই

বহুবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
উত্তম	করিষ্যাম(ঃ)	করিস্‌সাম	করিস্‌সামো	—	করিস্‌সহুঁ, করীহস্থঁ
মধ্যম	করিষ্যথ	করিস্‌সথ	করিস্‌হহ	করিস্‌সধ (শৌ)	করিহিহ
প্রথম	করিষ্যন্তি	করিস্‌সন্তি	করিস্‌সন্তি	করিহিন্তি (অর্ধ)	করিহিন্তি করিহিহিঁ

[১] 'পুচ্ছীয়ামি' ইত্যাদিও হয়।

(ট) অতীত কাল (লুঙ্) কর্তৃবাচ্যে ধাতু-রূপ

একবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	অর্ধমাগধী
উত্তম	অগমম্	অগমং	—
	*গমীম্	গমিং	—
	(অ)গমিষ্যম্[১]	—	(অ)গমিস্সং
মধ্যম	অগমঃ	—	—
	*(অ)গমীঃ	(অ)গমি	—
	*অগমাঃ	অগমা	—
	*(অ)গমাসীঃ	—	(অ)গমাসি
প্রথম	অগমৎ	—	—
	*(অ)গমীৎ	(অ)গমি	—
	*অগমাৎ	অগমা	—
	*(অ)গমাসীৎ	—	—(অ)গমাসি

বহুবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	অর্ধমাগধী
উত্তম	(অ)গমাম	অগমাম	গমামু
	*অগংস্ম	অগম্হ	—
	*অগমিষ্ম	অগমিম্হ	—
মধ্যম	*অগমঃ	—	—
	*অগমথ (বহু)	অগমথ	—
	*(অ)গমস্ত	(অ)গমথ	—
	*অগমিস্থ (বহু)	অগমিথ	—
প্রথম	অগমন্	অগমং,	—
	*অগমুঃ	অগমুং	
	*(অ)গমিষুঃ	অগমিষুং	গমিংস্থ
	*অগমিস্ষুঃ	অগমিংসু	

---

১ লৃঙের পদ।

(ঠ) অনুজ্ঞা ভাবে বর্তমান কালে কর্তৃবাচ্যে ধাতু-রূপ

একবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
মধ্যম	গচ্ছ	গচ্ছ	গচ্ছ	গশ্চ (মাগ)	গচ্ছ
	*গচ্ছ(া)ধি	গচ্ছাহি	—	গচ্ছাহি (অর্ধ)	গচ্ছহি
	*গচ্ছস্ব[1]	গচ্ছস্সু	গচ্ছসু	—	গচ্ছসু
প্রথম	গচ্ছতু	গচ্ছতু	গচ্ছউ	গচ্ছদু (শৌ)	গচ্ছউ
				গশ্চদু (মাগ)	

বহুবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
মধ্যম	গচ্ছথ[2]	গচ্ছথ	গচ্ছহ	গচ্ছধ (শৌ)	গচ্ছহ
				গশ্চধ (মাগ)	
	গচ্ছথঃ[3]	—	—	—	গচ্ছহু[4]
প্রথম	গচ্ছন্তু	গচ্ছন্তু	গচ্ছন্তু	গশ্চন্তু (মাগ)	গচ্ছন্তু

(ড) অনুজ্ঞা ভাবে বর্তমান কালে কর্ম-ভাববাচ্যে ধাতু-রূপ

একবচন

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত	অপভ্রংশ
মধ্যম	*গচ্ছ্যাহি	—	—	—	গচ্ছিজ্জহি
প্রথম	*গম্যতু	—	—	গমীঅদু (শৌ)	গমিউ
	*গচ্ছ্যাতু	গচ্ছীয়তু	গচ্ছিজ্জউ	—	গচ্ছিজ্জউ

(ঢ) বিধি ভাবে বর্তমান কালে কর্তৃবাচ্যে ধাতু-রূপ

একবচন

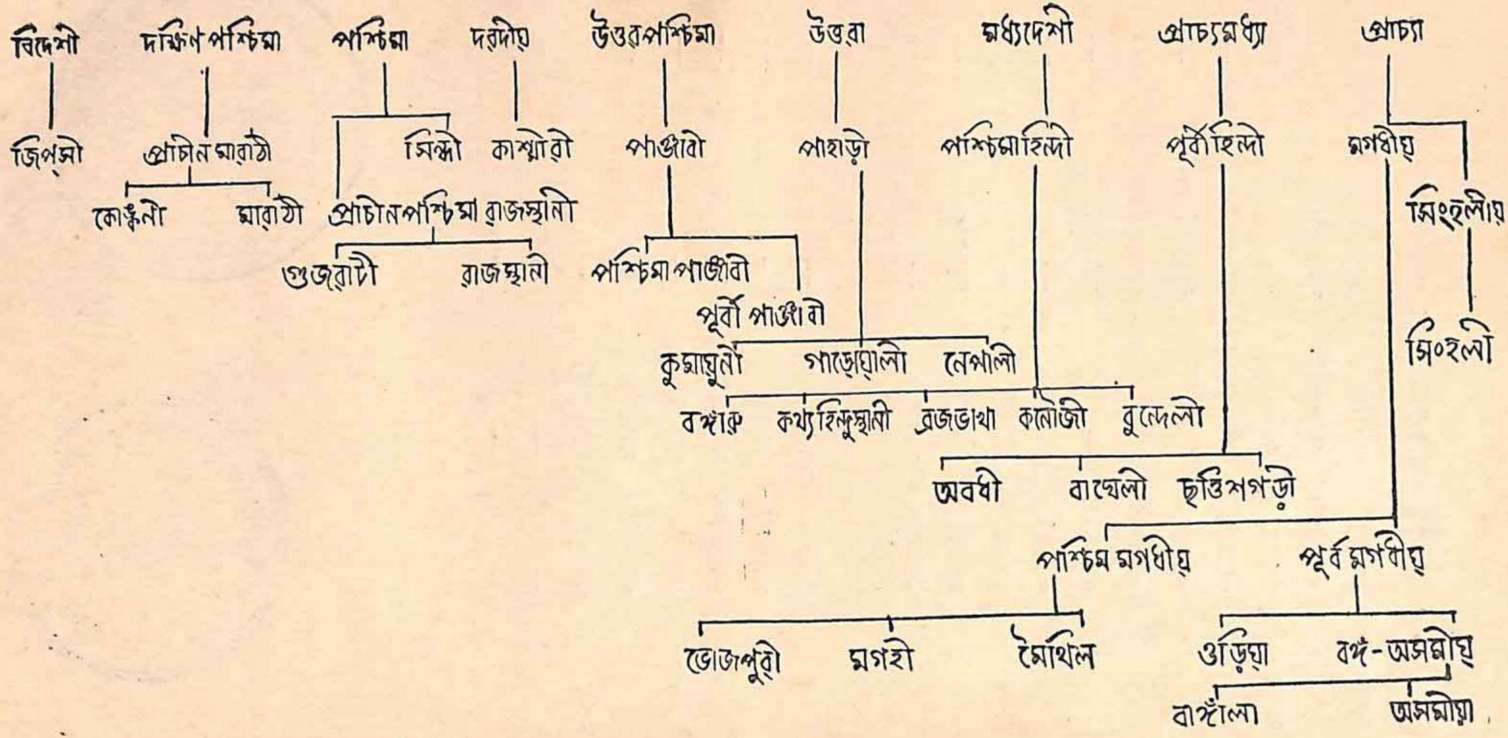
পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত
উত্তম	গচ্ছেয়ম্	গচ্ছেয্যং	গচ্ছেজ্জং	গচ্ছেঅং
	—	গচ্ছে[4]	—	গচ্ছে[5]

---

[1] আত্মনেপদ। [2] বর্তমান কালের পদ। [3] বর্তমান কালের দ্বিবচন।
[4] একবচনেও ব্যবহৃত। [5] মধ্যম ও প্রথম পুরুষ হইতে আগত।

পুরুষ	সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	বিশেষ প্রাকৃত
	*গচ্ছেয়ামি	গচ্ছেয্যামি	গচ্ছেজ্জামি	—
মধ্যম	গচ্ছেঃ	গচ্ছে	—	গচ্ছে
	*গচ্ছেয়সি	গচ্ছেয্যাসি	গচ্ছেজ্জাসি	—
	*গচ্ছেয়হি		গচ্ছেজ্জাহি	—
	*গচ্ছেয়স্ব		গচ্ছেজ্জাস্থ	—
	*গচ্ছেয়াঃ	—	গচ্ছেজ্জা	—
	*গচ্ছেয়	গচ্ছেয্য	—	—
প্রথম	গচ্ছেৎ	গচ্ছে	—	গচ্ছে
	*গচ্ছেয়াৎ	—	গচ্ছেজ্জা	—
	*গচ্ছেয়ৎ	গচ্ছেয্য	—	—
বহুবচন				
উত্তম	গচ্ছেম	গচ্ছেম	—	—
	*গচ্ছেমঃ	গচ্ছেমু	—	—
	*গচ্ছেয়াম	গচ্ছেয্যাম	গচ্ছেজ্জাম	—
মধ্যম	*গচ্ছেথ	গচ্ছেথ	—	—
	*গচ্ছেয়াথ	গচ্ছেয্যাথ	গচ্ছেজ্জাহ	—
প্রথম	গচ্ছেয়ুঃ	গচ্ছেয্যু(ং)	—	—
	—	—	গচ্ছেজ্জা	—
	—	—	—	গচ্ছে

নব্য ভারতীয় আর্য


বিদেশী
জিপ্‌সী
দক্ষিণপশ্চিমা
প্রাচীন মারাঠী
কোঙ্কনী
মারাঠী
পশ্চিমা
সিন্ধী
প্রাচীনপশ্চিমা রাজস্থানী
গুজরাটী
রাজস্থানী
দরদীয়
কাশ্মীরী
উত্তরপশ্চিমা
পাঞ্জাবী
পশ্চিমা পাঞ্জাবী
পূর্বী পাঞ্জাবী
উত্তরা
পাহাড়ী
কুমায়ুনী
গাড়োয়ালী
নেপালী
মধ্যদেশী
পশ্চিমাহিন্দী
বঙ্গারু
কথ্যহিন্দুস্থানী
ব্রজভাখা
কনৌজী
বুন্দেলী
প্রাচ্যমধ্যা
পূর্বীহিন্দী
অবধী
বাঘেলী
ছত্তিশগড়ী
প্রাচ্যা
মগধীয়
সিংহলীয়
সিংহলী
পশ্চিম মগধীয়
ভোজপুরী
মগহী
মৈথিল
পূর্ব মগধীয়
ওড়িয়া
বঙ্গ-অসমীয়
বাঙ্গালা
অসমীয়া

দশম অধ্যায়

৪. নব্য ভারতীয়-আর্য

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষ স্তর অর্বাচীন অপভ্রংশ বিভিন্ন প্রদেশে ও অঞ্চলে কালগত ও স্থাননিবদ্ধ রূপান্তর পাইয়া বাঙ্গালা-হিন্দী-পাঞ্জাবী-সিন্ধী-মারাঠী প্রভৃতি নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় পরিণত হইল। ঠিক একই সময়ে না হইলেও, মোটামুটি বলা চলে যে, অপভ্রংশ হইতে আধুনিক ভাষাগুলি উদ্ভব দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল। এ পরিবর্তন অবশ্যই একদিনে অকস্মাৎ হয় নাই, এবং নব্য ভারতীয়-আর্যের হইতে অর্বাচীন অপভ্রংশের পরিণত রূপ 'অবহট্‌ঠ' বা 'লৌকিক'এর পার্থক্য প্রায়ই সূক্ষ্ম বিচার নহিলে ধরা পড়ে না। ইহার একটা কারণ সাহিত্যিক ভাষার রক্ষণশীলতা, আর একটা কারণ নব্য ভারতীয়-আর্য সাহিত্যে লৌকিকের স্থায়ী প্রভাব। নব্য ভারতীয়-আর্যের প্রথম লেখকেরা অনেকেই লৌকিকেরও অনুশীলন করিতেন।[১]

(ক) নব্য ভারতীয়-আর্যের সাধারণ লক্ষণ

(১) মধ্য ভারতীয়-আর্যের যুগ্ম ব্যঞ্জন (—প্রাচীন ভারতীয়-আর্য যুক্ত ব্যঞ্জন হইতে সমীভূত অথবা নূতন উদ্ভূত—) প্রায়ই একটিমাত্র ব্যঞ্জনে পরিণত হইল এবং পূর্ববর্তী হ্রস্ব দীর্ঘ হইল।[২] যেমন সং পক্ক- > প্রা পক্‌ক- > বা, হি পাক; দীর্ঘ- > দিগ্‌ঘ- > দীঘ; বল্‌গা > বগ্‌গা > বাগ; নৃত্য > নচ্চ- > নাচ; কক্ষ- > কক্‌খ- (কংখ-), কচ্ছ- > কাখ (কাঁখ), কাছ; মধ্য- > মজ্‌ঝ- > মাঝ; নিত্য- > নিত্ত- > নীত; ক্ষুদ্র- > খুদ্দ- > খুদ।

অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে যুগ্ম ব্যঞ্জন সরল হইলে পূর্ববর্তী হ্রস্ব (সংবৃত) অ-কার দীর্ঘ অ-কারে পরিণত হইয়াছিল। (লেখায় দীর্ঘ অ-কার দেখাইবার উপায় নাই।) যেমন সর্ব- > সব্ব- > সব; নষ্ট- > নট্‌ঠ- > নট (বিবৃত উচ্চারণে 'নাট'); অর্ধ- > অদ্ধ- > প্রা-বা অধ (বিবৃত উচ্চারণে 'আধ');[৩] প্রা জত্তক-, তত্তক- > বা জত, তত। সিন্ধীতে সরলীভূত যুগ্ম ব্যঞ্জনের পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয় নাই। যেমন সং রক্ত- > প্রা রত্ত- > সি রতু; অদ্য > অজ্জ > অজু; অষ্ট > অট্‌ঠ > অঠ।

---

১ পরে প্রাচীন বাঙ্গালার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২ লেখায় অনেক সময় দীর্ঘস্বর দেখানো হয় না।

৩ ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত লিপিতে যথাক্রমে sɔ:b, nɔ:tɔ, ɔ:dhɔ

উত্তরপশ্চিমা বরাবরই ধ্বনিপদ্ধতিতে অনেকটা রক্ষণশীল। তাই পাঞ্জাবীতে এবং পশ্চিমা হিন্দীর কোন কোন বিভাষায় অর্বাচীন অপভ্রংশের যুগ্ম ব্যঞ্জন রহিয়া গিয়াছে। যেমন সং কর্মন্- > প্রা কম্ম- > পা কম্ম্ ; রক্ত- > রত্ত্ ; অদ্য > অজ্জ > অজ্জ্ ; অষ্ট > অট্‌ঠ > অট্‌ঠ্।

২. যুগ্ম ব্যঞ্জনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী নাসিক্যধ্বনি (ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্, ং) ক্ষীণ হইয়া আসিয়া পরিশেষে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করিয়া দিয়া (সিন্ধী প্রভৃতি ছাড়া) অন্যত্র লুপ্ত হইয়াছে। যেমন সং, প্রা দন্ত- > প্রা-বা দান্ত > আ-বা দাঁত ; সং সন্ধ্যা > প্রা সঞ্ঝা > বা সাঁঝ ; সং কণ্টক- > প্রা কণ্টঅ- > সি কিণ্ডো, বা কাঁটা ; সং ; হেমন্ত- > প্রা হেবঁন্ত- > প, নে হিউন্দ্, বা হেঁওৎ ; সং, প্রা কম্প- > সি, প কম্ব্, বা কাঁপ ; সং, প্রা দণ্ড- > বা দাঁড়।

৩. পদমধ্যগত 'ই (ঈ)+অ (আ), এবং 'উ (ঊ)+অ (আ)' যথাক্রমে 'ই (ঈ)' এবং 'উ (ঊ)' হইল। যেমন সং ঘৃত- > প্রা ঘিঅ- > ঘী ; মৃত্তিকা > মট্টিআ > মাটী।

৪. পদান্ত স্বরধ্বনি বিকৃত অথবা লুপ্ত হওয়ার পূর্বতন লিঙ্গপার্থক্য প্রায়ই রহে নাই। ক্লীবলিঙ্গ রহিয়া গেল শুধু গুজরাটী-মারাঠিতে (যেমন দহী < দধি)। সিংহলীতে নূতন করিয়া দুই লিঙ্গের সৃষ্টি হইল, সপ্রাণ ও অপ্রাণ। অপর ভাষাগুলিতে রহিল শুধু পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু সে লিঙ্গবিভেদ ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নয়। '-ই (-ঈ), -উ (-ঊ)' -অন্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া গেল। যেমন পুংলিঙ্গ অগ্নি-, *অগ্নিক- > প্রা- বা আগি, হি আগ, পা অগ্গ। একই পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ শব্দ কোথাও পুংলিঙ্গ আর কোথাও স্ত্রীলিঙ্গ হইল। (যেমন, পুংলিঙ্গ ইক্ষু-, *উক্ষু- > স্ত্রীলিঙ্গ ইখ, উখ (হিন্দী), উস (গুজরাটী), পুংলিঙ্গ ইক্‌খ (পাঞ্জাবী), ঊস (মারাঠী) ; ক্লীবলিঙ্গ দধি > স্ত্রীলিঙ্গ দহী, দহীঁ (পাঞ্জাবী), ডহী (সিন্ধী), পুংলিঙ্গ দহী (হিন্দী)। অ-কারান্ত শব্দও ক্বচিৎ লিঙ্গ পরিবর্তন করিল। যেমন পুংলিঙ্গ দেহ- > স্ত্রীলিঙ্গ দেহ (হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী)।

৫. প্রাচীন শব্দরূপের যেটুকু চিহ্নাবশেষ অপভ্রংশে ছিল, পদান্ত স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ফলে সেটুকুও প্রায় মুছিয়া গেল। লুপ্ত প্রাচীন কারক-বিভক্তির স্থানে দেখা দিল অনুসর্গ ও অনুসর্গ-জাত কয়েকটি নূতন কারকবিভক্তি। প্রাচীন বিভক্তির মধ্যে রহিল শুধু প্রথমায় '-ই, -উ, -এ', তৃতীয়ায় '-এঁ (-এ)', ও সপ্তমীতে -'ই -এ'। দৈবাৎ ষষ্ঠীর একবচনের ও বহুবচনের বিভক্তিও রহিয়া

গিয়াছে। যেমন, চৌরস্য > চুরস্ (কাশ্মীরী), চোরেস্ (জিপ্‌সী), ক্ষণস্য > খনহ (প্রত্ন বাঙ্গালা), *দেবাস (=দেবস্য) > দেবা (মারাঠী); চৌরাণাম্ > চুরন্ (কাশ্মীরী); দেশানাম্ > ডেহনে (সিন্ধী); গৃহাণাম্ > ঘরাঁ (পাঞ্জাবী-গুজরাটী-রাজস্থানী), ঘরন্, ঘরউ, ঘরোঁ (পশ্চিমা হিন্দী)।

নবজাত কারক-বিভক্তিগুলির অধিকাংশই ষষ্ঠী-চতুর্থীর, সপ্তমী-তৃতীয়ার অথবা পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত প্রত্যয় অথবা প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ কিংবা অনুসর্গ-জাত। কয়েকটি বিভক্তির মূল হইতেছে স্থানবাচক অথবা অঙ্গবাচক শব্দ। যেমন সপ্তমীতে অন্তঃ > -ত (বাঙ্গালা-অসমীয়া), -আঁত (পাঞ্জাবী); *মধ- (=মধ্য) > -মঁ, -মে (হিন্দী-গুজরাটী)। তৃতীয়া-পঞ্চমী-সপ্তমীতে সম- > -সোঁ, -সে (হিন্দী)। তৃতীয়ায় কর্ণ- (অথবা পর্ণ-) > -নে (হিন্দী-গুজরাটী)। অপর বিভক্তি প্রধানত 'কৃ' অথবা 'দা' কিংবা 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কৃত্য, নিষ্ঠা অথবা শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন। যেমন কৃত্য- > -চা, -চী, -চে (মারাঠী, ষষ্ঠী); কার্য- > -জো, -জী (সিন্ধী, ষষ্ঠী); কর- > -(অ)র (বাঙ্গালা-অসমীয়া-ওড়িয়া, ষষ্ঠী); কার- > -আর (বাঙ্গালা, ষষ্ঠী); *কের- > -এর (ঐ, ঐ), -কের (রাজস্থানী-বাঙ্গালা, ঐ); কৃত- > -ক (বাঙ্গালা-ওড়িয়া, ষষ্ঠী-চতুর্থী), -কো. -কা, -কী (হিন্দী, ঐ); *দিত-, *দাত- (=দত্ত) > -দা (পাঞ্জাবী, ষষ্ঠী); *সংক- (=সন্ত্+ক) > -সাক (অসমীয়া, ষষ্ঠী)।

৬. রূপতত্ত্বের বিচারে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় দুইটি মাত্র কারক—কর্তা বা মুখ্য (Direct) কারক, এবং তির্যক বা গৌণ (Oblique) কারক। প্রাচীন প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তি (কর্তৃকারকের অর্থে ব্যবহৃত) মিলিয়া মুখ্য কারক হইয়াছে এবং ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি মিলিয়া গৌণ কারক হইয়াছে। অনুসর্গ ও অনুসর্গ-জাত নূতন বিভক্তিগুলি গৌণ কারকেই ব্যবহৃত হয়।

৭. সিন্ধী-মারাঠী-পশ্চিমা হিন্দী ছাড়া অন্যত্র মুখ্য কারকে একবচন-বহুবচনের পার্থক্য লুপ্ত হওয়ায় বহুত্ববাচক শব্দযোগে অথবা সম্বন্ধ পদ হইতে বহুবচন সৃষ্ট হইয়াছে। যেমন মানব- > -মান (ওড়িয়া 'পুরুষমান')। বহুল- > -বোর (অসমীয়া); সন্ত- > -হঁৎ (ঐ)। সম্বন্ধপদ হইতে—লোকেরা (বাঙ্গালা); লোকনি (মৈথিলী, < লোকানাম্); ঘোড়বন্ (পূর্বী হিন্দী, < ঘোটকানাম্)।

সিন্ধী-মারাঠীতে এবং কতকটা পশ্চিমা হিন্দীতে প্রথমার বহুবচনের প্রাচীন রূপ রক্ষিত আছে। যেমন সিন্ধীতে পিউ (< পিতা), পিউর (< পিতরঃ);

ডেহু (< দেশঃ), ডেহ (< দেশাঃ) ; মারাঠীতে মাল্ (< মালা), মালা (> মালাঃ) ; রাৎ (< রাত্রিঃ), রাতী (< রাত্রয়ঃ) ; সুৎ (< সূত্রম্), সুতেঁ (< সূত্রানি) ; পশ্চিমা হিন্দীতে বাৎ (< বার্তা), বাতই > বাতেঁ (< *বার্তানি = বার্তাঃ)।

কোথাও কোথাও তৃতীয়ায় বহুবচনের পদ রহিয়া গিয়াছে। যেমন ওড়িয়া পুরুষে (< পুরুষেভিঃ = পুরুষৈঃ) ; পূর্বী হিন্দী ঘোড়বে (< *ঘোটকেভিঃ = ঘোটকৈঃ) ; পশ্চিমা হিন্দী ঘোড়হি > ঘোড়ে (< *ঘোটেভিঃ = ঘোটকৈঃ)।

৮. নব্য ভারতীয়-আর্যভাষায় কালের (Tense) ও ভাবের (Mood) মধ্যে শুধু কর্তৃ- ও কর্মভাব-বাচ্যে বর্তমান কালের (দৈবাৎ ভবিষ্যৎ কালেরও) এবং অনুজ্ঞার রূপ যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে। সর্বত্র নিষ্ঠা অথবা শতৃ প্রত্যয়ের যোগে অতীত কালের এবং কখনো কখনো কৃত্য ('-তব্য') অথবা শতৃ প্রত্যয়ের যোগে ভবিষ্যৎ কালের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেমন চলিত- (√চল্) > চলি (বা), চল্লিআ (পা), হলিও (সি), চলিল (বা-অ-উ), চলল্ (বিহারী), চললা (মা), চালেল্ (গুজ), হল্যলু (সি) ; চলিতব্য- > চলিব (বা-অ-উ), চলব (বিহারী) ; ভবন্ত্- > হইত (বা), হোত্ (মৈ)। ভবিষ্যৎ কালের প্রাচীন রূপ রহিয়া গিয়াছে পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে ও গুজরাটীতে। যেমন মারয়িষ্যতি > মরেসী (পা), মার্‌শে (গুজ)।

৯. নব্য-ভারতীয়-আর্যভাষার মধ্য স্তর হইতে দেখা দিল যৌগিক (সম্পন্ন ও অসম্পন্ন) কাল, মূল ধাতুর (নিষ্ঠা অথবা শতৃ প্রত্যয়-জাত) অসমাপিকার সহিত 'অস্', 'ভূ' অথবা 'স্থা' ধাতুর পদ যোগ করিয়া। যেমন গত + √অস্- > গিয়াছে (বা) ; গত + √ভূ- (√অস্-) > গয়া হৈ (হি) ; গত + √স্থা- > গয়া থা (হি) ; জানন্ত্ + √অস্- > জানিতেছিল ; জানন্ত্ + √ভূ- (অস্-) > জান্‌তা হৈ (হি) ; জান্‌দা সী (প) ; জানন্ত্ + √স্থা- > জান্‌তা থা (হি) ॥

২. নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ

হোর্নলেকে (R. Hoernle) অনুসরণ করিয়া গ্রীয়র্সন (G. A. Grierson) নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলিকে **বহিরঙ্গ (Outer)** ও **অন্তরঙ্গ (Inner)** এই দুই গুচ্ছে ভাগ করিয়াছেন। পশ্চিমা হিন্দী ও তৎসম্পৃক্ত উপভাষাগুলি এবং পাঞ্জাবী

অন্তরঙ্গ, আর কাশ্মীরী-সিন্ধী-মারাঠী-বাঙ্গালা-ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাগুলি বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ-ভাষী আর্যেরা ভারতবর্ষে আগে আসিয়াছিল এবং অন্তরঙ্গ-ভাষী আর্যেরা পরে আসিয়া তাহাদের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের চারিদিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়।—এই অনুমানের উপর এই শ্রেণীবিভাগ কল্পিত। আর্যেরা সকলে এক দলে একই সময়ে আসে নাই, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে আসিয়াছিল,—একথা ঠিক। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় একাধিক উপভাষা ছিল,—তাহাও সত্য। কিন্তু নব্য ভারতীয়-আর্যভাষার মূলে যে কেবল দুইটিমাত্র উপভাষা বা উপভাষাগুচ্ছ ছিল সে তো অনুমান। তাহার সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ নাই। মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষায় উপভাষা-ভেদ আছে, সেগুলি সরাসরি বৈদিক-সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এবং সে উপভাষার কোন কোনটির সঙ্গে ইরানীয় শাখার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল,—ইহা যথার্থ। তবুও মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষাগুলির বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ বিভাগ খুব যুক্তিসহ নয়।

গ্রীয়র্সনের মতে বহিরঙ্গ নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার সাধারণ লক্ষণ এইগুলি।—(১) পদান্ত ই-কার উ-কার ও এ-কারের অলোপ (যেমন, কা অছি, সি অখি, বিহারী আঁখি, বা আঁখি < অক্ষি); (২) অপিনিহিতি; (৩) ইকার ও উকারের যথাক্রমে একার ও ওকার রূপে উচ্চারণ; (৪) উকারের ইকারে পরিবর্তন; (৫) দ্বিস্বর ঐকারের ও ঔকারের দুই স্বরে পরিণমন (অর্থাৎ ঐ > অই, ঔ > অউ); (৬) চকারের সকারবৎ এবং জকারের জ়(z)-কারবৎ উচ্চারণ; (৭) 'ঙ, ঞ' ধ্বনির অস্তিত্ব; (৮) ল > র, ড > ড়, দ > ড, ড > দ, দ ≷ জ,-স্ব- > -ব-, স > হ, স (ষ) > শ; (৯) মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণহীনতা; (১০) যুগ্ম ব্যঞ্জনের একক ব্যঞ্জনে পরিণতি; (৯) স্ত্রীলিঙ্গে ই-কার; (১২) 'ভূ' ও 'স্থা' ধাতু হইতে উদ্ভূত শব্দের দ্বারা পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রকাশ; (১৩) অনুসর্গস্থানীয় শব্দ-যোগে বহুবচনের পদ গঠন; (১৪) সকর্মক ধাতুর অতীত-কালে কর্তায় তৃতীয়া, এবং কর্মের বিশেষণ রূপে নিষ্ঠান্ত শব্দের ব্যবহার (১৫) তদ্ধিত '-ল-' প্রত্যয়ের প্রয়োগ; এবং (১৬) 'আছ্' ধাতুর ব্যবহার।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে এই লক্ষণগুলিকে বহিরঙ্গ ভাষাগুচ্ছের সাধারণ অথবা বিশেষ লক্ষণ কিছুই বলা চলে না। মারাঠী-সিন্ধীতে অপিনিহিতি নাই। 'উ > ই, ঐ > অই, ঔ > অউ' পশ্চিমা হিন্দীতেও অজ্ঞাত নয়। 'চ > স' এবং 'জ > জ়', শুধু পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার ও অসমীয়ার বিশেষত্ব। 'ল > র, ড > ড়' সিন্ধী-বিহারীর মতো পশ্চিমা

হিন্দীরও বিশেষত্ব। 'দ > জ' নিতান্ত দুর্লভ ধ্বনিপরিবর্তন ; এটিকে কোন ভাষার বা ভাষাগুচ্ছের বিশিষ্ট লক্ষণ বলা চলে না। '-ম্ব- > -ব-, স > হ' পশ্চিমা হিন্দীতেও পাই। 'স (ষ) > শ' মাগধী প্রাকৃতেরই বিশেষত্ব। মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণহীনতা বাঙ্গালার সাধারণ বিশেষত্ব নয়, পদাদিতে তো হয়ই না, এবং এ ব্যাপার পশ্চিমা হিন্দীতে অসুলভ নয়। যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলতা অন্তরঙ্গ ভাষাগুচ্ছে যথেষ্ট দেখা যায়। স্ত্রীলিঙ্গে ই-কার অন্তরঙ্গ ভাষাগুলিতে অজ্ঞাত নয়। তদ্ধিত '-ল-' প্রত্যয় অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ নির্বিশেষে পাওয়া যায় ॥

৩. নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার বিবরণ

ইরানীয়-প্রভাবিত (অর্থাৎ গ্রীয়র্সনের দরদীয়) ভাষার মধ্যে প্রধান হইতেছে কাশ্মীর অঞ্চলের মুখ্য ভাষা **কাশ্মীরী**। অনেক কাল হইতেই কাশ্মীরীতে সাহিত্যসৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। তবে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন চতুর্দশ শতাব্দের রচনা,—শৈবতন্ত্রাচার্যা লল্লার লেখা কয়েকটি কবিতা। আগে কাশ্মীরী লেখা হইত ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত শারদা লিপি অক্ষরে, এখন লেখা হয় ফারসী অক্ষরে।

পাঞ্জাবের প্রধান ভাষা দুইটি, **পশ্চিমা পাঞ্জাবী** বা **লহন্দী**, এবং **পূর্বী পাঞ্জাবী** বা **হিন্দকী**[১]। দুই পাঞ্জাবীই অনেকটা প্রাচীনপন্থী। ইহাতে প্রাকৃতের যুক্ত ব্যঞ্জন এখনও রক্ষিত আছে (যেমন রক্ত > রত্ত্), এবং অনেক সময় একক ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয় (যেমন উপর > উপ্পর)। পশ্চিমা পাঞ্জাবী লেখা হয় সাধারণত শারদা হইতে উদ্ভূত লণ্ডা অক্ষরে, অথবা ফারসী অক্ষরে। পূর্বী পাঞ্জাবী লেখা হয় লণ্ডারই দেবনাগরী-প্রভাবিত রূপান্তর গুরুমুখী অক্ষরে। পশ্চিমা পাঞ্জাবীর তুলনায় পূর্বী পাঞ্জাবীতে কিছু পরিমাণে সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে। শিখদের ধর্মপুস্তক 'আদিগ্রন্থ' বা 'গ্রন্থসাহেব' পূর্বী পাঞ্জাবীর প্রাচীনতম পুস্তক (ষোড়শ শতাব্দ), কিন্তু এই সঙ্কলনটির পাঞ্জাবী অংশের ভাষা পশ্চিমা হিন্দী-মিশ্রিত।

সিন্ধু প্রদেশের ও কচ্ছের ভাষা **সিন্ধী** আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরানো ধরণের। ইহাতে সরলীভূত যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় নাই, পদের অন্তস্থিত ই-কার ও উ-কার লুপ্ত হয় নাই, র-কারযুক্ত ব্যঞ্জনও অনেক সময় সমীভূত হয় নাই। 'ন্দ্' ছাড়া দন্ত্য বর্ণ মূর্ধন্য হইয়াছে,

---

[১] 'হিন্দকী' নামটি আসিয়াছে পহ্লবী শব্দ 'হিন্দগী' (অর্থ—হিন্দুদেশীয়) হইতে। পহ্লবী শব্দটি ফারসীতে হইয়াছে 'হিন্দূঈ', তাহা হইতে 'হিন্দী' শব্দটি উৎপন্ন।

এবং চতুর্থ বর্ণ—ঘ, ঝ, ধ, ভ—যথাক্রমে কণ্ঠনালীয়স্পর্শযুক্ত তৃতীয় বর্ণ=গ', জ', ড', ব'—হইয়াছে। সিন্ধী লেখা হয় ফারসী অক্ষরে। পাঞ্জাবীর সঙ্গে সিন্ধীর অনেক বিষয়ে মিল আছে।

রাজস্থানে অর্থাৎ রাজপুতনায় প্রচালত ভাষাগুলি **রাজস্থানী**-গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে **পশ্চিমা রাজস্থানী** বা **মাড়োয়াড়ী** ভাষাই প্রধান। এই ভাষার সঙ্গে **গুজরাটীর** সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। রাজস্থানী-গুজরাটীর প্রাচীনতর এবং সাধারণ রূপ **প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী**। মাড়োয়াড়ীতে রচিত পুরানো গাথা কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

গুজরাটীতে লেখা গদ্য ও পদ্য রচনা চতুর্দশ শতাব্দ হইতে পাওয়া যাইতেছে। জৈনরাই প্রথমে গুজরাটীতে সাহিত্যচর্চা শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দের দিকে গুজরাটী পশ্চিমা রাজস্থানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ ভাষায় পরিণত হয়। গুজরাটীর প্রাচীনতম নিদর্শন ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুগ্ধাববোধ-ঔক্তিক' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

হিমালয়ের পশ্চিম ও মধ্য অংশে **পাহাড়ী** ভাষা বলা হয়। **কুমায়ুনী, গাড়োয়ালী** ও **নেপালী** ইহার অন্তর্গত। তাহার মধ্যে **নেপালী** বা **খস্‌কুরা** প্রধান। নেপালে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত মৈথিল ভাষা প্রধানত, এবং পূর্বী হিন্দী ও বাঙ্গালা অংশত, সাহিত্যের ভাষা ছিল।

পশ্চিমা হিন্দীর অনেকগুলি উপভাষা ও বিভাষা আছে। যেমন **বঙ্গারু** বা **হরিয়ানী, কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাখা, কনৌজী** ও **বুন্দেলী**। এগুলির মধ্যে প্রাচীনত্বে ও সাহিত্য-গৌরবে প্রধান হইতেছে ব্রজমণ্ডলের (অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের) **ব্রজভাখা** (অর্থাৎ "ব্রজভাষা")। চন্দ্ বর্দাই বিরচিত (ত্রয়োদশ শতাব্দ) 'প্রিথীরাজ-রাসৌ' কাব্যের ভাষা মূলে ছিল অবহট্‌ঠ। দক্ষিণী কবি আমীর খুস্‌রৌর কবিতা ছাড়া পশ্চিমা হিন্দীর প্রাচীন রচনা প্রায় সবই ব্রজভাষায়। **উর্দু** হিন্দুস্থানীরই বিভাষা। ইহাতে আবরী ও ফারসী শব্দের প্রাচুর্য আছে এবং ইহা লেখা হয় ফারসী অক্ষরে। উর্দু আসলে "মুসলমানী হিন্দী" বা "মুসলমানী হিন্দুস্থানী"।

পূর্বী হিন্দী বা **কোশলী** ভাষাগুচ্ছের মধ্যে প্রধান তিনটি: **অবধী, বঘেলী** ও **ছত্তিশগড়ী**। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে অযোধ্যা প্রদেশের ভাষা **অবধী**। এই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য ঐশ্বর্যবিহীন নয়। মালিক মুহম্মদ

জায়সীর 'পদুমাবতী' (ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ) এবং তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' (ঐ শেষ ভাগ) প্রাচীন অবধী সাহিত্যের সম্পদ।

মারাঠী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কয়েকটি অনুশাসনে। জ্ঞানদেব রচিত গীতার টীকা 'জ্ঞানেশ্বরী' (১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত, ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত) মারাঠী ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ। মারাঠীতে কিছু কিছু প্রাচীনত্ব দেখা যায়। ইহাতে পদের শেষে ই-কার ও উ-কার প্রায়ই লুপ্ত হয় নাই। ক্লীবলিঙ্গ অ-কারান্ত শব্দের বহুবচন মারাঠীতেই রক্ষিত আছে।

কোঙ্কন অঞ্চলের ভাষা **কোঙ্কনী** সাধারণত মারাঠীর উপভাষা রূপে গণ্য হয়। অনেকে এটিকে স্বতন্ত্র নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা বলিয়া মনে করেন। গোয়ার খ্রীষ্টানদের দ্বারা কোঙ্কনীর চর্চা শুরু হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দ হইতে।

মগধীয় ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ হইতেছে '-ল' প্রত্যয় দিয়া অতীত-কাল এবং '-ব' প্রত্যয় দিয়া ভবিষ্যৎ-কাল গঠন, এবং অতীত-কালের প্রথম পুরুষে সকর্মক অকর্মক ক্রিয়ার রূপভেদ। যেমন, বাঙ্গালা—দেখলে, চল্‌ল ; ভোজপুরিয়া —দেখলে, চলল্ ; অসমীয়া—দেখিলে, চলিল্ ; মৈথিল—দেখলক্, চলল্। পূর্বী-বর্গের ভাষা হইতেছে ভোজপুরিয়া (পাশ্চাত্য পূর্বী), মৈথিল ও মগহী (মধ্য পূর্বী), এবং বাঙ্গালা, ওড়িয়া ও অসমীয়া (প্রাচ্য পূর্বী)।[১] **ভোজপুরিয়া** যে অঞ্চলে বলা হয় তাহার কেন্দ্র হইতেছে কাশী। এই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি তেমন কিছু হয় নাই। মাগধীর নামধারী বংশধর, অর্থাৎ মগধ অঞ্চলের ভাষা, **মগহী**, একেবারেই সাহিত্যসৃষ্টিবিহীন। মিথিলার ভাষা **মৈথিলে** প্রাচীনকাল হইতে সাহিত্যচর্চা শুরু হইয়াছিল। ইহাতে প্রাচীনতম রচনা পদ্যে উমাপতি ওঝার 'পারিজাতহরণ' নাটকের পদাবলী এবং গদ্যে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণরত্নাকর' (চতুর্দশ শতাব্দের প্রথম পাদ)। পঞ্চদশ শতাব্দের সুবিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিশিষ্ট প্রাচীন কবিদের অন্যতম।

ওড়িয়া-অসমীয়ার সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। আদিতে এই তিনটি একই ত্রিস্রোত ভাষা ছিল। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দের পর হইতে **ওড়িয়া** ধারা দূরে সরিতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দের তাম্রশাসনে ওড়িয়ার প্রাচীনতম নিশ্চিত নিদর্শন মিলিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দে লেখা ছোটখাট রচনা কিছু পাওয়া গিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে পুরানো ওড়িয়া সাহিত্যের সমৃদ্ধি হয়। জগন্নাথদাসের ভাগবতের অনুবাদ

১ পাশ্চাত্য ও মধ্য পূর্বীর সাধারণ নাম 'বিহারী'।

ষোড়শ শতাব্দের প্রথমভাগের রচনা। ওড়িয়া ভাষায় কালগত ধ্বনিপরিবর্তন বাঙ্গালার তুলনায় খুব অল্প হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দের পরে **অসমীয়ার** ধারা বাঙ্গালা হইতে দূরগত হইয়াছে। বাঙ্গালার কামরূপী উপভাষা হইতে অসমীয়ার পার্থক্য খুব বেশি নয়। চট্টগ্রামী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা সাধু-ভাষার যে সম্বন্ধ অসমীয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার অপেক্ষা নিকটতর। আধুনিক কালে প্রচুর দেশি শব্দ গৃহীত হওয়ার অসমীয়া কামরূপী হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। আসামে সমৃদ্ধ প্রাচীন সাহিত্য পাইতেছি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দ হইতে—মাধবকন্দলীর রামায়ণ, শঙ্করদেব মাধবদেব প্রভৃতির পদাবলী, নাটপালা, শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনী, ইত্যাদিতে। ষোড়শ শতাব্দ হইতে বিস্তৃত গদ্যরচনাও মিলিতেছে।

সিংহলের ভাষা **সিংহলীর** মূলে ছিল মধ্য ভারতীয়-আর্যের প্রাচ্য (গ্রীয়র্সনের মতে পাশ্চাত্য) উপভাষা। যে-সকল আর্যভাষী প্রথমে সিংহলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল তাহাদের দ্বারাই মধ্য ভারতীয়-আর্যের প্রাচ্য উপভাষা সিংহলে নীত হয় (আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে)। সিংহলীর প্রাচীনতম রূপ **এলু** (Elu) সিংহলের অবহট্‌ঠের তুল্য। অষ্টম শতাব্দী হইতে প্রাচীন সিংহলীর নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। অপর ভারতীয়-আর্য ভাষা হইতে সিংহলী কতকটা পৃথক্ ধারায় বিকশিত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে পালির ও সংস্কৃতের অপর দিকে তামিলের প্রভাব প্রচুর পড়িয়াছে।

ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, এবং পশ্চিম এসিয়ার মধ্যে আর্মেনিয়ায়, তুর্কীতে এবং সিরিয়ায়, যে **জিপ্‌সী (Gypsy)** বা **যাযাবরী** ভাষা চলিত আছে তাহাও আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষার মধ্যে পড়ে। এই যাযাবরদের পূর্বপুরুষ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে দল বাঁধিয়া বিনির্গত হইয়াছিল। তাই আধুনিক উত্তরপশ্চিমা আর্যভাষার সঙ্গে জিপ্‌সী ভাষাগুলির সম্পর্ক নিকটতর। এসিয়া-ইউরোপের অপর ভাষার বহু শব্দ জিপ্‌সীতে ঢুকিয়া গিয়াছে, এবং ক্বচিৎ ব্যাকরণের ধাঁচও বদলাইয়াছে। বাঙ্গালার সঙ্গেও জিপ্‌সীর বেশ মিল পাওয়া যায়। যেমন, 'মই' (আমি), 'অমে' (আমরা), 'রা কের' (= রা কাড়া, কথা বলা), 'সাপ্‌নী' (সাপিনী), 'সুতিলো' (ঘুমন্ত), 'তুমে দুই' (তোমরা দুইজন); 'অচ্ কেরে' (= আছ ঘরে, ঘরে থাক্), 'দুই দিবেসা গিলে' (দুই দিবস গেলে), ইত্যাদি।

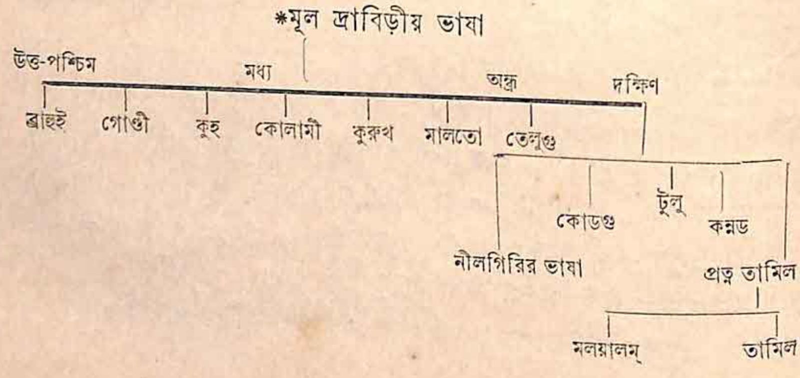
নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষার গোত্রসম্পর্ক ১২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছকে দ্রষ্টব্য ॥

৪. দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। কিন্তু মধ্য, উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব-ভারতেও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার অস্তিত্ব আছে। দক্ষিণ ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে কথিত দ্রাবিড় ভাষা প্রধানত চারিটি : তেলুগু, তামিল, কন্নড (কানাড়ী) ও মলয়ালম্‌ (মলয়ালী)। তাহা ছাড়া আছে টুলু, টোডা, কোটা, কুডগু (কূর্গী) ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যে, মধ্যভারতে, মধ্যপ্রদেশে, উড়িষ্যায় ও বিহারপ্রান্তে বলা হয় খোঁড়, গোঁড় (গোণ্ড), কুরুখ (ওরাওঁ), কুই, কোলামি ইত্যাদি। বেলুচিস্থানে কথিত **ব্রাহুই** আর বাঙ্গালায় রাজমহল পাহাড়ে কথিত **মাল্‌তো (মালপাহাড়ী)** দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা।

তেলুগু অন্ধ্র প্রদেশে এবং পার্শ্ববর্তী কোন কোন প্রদেশে প্রচলিত। তেলুগু দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে সর্বাধিক সংস্কৃত-প্রভাবিত। এ ভাষায় ভালো সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে। **তামিল** ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তের পূর্বার্ধের ভাষা, সিংহলের উত্তরাংশেও প্রচলিত। তামিলে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন তামিলেই পাওয়া যায়। **কন্নড** বলা হয় দক্ষিণাত্যের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশে ও মহীশূর প্রদেশে। এ ভাষাও সংস্কৃত-প্রভাবিত, এবং ইহাতে উন্নত সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে। **মলয়ালম্‌** কেরল প্রদেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তের পশ্চিমার্ধের ভাষা। ইহাতে পরবর্তী কালে ভালো সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে। বাকি দ্রাবিড়ীয় ভাষা প্রায় সবই অনুন্নত। **টোডা** ও **কোটা** বলা হয় নীলগিরি অঞ্চলে, আর **কুডগু** বলা হয় কূর্গে। কুডগু ও কন্নডের মাঝামাঝি স্থানে **টুলু** বলা হয়।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ নিম্নের ছকে দ্রষ্টব্য।



৫. ভারতীয়-আর্য ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব

পণ্ডিতদের মতে, আর্য-ভাষীরা যখন ভারতবর্ষে আসিয়া অভিনিবিষ্ট হয় তখন দ্রাবিড় ভাষা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আর্যভাষা ভারতবর্ষে প্রথম হইতেই দ্রাবিড়ীয় ভাষার সম্পর্কে আসিয়াছিল। তাই ভারতীয়-আর্য ভাষার দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ক্রমবর্ধমান ভাবে পড়িতে থাকে। অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় আর্য-ভাষার মূর্ধন্য ধ্বনি (ট ঠ ড ঢ ণ ড় ঢ় ষ) দ্রাবিড়ীয় প্রভাবেই উৎপন্ন। এ অনুমানের পক্ষে যুক্তির অভাব আছে। ভারতবর্ষে আসিবার আগেই ষ-ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছিল। দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ব্যতিরেকেও অন্যত্র (যেমন সুইডিশ ভাষায়) দন্ত্য ধ্বনি হইতে মূর্ধন্য ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব কোথায় এবং কিভাবে পড়িয়াছে তাহা বলা দুষ্কর। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের আগে দ্রাবিড় ভাষার নিদর্শন পাই না। তখনই এ ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব আসিয়া গিয়াছে। তবে এইটুকু বলা নিরাপদ যে, প্রাকৃত ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়াপদের স্থানে নামপদের (নিষ্ঠান্ত ও শত্রন্ত) ব্যবহার দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের অপরোক্ষ ফল হইতে পারে। দ্রাবিড় প্রভাবের সাক্ষাৎ ফল পাইতেছি শব্দকোষে। খ্রীষ্টপূর্ব তিন-চার শতাব্দের মধ্যে প্রচুর দ্রাবিড়ীয় শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ অনেক শব্দ তদ্ভব রূপে নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় চলিয়া আসিয়াছে। উদাহরণ দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ মনে করেন যে বাঙ্গালায় শব্দে বহুবচনের '-গুলা, -গুলি' বিভক্তি দ্রাবিড়ীয় ভাষার (তামিলের) বহুবচনের '-গল্' বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। এ মত গ্রহণযোগ্য নয় এই কারণে যে, বাঙ্গালায় বিভক্তিটি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের আগে উদ্ভূত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভবের অনেককাল আগেই দ্রাবিড়ীয় ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালায় আর্য ভাষার যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছিল। সুতরাং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দে নূতন করিয়া দ্রাবিড়ীয় প্রভাব আগমন কল্পনা অনুচিত। তাহা ছাড়া বাঙ্গালা বিভক্তিটি সংস্কৃত 'কুল' ('সমূহ' অর্থে) হইতে আগত মনে করিলে বিশেষ দোষ হয় না॥

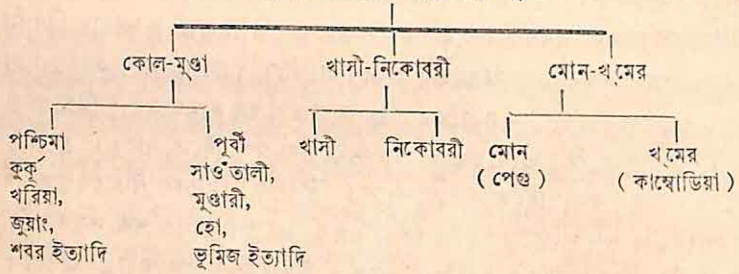
৬. অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা ও তাহার প্রভাব

অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা একদা সমগ্র উত্তর ভারতে এবং মধ্য ভারতে প্রচলিত ছিল। এই ভাষা ভারতীয়-আর্য ভাষাকে বিশেষ করিয়া নব্য আর্য ভাষাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। এ ভাষাগুলির কোনটিই উন্নত নয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে কোনটিই লেখা হয় নাই। তবে নৃতত্ত্বের সিদ্ধান্তে, আমাদের আচারে বিচারে, এবং জীবনদৃষ্টি-ভঙ্গিতে, অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব অনুমিত হয়। যথেষ্ট

উপকরণের অভাবে ভাষাগত প্রভাব নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছে। অষ্ট্রিক ভাষা হইতে আমরা অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার শব্দভাণ্ডারের অধিকাংশ দেশি শব্দ অষ্ট্রিক ভাষা হইতে নেওয়া বলিয়া সন্দেহ হয়। যেমন ঝিঙ্গা, চিঙ্গড়ি, ঢেঁকি, ডিঙ্গা, ডাঙ্গা, ডিম্ব, ঢিল, ঢিপি, মুড়ি, হুড়ুম, মুড়কি, খড়, খুঁটি ইত্যাদি। খোকা, খুকি, কুড়ি (বিশ অর্থে) ইত্যাদি শব্দও অষ্ট্রিক-আগত বলিয়া অনুমান করা হয়। 'বঙ্গ' নামটি হয়ত এই সূত্রেই আসিয়াছে। সংস্কৃতেরও কোন কোন বিশিষ্ট শব্দ অষ্ট্রিক-আগত। যেমন নারিকেল, তাম্বূল, কদলী, গুবাক, অলাবূ ইত্যাদি।

অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার পরস্পর সম্বন্ধ নীচের ছকে দ্রষ্টব্য।

অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখা

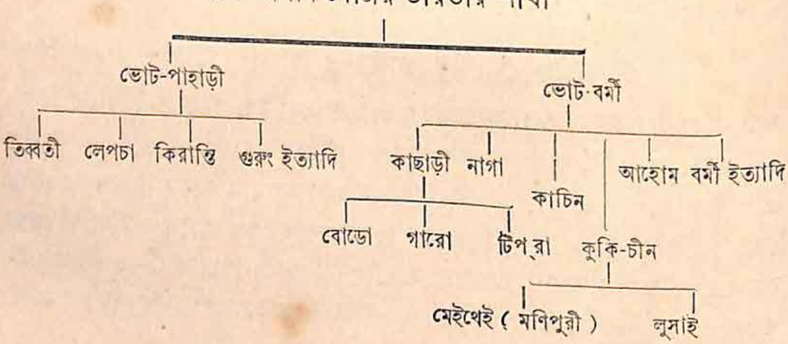


৭. ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা ও তাহার প্রভাব

ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা এখন ভারতবর্ষের হিমালয়ের পাদদেশে এবং আসাম-চীনা-বর্মা সীমান্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কিন্তু একদা যে এ গোষ্ঠীর ভাষা আরও অনেক দূর দক্ষিণেও প্রচলিত ছিল সে অনুমান করা হয় কয়েকটি বিশিষ্ট স্থাননাম হইতে।

ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ নিম্নে ছকে দ্রষ্টব্য।

ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখা



একাদশ অধ্যায়

১. বাঙ্গালা ভাষার লক্ষণ ও স্তরবিভাগ

বাঙ্গালা ভাষার যে কয়টি বিশিষ্ট লক্ষণ ইহাকে অন্যান্য নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা হইতে পৃথক্ করিয়াছে তাহা হইতেছে এই।—'-ইল, -ইব' যোগে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ ; '-ইয়া, -ইলে, -ইতে' যোগে অসমাপিকার সৃষ্টি ; '-এর' দিয়া সম্বন্ধ পদের, '-রে, 'কে, -ক' দিয়া গৌণকর্ম-সম্প্রদানের, '-তে, -ত' দিয়া অধিকরণের, '-রা' দিয়া কর্তৃকারকের বহুবচন পদের সৃষ্টি। তাহা ছাড়া বিশিষ্ট শব্দের—যেমন, 'দিয়া, করিয়া, থাকিয়া, হইতে, মাঝে, সঙ্গে, তরে, কাছে, পাশে, ঠাঁই' ইত্যাদি পদের—অনুসর্গরূপে ব্যবহার, এবং নানাবিধ শিষ্ট প্রয়োগ (ইডিয়ম)।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাওয়া যায়,—আদি, মধ্য ও আধুনিক। আদি স্তরের বাঙ্গালাকে **প্রাচীন বাঙ্গালা** বলা হয়। (আধুনিক বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে আদি ও মধ্য স্তরের বাঙ্গালাকে একযোগে **পুরানো বাঙ্গালা** বলা যায়।) আধুনিক ও মধ্য যুগের ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, মধ্য ও আদি যুগের মধ্যে পার্থক্য তাহা হইতে বেশি ছিল॥

২. প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন

বাঙ্গালা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম হইতে মধ্য-চতুর্দশ শতাব্দ (৯৫০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। আদি স্তরের অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালার প্রধান নিদর্শন হইতেছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' বইটির প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'এ সঙ্কলিত চর্যাগীতগুলি, সেগুলির টীকায় ও অন্যত্র প্রাপ্ত কয়েকটি পদ ও পদের অংশ, বৌদ্ধ কবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'এ উদ্ধৃত দুই-চারিটি কবিতা-ছত্র এবং সেকশুভোদয়ায় সঙ্কলিত কয়েকটি গান ও ছড়া।

বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের রচিত অমরকোষ-ব্যাখ্যা 'টীকাসর্বস্ব'এ (দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ) চারি শতাধিক বাঙ্গালা তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশি শব্দ পাওয়া যাইতেছে। যেমন, অম্বাড় (=আমড়া), উআরী (< উপকারিকা, =কাছারি বাড়ী), ওসার (=বস্ত্রের পরিসর), কানাজুঞি (=কেন্দাই, কেন্নো), কালজা

(< কালেয়ক, =কল্‌জে), কিঞ্চোহি (=কেঁচো), খড়কি (=পক্ষদ্বার, খিড়কি), খলি (=খইল, খ'ল), খস্থ (=খোস), খিরিসা (=ক্ষীরের পায়স), খোট (=পাখীর ঠোঁট), ঘাঘরী (=ঘুঙুর), চাল (=ঘরের ছাউনি), চিড়া (< চিপিটক), জরুড় (=জন্মাবধি লব্ধ অঙ্গচিহ্ন), জাড়ি (=জালা, বড় মাটির হাঁড়ি), জুমাল (=জোয়াল), ঝম্পাণ (=পাল্‌কি, ঝাঁপান), ঝাবু (ঝাউ গাছ), টের (< তির্যক্‌, =টেরা), তেলাকোচ (=তেলাকুচা), তেলাবনী (=তেলানী, ছোট চেপটা হাঁড়ি), পগার (< প্রাকার), পরসু (=পরশু), পাহুড় (< প্রাভৃত, =উপহার), পিচ্ছোড়ী (=পিচুড়ি), পিম্পড়ী (=পিঁপিড়া), পেড়া (< পেটক), ফড়িঙ্গ, ফোড় (< স্ফোটক, ফোড়া), বাদিয়া (=বেদে), বাহুক (বাঁক, ভারবহন দণ্ড), বেঠ (< বিষ্টি, =বেগার), বোণ্ট (=বোঁটা), মউড় (< মুকুট), মরাব (=মরাই), মাল (=সাপের রোজা), লাচ্ছ (< রথ্যা, =“গ্রামপথ”), শিহড় (শিকড়), হকার (=হাঁকার), হাথইড়া (=হাতুড়ি), ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ শতাব্দে ও তাহার পূর্ববর্তী কালে রচিত গ্রন্থে এবং রাজপ্রদত্ত ভূমিদানপত্রে কিছু দেশীয় স্থাননাম উৎকীর্ণ আছে। সেগুলির কোন কোনটিতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন রূপ প্রকটিত। যেমন, অম্বয়িল্লা (আধুনিক আমিলা, আম্‌লে), কড়ুম্বমা (আধুনিক কুড়ুম্বা), বাল্লহিট্‌ঠা (আধুনিক বালিঠা, বালুটে), বেতড্ড (আধুনিক বেতড়), মোড়ালন্দী (আধুনিক মুড়ুন্দী), ইত্যাদি।

অল্পস্বল্প বাঙ্গালা শব্দও এই তাম্রশাসনগুলিতে পাওয়া যায়। যেমন, আঢ়া (=ধানের মাপ), খাড়ী, খিল (পতিত ভূমি), গড্ডিআ (=গ'ড়ে, গেড়ে, ডোবা), জজ্যাল (বা জাঙ্গাল, আলি পথ, উঁচু রাস্তা), জোল (=বৃষ্টিজলবাহী নালা বা নিম্নভূমি), নাল (=কৃষি ভূমি), বরজ (=পানের বোরজ), ইত্যাদি।

এইসব রচনায় দুই একটি বাঙ্গালা পদ ও প্রয়োগ সংস্কৃত-পোষাক পরিয়া দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস আলোচনায় এগুলিরও মূল্য আছে। যেমন, মেলয়িত্বা (=মিলাইয়া, লাগাইয়া), লগ্‌গাবয়িত্বা (=গাছ লাগাইয়া), স্থান-স্থানেভ্যঃ (=ঠাঁই ঠাঁই থেকে) ইত্যাদি।

চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ের গানগুলির রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দ। এই চর্যাগীতগুলি যখন রচিত হয় তখন সর্বভারতীয় লৌকিক সাহিত্যের ভাষা ছিল অবহট্‌ঠ অর্বাচীন (বা অপভ্রংশ বা লৌকিক)। গীতিগুলির

রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে কেহ কেহ অবহট্‌ঠেও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে অবহট্‌ঠ ও কথ্য ভাষার মধ্যে বেশি তফাৎ ছিল না, এখনকার দিনে সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার যে তফাৎ তার চেয়েও কম। তাই চর্যাগীতির ভাষায় অবহট্‌ঠের ছায়া অসুলভ নয়। যেমন—জম্ব, তম্ব, আইসন, জৈসন, জিম, তিম, কইসে, জইসোঁ, কিস, কাঁহি, কিম্‌পি ; মা. নউ (নিষেধ) ; '-ইউ' দিয়া অতীত ক্রিয়া (যেমন তোড়িউ, গউ > ত্রোটিতঃ, গতঃ) ; '-মি' বিভক্তি-যুক্ত উত্তমপুরুষের ক্রিয়া (যেমন পীবমি, পুছমি) ; যুক্তব্যঞ্জনের লোপাভাব (যেমন, অচ্ছিঁলে, চৌকোট্টি, দুঠ্য=দুট্‌ঠ, সংপুন্না)। মধ্য বাঙ্গালায়, বিশেষ করিয়া অবহট্‌ঠে সাহিত্যের ছায়াবহ ব্রজবুলিতে, 'জম্ব, তম্ব, অইসন, জৈসন, কাঁহি, কিস' ইত্যাদি পদের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। 'নউ' পাওয়া যায় ওড়িয়া-অসমীয়ায়, "নো" বাঙ্গালাতেও আছে—'নহ' এই ক্রিয়ায় (উড়িয়া 'নোহে, নুহে' ; বাঙ্গালা 'নহে')।

চর্যাগীতির ভাষায় একাধিক উপভাষার চিহ্ন আছে, তবে মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিতে পারি। তবে তখন বাঙ্গালা দেশের উপভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য সর্বদা সুস্পষ্ট ছিল বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমের (মৈথিল) ও দক্ষিণের (ওড়িয়া) প্রতিবেশী ভাষাগুলির সঙ্গেও বেশ মিল ছিল ॥

৩. প্রাচ্য অবহট্‌ঠ ও প্রত্ন-বাঙ্গালা

অবহট্‌ঠ আর্যভাষিত প্রদেশগুলিতে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের সাহিত্যের—অর্থাৎ গানের ছড়ার ও কবিতার—ভাষা ছিল। সংস্কৃত ছিল উচ্চ-শিক্ষিতের অর্থাৎ পণ্ডিতের ভাষা। অধিকার সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া এই দুই ভাষার ও সাহিত্যের মধ্যে বিরোধ অথবা প্রতিযোগিতা ছিল না। একের উপর অন্যের প্রভাব পড়িবার সোজা পথও ছিল না। পারিভাষিক শব্দ ছাড়া কোন সংস্কৃত শব্দ (তৎসম) অবহট্‌ঠে ব্যবহৃত হইত না, কেননা সে শব্দের ধ্বনিপ্রবাহ ছিল অবহট্‌ঠের রীতিবিরুদ্ধ। অবহট্‌ঠের প্রভাবও সংস্কৃতে পড়িতে পারে নাই (কিছু কিছু ইডিয়ম ছাড়া), যেহেতু সংস্কৃতের ব্যাকরণে অবহট্‌ঠের পদের ব্যবহার অসম্ভব এবং অবহট্‌ঠের ধ্বনিপ্রবাহ সংস্কৃতের হইতে ভিন্ন রীতির। নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার উদ্‌ভব ও বিকাশের পরেও অবহট্‌ঠের অনুশীলন বন্ধ হয় নাই। এবং এই ভাষায় পরবর্তী কালের রচনাগুলিতে সমাসের রন্ধ্রপথে তৎসম শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছিল। (অবহট্‌ঠে বিভক্তিহীন ও লুপ্ত-

বিভক্তি পদের ব্যবহার রীতিসঙ্গত ছিল, তাহার উপর বিশেষণে কারকবিভক্তি যুক্ত হইত না। এই জন্য সমাসের পথ অবহট্‌ঠে সর্বদা খোলা ছিল।) কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অবহট্‌ঠ সাধারণ লোকের ব্যবহৃত ও ব্যবহার্য ছিল ততক্ষণ সমাসের রন্ধ্রপথে বেশি তৎসম শব্দ ঢুকিতে পারে নাই। পরে যখন পণ্ডিতকবিরা পণ্ডিতসভার ও রাজসভার জন্য অবহট্‌ঠে লিখিতে লাগিলেন তখন হইতে তৎসম শব্দ—অবশ্য অবহট্‌ঠের ধ্বনি-সাজ পরিয়া অর্ধতৎসমরূপে—অবারিত-প্রবেশ হইল এবং অবহট্‌ঠের অবলুপ্তি দ্রুততর করিল। তবে অর্বাচীন অবহট্‌ঠের সাক্ষাৎ বংশধর ব্রজবুলিতে সংস্কৃত শব্দ প্রধানত ছন্দের খাতিরে গৃহীত হইয়া কাব্যভাষাটির শক্তিবৃদ্ধিই করিয়াছিল।

অবহট্‌ঠের ব্যাকরণ খুব সরল। বিভক্তির দিক দিয়া কারক দুইটি মাত্র বলা যায়,—(১) কর্তা-কর্ম এবং (২) করণ-অধিকরণ। অন্যান্য কারকের পদ কিছু কিছু পাওয়া যায় তবে সেগুলি প্রায় লোপোন্মুখ। করণ ছাড়া কোন কারকের বচন ভেদ নাই। (করণেও একবচন ও বহুবচন পদের প্রয়োগভিন্নতা প্রায়ই লক্ষণীয় নয়।) সুতরাং বলিতে পারি অবহট্‌ঠে বিশেষ্য পদে বচন-ভেদ নাই।

বিভিন্ন কারকের অর্থে প্রাতিপদিকের (অর্থাৎ বিভক্তিহীন পদের) ব্যবহার অবহট্‌ঠে অত্যন্ত বেশি। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমত স্বাভাবিক ধ্বনি-পরিবর্তনের বশে প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার বিভক্তিগুলি অধিকাংশই ক্ষয়িয়া গিয়া পদকে প্রাতিপদিকে পর্যবসিত করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত অবহট্‌ঠের ছন্দের কাঠামোয় সব সময় বিভক্তিযুক্ত পদের ব্যবহার সম্ভবপর হয় নাই। বিভিন্ন কারকের পদ একই—অর্থাৎ প্রাতিপদিক-রূপ পাওয়ায় অবহট্‌ঠে বাক্যগঠনে, বাক্য মধ্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ইত্যাদি পদসংস্থানে, সুনির্দিষ্ট রীতি দাঁড়াইয়াছিল। এই কারণে বিভক্তি থাক বা না থাক বাক্যমধ্যে পদের মূল্যটি বুঝিতে কোন অসুবিধা ছিল না। যেমন, 'বেজ্জ দেক্‌খি কি রোগ পলাই' (=বৈদ্য দেখিলে কি রোগ পলায়?)। এখানে 'দেক্‌খি' ও 'পলাই' ক্রিয়াপদ বলিয়া সহজেই বোঝা যায়। 'দেক্‌খি' ও 'পলাই' ক্রিয়া সুতরাং পূর্ববর্তী পদ দুইটি কর্ম নয়, কর্তা।

প্রাচ্য অবহট্‌ঠে অল্পব্যবহৃত ও লোপোন্মুখ প্রাচীন নাম বিভক্তি এইগুলি।

[-উ] কর্মে (ও ক্লীবলিঙ্গ কর্তায়): জগু (=জগৎ), গউ (=গতম্)।

[-হ] সম্বন্ধে (একবচন): সুণহ (=শুনঃ), সিআলহ (=শৃগালস্য)।

[-হ] অপাদানে (একবচন): ভবসংসারহ (=ভবসংসারাৎ)।

[-আন] সম্বন্ধে (বহুবচন) : খবণাণ (=ক্ষপণকানাম্)।

[-এহিঁ, -এহিঁ] করণে, অধিকরণে (বহুবচন) : কণ্ণেহিঁ (=কর্ণৈঃ, কর্ণেষু), পঞ্চজিনেহি (=পঞ্চজিনৈঃ)।

[-স্থ] অধিকরণে (বহুবচন) : সীসস্থ (=শীর্ষস্থ)।

ক্রিয়াপদের লোপোন্মুখ প্রাচীন বিভক্তির মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য।

[-মি] (বর্ত্তমান কাল উত্তম পুরুষ, একবচন) : জানমি (=জানামি)।

[-হি] (বর্ত্তমান ও অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষ একবচন) : পুচ্ছহি (=পৃচ্ছসি, পৃচ্ছ), যাহি (=যাসি, যাহি)।

ক্রিয়ার ব্যবহারে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নবীনত্ব হইল যুক্ত ক্রিয়ার (Compound Verb) ব্যবহারের সূত্রপাত। অর্থাৎ (১) প্রাচীন ধাতুর পরিবর্তে সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ভাববচনবিশেষ্যকে কর্ম করিয়া 'কৃ' অথবা অন্য ধাতুর পদ প্রয়োগ। যেমন, 'ভন্তি করু' (=প্রমাদ্যতাম্), 'ভক্তি করু' (=ভজ্যতান), 'বিসাম করু' (=বিশ্রাম্যতাম্), 'মুকউ চিত্তগএন্দ করু' (=মুক্তঃ চিত্তগজেন্দ্রঃ ক্রিয়তাম্), 'ন করহু সেবা' (=ন ক্রিয়তাং সেবা)। (২) অথবা নাম পদকে কর্ম করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াপদের সিদ্ধপ্রয়োগ। যেমন, 'বাট বহন্তে' (=পথং বহন্, গচ্ছন্), 'লেহু কোলে' (=আশ্লেষয়ত)।

অবহট্‌ঠের এক বড় বিশেষত্ব হইল সমমাত্রিক ও অন্ত্যমিলময় ছন্দ ॥[১]

৪. প্রাচীন বাঙ্গালার লক্ষণ

প্রাচীন অর্থাৎ আদি স্তরের বাঙ্গালার (চর্যাগীতির ভাষা অনুসারে) এই বিশেষত্বগুলি দেখা যায়।[২]

(১) সম যুগ্ম ব্যঞ্জন সরল এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘ হইল। (লেখায় অনেক সময় দীর্ঘত্ব নাই।) নাসিক্য- (ঙ, ঞ্, ণ্, ম্) যুক্ত ব্যঞ্জনে পূর্বস্বর দীর্ঘ হইত। নাসিক্য ব্যঞ্জন ক্ষীণ হইয়া সানুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হইতে চলিল। (লেখায় প্রায়ই নাসিক্য ব্যঞ্জন রহিয়া গিয়াছে।) যেমন ধর্ম- > ধাম, জন্ম > জাম, মধ্যেন > মঝেঁ (=মাঝে); বৃক্ষ- > রুখ (=রূখ) ; বন্ধ- > বান্ধ। অর্ধতৎসম শব্দে যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জন রহিয়া গেল। যেমন দুলক্‌খ < দুর্লক্ষ্য-, মিচ্ছা < মিথ্যা, মুত্তি < মৌক্তিক।

---

[১] চতুর্দশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

[২] চর্যাগীতির ভাষার বিস্তৃত আলোচনা 'চর্যাগীতি-পদাবলী'র ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

(২) পদান্তের স্বরধ্বনি বজায় ছিল, তবে অনেক সময় যুক্তস্বর '-ইঅ' ঈ (ই)-কারে পরিণত হইল। যেমন ভণতি > ভণই, জলিত- > জলিঅ, সংবোধিত- > সংবোহিঅ; পুস্তিকা > পোথিআ > পোথী, উত্থিত- > উট্‌ঠিঅ > উঠি।

(৩) য়-শ্রুতি তো ছিলই, ব-শ্রুতিও ছিল। যেমন নিকটে > নিয়ড্ডী (=নিয়ড়ি), আয়াতি > আবয়ি (=আঅই), নাবেন > নাবেঁ (=নাএঁ)।

(৪) '-এর, -অর, -র' বিভক্তির দ্বারা ষষ্ঠীর পদ নিষ্পন্ন হইত। যেমন, 'রুখের তেন্তলি' (=গাছের তেঁতুল), 'ডোম্বীএর সঙ্গে' (=ডোমনীর সঙ্গে), এই রকারান্ত ষষ্ঠীর পদের বিশেষণত্ব তখনো লুপ্ত হয় নাই, তাই বিশেষ্যের অনুযায়ী লিঙ্গ। যেমন 'কাহেরি শঙ্কা' (=কাহার শঙ্কা), 'মেরি বাড়ী' (=আমার বাড়ী)। প্রাচীন ষষ্ঠীর পদও দৈবাৎ আছে। যেমন, সমুদা < সমুদ্দাহ=সমুদ্রস্য ('মাআ-মোহা-সমুদ্রা রে অন্ত ন বুঝসি'), খণহ (=ক্ষণস্য), জা ('জা এথু জামমরণে শঙ্কা বি শঙ্কা') < জাহ < যস্য।

(৫) '-ক, -কে, -রে' বিভক্তির দ্বারা গৌণকর্মের ও সম্প্রদানের পদ সিদ্ধ হইত। যেমন, নাশক (=নাশের জন্য), 'মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা' (=মন্ত্রীর দ্বারা রাজাকে রোধ করা হইয়াছে); 'বাহবকে পারই' (=বাহিতে পারে), 'রসানেরে কংখা' (=রসায়নের জন্য কাঙ্ক্ষা), 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই' (=কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে)।

(৬) '-ই, -এ, -হি, -তে'—এইগুলি সপ্তমীর বিভক্তি। যেমন নিয়ড্ডী (=নিঅড়ি, > নিকটে), ঘরে (< গৃহকে), হিঅহি (< হৃদয়েভিঃ, *হৃদয়ধি =হৃদয়ে), সাঙ্কমত (< সংক্রম+অন্তঃ)।

রূপে এবং প্রয়োগে করণের সঙ্গে মিল থাকার জন্য সপ্তমীতেও কখনো কখনো '-এঁ' বিভক্তি পাওয়া যায়। যেমন, ঘরেঁ।

(৭) প্রধানত অধিকরণই তির্যক্ কারক হওয়ায় অপাদানের অর্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ আসিয়া গেল। যেমন 'জামে কাম কি কামে জাম' (=জন্ম হইতে (বা দ্বারা) কর্ম, কি কর্ম হইতে (বা দ্বারা) জন্ম), 'ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী' (=ডোমনীর আগে (=বাড়া) ছিনাল নাই)।

(৮) পঞ্চমীতে অপভ্রংশ হইতে আগত '-হু' বিভক্তি দুইবার পাওয়া গিয়াছে। যেমন, খেপহু (< *ক্ষেপভ্যম্, =ক্ষেপাৎ); রঅণহুঁ (=রত্নাৎ)।

(৯) তৃতীয়ার বিশিষ্ট বিভক্তি '-এঁ'। সপ্তমীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হওয়ায় তৃতীয়ায় '-তেঁ, -তে, -এতেঁ' বিভক্তিও দেখা গেল। যেমন সাদেঁ (< শব্দেন), বোহেঁ (< বোধেন), মতিএঁ (< মন্ত্রী+-এন), সুখদুখেতেঁ (< সুখদুঃখ+ অন্ত+এন)।

(১০) সংস্কৃত বহুবচন হইতে আগত 'আহ্মে, তুহ্মে' পদ দুইটি একবচনেও চলিতে শুরু করিয়াছে, যদিও প্রাচীন একবচন 'হউ (< হকং < অহকম্)' তখনো লোপ পায় নাই। শেষোক্ত পদটি '-হুঁ' রূপে উত্তমপুরুষের বিভক্তি হিসাবে কর্তৃবাচ্যে যুক্ত হইত। তেমনি -'তু (< ত্বম্)' শব্দটিও মধ্যমপুরুষে যুক্ত হইত। যেমন 'আহ্মে দেহুঁ' (= আমি দিই), 'পুচ্ছ-তু চাটিল' (=তুই চাটুলকে জিজ্ঞাসা কর)। উত্তমপুরুষে 'মো (< মম)' পদ কর্তা কারকেও ব্যবহৃত হইত। 'মই (< *ময়েন), তঁই (< *ত্বয়েন)' মূলত করণ কারকের পদ। এগুলি তখনো কেবল কর্মভাববাচ্যের কর্তা রূপেই চলিত। যেমন 'মই দেখিল' (=ময়া দৃষ্টম্)।

(১১) কর্তৃব্যতিরিক্ত কারকের অর্থে বিবিধ পদ অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হইত। যেমন 'তঁই বিনু' (=ত্বয়া বিনা), 'তোহোর অন্তরে' (=তোর তরে), 'অধরাতি ভর কমল বিকসিউ' (=অর্ধরাত্রি ভরিয়া (=ধরিয়া) কমল বিকশিত হইল), 'মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ-মেহেলী' (=শূন্য-অন্তঃপুর লইয়া শবর মহাসুখে বিলাস করিতেছেন), 'দিআঁ চঞ্চালী' (=চেঁচাড়ী দিয়া)।

(১২). কর্মভাববাচ্যে ক্রিয়াপদে অতীত কালে '-ই, -ইল' এবং ভবিষ্যৎ কালে '-ইব' বিভক্তি যুক্ত হইত। ক্রিয়া সকর্মক হইলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি লাগিত, অকর্মক হইলে প্রথমা বিভক্তি। এই ধরণের ক্রিয়াপদ কর্তৃপদের বিশেষণরূপে গণ্য ছিল। অর্থাৎ কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ক্রিয়াপদে স্ত্রীপ্রত্যয় লাগিত। যেমন 'চলিল কাহ্ন' (=কৃষ্ণঃ চলিতঃ), 'মই বুঝিল' (=ময়া বুদ্ধম্) 'মই ভাইব' (=ময়া ভাবিতব্যম্) ; 'লাগেলি আগি' (=*অগ্নিকা লগ্না) ; 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (=ময়া পৃচ্ছা দাতব্যা)।

১৩. প্রাচীন ভাবকর্মবাচ্য পদের প্রয়োগ চলিত ছিল। যেমন 'নাব ন ভেলা দীসই' > নৌঃ ন *ভেলকঃ দৃশ্যতে, 'বাট জাইউ' < বর্ত্ম *যায়তু (=যায়তাম্)। ভাববচন (abstract noun) পদের সঙ্গে 'যা' ধাতুর পদ দিয়া যৌগিক কর্মভাব-বাচ্যের প্রচলন শুরু হইয়াছিল। যেমন 'ধরণ ন জাই' < ধরণং ন যাতি (=ন ধ্রিয়তে)।

১৪. নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয়ে তৃতীয়া-সপ্তমীর '-এ' বিভক্তি যুক্ত হইয়া এবং ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ, শুধুই (অর্থাৎ স্বার্থিক) '-আ' যুক্ত হইয়া, অসমাপিকা ক্রিয়াপদে পরিণত হইল। যেমন 'সাঙ্কমত চড়িলে' (=সাঁকোতে চড়িলে), 'চাহন্তে চাহন্তে' (=চাহিতে চাহিতে), 'আখি বুজিঅ' (=আঁখি বুজিয়া)।

১৫. চর্যাগীতিগুলিতে এমন বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রচুর মিলিতেছে যেগুলি বাঙ্গালা ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না। যেমন 'থির করি' (=স্থির করিয়া), 'ভান্তি ন বাসসি' (=ভ্রান্তি বাসিস (= মনে করিস) না), 'গুণিয়া লেহুঁ' (গুণিয়া লই), 'হুহিল দুধু' (=দোহা দুধ)॥

৫. মধ্য বাঙ্গালার লক্ষণ

মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষায় দুইটি সুস্পষ্ট উপস্তর দেখা যায়, আদি-মধ্য আর অন্ত-মধ্য। আদি-মধ্য বাঙ্গালার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। চতুর্দশ শতাব্দে লেখা বলিয়া নিশ্চিত ভাবে নেওয়া যাইতে পারে এমন কোন রচনা মিলে নাই। সুতরাং ১৩৫০ হইতে ১৪০০ অবধি অর্ধশতাব্দ কাল প্রাচীন বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল, না আদি-মধ্য বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। প্রায় সব প্রাচীন রচনাই অষ্টাদশ শতাব্দে নকল করা পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। তাই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের ভাষার পরিপূর্ণ রূপটি এগুলিতে প্রতিফলিত নয়। তবে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি খুব পুরানো না হইলেও মূলে হস্তক্ষেপ বেশি না হওয়ায় ইহা হইতে আদি-মধ্য বাঙ্গালার পরিচয় অনেকখানি উপলব্ধ হয়।

অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালার স্থিতিকাল ১৬০১ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মনে রাখিতে হইবে যে এই কালসীমা অত্যন্ত আনুমানিক। শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখিলে অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের শেষ সীমা ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। তবে সেই সঙ্গে সাহিত্যের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিতে হয়।

[ক] **আদি-মধ্য বাঙ্গালার** প্রধান বিশেষত্ব এইগুলি।

১. আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা, এবং পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির দ্বিস্বরতা। যেমন, বড়াই > বড়া^{ই}; আউলাইল < আ^{উ}লা^{ই}ল।

২. মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথবা ক্ষীণতা, অর্থাৎ 'হ্ন (ন্‌হ) > ন', এবং 'হ্ম (ম্‌হ) > ম'। যেমন, কাহ্ন > কান, আহ্মি > আমি।

৩. '-রা' বিভক্তির যোগে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচন পদ সৃষ্টি। যেমন, আহ্মারা, তোহ্মারা, তারা।

৪. '-ইল' -অন্ত অতীতের এবং '-ইব' -অন্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। যেমন, 'মো শুনিলোঁ' (=আমি শুনিলাম), 'মোই করিবোঁ' (=মুই করিব)।

৫. প্রাচীন '-ইঅ-' বিকরণযুক্ত কর্মভাববাচ্যের ক্রমশ অপ্রচলন এবং 'যা' ও 'ভূ' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাববাচ্যের সমধিক প্রচলন। যেমন, 'ততেকে সুঝাল গেল মোর মহাদাণে' ; 'সে কথা কহিল নয়'।

৬. অসমাপিকার সহিত 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন। যেমন, লইছে > লই+(আ)ছে ; রহিলছে > রহিল+(আ)ছে, (=রহিয়াছে)।

৭. যথাক্রমে প্রাতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বুঝাইতে 'গিয়া' ও 'সিয়া' (< আসিয়া), এই দুই অসমাপিকার ক্রিয়াপদের অনুসর্গরূপে ব্যবহার। যেমন, দেখ গিয়া, দেখ সিয়া।

৮. ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলক-চতুষ্পদী হইতে চতুর্দশাক্ষর পয়ারের বিকাশ।

[খ] **অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালার** প্রধান বিশেষত্ব

১. অন্ত্যস্বরের লোপ (Apocope) এবং মধ্যস্বরের লোপ প্রবণতার ফলে দ্বিমাত্রিকতা (বা দ্ব্যক্ষরতা) দেখা দিল। এই সূত্রে ধ্বনিপদ্ধতি খানিকটা সরল হইল। এই সরলতা নিম্ননির্দ্দিষ্ট ধারায় ঘটিয়াছে।

(ক) পদান্তে একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অ-কারের লোপ। যেমন, রাম্, বট্-গাছ্ ; কিন্তু শক্ত, গোবিন্দ।

(খ) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যস্বর লোপ (Syncope)। যেমন, হল্দি (< হরিদ্রা), ভাব্না, গাম্ছা।

(গ) 'ই, উ' ধ্বনির অপিনিহিতি (অথবা বিপর্যাস)। তাহার পরে অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) উ > ই। তাহার পরে এই ধ্বনির লোপ অথবা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত সন্ধি। তাহার পরে—একেবারে আধুনিক বাঙ্গালার প্রাক্‌কালে—এই সন্ধিবদ্ধ অপিনিহিত (অথবা বিপর্যস্ত) স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির অভিশ্রুত (umlauted) পরিবর্তন। এই পরিবর্তন শুধু পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় কথ্যভাষায় (এবং তদুদ্ভূত চলিত ভাষায়) দেখা দিয়াছে। এই ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের উদাহরণ,

অপিনিহিতি (বা বিপর্যাস): কালি > কাইল; সাধু > সাউধ; ষাঠি > ষাইঠ; চারি > চাইর; মারি > মাইর।

অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) ধ্বনির লোপ: কালি > কাইল > কাল; রামশালি > রামশাইল > রামশাল; ফল্গু > ফগ্‌গু > ফাগু > ফাউগ > ফাগ; মাগু > মাউগ > মাগ; রাউল > রাল (উপভাষা)।

অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) উ > ই, এবং ই-ধ্বনির লোপ: ধাতু > ধাউত > ধাইত > ধাত; দক্র > দাহ্ন > দাউদ > দাইদ > দাদ; মাস্থুয়া > মাউস্থুয়া > মাইস্থুয়া < মেসো; আকুল > আউল > এলো (চুল); চাউল > চাইল > চাল।

অপিনিহিতি (বা বিপর্যাস) -জাত অথবা অন্য দ্বিস্বরের সন্ধি: করিয়া > কইরা > * ক'র্‌যা; চাউলের > চাইলের, চালের > চেলের; জাতিএর > জাইতের, জাতের > জেতের।

সন্ধির অথবা লোপের পর অভিশ্রুতি: করিয়া > কইরা > * ক'রা > ক'র্‌যা, ক'রে; খাইয়া > খা'য়া > খায়্যা, খেয়ে; পাতিয়া > *পাইতা > পাত্যা, পেতে।

২. সাধু ও চলিত ভাষায় ঢ়-কারের এবং 'ন্‌হ, ম্‌হ' এই তুই নাসিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার লোপ। যেমন বুঢ় > বুড়, আহ্মার > আমার, কাহ্ন > কানু।

৩. পদান্ত অ-কারের ক্রমবর্ধমান লোপপ্রবণতা। যেমন ভাত > ভাৎ, দাস > দাস্।

৪. -ইআ > এ্যা, -এ; -উআ > -ও। যেমন বানিয়া > বান্যা, বেনে; সাথুয়া > সেথো; জালিয়া > জাল্যা, জেল্যা, জেলে। এই পরিবর্তন অষ্টাদশ শতাব্দে প্রস্ফুট।

৫. বিশেষ্যে কর্তার বহুবচনে '-রা' বিভক্তি এবং নির্দেশক বহুবচনে '-গুলা, -গুলি' বিভক্তি, তির্যক্ কারকের বহুবচনে '-দি-, -দিগ-' বিভক্তি। '-দিগ-' বিভক্তি সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে দেখা যায় না।

৬. '-ইউ' -অন্ত কর্মভাববাচ্যের অনুজ্ঞার লোপ।

৭. '-ইল' এবং '-ইব' -অন্ত ক্রিয়াপদের সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। যেমন, মই করিল (= ময়া কৃতম্) > মুই করিলাঙ (=অহং কৃতবান্); তে করিব (= তেন কর্তব্যম্) > সে করিবে (= সঃ কর্তব্যঃ)।

৮. 'আছ্' (সং 'অস্') ধাতুর যোগে বহুভাষিত[১] (বা যৌগিক) কালের বহুল প্রয়োগ। যেমন, আসিছি (= আসিতেছি, আসিয়াছি), আসিতেছে, আসিয়াছিল, ইত্যাদি।

৯. কোন একটি ধাতুর পরিবর্তে যৌগিক ক্রিয়া (অর্থাৎ অসমাপিকার বা ভাববচনের সহিত 'কৃ' ও অন্যান্য ধাতুর পদ সহায়ক ক্রিয়া রূপে ব্যবহার) অর্বাচীন সংস্কৃতে দেখা যায়। এই প্রয়োগ অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় চলিয়া আসিয়াছে। অন্ত্য-মধ্য যুগে সাধুভাষায় এই প্রয়োগ বহু তদ্ভব ধাতুকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যেমন, 'জিনা' (সং জিনাতি) অর্থে 'জয় করা', 'হুনা' (সং * হুনোতি) অর্থ 'হোম করা', 'বাহুড়া' (সং ব্যাঘুটয়তি) ও 'নেউটা' (সং নিবর্ততে) অর্থে 'ঘুরিয়া বা ফিরিয়া আসা', 'বুলা' অর্থে 'চলিয়া বেড়ান', 'পিয়া' (সং পিবতি) অর্থে 'পান করা', 'বসা' (সং বসতি, উপ-বিশতি) অর্থে 'বাস করা', 'গোড়া' (দেশি 'গোড্ড' হইতে নামধাতু), অর্থ 'পাছু পাছু যাওয়া, অনুগমন করা', ইত্যাদি।

১০. সংস্কৃত তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দের রচনায় দেখা যায়। অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালায়ও এমন প্রয়োগ যথেষ্ট রহিয়াছে। যেমন, অনুব্রজি (= অনুগমন করিয়া), নমস্করিলা, সান্ত্বাইব (= সান্ত্বনা দিব), নিমন্ত্রিয়া, প্রবর্তিতে।

১১. বহুপরিমাণে আরবী-ফারসী (সেই সঙ্গে অল্পস্বল্প তুর্কী) এবং শেষের দিকে কিছু পরিমাণে পোর্তুগীস শব্দের প্রবেশ।[২]

১২. বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার অনুশীলন। অবহট্‌ঠের পরিণামরূপে এবং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষার অনুসরণে, নেপাল-মোরঙ্গ-বাঙ্গালা-উড়িষ্যা-আসামে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিক হইতে বৈষ্ণবপদাবলী-সঙ্গীতের এই ভাষা চলিত হয়। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ-শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে এই কৃত্রিম কাব্যের ভাষায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকবিতা অজস্র লেখা হইয়াছিল। ব্রজবুলির মূলে আছে অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন মৈথিলী। সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার বিশিষ্ট পদ এবং প্রয়োগও কিছু কিছু ঢুকিয়া গিয়াছে। আসাম ও বাঙ্গালা ছাড়া অন্যত্র ব্রজবুলির চর্চা বেশ ফলপ্রসূ হয় নাই। ব্রজবুলির ছন্দ অবহট্‌ঠ-মৈথিলীর মতোই মাত্রামূলক।

---

[১] পরে দ্রষ্টব্য। [২] দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

[গ] অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ হইতে আধুনিক বাঙ্গালার আরম্ভ।

আধুনিক বাঙ্গালার প্রধান লক্ষণ

১. লিখিবার ভাষা কথ্য ভাষা হইতে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র হইয়া সাধুভাষা রূপে সাহিত্যের একমাত্র বাক্‌রীতি হইয়া দাঁড়াইল। অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালায় শেষ অবধি লেখ্য ও কথ্য ভাষার পদের মিশ্রণ অবারিত ছিল।

২. পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় পদমধ্যবর্তী পাশাপাশি দুই স্বর—অপিনিহিত বিপর্যস্ত অথবা মৌলিক—সন্ধিবদ্ধ হইল এবং তাহার পর শেষ স্বরে পরিবর্তন ঘটিল। যেমন করিয়া > কইর‍্যা > ক'রে; পাইয়া > পেয়ে; নাটুয়া > *নাউটুয়া > *নাইটুয়া > নাটুয়া > নেটো; মাধব > মাধুআ > মেধো; বইস > ব'স।

৩. উনবিংশ শতাব্দে পশ্চিমবঙ্গে কথ্যভাষায় সাধারণ ভাবে স্বরসঙ্গতি দেখা দিয়াছে। যেমন, জলুয়া (=জলবৎ) > জ'লো, পটুয়া > প'টো ইত্যাদি।

৪. আ-কারান্ত কোন কোন নিজন্ত ধাতুর অনিজন্ত রূপ হইতে লাগিল। যেমন, ফেলা (ফেলায়) > ফেল (ফেলে), খেলা (খেলায়) > খেল (খেলে), ইত্যাদি।

৫. সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। যেমন, দান করা, পান করা, আহার করা, উপবেশন করা, জিজ্ঞাসা করা, গান করা, ইত্যাদি।

৬. ভাববচন শব্দের সঙ্গে 'পূর্বক' অথবা 'করতঃ' যোগ করিয়া '-ইয়া' অসমাপিকার অর্থে ব্যবহার। যেমন, গমন-পূর্বক, গমন করতঃ (=গিয়া), শ্রবণ-পূর্বক, শ্রবণ করতঃ (=শুনিয়া)।

৭. ফারসী 'ব' (wa)-জাত অব্যয় 'ও' শব্দ পদের ও বাক্যের সংযোজক রূপে ব্যবহার। যেমন,—রাম ও শ্যাম; সে সেখানে গেল ও দেখিল। সংস্কৃত 'অপি' জাত 'ও' সংগ্রাহক অনুসর্গ (inclusive enclitic) রূপে পূর্বাপর প্রচলিত।

৮. নঞর্থ 'ন' শব্দের সমাপিকা ক্রিয়াপদের পূর্বে না বসিয়া পরে অবস্থিতি। যেমন, ম-বা 'না জাইহ' > আ-বা 'যাইও না; ম-বা 'না শুনে' > আ-বা 'শোনে না'। তবে সম্ভাবক ভাবে পূর্বপ্রয়োগ হয়। যেমন, 'সে না খায় না খাবে'।

৯. সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করিয়া একাধিক বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ। যেমন, 'সে সেখানে গেল। সে

দেখিল। সে অবাক হইল।' এই তিনটি বাক্যের বদলে 'সে সেখানে গিয়া দেখিয়া অবাক হইল।'

১০. অষ্টাদশ শতাব্দে প্রচুর ফারসী (ও আরবী) শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দে তৃতীয় দশক হইতে তাহা কমিতে শুরু হইল। তাহার বদলে ইংরেজী শব্দ ও ইডিয়ম গৃহীত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দের গোড়াতেই কয়েকটি ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় এমন রূঢ় হইয়াছিল যে সেগুলিকে বিদেশি শব্দ বলিয়া চেনা শক্ত। যেমন, আপিল, লাট, কার (cord), লম্প, লণ্ঠন ইত্যাদি।

১১. গদ্য রীতির সৃষ্টি হইল এবং গদ্যের পসার পদ্যকে ম্লান করিল। সাহিত্যে দিক- ও দৃক্-পরিবর্তন ঘটিল উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে।

উনবিংশ শতাব্দ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক যুগের আরম্ভ। সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহারও শুরু হইল এই শতাব্দের গোড়ায়। সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম লেখকেরা অনেকেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, এবং পণ্ডিতী রীতির উপরই সাধু-ভাষার গদ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য এখানে অনপেক্ষিত নয়। উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে ইংরেজী রাজকার্যের ভাষা ও উচ্চশিক্ষার বাহক হওয়ায় লেখ্য ও কথ্য ভাষায় ইংরেজী শব্দের সংখ্যা এবং ইডিয়মের প্রভাব বাড়িতে থাকে। তেমনি আইন-আদালতের কাজে বাঙ্গালা ফারসীর স্থান নেওয়ায় ফরাসী শব্দের সংখ্যাও কমিতে থাকে॥

৬. আধুনিক-বাঙ্গালা উপভাষা ও বিভাষা

স্থূল বিবেচনায়[১] বাঙ্গালার প্রধান উপভাষা (আসলে উপভাষাগুচ্ছ) এই পাঁচটি—**রাঢ়ী** (মধ্য-পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা), **ঝাড়খণ্ডী** (দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গের উপভাষা), **বরেন্দ্রী** (উত্তর বঙ্গের উপভাষা), **বঙ্গালী** (পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের উপভাষা), এবং **কামরূপী** (উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা)।

রাঢ়ী উপভাষায় অভিশ্রুতি-স্বরসঙ্গতি-জনিত স্বরধ্বনি পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় (যেমন, রাখিয়া > রেখে, করিয়া > কোরে, দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, বাগ্যন > বেগুন ; আইল > এল)। উচ্চারণে অ-কারের ও-কার-প্রবণতাও লক্ষণীয় (যেমন, অতুল > ওতুল)। আনুনাসিক স্বর লুপ্ত তো হয়ই নাই (যেমন, চাঁদ, আঁট, কাঁটা), অধিকন্তু দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তে বিভাষায়

[১] তন্নতন্ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ভৌগোলিক জরিপ (Dialect Geography) এখনও হয় নাই।

আনুনাসিকের অস্থানে আগম প্রচুর। যেমন, বাঁকুড়া-মানভূম বীরভূমে 'হইছে', 'চাঁ'। প্রথম স্বরধ্বনিতে সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত থাকায় পদান্ত ব্যঞ্জনে মহাপ্রাণতা অথবা ঘোষবত্তা শোনা যায় না (যেমন, দুধ > দূদ্, মধু > মধু, ইং লার্ড (লর্ড) > লাড > লাট। ক্বচিৎ অঘোষধ্বনি ঘোষবৎ হয়। যেমন, ছত্র > ছাত > ছাদ, কাক > কাগ, শাক > শাগ, ফারসী গ. লৎ > গলদ। শব্দরূপে প্রধান বিশিষ্টতা হইতেছে তির্যক বহুবচনে '-দের', এবং গৌণকর্ম-সম্প্রদানে ও অধিকরণে যথাক্রমে '-কে' ও '-তে' বিভক্তি। ক্রিয়ারূপে বিশেষত্ব,—(১) সামান্য অতীতের, প্রথম, পুরুষে অকর্মক ক্রিয়াপদে '-ল' এবং সকর্মক ক্রিয়াপদ '-লে' -অন্ত (যেমন সে গেল—সে দিলে), (২) '-লুম্ <-নু ; -লম্' বিভক্তি দিয়া উত্তমপুরুষের পদ গঠন (যেমন, করলুম > করনু ; করলুম), এবং (৩) যৌগিক ক্রিয়াপদে 'ই'-অন্ত অসমাপিকা দিয়া অসম্পন্ন কালের এবং -'ইয়া'-অন্ত অসমাপিকা দিয়া সম্পন্ন কালের পদ গঠন (যেমন, করিয়াছে > করেছে, করিছিল > করছিল, করিয়াছে > ক'রেছে, করিয়াছিল > ক'রেছিল)।

দক্ষিণপশ্চিম-প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষাগুচ্ছ **ঝাড়খণ্ডীতে** দুইটি বিশিষ্ট উপভাষা অন্তর্ভুক্ত। এক মেদিনীপুর ধলভূমের উপভাষা আর এক মানভূমের উপভাষা। দুই উপভাষাতেই আনুনাসিকে প্রাচুর্য ছাড়াও এই দুইটি বিশেষত্ব আছে,—(১) অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারক ('বাড়ীকে বিদায় হইল পবন কুঙর', 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল', ঘাসকে গেল্ছে)' ; (২) নামধাতুর বাহুল্য ('পুখুরের জলটা গঁধাচ্ছে', 'আজ রাতকে ভারি জাড়াবে')। মেদিনীপুর-ধলভূমের উপভাষার একটি বিশেষ লক্ষণ হইলে যুক্ত ক্রিয়াপদের 'আছ্' ধাতুর স্থানে 'বট্' ধাতুর (?) ব্যবহার ('করিব্‌টে = করছে)।

বরেন্দ্রীতে স্বরধ্বনি অনেকটাই অপরিবর্তিত। সানুনাসিক স্বরধ্বনি প্রায়ই আছে। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ, অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ, শুধু পদের আদিতে বজায় আছে। শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই। জ-কার কখনো কখনো জ় (z)-ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। পদের গোড়ায় র-কারের লোপ ও আগম একটি বিশিষ্ট লক্ষণ (যেমন, আমের রস > রামের অস)। শব্দ- ও ধাতু-রূপে বরেন্দ্রী মোটামুটি রাঢ়ীরই মত, তবে সপ্তমীতে কামরূপী-সুলভ '-ত' বিভক্তিও দেখা যায় ; এবং অতীতকালে উত্তমপুরুষে '-লাম্' বিভক্তি হয়। রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী মূলতঃ একই উপভাষা ছিল, পরে একদিকে বঙ্গালীর অপর দিকে বিহারীর প্রভাবে পড়িয়া রাঢ়ী হইতে বরেন্দ্রী তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গালীতে অপিনিহিত স্বর রক্ষিত আছে। অভিশ্রুতি এবং স্বরসঙ্গতি নাই, সুতরাং স্বরধ্বনিতে প্রাচীনত্ব খানিকটা রক্ষিত। যেমন, রাখিয়া > *রাইখিআ > রাইখা; করিয়া > *কইরিয়া, কইরা; দেশি। য-ফলায় ও যুক্তব্যঞ্জনেঅ পিনিহিতির মত স্বরাগম হয়। যেমন, সত্য > সইত্ত, ব্রাহ্ম > ব্রাইম্ম, রাক্ষস > রাইক্খস। এ-কার প্রায়ই অ্যা-কারে এবং ও-কার উ-কারে পরিণত। আনুনাসিক স্বরধ্বনিতে বজায় নাই। শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ, অর্থাৎ চতুর্থ বর্ণ, মহাপ্রাণতা-ত্যাগ করিয়া কণ্ঠনলীয়স্পর্শযুক্ত (recursive) তৃতীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছে যেমন সিন্ধীতেও (যেমন, ভাত > বা'ত্, ঘ > গ'া)। ড়, ঢ়=র (যেমন, বাড়ি > বারি, বড় > বর)। চ-কার, ছ-কার ও জ-কারের উচ্চারণ যথাক্রমে 'ৎস, স' এবং 'জ় (z)'। পদমধ্যস্থিত হ-কারের লোপ এবং 'স (শ, ষ), ধ্বনির হ-কারে পরিণতি (যেমন, হয় > 'অয়' সে > হে) লক্ষণীয়। শব্দরূপে প্রধান বিশেষত্ব কর্তায় সর্বত্র '-এ' বিভক্তি (যেমন রামে গিছে), গৌণকর্ম-সম্প্রদান ও অধিকরণ কারকে যথাক্রমে '-রে' ও '-তে', এবং তির্যক কারকে '-রা' ও -'গো' বিভক্তি (যেমন, আমরাকে; আমরার, আমাগোর=আমাদিগকে, আমাদের)। ক্রিয়ারূপে পার্থক্য গুরুতর। অতীতকালে উত্তমপুরুষের বিভক্তি '-লাম্'। যুক্ত-ক্রিয়াপদের গঠন কতকটা রাঢ়ীয়ের বিপরীত—অর্থাৎ '-ই' অসমাপিকা দিয়া সম্পন্ন কালের এবং সাধুভাষার মত '-ইতে' অসমাপিকা দিয়া অসম্পন্ন কালের পদ হয় (যেমন, করছি > করছি=k^{o}rsi "আমি করিয়াছি", 'করিতে আছি' > কইর্ত্যাছি' =koirtaesi "আমি করিতেছি")। সামান্য বর্তমান ঘটমানের অর্থ প্রকাশ করে (যেমন, মায়ে ডাকে=ডাকছে)। বঙ্গালীর প্রধান বিভাষা **চাটিগ্রামী**। ইহাতে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনে ব্যাপক উষ্মীভবন লক্ষণীয় (যেমন, কালী পূজা + খ়ালী ফু.জ়া (xali fuza).

কামরূপী বরেন্দ্রী-বাঙ্গালীর মাঝামাঝি। কতক বিষয়ে ইহা উত্তরবঙ্গের এবং কতক বিষয়ে পূর্ববঙ্গের উপভাষার অনুরূপ। তবে বরেন্দ্রীর সঙ্গেই কামরূপীর সম্পর্ক নিকটতর। কামরূপীতে চতুর্থ বর্ণ পদের আদিতে বজায় থাকে, অন্যত্র তৃতীয় বর্ণ হইয়া যায়। ড় > র, ঢ় > র্হ। চ, জ, স (শ) > যথাক্রমে ৎস, জ় (z), হ। শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্ট স্থান নাই। গৌণকর্ম-সম্প্রদানে '-কে' এবং সপ্তমীতে '-ত্' বিভক্তি॥

৭. বাঙ্গালায় সাহিত্যের ভাষা—সাধু ও চলিত

সাহিত্যের অর্থাৎ লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার কম-বেশি পার্থক্য থাকিবেই। প্রথমত লেখার ভাষা উপস্থিত অনুপস্থিত অনেকের জন্য, মুখের ভাষা উপস্থিত নির্দিষ্ট সংখ্যকের জন্য। তাই লেখার ভাষা বৃহত্তর সীমানার প্রয়োজনে বলিয়া তাহার ভাষা-ভাণ্ডারও বৃহত্তর। দ্বিতীয়ত লেখার ভাষা অনুশীলিত পূর্বাগত আদর্শের অনুসরণ করে, মুখের ভাষা শ্রুত সাময়িক আদর্শের। এইজন্য লেখার ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান থাকেই। তবে ভাষা হিসাবে ও ভাষার অবস্থাগতিকে সে দূরত্বের ব্যবধান পরিমাণ বিভিন্ন ও হ্রাসবৃদ্ধিশীল। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায়, এখন, লেখার ভাষারও দুইটি ছাঁদ প্রচলিত। একটির পদের নাম **সাধুভাষা**, দ্বিতীয়টির নাম **চলিতভাষা**। এখনকার মুখের ভাষার সঙ্গে ছাঁদ দুইটির ব্যবধান সমান নয়। সাধুভাষার ব্যবধান অনেক বেশি, চলিত ভাষার ব্যবধান খুব অল্প। (এ বিষয়ে আগে যে আলোচনা আছে[১] তাহা এই সঙ্গে পঠনীয়।)

বাঙ্গালায় প্রাচীনতম স্তরে লেখার ও মুখের ভাষার মধ্যে ব্যবধান ছিল না বলা যায়। যেটুকু ছিল সে হইল তৎসম শব্দের ব্যবহারে এবং প্রাকৃত অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ পদের ও ইডিয়মের অল্পস্বল্প প্রয়োগে, এখনকার কথ্যভাষার সঙ্গে চলিতভাষার যে সম্পর্ক অনেকটা তেমনি। তখনও একাধিক সাধুভাষা ছিল—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ। ভাষা তিনটির মধ্যে অবহট্‌ঠই ছিল প্রাচীন বাঙ্গালার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ, জননীস্থানীয়। যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালায় চর্যা-গান লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবহট্‌ঠে ছোট ছোটখাট কবিতাও লিখিয়াছিলেন। একই ব্যক্তির লেখা এই দুই ভাষার রচনা তুলনা করিলে প্রাচীন বাঙ্গালার সঙ্গে অবহট্‌ঠের ক্ষীণ পার্থক্যটুকু বোঝা যাইবে।[২]

প্রাচীন বাঙ্গালা

জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥

---

১ ৩-৫ পৃষ্ঠা।

২ সরহের রচনা হইতে এই উদাহরণ।

অবহট্‌ঠ

জই পচ্চক্‌খ কি ঝাণেঁ কীঅঅ।
জই পরোক্‌খ অন্ধার ম ধিঅঅ ॥
সরহ ভণই মই কড্ডিউ রাব।
সহজ সহাব ণ ভাবাভাব ॥

মধ্য বাঙ্গালায়, কালোপযোগী পরিবর্তনের ফলে, মুখের ভাষা সাহিত্য অনুশীলনের ভাষা হইতে খানিকটা সরিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন সাহিত্য বলিতে ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং সে ছন্দোবদ্ধ রচনা সর্বসাধারণের জন্য, এইজন্য তাহাতে সমসাময়িক মুখের ভাষার প্রবেশ অবারিত ছিল। ছন্দের প্রয়োজনে তখন সাহিত্যের ভাষায় প্রাচীন ও অর্বাচীন পদ ও ইডিয়ম যথেষ্টই ব্যবহৃত হইত। সুতরাং যদিও মধ্য বাঙ্গালায় প্রথম পর্বে সাধুভাষার (অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষার) বিকাশ ঘটিতেছিল তবুও, ষোড়শ শতাব্দের গোড়া পর্যন্ত, কথ্যভাষার সঙ্গে সাধুভাষার বিশেষ অমিল ছিল না। তাহার পর কথ্যভাষায় স্বরধ্বনিতে বড় রকম পরিবর্তন আসিল। প্রথমে হইল অন্ত্যস্বর-লোপ, তাহার পর মধ্য-স্বর-লোপ—দুই মিলিয়া দ্বিমাত্রিকতা, অবশেষে অপিনিহিতি (বা বিপর্যাস), অপশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি। এইসব পরিবর্তনেয় সমবায়ে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষা লেখার ভাষা হইতে স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই বিচ্ছেদের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায় না। কেননা পদ্যময় রচনায় ছন্দের প্রয়োজনে কথ্যভাষার পদ সর্বদা স্বাগত ছিল, এবং সমসাময়িক কথ্যভাষার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন (গদ্যে) রক্ষিত হয় নাই।[১] (দলিলপত্রে যে গদ্যরচনার টুকরা নমুনা রূপে পাই তাহাতে সংস্কৃত ভাষার অথবা ফারসী ভাষার বিকার উৎকটভাবে প্রকট। ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত, এসব রচনায় ফারসীর ক্রমবর্ধমান আমদানি কথ্যভাষারই প্রভাবে।)

ষোড়শ শতাব্দের গোড়ার দিকের সাহিত্যিক ভাষার দুইটি উদাহরণ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতে দিতেছি। প্রথমটিকে সেকালের সাধু-ভাষার নিদর্শন ধরিতে পারি। ইহাতে স্বরধ্বনিলোপ ও দ্বিমাত্রিকতা নাই। প্রাচীন ভাষার পদ আছে ("চান্দ", "পহু", "তছু"), উপভাষান্তরের পদও আছে ("জান")।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ পহু জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

---

১ কথ্যভাষার ছাঁদে লেখা "ধামালী" শ্রেণীর পদাবলীতে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের কথ্যভাষার কিছু নির্ভরযোগ্য নিদর্শন রক্ষিত। কিন্তু তাহা প্রচুর নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণে স্বরধ্বনিলোপ ও দ্বিমাত্রিকতার উপরে ছন্দ নির্ভর করিয়াছে। ইহাতে কথ্যভাষার পদ আছে ("বালা" < বল্লভ)।

বিজয় হইলা হরি নন্দ ঘোষের বালা।
হাতে মোহনবাঁশি গলে দোলে বনমালা ॥[১]

যাহাকে এখন **সাধুভাষা** বলা হয় তাহা উনবিংশ শতাব্দের সৃষ্টি। তবে উহার আয়োজন আগের শতাব্দেই সম্ভূত হইয়াছিল। গদ্য শৈলীকে আশ্রয় করিয়াই এই সাধুভাষার উদ্ভব, পণ্ডিত ও মুন্‌শিদের কলমেই বাঙ্গালা সাহিত্যিক গদ্যের জন্ম ও বিকাশ। ইঁহারাই ইঁহাদের রচনার ভাষাকে "সাধু গৌড়ীয় ভাষা", সংক্ষেপে "সাধু ভাষা" নাম দিয়াছিলেন। এ ভাষায় প্রথম হইতেই সংস্কৃতের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছিল। সংস্কৃতের প্রভাব প্রথমত শব্দ চয়নে, দ্বিতীয়ত সমাস বাহুল্যে, তৃতীয়ত কথ্যভাষার ও উপভাষার পদ পরিবর্জনে, চতুর্থত কিছু কিছু সংস্কৃত-ইডিয়ম অনুসরণে।

সাহিত্যে ব্যবহৃত মধ্য বাঙ্গালা ও আধুনিক সাধুভাষা যে কতটা ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। দুইটির মধ্যে পার্থক্য শুধুই ছন্দ-গত।

মধ্য বাঙ্গালা

হিত-উপদেশ রাজা শ্রবণ করিয়া।
ধীরে ধীরে উঠিলেন শয়ন ছাড়িয়া ॥

সাধুভাষা

হিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজা শয়ন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব অংশের উপভাষার তথা কলিকাতার কথ্যভাষার পদ ও ইডিয়ম মূলধন করিয়া আধুনিক কালের সাহিত্যের এবং ভদ্র ব্যবহারের প্রধান ভাষা-ছাঁদ **চলিতভাষার** উদ্ভব ও বিকাশ। সাধুভাষার সহিত চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের ব্যবহারে। সাধুভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণ (অর্থাৎ পুরানো, মধ্য বাঙ্গালার) রূপ গৃহীত, চলিতভাষায় সেগুলির সংক্ষিপ্ত (অর্থাৎ আধুনিক, নব্য বাঙ্গালার উপভাষাবিশেষের) পদ স্বীকৃত। চলিতভাষায় তৎসম পদ ও সমাস ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, তবে তদ্ভব পদের এবং সমাসের স্থানে কথ্য ইডিয়মের প্রতি ঝোঁক বেশি। সাধুভাষায় বহুভাষণ (periphrasis) প্রশংসিত, চলিত ভাষায় অল্পভাষণ সমাদৃত।

---

[১] এ দুই ছত্র বৃন্দাবনের রচনা নয়। লোকমুখে শোনা গান উদ্ধৃত। সুতরাং এ দুইছত্রকে সেকালের কথ্য ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শনও বলিতে পারি।

নীচের উদাহরণে পুরানো সাহিত্যের ভাষা (মধ্য বাঙ্গালা), সাধুভাষা ও চলিতভাষার পরস্পরসম্বন্ধ দেখানো যাইতেছে।[১]

মধ্য বাঙ্গালা	সাধুভাষা	চলিতভাষা
মোরে		
মোকে		
আমারে	(আমারে)	
আমাকে	আমাকে	আমাকে
মোর		
আমার	আমার	আমার
আমরা সবের		
	(আমারদের)	
	(আমাদ্দের)	
	(আমারদিগের)	
	আমাদের	আমাদের
তাহার	তাহার	তার
তাঁহার	তাঁহার	তাঁর
ইহার	ইহার	এর
উঁহার	উঁহার	ওঁর
আমার দ্বারে	আমার দ্বারা	(আমার দ্বারা)
	আমা কর্তৃক	আমাকে দিয়ে
	আমা হইতে	
বুইল, বৈল,		
বুলিল, বোলিল	বলিল	বললে
শুনিয়া, শুনি	শুনিয়া	শুনে
শ্রবণ করিয়া	শ্রবণ করিয়া	(শ্রবণ ক'রে)
	শ্রবণ পূর্বক	
	শ্রবণ করতঃ	
সহিতে		
সহিত	সহিত	
সঙ্গে	সঙ্গে	সঙ্গে
সাথে	সাথে, সমভিব্যাহারে	সাথে

[১] বন্ধনীস্থিত বাক্যের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। এবং পরে পরিত্যক্ত।

মধ্য বাঙ্গালা	সাধুভাষা	চলিতভাষা
লাফ দিয়ে	লম্ফ দিয়া লম্ফপ্রদান পূর্বক	লাফ দিয়ে
লাফাইয়া	লাফাইয়া	লাফিয়ে
অত্যন্ত	অত্যন্ত	অত্যন্ত
অতিশয়	অতিশয় নিরতিশয় যৎপরোনাস্তি যার পর নাই	খুব ভারি
যাইয়া গিয়া	যাইয়া গিয়া	(যেয়ে) গিয়ে
যাইতে যাইতে গমন করিতে করিতে	যাইতে যাইতে গমন করিতে করিতে	যেতে যেতে
সুমিষ্ট	সুমিষ্ট	খুব মিষ্টি (সুমিষ্ট)
যথাকালে	যথাকালে	ঠিক সময়ে
ইহা হইতে ইহার অপেক্ষা	ইহা হইতে ইহা(র) অপেক্ষা	এর থেকে এর থেকে, এর চেয়ে
হইতাউ, হইতুঁ, হইতাম	হইতাম	হ'তাম হতুম (হতেম)
করিতেছিল	করিতেছিল	ক'রছিল
শুনিয়াছে শ্রবণ করিয়াছে	শুনিয়াছে শ্রবণ করিয়াছে	শুনেছে
লিখহ	(লিখহ) লিখ	লেখ (=লেখো)
করিবে করিবেক	করিবে করিবেক	ক'রবে
করিবেন্ত, করিবেন	করিবেন	ক'রবেন

দ্বাদশ অধ্যায়

বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডার

ভাষার মুখ্য সম্পদ শব্দভাণ্ডার। যে ভাষার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে ভাষা ততই উন্নত। শব্দশক্তির প্রধান উৎস দুইটি,—ধাতুতে অথবা শব্দে প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ নির্মাণ, এবং অপর ভাষা হইতে শব্দ পরিগ্রহণ। প্রাচীন ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ও গ্রীক নূতন শব্দ-নির্মাণশক্তিতে অতুলনীয়। আধুনিক ভাষার মধ্যে ইংরেজী বিদেশি শব্দ আত্মসাৎকরণশক্তিতে অপরাজিত। আর উভয় উৎস হইতেই শব্দশক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালা নব্য ভারতীয়-আর্যের মধ্যে মুখ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

দ্রাবিড় অষ্ট্রিক প্রভৃতি প্রাচীনতর অধিবাসীর সম্পর্কে আসিয়া ভারতীয়-আর্যেরা অনেক নূতন বস্তু ও বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিল এবং সেই সেই ভাষার শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল। যে-সকল বস্তু বা প্রাণী আর্যেরা ভারতবর্ষে নূতন দেখিল সেগুলির নাম অগত্যা অন্-আর্যের ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল যেমন কদলী, তাম্বূল, ময়ূর। কালক্রমে অনেক পরিচিত বস্তুর অনার্য নামও আর্য ভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। যেমন মীন, নীর (?), কম্বল। সংস্কৃতের শব্দকোষে এমন বহু বহু আর্যীভূত অনার্য শব্দ আছে।

বাঙ্গালা শব্দ প্রধানত দু-জাতির, **মৌলিক** এবং **আগন্তুক**। মৌলিক শব্দ ভারতীয়-আর্য ভাষা হইতে আগত বা গৃহীত। আগন্তুক শব্দ অষ্ট্রিক দ্রাবিড় সেমীয় ইত্যাদি অসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর ভাষা অথবা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শাখান্তর হইতে পরে নেওয়া। মৌলিক শব্দগুলি তিন শ্রেণীতে পড়ে,—(১) তদ্ভব, (২) তৎসম, এবং (৩) অর্ধ-তৎসম।

যে শব্দ আদি ভারতীয়-আর্য হইতে মধ্য ভারতীয়-আর্যের ভিতর দিয়া ধারাবাহিক পরিবর্তন লাভ করিয়া আসিয়া বাঙ্গালা রূপ লাভ করিয়াছে সেগুলি **তদ্ভব** ('তৎ', মূলস্থানীয় ভাষা "সংস্কৃত" হইতে যাহার 'ভব' "উৎপত্তি")। বাঙ্গালা শব্দভাণ্ডারের আদি মূলধন তদ্ভব। ইহার মধ্যে ইন্দো-ইরানীয় বা ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দই শুধু নাই, অষ্ট্রীক দ্রাবিড় অথবা চীনীয় ইত্যাদি হইতে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দও আছে।

[ক] প্রাচীন ভারতীয়-আর্য হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তদ্ভব :

বা আড়াই < প্রা অড্ঢতইঅ- < সং অর্ধতৃতীয়-, আইসে < আবিসই < আবিশতি, ইঁদারা < ইন্দাআর- < ইন্দ্রাগার-, উনান < উণ্হাবণ- < * উষ্ণাপণ-, এগার < এগ্গারহ < একাদশ, ওঝা < উবজ্ঝাঅ- < উপাধ্যায়, কনুই < কহোণিআ < কফোণিকা, খাজা < খজ্জ- < খাদ্য-, গায় < গাঅই < গায়তি, নাতি < নত্তিঅ- < নপ্তৃক-, রানী < রণ্ণিআ < রাজ্ঞিকা, ষোল < সোলহ < ষোড়শ।

[খ] দ্রাবিড় গোষ্ঠী হইতে গৃহীত তদ্ভব :

বা ইঁচলা (মাছ) < প্রা *ইঞ্চঅ- < সং ইঞ্চক- < তামিল ইর-বু (iravu); বা উলু (খড়) < প্রা *উলুঅ- < সং উলুপ- < তাকিল উলবৈ (ulavai, = ঝোপ) ; বা কুড়া (= বিঘা) < প্রা কুডব- < সং কুটল- < তামিল কুলকম্ (kuḷakam, = কঠিন ও তরল পদার্থের মান) ; বা খাল < প্রা খল্ল- < সং খল্ল- < তামিল কাল্ ; বা ঘড়া < প্রা ঘড়- < সং ঘট- < তালিম-মলয়ালী কুটম্, কানাড়ী কোড ; বা পিলে ('ছেলে-পিলে') < প্রা *পিল্লিঅ-, পিলুঅ-, < সং পিল্লিক- < তামিল পিল্লৈ (pillai) "শাবক" ; বা মোট (= বোঝা) < প্রা মূডঅ- < সং মূটক- < তামিল মূটে।

[গ] অষ্ট্রিক গোষ্ঠী হইতে গৃহীত তদ্ভব :

বা ঢাক < প্রা, সং ঢক্ক- ; ঢোকে < প্রা ঢুক্কই < সং ঢৌকয়তি ; প্রা-বা ঢুলি < প্রা, সং ঢুলি (= কচ্ছপ) ; টঙ্গ < প্রা, সং টঙ্ক- (= উচ্চস্থান) ; প্রা-বা তাঁবোলা < সং তাম্বুল-। এই ধরণের অনেক শব্দের সন্ধান সংস্কৃতে মিলে না। যেমন, উচ্ছে, ঝিঙ্গা, খোকা-খুকি, ডেঙ্গর (= উৎকুন), ঢেঙ্গা।

[ঘ] ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী হইতে গৃহীত তদ্ভব :

বা দাম < প্রা দম্ম- < সং দ্রম্য- < গ্রীক দ্রাখ্মে (drakhmē, = মুদ্রা বিশেষ) ; সুড়ঙ্গ < প্রা, সং সুরঙ্গ-, সুরুঙ্গ- < গ্রীক সুরিংক্স (surinks) ; বা সিমুই < প্রা, সং সমিতা < গ্রীক সেমিদালিস্ (semidalis, = ময়দা) ; মুদ্রা < প্রা মুদ্দ- < সং মুদ্রা (= মিশরদেশীয় শীলমোহর) < প্রাচীন পারসীক মুদ্রায় (= মিশর) ; কাহন (= খড়, কড়ি ইত্যাদি গণনার সংখ্যা) < প্রা কাহাবণ- < সং কার্ষাপণ- (= মুদ্রা বিশেষ) < প্রাচীন পারসীক কর্শ- (= বস্তু-মান বিশেষ)।

[ঙ] মোঙ্গল গোষ্ঠী হইতে (ইরানীয় শাখার মারফৎ) গৃহীত তদ্ভব :

বা ঠাকুর[১] < প্রা, সং ঠাক্কুর- < তুর্কী * তিগির্(?); বা তুরুক (-সওয়ার) < প্রা তুরুক্ক- < তুর্কী, তুর্ক।

যে-সকল শব্দ আধুনিক বাঙ্গালায় সংস্কৃত হইতে অপরিবর্তিতভাবে গৃহীত হইয়াছে সেগুলিকে বলা হয় **তৎসম** ('তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃতের 'সম' অর্থাৎ অভিন্নমূর্তি)। যেমন, জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, সূর্য, গৃহ, কৃষ্ণ, অন্ন।

যে-সকল শব্দ একদা সংস্কৃত হইতে অবিকলভাবে গৃহীত হইয়াছিল এবং যেগুলিতে তৎপরবর্তী কালোচিত ধ্বনিপরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে সেই সকল শব্দকে বলা হয় **অর্ধতৎসম (Semitatsama),** অর্থাৎ বিকৃতমূর্তি। এককথায় বলিতে গেলে পুরানো তৎসম শব্দই অধুনাতন অর্ধতৎসম। কথ্য ভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার যথেষ্টই আছে। যেমন,[২] সং কৃষ্ণ- > কেষ্ট (কানু), চিত্র- > চিত্তির (চিতা), শ্রদ্ধা > ছেদ্দা (সাধ), বৈদ্য- > বদ্দি (বেজ), জ্যোৎস্না > জোছনা (জোনা-কি); রক্ত > রকত (রাতা); রাত্রি- > রাত্তির (রাত)।[২]

অনেকসময় দেখা যায় যে, একই শব্দের তর্ধতৎসম ও তদ্ভব দুই রূপ অথবা তদ্ভব শব্দের দুই রূপান্তর বিভিন্ন অর্থে চলিত আছে। এইরূপ শব্দকে **যমজ (Doublet)** বলে।[৩] যেমন, শ্রদ্ধা > সাধ, ছেদ্দা ; ক্ষার > খার, ছার ; ক্ষুদ্র > খুদ, খুড়া ; কক্ষ- > কাছ-, কাঁখ। ক্বচিৎ সগোত্র ভিন্ন ভাষার শব্দও যমজরূপে রহিয়া গিয়াছে। যেমন,[৪] মুদ্রা (< মুদ্রা), মোহর ; বাহু, বাজু ; মিত্র, মিহির ; চিত্র, চেহারা ; বাধা, বস্তা ; চাকা, চরখা ; সপ্তাহ, হপ্তা ; শরৎ, সাল ; দেব, দেও (হিন্দী) ; রোচিঃ, রোজ।

বাঙ্গালায় আগন্তুক শব্দ প্রধানত দুইজাতের—দেশি এবং বিদেশি। **দেশি** শব্দগুলি বাহিরের কোন ভাষা হইতে আসে নাই ; এগুলি আসিয়াছে দেশের প্রাচীনতর অধিবাসীদের ভাষা অষ্ট্রিক দ্রাবিড় অথবা কোন অজ্ঞাত ভাষাবংশ হইতে। সুতরাং এক হিসাবে এগুলিকেও মৌলিক বলা যায়। বাঙ্গালার বহু গ্রামের নামে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার অস্পষ্ট ছাপ মিলিতেছে।

---

[১] মধ্য-বাঙ্গালায় সম্ভ্রমার্থে ধনী গৃহস্থ অথবা অব্রাহ্মণ সাধুব্যক্তি বুঝাইতে। ব্রাহ্মণের ও সাধু-সন্ন্যাসীর বেলায় তখন বলিত 'গোসাঞি'।

[২] বন্ধনীমধ্যে তদ্ভব রূপ।

[৩] যেমন, গোলাপ—জোলাপ (দুইই ফারসী) ; চাকা (তদ্ভব)—চরখা (ফারসী)।

[৪] দ্বিতীয় শব্দগুলি ফারসী।

যে-সকল অষ্ট্রিক অথবা দ্রাবিড় শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছিল এবং যাহা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, সেগুলি বাঙ্গালায় আগন্তুক দেশি শব্দ নয়, সেগুলি তদ্ভব শ্রেণীতেই পড়ে। যেমন, ডিম < ডিম্ব, ঢোঁড়া < ঢুণ্ডুভ, কলা < কদলী, তামলী < তাম্বূলিক। বাঙ্গালা দেশে আর্য ভাষা আসিবার পর হইতে যে-সকল স্থানীয় আর্যেতর ভাষার শব্দ প্রবেশ করিতেছে, সেইগুলিই দেশি শব্দ। যেমন ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, ঢাল, ডাঙ্গা, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢিল, যথার্থ ঢেউ, ডাহা, ডাঁসা।

বাঙ্গালা ভাষা অপর যে-সকল ভাষার কমবেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া **বিদেশি** শব্দ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে,—(১) ফারসী (এবং ফারসীর মারফৎ তুর্কী ও আরবী), (২) পোর্তুগীস (এবং নগণ্য পরিমাণে ওলন্দাজ ও ফরাসী), আর (৩) ইংরেজী।

বাঙ্গালা দেশে মুসলমান আধিপত্য শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দে এবং শেষ হয় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষের দিকে। সেই সাড়ে পাঁচ শত বৎসরব্যাপী ঘনিষ্ঠতার ফলে শাসনকর্তৃপক্ষের ভাষা ফারসী হইতে বহু শব্দ বাঙ্গালায় ঢুকিয়া যায়। বাঙ্গালায় প্রায় আড়াই হাজার শব্দ ফারসী অথবা ফারসীর মারফৎ আরবী ও তুর্কী হইতে আসিয়াছে। প্রথম তিন শতাব্দে ফারসী শব্দ বেশি আমদানি হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে, বিশেষ করিয়া মোগল-শাসনের সূত্রপাতের পর, এ-জাতের শব্দের প্রবেশ অসম্ভব রকম বাড়িয়া যায়, এবং অষ্টাদশ শতাব্দে বাঙ্গালায় ফারসীর প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হয়। তাহার পর বিগত শতাব্দের তিরিশের কোঠায় যখন ফারসীর পরিবর্তে বাঙ্গালা ও ইংরেজী আইন-আদালতের ও শাসনকার্যের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন হইতে ফারসীর প্রভাব দ্রুত কমিয়া যাইতে থাকে। তবুও বহু শব্দ এমনভাবে শিকড় গাড়িয়াছে যে, সেগুলি এখন বাঙ্গালার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শব্দাবলীর অন্তর্গত। এমন কি অনেক ফারসী শব্দ তদ্ভব শব্দকে সরাইয়া দিয়াছে। 'বায়ু' অর্থে প্রাচীন তদ্ভব শব্দ হইতেছে 'বা' (< বাত), কিন্তু এই শব্দ এখন অপ্রচলিত, আর তাহার স্থান লইয়াছে আরবী 'হাওয়া' ও ফারসী 'বাতাস'। তেমনি তদ্ভব 'রাতা' (< রক্ত) স্থানে 'লাল' (আরবী) আসিয়াছে। তদ্ভব 'ভুঁই' (< ভূমি) ও 'খেত' (< ক্ষেত্র) শব্দকে 'জমি' (ফারসী) বেদখল করিয়াছে। 'উদ্যান' শব্দের তদ্ভব রূপ '*উজান' (তু° স্থাননাম উজানী < উদ্যানিকা) একেবারেই মিলে না, সেস্থানে পাই (তুর্কী) 'বাগ', 'বাগান', 'বাগিচা'। অনেক

বিদেশি শব্দের স্থানে দেশি শব্দের চিহ্ন মিলে না। যেমন কোমর, গরম (তদ্ভব 'গুমট' < গ্রীষ্ম-বৃত্ত, অন্য অর্থে), গরজ, নরম, পছন্দ, শাদা, হাজার (তদ্ভব 'সাস-' < সহস্র পাওয়া যায় 'শাশমল' < সহস্রমল্ল পদবীতে)।

বাঙ্গালায় ফারসী-আরবী-তুর্কী শব্দের কিছু কিছু নমুনা দেওয়া গেল।

ফারসী—আন্দাজ, খরচ, কম, বেশি, নগদ, পর্দা, শহর, কামান, জাহাজ, পেয়ালা, খেয়াল, রেশম, খুব, জোর, তোপ, বস্তা, দূরবীন, সিন্দুক।

আরবী (ফারসীর মধ্য দিয়া)—আইন, আক্কেল, হুঁকা, কেচ্ছা, খাসী, আয়েশ, বিদায়, জিলা, আতর, কেতাব, তাজ্জব, দফা।

তুর্কী (ফারসীর মধ্য দিয়া)—আলখাল্লা, উজবুক, উর্দু (শিবির), কাঁচি, কাবু, কুলী, চাকু, বিবি, বোঁচকা।

ফারসী হইতে বাঙ্গালায় কয়েকটি প্রত্যয়-উপসর্গেরও আমদানী হইয়াছে। যেমন,' -আনা' (বাবুয়ানা, সাহেবিয়ানা), '-গিরি' (বাবুগিরি, কেরানীগিরি), '-দার' (অংশীদার, বাজনদার), '-বাজ' (ফেরেববাজ, ধড়িবাজ), '-সই' (মাপসই, টেঁকসই), 'ফি-' (ফি-হপ্তা, ফি-লোক), 'বে-' (বেবন্দোবস্ত, বেহাত)।

ষোড়শ শতাব্দে বাঙ্গালায় পোর্তুগীসদের বাণিজ্য শুরু হয়, এবং অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ অবধি মিশনারিদের কার্যকলাপের দ্বারা বাঙ্গালার সহিত তাহাদের সম্পর্ক কতকটা অবিচ্ছিন্ন থাকে, যদিও দাসব্যবসায়, জলদস্যুতা এবং উগ্রভাবে ধর্মপ্রচারের জন্য দেশের লোকের সঙ্গে সে সম্পর্ক কখনই সহজ ও হৃদ্য ছিল না। পোর্তুগীসরা অনেক নূতন কিছু এদেশে আনিয়াছিল যেগুলির পোর্তুগীস নামও বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে। এমন শব্দের সংখ্যা শতাধিক। এগুলিকে এখন আগন্তুক শব্দ বলিয়া চেনা দায়। যেমন, কাবার (acabar), আলকাতরা (alcatrao), আলপিন (alfinete), আনারস (ananas, শব্দটি মূলে দক্ষিণ আমেরিকার), নোনা (anona), আতা (ata), আলমারি (almario), বালতি (balde), বোতাম (botaõ), বাসন (bacia), বোমা (bomba), ওলন্দাজ (hollandais), কামিজ (camisa), কেরানি (cerane), চাবি (chave) কপি, (cauve), ফিতা (fita), ফাল্‌তো (falto), গামলা (gamela), গস্ত (gasto), গরাদে (grade), গুদাম (gudaõ, শব্দটির মূলে আছে মালয় gudang অথবা তেলুগু gidangi), গীর্জা (gireja), জানালা (janela), নীলাম (leilaõ). মার্কা (marca), মস্করা (mascara), মিস্ত্রি (mestre), পাঁউ (রুটি) (paõ), পেঁপে

(papaia শব্দটি মূলে আমেরিকার), পাচার (passar), পেয়ারা (pera), পিপা (pipa), পরাত (prato), পেরেক (prego), রেস্ত (resto), সাবান (sabaõ), সাবু বা সাগু (sagu), সায়া (saia), তোয়ালে (toalha), তোলো (হাঁড়ি) (tolha), তিজেল (tigela), তামাক (tobaco), টোকা (=তালপাতার ছাতা, touca), বেহালা (viola), বরগা (verga), বেসালি (vasilha), বিন্তি (vinte)।

ওলন্দাজ ভাষা হইতে যে কয়েকটি শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়াছে তাহা প্রায় সবই হইতেছে তাস-খেলার বিষয়ে। যেমন, হরতন (harten), রুইতন (ruiten), ইস্কাবন (schopen), তুরুপ (troef)। ইস্ক্রুপ-ও (schroef) ওলন্দাজ শব্দ।

ফরাসী হইতে যে দুইচারিটি শব্দ আসিয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে কার্তুজ (cartouche) এবং কুপন (coupon)।

অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশ ইংরেজের শাসনে আসে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজীর প্রভাব শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দের গোড়া হইতে। এই প্রভাব ক্রমবর্ধমানভাবে বাঙ্গালার শব্দকোষের এবং প্রয়োগরীতির উপর পড়িতেছে। ইহা কতদূর ব্যাপক হইবে তাহা এখনো অনুমান করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দের প্রথমে যে-সকল ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় ঢুকিয়াছিল তাহার অনেকগুলি বাঙ্গালায় তদ্ভববৎ হইয়া গিয়াছে। যেমন— লাট (lord), কার (cord), আপিস (office), লণ্ঠন (lantern), লম্প (lamp), গেলাস (glass), বাক্‌স বা বাস্‌ক (box), গারদ (guard), পুলিশ (police), উট-পেন্‌সিল (wood), সান্ত্রী (sentry)। এইরূপ শব্দগুলির মধ্যে সেকালের ইংরেজীর উচ্চারণ অনেকটা বজায় আছে। পরবর্তী কালে এবং আধুনিক সময়ে যে-সকল শব্দ প্রবেশ করিয়াছে বা করিতেছে সেগুলিতে এমন কিছু ধ্বনিপরিবর্তন হয় নাই যাহাতে ইংরেজী বলিয়া চেনা না যায়। যেমন, টিকিট, ইষ্টিসান, ট্রেন, লেমনেড, সার্ট, সেমিজ, কোট, কোর্ট, ডেপুটি, টেবিল, চেয়ার, সিনেমা, বায়োস্কোপ, হোটেল, থিয়েটার, ফটো, ফোন, টেলিগ্রাফ, কলেজ, কেয়ার, ইত্যাদি।

কয়েকটি ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালায় সমাসযুক্ত পদে উপসর্গের মত চলিয়া গিয়াছে। যেমন, হাফ- (হাফ্-আখড়াই গান, হাফ-হাতা জামা, হাফ মোজা), ফুল্- (ফুল-মোজা, ফুল্ হাতা জামা) এবং হেড- (হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলবী, হেড-মিস্ত্রী)।

কোন কোন বিদেশি শব্দ অনূদিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। (ইহাকে ইংরেজীতে বলে **Translation Loan**)। যেমন ইংরেজী reindeer (মূলে যদিও rein শব্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না) বাঙ্গালায় হইয়াছে 'বল্গা-হরিণ'। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় (university), বাতিঘর (lighthouse), গলাবন্ধ (necktie, cravat), হাতঘড়ি (wristwatch), পাদপ্রদীপ (footlight), বিষয়বস্তু (subject matter), মাতৃভূমি (motherland) ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় ইংরেজী হইতে অনূদিত শব্দ ও বাক্যাংশ বেশ কিছু চলিতেছে। যেমন 'আনন্দের সঙ্গে' (with pleasure), 'দুঃখিত' (sorry), 'বাধিত' (indebted), 'অনুগৃহীত' (obliged), 'স্বর্ণযুগ' (golden age), 'স্বর্ণাক্ষর' (golden letters), 'সুবর্ণ সুযোগ' (golden opportunity), 'আমি আস্‌তে পারি কি?' (May I come in ?) ইত্যাদি। "নাই"-অর্থে 'অনুপস্থিত' (absent) এখন অনেকেই লিখিতেছেন। সম্প্রতি কোন কোন লেখক আবার 'বর্তমান' অর্থে ইংরেজী 'present'-এর অনুবাদ চালাইতেছেন—'উপস্থিত'। যেমন—'ইহাতে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত।' তেমনি 'স্বাক্ষর' (signature): 'কবিতাটিতে কবির নিজস্বতার স্বাক্ষর নাই। এই ধরণের শব্দসৃষ্টিতে অভিনবত্বের প্রয়াসই প্রকট॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাঙ্গালা পদবিচার

১. পদ-বিভাগ

পাণিনি পদকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন,—সুবন্ত ও তিঙন্ত। **সুবন্ত** পদে 'সুপ্' অর্থাৎ কারকের বিভক্তি যুক্ত হয়, এবং এই শ্রেণীতে পড়ে—(ক) বিশেষ্য, (খ) সর্বনাম ও (গ) বিশেষণ। **তিঙন্ত** পদে 'তিঙ্' অর্থাৎ কাল-ভাব-বাচ্যের বিভক্তি যুক্ত হয়, এবং এই শ্রেণীতে পড়ে (ঘ) সমাপিকা ক্রিয়া। তাহা ছাড়াও পাণিনি আর এক শ্রেণীর পদ ধরিয়াছেন যাহা আসলে সুবন্ত, কিন্তু সেগুলির রূপান্তর নাই। এগুলিকে তিনি বলিয়াছেন 'নিপাত'। কারক-বচন-কাল-ভাব-বাচ্য ভেদে **নিপাত** পদের রূপান্তর হয় না। নিপাত অর্থাৎ অব্যয় (ঙ) ক্রিয়াবিশেষণ ও (চ) অসমাপিকা এই দুই শ্রেণীতে পড়ে। মৌলিক নিপাত হইতেছে প্রাচীন উপসর্গগুলি—আ, প্র, সম্, নি, উপ, অনু, প্রতি ইত্যাদি। অপর নিপাত প্রায় সবই একদা সুবন্ত পদ ছিল। যেমন, পুরা, দিবা ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সুবন্তেরই অন্তর্গত, কেননা এগুলি মূলত অতি পুরাতন ক্রিয়াজাত বিশেষ্য শব্দের তির্যক্ কারকের পদ। যেমন, সংস্কৃত 'কর্তুম্, কৃত্বা' যথাক্রমে 'কর্তু, কৃতু' এই দুই ভাববচনের দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের পদ। বাঙ্গালায় একটিমাত্র তিঙন্ত নিপাত আছে,—'নাই < নাহি' (< সং নাসীৎ)॥

২. বাঙ্গালা নাম-পদে লিঙ্গ

সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে নাম-পদের তিন লিঙ্গ ছিল : পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। পদান্তের '-আ,- ই, -ঈ' অ-কারে পরিণত হওয়ার প্রাচীন শব্দগুলি অর্বাচীন অপভ্রংশে প্রায়ই পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। কেবল বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য রহিয়া যায়। পদান্তের '-ইঅ(া)' ই-কার বা ঈ-কারে পরিণত হইয়া নূতন করিয়া স্ত্রীলিঙ্গের পদ সৃষ্টি করিল। যেমন, *অগ্নিক- > আগি (আগী), বর্তিকা > বাতি (বাতী)। প্রাচীন বাঙ্গালা পর্যন্ত এই নবোদ্ভূত স্ত্রীলিঙ্গ অনুভূত ছিল, এবং ইহার বিশেষণে যথারীতি স্ত্রীপ্রত্যয় হইত। যেমন, 'লাগেলি আগি' (=আগুন লাগিল), 'হাড়েরি মালী' (=হাড়ের মালা), 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী' (=সোনায় ভরা করুণা

নৌকা)। মধ্য বাঙ্গালায় প্রথম উপস্তরেও বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় লুপ্ত হয় নাই। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'উত্তরলী হয়িলী রাহী' (=রাই উতরোল হইল)।

নব্য ভারতীয়-আর্যের "মগধীয়" ভাষাগুলিতে—বাঙ্গালা-ওড়িয়া-অসামীয়া-মৈথিলী-ভোজপুরিয়ায়—এখন আর তদ্ভব বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয় হয় না। বিশেষ্যে হয় শুধু জাতি বা শ্রেণী বুঝাইতে। যেমন, বামনী, চাষানী, হাঁসী, ঘেসেড়ানী, গোয়ালিনী।

বাঙ্গালায় স্ত্রীপ্রত্যয় দুইটি—'-ঈ (-ই)' এবং '(-ই) নী'। প্রথমটি জাতিবাচক, দ্বিতীয়টি প্রধানত কার্যবাচক। যেমন, গয়লানী (=যে গোয়ালার মেয়ে নিজে দুধ যোগায়), মজুরনী (=স্ত্রী মজুর)। পত্নী অর্থেও '-(ই)নী' প্রত্যয় হয় (যেমন, চাষানী, পুরুৎনী)। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালার '-ইনী' প্রত্যয় আধুনিক বাঙ্গালায় '-ইন্' হইয়াছে। যেমন, 'সই সাঙ্গাতিন (< *সঙ্গযাত্রিণী) নাতিন (> নাতনী) মিতিন (< *মিত্রিণী) সঙ্গে যাবি কে।' জাতি বুঝাইলে সাধারণত '-ই (-ঈ)' প্রত্যয় হয় (যেমন, বামনী, ঘুড়ী < ঘোড়া, হাঁসী), নহিলে স্ত্রীত্ববোধক শব্দ যোগ হয় (যেমন, গাই-গরু, মাদি-ঘোড়া)। কার্যবাচক স্ত্রীলিঙ্গও স্ত্রীত্ববোধক শব্দের যোগে প্রকাশিত হয়। যেমন, মেয়ে-মাষ্টার, মেয়ে-ডাক্তার।

বিশেষ করিয়া পুরুষ প্রাণী বুঝাইতে বাঙ্গালার বিশিষ্ট পুংলিঙ্গ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় '-আ'। যেমন প্রা-বা 'হরিণা হরিণির নিলঅ ন জানী', 'জোইয়া : জোইনী' ; আ-বা হাঁসা : হাঁসী, চকা : চকী, বগা : বগী।

পুংলিঙ্গ '-আ' ও স্ত্রীলিঙ্গ '-ঈ' প্রত্যয় দুইটি যথাক্রমে "বৃহৎ" ও "ক্ষুদ্র" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, হাঁড়া : হাঁড়ী; জাঁতা : জাঁতি, ঘড়া : ঘড়ী (চর্যাগীতি 'ঘড়ুলী'), বড়া : বড়ী, বাটা : বাটী। ম-বা তিয়ড়া : তিয়ড়ী।

নিন্দার্থক '-ই (-ঈ)' প্রত্যয়ও স্ত্রীপ্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, চর্যা-গীতিতে, কাহ্নি < কৃষ্ণ-। আধুনিক বাঙ্গালায় তুচ্ছ ও অবজ্ঞা অর্থে পুংলিঙ্গের '-আ' বা '-উআ' প্রত্যয় হয়। যেমন, রামা : রেমো (< রাম+) ; যেদো (< যদু+) ; শামা : শেমো (< শ্যাম+)॥

৩. বিশেষণ

বাঙ্গালায় বিশেষণে কারক-বিভক্তি যোগ হয় না। তবে বিশেষণ বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হইলে হয়। যেমন, প্রা-বা 'মূঢ়া হিঅহি' (=মূঢ়ের হৃদয়ে) ; আ-বা 'কালোকে কালো বলিব না তো কি ?'

দুই বস্তুর অথবা ভাবের মধ্যে একের অতিশায়নে বাঙ্গালায় কোন প্রত্যয় যোগ করা হয় না। যাহা হইতে অতিশয়িত হইতেছে তাহাতে সপ্তমী পঞ্চমী দ্বিতীয়া অথবা চতুর্থী বিভক্তি কিংবা ষষ্ঠী বিভক্তির সঙ্গে পঞ্চমী অথবা চতুর্থী বিভক্তি-দ্যোতক অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন, প্রা-বা 'ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিণালী' (=ডোম্বীর বাড়া নাই ছিনাল); ম-বা 'তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ বীর নাহিক ভুবনে'; 'তাকে চায়্যা বড় বীর'; 'তারে বাড়া বীর'; 'তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে'; আ-বা 'রামের চেয়ে (থেকে, হতে) শ্যাম বড়'; 'রাম কর্‌তে শ্যাম বড়'; 'রামের অপেক্ষা শ্যাম বড়', ইত্যাদি।

সংস্কৃতের অতিশয়িত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ বাঙ্গালায় প্রায়ই সাধারণ বিশেষণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, তিনি বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি; কাজটি গুরুতর (= বিশেষ গুরু); তিনি উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত; ইত্যাদি। অতিশয়িত প্রয়োগ—এ স্থান ও স্থানের অপেক্ষা নিম্নতর; তিনি পূর্বাপেক্ষা দ্রুততর বেগে চলিলেন; ইত্যাদি।

দুইয়ের বেশি বস্তুর বা ভাবের মধ্যে একের অতিশায়নে নির্ধারণ-সপ্তমীর 'মধ্যে' প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'তীর্থের মধ্যে বারাণসী শ্রেষ্ঠ; 'বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ সর্বোত্তম'।

কখনো কখনো নির্ধারণ-ষষ্ঠীও চলে। যেমন, সে সবার অধম; ফলের সেরা আম; ইত্যাদি॥

৪. ক্রিয়াবিশেষণ

ক্রিয়াবিশেষণ পদে বাঙ্গালায় সাধারণত তৃতীয়া-সপ্তমীর বিভক্তি দেখা যায়। যেমন, প্রা-বা 'নিতে নিতে ষিআলা ষিহেঁ সম যুঝঅ' (=নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে), 'ভবণই গহণ গম্ভীর-বেগেঁ বাহী' (=ভবনদী গহন, গম্ভীর-বেগে প্রবাহিত); ম-বা ভালে (=ভদ্রং, ভদ্রেণ), 'মোর ভাগ্যে এথা প্রভুর হৈল প্রভুর আগমন'; আ-বা ভালোয়-ভালোয়; ধীরে চল। প্রাচীন বাঙ্গালায় পূর্বাগত দ্বিতীয়ান্ত পদের ব্যবহারও আছে। যেমন, 'ভণই ধাম ফুড়' < ভণতি ধর্মঃ স্ফুটম্।

কয়েকটি সংস্কৃত অব্যয়েরও ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রয়োগ আছে। যেমন, অকস্মাৎ, হঠাৎ, সহসা।

দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে '-ই, -ইয়া' -অন্ত অসমাপিকা যোগ করিয়া

বহুভাষিত ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগ বাঙ্গালার একটি প্রধান বিশেষত্ব। যেমন, প্রা-বা 'দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ' (=দৃঢ় করিয়া মহাসুখকে পরিমাণ কর); 'থির করি' (=স্থির ভাবে); ম-বা 'চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি', 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে'; আ-বা মন দিয়া শুন, ভালো করিয়া পড়॥

৫. বিশেষ্যে দ্বিবচন

মধ্য ভারতীয়-আর্যে প্রাচীন দ্বিবচনের বিভক্তিচিহ্ন রহিয়া গিয়াছিল শুধু 'উভো (< উভৌ); দ্বো, দো (< দ্বৌ); দুবে দুবি, বে (< দ্বে)' এই সংখ্যাবাচক দ্বিবচন পদগুলিতে। অপভ্রংশের মধ্য দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালায় সংখ্যাবাচক 'বেণি' (< বহুবচন বিভক্তিযুক্ত *দ্বীনি=দ্বে হইতে) ও 'দু(ই)' (< দ্বে) আছে। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই॥

৬. বিশেষ্যে বহুবচন

প্রাচীন ও আদি-মধ্য বাঙ্গালায় শব্দরূপে বহুবচন-একবচন ভেদ নাই। উভয় বচনে কারকের একই রূপ। যেমন, প্রা-বা 'এক সে শুণ্ডিনী'; 'বতিস জোহিনী'; ম-বা 'বৃক্ষের প্রধান', 'দেবের দেব আহ্মে'।

বহুত্ব বুঝাইতে বাঙ্গালায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হয়।

১. অগ্রে অথবা পশ্চাৎ 'সকল, সব, যত, কত' প্রভৃতি বহুত্ববাচক বিশেষণ ব্যবহার করিয়া। যেমন, প্রা-বা 'সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই' (=সকল সমাধি-দ্বারা কি করা যাইতে পারে?); ম-বা 'তোহ্মে সব', 'সব দেব', 'এসব কাহিনী', 'যত লোক', 'দিন কথো গেলে'।

২. প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'জাল, লোক, ভাগ, সমাজ, গণ' ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দের সমাস করিয়া। যেমন, প্রা-বা জোইণিজাল (=যোগিনীরা), ইন্দিআল (=ইন্দ্রিয়গণ); ম-বা নৃপভাগ (=রাজারা), রমণীসমাজ, যুবতি-সভা, ভক্তগণ। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'গণ' দ্রব্যবাচক শব্দেও যুক্ত হইয়াছে। যেমন, আভরণগণ, বাদ্যগণ।) 'লোক' শব্দটি অর্বাচীন অপভ্রংশেই প্রায় বহুবচন-প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছিল। যেমন, পসুলোঅড়া (=পশুগণ), পণ্ডিঅলোঅ (=পণ্ডিতেরা); প্রা-বা বিদুজণলোঅ (=বিদ্বজ্জনেরা)। এই ভাবে ওড়িয়ায় 'মান' (< মানব) শব্দও বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। যেমন, প্রজামান, দ্রব্যমান। মধ্য বাঙ্গালায়ও দৈবাৎ 'মান' দেখা যায়। যেমন, গোর্খবিজয়ে 'বৃদ্ধমান' (=বৃদ্ধেরা)।

৩. আম্রেড়িত বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অসমাপিকা পদের প্রয়োগ দ্বারা। তবে ইহা সাধারণ বহুবচন নয়, **নির্ধারক বহুবচন (Selective Plurul)**। যেমন, প্রা-বা 'উচা উচা পাবত' (=উচু উঁচু পর্বত), 'জে জে আইলা তে তে গেলা' (=যাহারা যাহারা আসিল তাহারা তাহারা গেল), 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই' (=কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে), 'মিলি মিলি মাঙ্গা' (=বিবিধ মার্গ প্রাপ্ত হইয়া অথবা ছাড়িয়া), 'ছোই ছোই যাইসি বাহ্মণ নাড়িআ' (=নেড়া বামুন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইস) ; ম-বা 'বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোআলার বন্দিল চরণ', 'ছোট ছোট জিনিলে', 'তবে গরুড় পক্ষী সর্পে ধর‍্যা ধর‍্যা খাই' ; আ-বা 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।

৪. কর্তৃকারকে ষষ্ঠীবিভক্তিজাত '-রা (-এরা)' যোগ করিয়া।[১] এই প্রয়োগের প্রাচীনতম রূপ পাওয়া গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, 'আহ্মারা, তোহ্মারা' এই দুইটি সর্বনাম পদে। সপ্তদশ শতাব্দ হইতে এই বিভক্তি প্রথমে আ-কারান্ত অন্য সর্বনাম পদে ও বিশেষ্যে, পরে অন্য-স্বরান্ত বিশেষ্যে যুক্ত হইতে থাকে। যেমন, তাঁরা, যাহারা, রাজারা, বালিকারা, সেবকেরা, গোষ্ঠীরা। ব্যক্তি-নামেও এই বিভক্তির ব্যবহার হয়, তবে অভিবিধি-বহুবচন (nclusive Plural) অর্থে। যেমন, রামেরা (=রাম ও তাহার বাড়ির লোক)। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে এই '-রা' বিভক্তির প্রাচীন প্রয়োগের উদাহরণ মিলে,—'আমরা সবকে', 'আমরা সবের'। সাধুভাষায় এবং চলিতভাষায় '-রা বিভক্তি শুধু কর্তায় হয়। বঙ্গালী-কামরূপীতে তির্যক্ কারকেও চলে। যেমন, তোমরাকে (=তোমাদিগকে), আমরার (=আমাদের)।

৫. **নির্দেশক বহুবচনের** বিভক্তিরূপে '-গুলা (-গুলি)' মিলিতেছে যোড়শ শতাব্দ হইতে। যেমন,[২] চৈতন্যভাগবতে, 'সেইগুলা আইল কিবা আমারে ভাণ্ডিয়া', বামনগুলা, নগরিয়াগুলা। 'কুল' শব্দের সঙ্গে এই বিভক্তির প্রত্যক্ষ

---

[১] কেমন করিয়া যে ষষ্ঠীবিভক্তি প্রথমার বহুবচনবিভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল তাহার কিছু ইঙ্গিত নিয়া প্রাকৃতে মিলিতেছে। নিয়া প্রাকৃতে ক্রিয়ার একাধিক কর্তৃপদ (মনুষ্য-নাম) থাকিলে শেষেরটিতে ষষ্ঠীর একবচনের বিভক্তি যোগ হইত। যেমন, 'এব পিতুস (∠ * পিতুস্য) চ গতংতি' (=সে আর তাহার পিতা গেলেন)। দৈবাৎ কর্মেও এইরূপ হইত। যেমন, 'লম্ব্র´ তংজকস চ অত্র বিসজিদেমি' (=লম্ব্র´ এবং তংজককে এখানে পাঠাইয়াছি)। নিয়া প্রাকৃতে কর্মবাচ্যে কর্তায় সাধারণত তৃতীয়ার স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হইত। যেমন, 'চম্পেয়স ইশ গন্দবো' (='চম্পোয় ওখানে যাইবে)। কর্মবাচ্য ছাড়াও ষষ্ঠীপদ কর্তা বা কর্মরূপে পাওয়া যায়। যেমন, 'তেষ (=তেষাম্) উঠবিদংতি' (=তাহারা উঠাইল)। কৃদ্-যোগে কর্তায় ষষ্ঠীর প্রভাব ইহাতে থাকা সম্ভব।

[২] সব উদাহরণই তুচ্ছার্থে।

সম্পর্কের কোন প্রমাণ নাই, বরং নির্দেশক 'গোটা (গুটি)' শব্দের সঙ্গে আছে। আদি-মধ্য বাঙ্গালায় সংখ্যাবাচক শব্দে '-গোটা, -গুটি (> -টা, -টি)' প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'সাত গুটি বিন্ধ' (=সাতটা বিঁধ), 'দুগুটি বেণুআ' (=দুটি বিঁড়া); অন্যত্র 'সাত গোটা বাণ', 'শঙ্খ দুগুলি' (=দুগাছি শাঁখা)।

৬. তির্যক্ কারকে সপ্তদশ শতাব্দ হইতে '-দি-(> -দে-), -দিগ-' বহুবচন প্রত্যয় দেখা যায়। এই প্রত্যয়ের পরে কারক-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন, তাহাদিগকে, তাহাদিগে (দ্বিতীয়া-চতুর্থী); তোদিগের, মুনিদের (ষষ্ঠী)। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের (অপ্রাচীন) পুথিতে ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত 'দিগের' শব্দের প্রয়োগ আছে (যেমন, তোমার দিগের)। অনুরূপ প্রয়োগ ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম দিকে গদ্যরচনায় অত্যন্ত সুলভ। যেমন, তোমারদের, বালকেরদিগকে। '-দি' বিভক্তির মূল 'আদি' হইতে পারে,[১] কিন্তু 'দিগ-' বিভক্তির মূলে যে ফারসী 'দিগর' (=ইত্যাদি) আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে ব্যবহারে ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ। এই প্রয়োগ এখনো চলিত আছে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে (যেমন, তোমাদ্দের < তোমারদের < তোমার দিগের)।

৭. সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দে তির্যক্ কারকে বহুবচন বিভক্তিরূপে 'ঘর' মিলিতেছে ভাগীরথীতীরবর্তী অঞ্চলে। যেমন, ভারতচন্দ্র, 'বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে, পান-পানী খানা পিনা আয়েব না করে।' 'ঘর'এর সঙ্গে[২] আরবী-ফারসী 'বগয়রহ্' (=ইত্যাদি) শব্দের সংযোগে এই বিভক্তির উৎপত্তি ॥

৭. কারক-বিভক্তি

বিভক্তি ধরিয়া বিচার করিলে পুরানো বাঙ্গালায় কারক প্রধানত তিনটি,—(১) কর্তা-কর্ম, (২) করণ-অধিকরণ, (৩) সম্বন্ধ। (দুইএকটি গৌণ-কর্ম ও অপাদান কারকের পদ আছে। কিন্তু সেগুলি অসন্দিগ্ধ নয়।) আধুনিক বাঙ্গালায় কারক চারটি,—(১) কর্তা, (২) কর্ম, (৩) করণ-অধিকরণ ও (৪) সম্বন্ধ।

সংস্কৃতে অকারান্ত পুংলিঙ্গ ছাড়া কর্তার একবচনে বিভক্তি ছিল '-স্'।

---

[১] তুলনীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'অস্মদাদির' (=আমাদের)।

[২] মধ্য বাঙ্গালায় অনুসর্গ হিসাবে 'ঘর'এর ব্যবহার মাঝে মাঝে দেখা যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, 'বাপ বহুল মোর নন্দঘরে জানি'। তুলনীয় চর্যাগীতি, 'মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী'।

অকারান্ত শব্দে এই বিভক্তি প্রাকৃতে হয় লুপ্ত নয় (প্রাচ্যায়) '-এ' হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার নিয়মানুসারে এই '-এ' বিভক্তি '-অ' হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে। যেমন, পুত্রঃ > পুত্ত, *পুত্তি > পুত > পুৎ। কর্তায় ও সম্বোধনে অথবা তুচ্ছার্থে লুপ্তবিভক্তি কর্তৃপদের শেষ স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন, 'মায়ে বলে পড় পুতা', 'কি করিতে পারে তোর শ্রীবাসা বামুনে।'

স্বার্থিক অথবা ক্ষুদ্রত্ববাচক '-ক' প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রথমার একবচনে -'স্' মিলিয়া প্রাচ্যায় যে '-কে', হইয়াছিল তাহা অর্বাচীন অপভ্রংশে '-ই' হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই '-ই' শব্দের অন্ত্য স্বরের সহিত যুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় হইল '-এ'। যেমন, পুত্রকঃ > পুত্তকে > *পুত্তএ > * পুত্তই > পুতে; সর্বকঃ > সব্বকে > সব্বএ > সব্বই > সবে। সংস্কৃতের তৃতীয়া বিভক্তিও বাঙ্গালায় '-এ' হইয়া পরে -'এ' বিভক্তির সহিত মিলিয়া গিয়াছে। (আবার বাঙ্গালায় প্রথম হইতেই করণ অধিকরণ বিভক্তি মিলাইয়া যাওয়ায় '-তে' বিভক্তিও আসিয়াছে। যেমন, পুত্রেণ > পুত্তেণং > পুত্তেঁ > পুতেঁ (চন্দ্রবিন্দু ত্যাগ করিয়া 'পুতে')। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে কর্তৃবাচ্য ও কর্মভাববাচ্য মিলিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালায় প্রথমার ও তৃতীয়ার বিভক্তি সহজেই একরূপ হইয়া গিয়াছে। যেমন, 'কাহ্নে গাই' < কৃষ্ণকঃ গায়তি, অথবা কৃষ্ণেণ *গায়িতম্; 'মই দিবি' > ময়া দাতব্যা; 'গাইল চণ্ডীদাসে' > *গায়িতং চণ্ডীদাসেন।

আধুনিক বাঙ্গালায় (সাধু ও চলিত ভাষায়) কর্তৃকারকে '-এ(-য়),-তে' বিভক্তির ব্যবহার হয় শুধু **অনির্দিষ্ট কর্তা** বুঝাইতে। যেমন, লোকে বলে; বাঘে খায়; গোরুতে (দক্ষিণরাঢ়ের দক্ষিণ অংশে ও পূর্ববঙ্গে 'গোরুএ') দুধ দেয়; ঘোড়ায় (বা ঘোড়াতে) গাড়ী টানে। বঙ্গালী-কামরূপীতে '-এ' সর্বত্র চলে। যেমন, রামে গিছে (=রাম গিয়াছে); মায়ে ডাকে (=মা ডাকিতেছে)।

প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্মকারকে বিভক্তি নাই। অর্থাৎ সংস্কৃতের '-ম্' বিভক্তি ধ্বনিপরিবর্তনবশে লুপ্ত হইয়াছে। তাই কর্তা ও কর্ম এক-আকার। যেমন, 'গুরু পুচ্ছিঅ' (=গুরুকে পুছিয়া), 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী' (=তাঁত বেচে ডোমনী। আধুনিক বাঙ্গালায় মুখ্য কর্ম অনির্দিষ্ট (indefinite) অথবা জাতি-বাচক (generic) হইলেই বিভক্তিহীন কর্মপদ হয়। যেমন, বাঘে মানুষ মারে; সে ভাত খাইতেছে কামার লোহা গলায়; ইত্যাদি।

বাঙ্গালা-ওড়িয়া-হিন্দী প্রভৃতিতে গৌণকর্ম-সম্প্রদান-সম্বন্ধে '-ক' বিভক্তি দেখা যায়। ইহা সংস্কৃত 'কৃত-' হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনুমিত। সংস্কৃতে "জন্য" অর্থে সপ্তম্যন্ত 'কৃতে' শব্দের ব্যবহার আছে। মহাভারতে পঞ্চমী-ষষ্ঠীর অর্থেও 'কৃত-' পাই। যেমন, 'ত্যক্ত্বা মৃত্যুকৃতং ভয়ং' (=মৃত্যুর ভয় ত্যাগ করিয়া)। 'কৃত-' হইতে বিভিন্ন ভাষায় যে বিভক্তিগুলি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখানো গেল।

(ক) -কৃতম্ > *-কওঁ > -ক: (১) গৌণকর্ম চতুর্থী (বাঙ্গালা-ওড়িয়া-অসমীয়া)—প্রা-বা 'নাশক থাতী' (=নাশের জন্য থাকা), 'মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা' (=মন্ত্রীর দ্বারা ঠাকুরকে ঘেরাও করা হইল) ; ম-বা 'মোক বিবুধি লাগিল' (=আমাকে নির্বুদ্ধিতা পাইল)। (২) ষষ্ঠী (মৈথিলী-ওড়িয়া-বাঙ্গালা ব্রজবুলি)—প্রা-বা 'ছান্দক বান্ধ' ; ম-বা 'মাথক (=মাথার) ফুল' ; ওড়িয়া 'পণ্ডিতমানঙ্ক (=পণ্ডিতদের) বচন'।

(খ) -কৃতঃ > -কউ > -কো (হিন্দী), -কু (প্রাচীন বাঙ্গালা, ওড়িয়া, ব্রজবুলি): প্রা-বা 'এবেঁ চিঅ-রাঅ মকুঁ ণঠা' (=এখন চিত্তরাজ আমার নষ্ট) ; প্রাচীন উড়িয়া 'ভীমকু (= ভীমকে) বিষ লাড়ু দেই', 'ব্রহ্মাঙ্কু শঙ্কটু তারিলে' (= ব্রহ্মাকে শঙ্কট হইতে তারিল)। ব্রজবুলি (অসমীয়া) 'দাসকু দাসা' (= দাসের দাস), 'হরিকো নাম নিগমকু সার'।

(গ) -কৃতঃ > -কএ > কই > -কি (হিন্দী[১]-উড়িয়া), -কে (বাঙ্গালা-হিন্দী-ব্রজবুলি): প্রাচীন ওড়িয়া 'বুদ্ধিকি করি আগুসার', 'প্রাণীকি ন করিব হিংসা', 'প্রাণীঙ্কি (= প্রাণীদিগকে) ন দিএ' ; প্রা-বা 'বাহবকে পারই' (= বহিতে পারে) ; ম-বা 'মথুরাকে চলী ভৈলী' ; আ-বা 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'।

(ঘ) '-কৃত' শব্দের সম্পর্কিত 'কৃত্য-' হইতে মারাঠীর ষষ্ঠী বিভক্তি 'চা, -চী, -চে' উৎপন্ন হইয়াছে।

ষষ্ঠী বিভক্তিতে তৃতীয়া-সপ্তমীর '-এ' যোগ করিয়া গৌণকর্মের '-রে' বিভক্তির উৎপত্তি। যেমন, প্রা-বা 'কাহেরে কিস ভণি' (= কাহাকে কি বলিয়া), 'জিম জিম করিয়া করিণিরেঁ রিসঅ', 'কেহো কেহো তোহোরে বিরূআ বোলাই'।

---

[১] হিন্দী '-কী' স্ত্রী-প্রত্যয়যুক্ত। ইহা অংশত বিশেষণের '-ক' প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে যেমন, অর্বাচীন অপভ্রংশে 'বপ্পিকী ভূম্হড়ী' (=পৈত্রিক ভূমি)।

'-এ, -তে' বিভক্তিযুক্ত সপ্তমীর পদও একদা গৌণকর্মে চলিত। যেমন, ম-বা 'কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ' (= কাহাকে নিবেদন করিব আমি); প্রাচীন ওড়িয়া 'কহ মোতে'।

করণকারকের বিভক্তি 'এঁ, -এ' আসিয়াছে সংস্কৃত '-এন' হইতে। যেমন প্রা-বা বেগেঁ < বেগেন, সাচেঁ < সত্যেন, প্রা-বা হাথেঁ > আ-বা হাথে < হত্থেণং < হস্তেন। কর্ম-পদের সঙ্গে 'দিয়া' এবং অধিকরণ-পদের সঙ্গে 'করিয়া' ব্যবহার করিয়াও করণকারকের অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, প্রা-বা 'দিঅঁ চঞ্চালী' (= চেঁচাড়ী দিয়া); আ-বা হাত দিয়া, হাতে ক'রে। প্রাচীন বাঙ্গালায় ও ওড়িয়ায় ষষ্ঠী-বিভক্তিজাত তৃতীয়া বিভক্তির নিদর্শন আছে। যেমন, প্রা-বা 'মোহেরা বাধা' (= মোহের দ্বারা বদ্ধ); প্রাচীন ওড়িয়া 'মিছা কর্মরে (= কর্মের দ্বারা) হরে দিন।'

অধিকরণের ও করণের বিভক্তি এক হওয়াতে অধিকরণের বিভক্তি করণে (এবং তাহা হইতে কর্তায়) ব্যবহৃত হইতে থাকে। যেমন চর্যাগীতিতে 'সুখদুখেতেঁ' (=সুখদুঃখের দ্বারা)।

সংস্কৃতের অধিকরণের '-ই' বিভক্তি বাঙ্গালায় যথারীতি লুপ্ত হইয়াছে। যেমন, সে ঘর (< *ঘরি < ঘরে = গৃহে) গেল ; বাড়ী আছ হে! 'নদী এল বান'। অধিকরণের প্রা-বা '-হি ('-হিঁ)' > ম-বা '-এ' বিভক্তির মূল তিনটি—(১) ইন্দো-ইউরোপীয় '*-ধি, প্রত্যয় (যেমন, সং অধি, প্রা জহি <*যধি); (২) সংস্কৃত '-ক '-প্রত্যয়ান্ত শব্দে '-ই' বিভক্তি ; (৩) 'ভিস্' বা '*-ভিম্' বিভক্তি। যেমন, (১) প্রা বা ঘরহি < *ঘরধি ; (২) ঘরে < ঘরই < ঘরএ < গৃহকে ; (৩) প্রা বা ঘরহিঁ < ঘরহিং < *গৃহভিম্, ঘরহি < গৃহেভিঃ। প্রাচীন বাঙ্গালায় সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ—হিঅহি, হিঅহিঁ < *হৃদয়ধি, *হৃদয়ভিম্, হৃদয়েভিঃ ; দিবসই < দিবসকে।

ষষ্ঠীর '-র' বিভক্তির সঙ্গেও সপ্তমীর '-এ' বিভক্তির যোগ দেখা যায়। (গৌণ কর্মের '-রে' বিভক্তি দ্রষ্টব্য।) যেমন, প্রা-বা 'চান্দরে চান্দকান্তি জিম পরিহাসঅ' (= চন্দ্রে চন্দ্রকান্তিঃ যথা প্রতিভাসতে); প্রাচীন ওড়িয়া, মায়ারে (= মায়াতে), গর্ভরে (=গর্ভে)।

বাঙ্গালায় অধিকরণের অপর বিশিষ্ট বিভক্তি হইল '-ত' (—সপ্তমীর '-এ' যোগে '-তে', তৃতীয়ার প্রভাবে '-তেঁ' ; আগে সপ্তমীয় '-এ' যুক্ত হইয়া এত' ; আগে-পিছে সপ্তমী- তৃতীয়ার '-এ, -এ' যুক্ত হইয়া '-এতে, -এঁতে'—)

আসিয়াছে সংস্কৃত 'অন্ত' হইতে।[১] (মারাঠী সপ্তমী বিভক্তি 'আঁত'এর মূলও ইহাই।) যেমন, প্রা-বা সাঙ্কমত (=সাঁকোতে), দুয়ারত (=দ্বারে), গঅণত < গগনান্তঃ; ম-বা লোকতে; তরুত। '-ত' বিভক্তি এখন বরেন্দ্রী-কামরূপীতে চলিত আছে।

বাঙ্গালায় বিশিষ্ট ষষ্ঠী বিভক্তি '-র, -আর, -এর' আসিয়াছে যথাক্রমে 'কর-, কার-, কের-' হইতে। এই বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গগুলি অপভ্রংশে কখনো কখনো মূল শব্দ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিত, এবং এই বিচ্ছিন্ন প্রয়োগ হইতে বাঙ্গালায় (এবং ক্বচিৎ অন্যত্র) ষষ্ঠীতে '-কর, -কার, -কের' বিভক্তি আসিয়াছে। যেমন, ম-বা রূপাকর (=রূপার), 'নদীকের বান' (=নদীর বান), সবাকার (=সবার), আজিকার > আজকের, কালিকার > কালকের, আপনকার। প্রাচীন অবধীতে '-কর' ষষ্ঠী-পঞ্চমীতে ব্যবহৃত হইত। যেমন, নদীকর (=নদীর 'রাজাকর পুরুষ' (=রাজার লোক), 'মীতকর লেই' (=মিত্রের কাছে লয়), 'বণিএঁ কর ধনু ধর' (=বণিকের কাছে ধন ধারে)। '-কের' বিভক্তির ব্যবহার রাজস্থানীতে আছে। '-র' বিভক্তি প্রাচ্যভাষাগুলিতে এবং রাজস্থানীতে আছে। '-কের' বিভক্তি জিপ্‌সী ভাষায়ও আছে। জিপ্‌সী যখন প্রাকৃত হইতে পৃথক্ হয় তখন অপিনিহিতির সম্ভাবনা জাগে নাই। সুতরাং 'কার্য' হইতে '-কের' আসিতে পারে না। 'কৃ' ধাতুজাত অন্য শব্দ হইতে পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় (তুলনীয় বৈদিক 'কেরু-')। 'কার্য' হইতে আসিয়াছে সিন্ধীর ষষ্ঠী বিভক্তি '-জো, -জী' যেমন, 'মোহেন্‌জো দাড়ো' (=মৃতের স্তূপ)।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সম্বন্ধ পদ ছিল বিশেষণ, যেমন ছিল সংস্কৃত 'মমক-, তাবক-, অস্মদীয়-' ইত্যাদি। তাই স্ত্রীলিঙ্গে হইত '-রি (-রী)'। যেমন, 'কাহরি নাবেঁ' (=কাহার নৌকায়), 'কাহেরি শঙ্কা' (=কাহার শঙ্কা), 'আপণকরি সখী' (=আপনার সখী)। (প্রাচীন ওড়িয়ায় '-রি' লিঙ্গনিরপেক্ষ সাধারণ বিভক্তি। যেমন, কাহারি সঙ্গে। এখানে '-রি' সম্ভবত '-দৃশ' হইতে আসিয়াছে: অস্মাদৃশ- > অহ্মারিস- > অম্‌হারিহ- > আমারি, অন্ত্য ই-কার ত্যাগ করিয়া)।

পুরানো ষষ্ঠী বিভক্তির পদ কিছু কিছু অবহট্‌ঠের মারফৎ প্রাচীন বাঙ্গালা অবধি পৌঁছিয়াছিল। যেমন, প্রা-বা আই-অনুঅণা (=আদি-অনুৎপন্নস্য); মাআমোহা-সমুদা (< *-সমুদ্রাস=সমুদ্রস্য); 'অপণা (< অপ্পণাহ <

[১] ইহাতে তৃতীয়ান্ত শতৃ-প্রত্যয়জাত '-ইতেঁ ('-ইতে)' -অন্ত অসমাপিকার প্রভাবও আছে

* আত্মনাস=আত্মনঃ) মাংসেঁ হরিণা বৈরী' ; 'মূঢ়া হিঅহি' (=মূঢ়ের হৃদয়ে) ; খনহ (<*ক্ষণস=ক্ষণস্য) ; গঅণহ (=গগনস্য)।

বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পঞ্চমী বিভক্তি নাই। প্রাচীন বাঙ্গালায় দৈবাৎ অপভ্রংশের '-হুঁ (-হু)' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন, খেপহুঁ (=ক্ষেপাৎ) ; রঅণহু (=রত্নাৎ)। বাঙ্গালায় এই বিভক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু উড়িয়ায় চলিত আছে। যেমন, 'কৃষ্ণহুঁ অন্যে নাহি জানে' (=কৃষ্ণাদ্ অন্যং ন জানাতি), 'আজহুঁ সপত দিবসে' (=অদ্য হইতে সপ্তম দিনে)।

সংস্কৃত '-তস্' প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন প্রাকৃত '-ও' > অপভ্রংশ '-উ' বিভক্তিও ওড়িয়ায় রক্ষিত আছে। যেমন, মুখু < মুখউ < মুখও < মুখতঃ ; 'ব্রহ্মাঙ্কু শঙ্কটু (< সঙ্কটতঃ) তারিলে'। এই বিভক্তি ষষ্ঠীর '-র' বিভক্তির সহিত মিলিয়া হইয়াছে '-রু'। যেমন, 'হৃদয়রু লাজ ভয় ছাড়ি।'

প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রায়ই এবং মধ্য বাঙ্গালায় সর্বদা তৃতীয়া সপ্তমী ষষ্ঠী অথবা পঞ্চমীর কাজ চালাইত। যেমন, প্রা-বা 'দশবল-রঅন হরিঅ দশদিসেঁ' (=দশবল-রত্ন দশদিক হইতে আহৃত ; দিসেঁ < * দিশেন=দিশা) ; কূলে, কুল' (=কূল হইতে কুল ঃ তু° বৌদ্ধ সংস্কৃত 'কূলেন কূলম্') ; 'ডোম্বিত আগলি' (=ডোম্বীর বাড়া)' ; ম-বা 'ঘরত বাহির', 'জলতে উঠিলী রাহী' ; 'শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর'।

অপভ্রংশে 'ভূ' ও 'অস্' ধাতুর শতৃ-পদ—'হোন্ত > হুন্ত', 'সন্ত > হন্ত'—পঞ্চমীর অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহার উদাহরণ মিলে নাই, তবে প্রাচীন অবধীতে মিলিয়াছে। যেমন, 'গাঁব হুঁত আব' (=গ্রাম হইতে আসে)। ইহা হইতে বাঙ্গালার উপভাষায় 'হনে', সাধুভাষায় 'হইতে' ও চলিতভাষায় 'হ'তে' পঞ্চমীর অনুসর্গরূপে আসিয়াছে ॥

৮. শব্দরূপ

[ক] প্রাচীন বাঙ্গালা

১. এক ও বহুবচন

কর্তা ঃ (সাধারণ লিঙ্গ) গরাহক, কাল (=কালা), সহাব, নাহি (=নাভি), গুরু, সীস (=শিষ্য), নিসারা (=নিঃসার), তুম্বরু, কাহ্নু।
বিশিষ্ট পুংলিঙ্গ, আ-কারান্ত) ঃ করিয়া (=করী), হরিণা, সীসা, বীরা, শবরা।

(স্ত্রীলিঙ্গ, ঈ (ই)-কারান্ত) : জোইণী, ঘড়ুলী, মালী (=মালা), শবরি।
(অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ 'ও-কারান্ত) ভান্তো (=ভ্রান্ত), বোড়ো (=বোড়া)।
(নির্দেশক শব্দযুক্ত) ণাবড়ি-খাণ্ডি (=নাওখানি)।

সম্বোধন : (পুংলিঙ্গ ও সাধারণ) লোঅ (=লোক), শবরো, জোইআ (=যোগী), কাহ্নি (=কাহ্নু), কামলি, ভুসুকু।
(স্ত্রীলিঙ্গ) : জোইণি।

কর্ম : (মুখ্য ও গৌণ-সম্প্রদান) সাঙ্কম, পসারা, গুরু, আঙ্কোবালী, অহেরি, রূপা, হরিণ, মুসা।

করণ : ('-এঁ, -এ' বিভক্তিযুক্ত) কালে, ঘড়িয়ে, বেগেঁ, ঘাণ্টে, আলিএঁ কালিএঁ, সোনে (=সোনায়), নাবেঁ (নৌকায়), হেলে, লোলেঁ, ষিহে (< সিংহেন), মতিএঁ।
(সপ্তমী-সম্পর্কিত এবং -'তে, -এঁতে' বিভক্তিযুক্ত) তরঙ্গতে, বিআরেঁতে (= বিচারে)।
(প্রাচীন পদ, লুপ্ত বিভক্তি) ভন্তি (< ভ্রান্ত্যা), সমাহিঅ (=সমাধিদ্বারা), পাণী।

গৌণকর্ম-সম্প্রদান : (তৃতীয়া-সপ্তমী সম্পর্কিত এবং '-এ, -এঁ' বিভক্তিযুক্ত) নিবাণে, মাংসেঁ, সাঙ্গে, জউতুকে।
(ষষ্ঠী-তৃতীয়া-সপ্তমী সম্পর্কিত '-রে, -রেঁ' বিভক্তিযুক্ত) রসানেরে, করিণিরে।
('-ক, -কে, -কুঁ' বিভক্তিযুক্ত) নাশক, ঠাকুরক, পথক, বাহবকে, দমকুঁ।

অপাদান : (তৃতীয়া-সপ্তমীর 'এঁ, -এ' বিভক্তিযুক্ত) কুলেঁ, কুলে, জামে কামে, দশদিসেঁ, অপেঁ।
(অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের '-হুঁ, -হু' বিভক্তিযুক্ত) খেপহুঁ (বা খেপহু), রঅণহু।

ষষ্ঠী : (সাধারণ লিঙ্গ) মুসার, মুসাএর, ডোম্বীএর, হরিণার, বিষয়রে (=বিষয়ের), হরিণির বাড়ির।
(স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ) চান্দেরি, হাড়েরি।
(প্রাচীন পদ) সমুদ্রা (< সমুদ্রস্য), সঅলা (< সকলস্য)।
(অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের '-হ' বিভক্তিযুক্ত) খনহ, পাতহ (< পত্রস্য)।

সপ্তমী : ('-ত' বিভক্তিযুক্ত) সাঙ্কমত, মাঙ্গত, বাটত, হাঁড়ীত, গীবত, ডোম্বিত, দুআরত।

('-এ' বিভক্তিযুক্ত) অচারে, ওড়িআণে, রথে, তৈলোএ, জলে।

(তৃতীয়া-প্রভাবিত '-এঁ' বিভক্তিযুক্ত) নীড়েঁ, ঘরেঁ, গলেঁ, হিএঁ।

('-হি' বিভক্তিযুক্ত) হিঅহি।

(প্রাচীন পদ) ভব (< ভবে), নিঅড়ি (< নিকটে), সংবোহী।

২. সমষ্টিবাচক 'লোক' ও 'সকল' শব্দের বহুবচন প্রত্যয়রূপে ব্যবহার দুই তিন বারমাত্র পাওয়া গিয়াছে: পারগামিলোঅ (=পারগামীরা), বিদুজনলোঅ (=বিদ্বজ্জনেরা), তান্তিধ্বনিসএল (=তন্ত্রীধ্বনিগুলি)। এইভাবে 'জাল' শব্দেরও ব্যবহার দৈবাৎ পাওয়া যায়: জোইণি-জালে (=যোগিনীদের সঙ্গে)।

[খ] আদি-মধ্য বাঙ্গালা

কর্তা ও কর্ম : কাহ্ন, রাহী, রাখোআল।

কর্ম ('এ' '-এ' বিভক্তিযুক্ত, কর্মবাচ্য এবং পদান্তে ছন্দের অনুরোধে) : কংসেঁ, কংসে, আনে (< অন্য), ভারে।

গৌণ-কর্ম ও সম্প্রদান : ('-ক' -'কে' বিভক্তিযুক্ত) আগক, মারিবাক, লক্ষীক, মথুরাক, কংসকে, কাহ্নাঞিঁকে, ঘরকে, কাহ্নুক।

('-রে, -এরে, এরেঁ' বিভক্তিযুক্ত), কংশেরে, কাহ্নাঞিঁরে, কাহ্নেরে, কাহ্নেরেঁ, জীবারে।

(-'এ' বিভক্তিযুক্ত) বিকে।

করণ : দেবেঁ, মাসেঁ, উপাএ, স্তুতীএঁ, দৈবকীঞঁ, কংসে।

অপাদান : (সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত) জলতে, গোআলত, মাঅবাপত, সেজাত, মুখে।

সম্বন্ধ : কাহ্নের, জীহের (=জিহ্বার), দেবের, যমুনার।

('-কের' বিভক্তিযুক্ত) নদীকের, লক্ষকের।

('-ক' বিভক্তিযুক্ত) যমুনাক।

অধিকরণ : ঘাটে, বাটে, হাটে, ঘরে, মাথাএ, বাটত, বাহুত, ভূমিত, কালতে, বাটতে, সীসতে, বাড়িতে, কংসেত।

(প্রাচীন পদ অর্থাৎ লুপ্তবিভক্তি) ঘর, হাট, মথুরা।

বহুত্ববাচক শব্দ প্রত্যয়ের মতো যোগ করিয়া বহুবচনের পদ : কর্তা- দেবগণ, বান্ধগণ, গোপীজন, সখীজন॥

৯. কারকবাচক অনুসর্গ

কোন পদের অব্যবহিত পরে অপর কোন পদ পূর্বপদের কারক-অর্থ স্পষ্টতর কিংবা সুনির্দিষ্ট করিলে দ্বিতীয় পদকে **অনুসর্গ** (**Postposition**) বলা হয়। কর্তা ও মুখ্য কর্ম ছাড়া অন্য কারকের অর্থে বিবিধ অনুসর্গ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। এইসব অনুসর্গ প্রায়ই সম্বন্ধপদের পরে বসে। কতকগুলি বসে প্রাতিপদিকের পরে, অর্থাৎ যেন সমাসের দ্বিতীয় পদরূপে। মধ্য বাঙ্গালায় অল্প কয়েকটি অনুসর্গ অধিকরণ পদের পরে ব্যবহৃত হইত (যেমন, 'গোঠে হৈতেঁ[১] আসি আক্ষি'), এখন তাহা হয় না। দুই-একটি প্রাচীন অনুসর্গ বিভক্তিতে পরিণত হইয়াও অনুসর্গরূপে স্বতন্ত্রভাবে চলিত আছে। যেমন, তাহার < তস্য+কার- (বিভক্তি), 'কবেকার (< কবে-কার, অনুসর্গবৎ) সে কথা'।

বাঙ্গালা অনুসর্গগুলি দুই প্রধান শ্রেণীতে পড়ে,—**নাম-অনুসর্গ** (অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ) ও **অসমাপিকা অনুসর্গ**। নাম-অনুসর্গগুলিকে আবার তদ্ভব, তৎসম ও বিদেশি এই তিন দফায় ভাগ করা যায়।

[ক] **নাম-অনুসর্গ** (**Nominal Postposition**)

১. তদ্ভব অনুসর্গ:

< অগ্র- (চতুর্থী-পঞ্চমী): ম-বা 'আয়িলা কংসের আগক নারদমুনী'। তু° অর্বাচীন সংস্কৃত 'কুমারেণ পিতুরগ্রে বৃত্তান্ত উক্তঃ'।

< অন্তর (চতুর্থী-গৌণকর্ম): প্রা-বা 'তোহোর অন্তরে' (=তোর তরে)। ম-বা 'দানের আন্তরে' (=দানের জন্য), 'বিক্রমে বলেন কৃষ্ণ মাহুতের তরে' (=মাহুতকে)।

< কক্ষ- (চতুর্থী-গৌণকর্ম-পঞ্চমী): আ-বা তাহার কাছে (=তাহাকে, তাহার নিকট হইতে)।

< কার্য- (চতুর্থী): ম-বা 'কোণ কাজেঁ' (=কি জন্য), 'দেখিবার কাজে হেথা কর‍্যাছে আহ্বান'।

< পক্ষ- (চতুর্থী-গৌণকর্ম): প্রা-বা 'পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ'; তু° প্রাচীন ওড়িয়া 'গায়ত্রীমন্ত্র গুরু মুখে, জাণি সেবিব গুরু-পাখে। ম বা 'কামাতুর হয়্যা সীতা রমণীর পাকে, সূর্পণখা রাক্ষসীর কাটিল কাণ নাকে।'

[১] ইহাতে '-ভ্যম্+-তস্' এই যুক্ত বিভক্তিরও প্রভাব আছে। তু° প্রাকৃত বিভক্তি '-হিন্তো' (< *ভিস্+-তস্)।

< পদ-, পাদ- (চতুর্থী-পঞ্চমী, গৌরবে) : প্রা-বা গুরুপাঅ-পএ (=গুরোঃ সকাশাৎ) ; ম-বা 'বোলোঁ তোর পাএ'।

< পর্ণ- (চতুর্থী-গৌণকর্ম) : ম-বা 'মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী'।

< পশ্চাৎ (দ্বিতীয়া-পঞ্চমী) : ম-বা 'তার পাছে সরস্বতী লজ্জিয়া হরষে'।

< পার্শ্ব- (চতুর্থী-গৌণকর্ম-পঞ্চমী) : ম-বা 'মল্লিকাকলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ রসে'। তু° অর্বাচীন সংস্কৃত 'ময়া অন্যা মাতা পিতৃপার্শ্বাদ্ (=পিত্রা) আনায়িতা', 'অনেন বিদ্যাধরপার্শ্বাদ্ (=বিদ্যাধরাৎ) অহং রক্ষিতা'।

< বর্গ-, বগ্গ (চতুর্থী) : আ-বা 'সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার বাগে'।

< বহিস্- (পঞ্চমী) : ম-বা 'এ বাট বহী' (= এ পথ ছাড়া)।

< *বিধুন-, *বিভূন-, বিনা : প্রা-বা 'চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুণ্য', 'তঁই বিন্থ'। ম-বা 'চূন বিহণে যেহ্ন তাম্বুল তিতা', 'কাহ্ন বিণি সব খণ পোড়এ পরাণী'।

< ভিত্তি- (চতুর্থী-সপ্তমী) : ম-বা 'চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে' ; 'হংসীরে পাঠায় তিন কুমারের ভিত'।

< মধ্য- (সপ্তমী) : প্রা-বা 'নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা'। ম-বা 'বন মাঝেঁ পাইল তরাসে'। তু° অর্বাচীন সংস্কৃত 'সা স্বয়ং গৃহভারং বিদ্যুৎপ্রভা-মধ্যে নিক্ষিপ্য স্বয়মঙ্গবিলেপনস্নানমণ্ডনানি করোতি'।

< লগ্ন- (তৃতীয়া-চতুর্থী) : ম-বা 'পাইয়া পরম সুখ গেল সেই লগে'।

< সন্ত্-, ভবন্ত- (পঞ্চমী) : ম-বা 'গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি', 'এবে হতেঁ দৈবকীএঁ যত গর্ভ ধরিব'।

< সন্ন- (তৃতীয়া) : ম-বা 'সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলে হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতি'।

< সম- (তৃতীয়া) : প্রা-বা 'হালো ডোম্বী তোএ সম করিব মো সাঙ্গ'। ম-বা 'তা সমে কি মোর নেহা'। ব্রজবুলি 'ভরমহি তা সঞে নেহ বাঢ়ায়লুঁ'।।

< সার্থ- (তৃতীয়া) : আ-বা 'তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি ঐ খেলাতে'।

< স্থান-, স্থাম- (চতুর্থী-পঞ্চমী) : ম-বা 'কৌড়ী আণিআঁ দেএ সাস্থড়ীর থানে', 'বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ'।

< হস্ত- (তৃতীয়া-চতুর্থী) : ম-বা 'তাহার হাথে হৈবে কংসাস্থরের বিনাশে' ; 'গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাত'।

২. তৎসম অনুসর্গঃ

অপেক্ষা- (ষষ্ঠী, অতিশায়নে) : 'রামের অপেক্ষা শ্যাম বড়'।

অর্থ- (চতুর্থী) : প্রা-বা ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই' ; ম-বা 'গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাত'।

কারণ- (চতুর্থী) : ম-বা 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে' ; 'লজ্জার কারণে ইন্দ্র পালায় সত্বর'।

গোচর- (চতুর্থী) : ম-বা 'তবে যদুনাথ গেলা অদিতি গোচর'।

চরণ- (চতুর্থী, গৌরবে) : ম-বা 'তবে মুঞি নিবেদিহু গুরুর চরণে'।

দিক্, দিশা- (চতুর্থী) : ম-বা 'বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে' ; 'লঙ্কা দিগে পাঠাইল সিদ্ধ হেতু কাজ'।

নিকট- (চতুর্থী-পঞ্চমী) : ম-বা 'সাধুর নিকটে যেই অপরাধ করে'।

বিদ্যমান- (চতুর্থী, গৌণকর্ম) : ম-বা 'জিজ্ঞাসিলা দামোদর নন্দ বিদ্যমান'।

প্রতি (প্রাতিপদিক, ষষ্ঠী) : ম-বা 'তবে কেহ্নে রতি প্রতি এতবড় মন' ; 'তঙ্কা প্রতি এক গণ্ডা'। আ-বা 'ইতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর হইও না' ; 'মাতাপিতার প্রতি ভক্তি রাখিবে'।

মুখ- (তৃতীয়া-পঞ্চমী) : ম-বা 'শিশুমুখেঁ পরবত টালী'।

সঙ্গ- (তৃতীয়া) : প্রা-বা 'ডোম্বী এর সঙ্গে জো জোই রত্তো'। ম-বা 'বড়ায়ির সঙ্গে নিতি জাএ'। প্রাচীন উড়িয়া 'কাহারি সঙ্গে (সঙ্গতে)।'

সকাশ- (চতুর্থী-পঞ্চমী) : গুরুর সকাশে (=নিকটে)।

সদন- (চতুর্থী-পঞ্চমী) : ম-বা 'গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন'।

সন্নিধান- (চতুর্থী-পঞ্চমী-সপ্তমী) : ম-বা 'এথা সব নটগণে দৈত্যরাজ সন্নিধানে চরিয়া করেন নৃত্য কলা', 'হরষে আসিয়া বীর কৃষ্ণ সন্নিধান'।

সমভিব্যাহার- (তৃতীয়া) : আ-বা (সাধুভাষা) 'সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাম বনে গমন করিলেন'।

সমীপ- (চতুর্থী-পঞ্চমী) : ম-বা 'যথায় অদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্য সমীপ'।

সহিত- (তৃতীয়া) : ম-বা 'ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিথ বাণী'।

সংহতি (তৃতীয়া) : ম-বা 'হাথীর সংহতি তোরে লব যমঘর'।

৩. বিদেশি (ফারসী) অনুসর্গঃ

বদল- (তৃতীয়া) : ম-বা 'যশোদাতনয়া গুপ্তবেশে কৃষ্ণের বদলে আনি দিল বসুদেবে'।

বাদ- (পঞ্চমী) ঃ আ-বা পাঁচ ঘণ্টা বাদে।

বরাবর-(চতুর্থী-গৌণকর্ম) ঃ ম-বা 'কংস বরাবরে বার্তা জানাইল নির্ভয়'।

হুজুর- ঃ ম-বা 'উপনীত হইল গিয়া রাজার হুজুরে'।

[খ] **অসমাপিকা-অনুসর্গ (Parcticipial Postposition) ঃ**

√কর্ ঃ (১) 'করি, করিয়া' (দ্বিতীয়া-তৃতীয়া)—প্রা-বা 'দৃঢ় করিঅ' (=দৃঢ়ম্), 'থির করি' (=স্থিরম্) ; আ-বা ভালো করিয়া (ভদ্রম্, ভদ্রেণ)। (২) 'করিতে' (অতিশায়নে)—আ-বা (কথ্য) রামের ক'রতে শ্যাম বড়।

√গম্ (চতুর্থী-পঞ্চমী) ঃ (১) 'গই' ঃ প্রা-বা 'কহি গই পইঠা' (=কুত্র প্রবিষ্টঃ)। (২) 'গিয়া' ঃ ম-বা 'আপণে মহিলা রোহিণীর গর্ভ গিআঁ'।

√চাহ্ (অতিশায়নে) ঃ (১) 'চাহিয়া'—আ-বা রামের চেয়ে শ্যাম বড়। (২) 'চাহিতে'—আ-বা রামের চাইতে শ্যাম বড়।

√থাক্ (পঞ্চমী) ঃ (১) 'থাকি, থাকিয়া'—ম-বা 'তথা থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী', 'কংসকে বুলিলে কন্যা আকাশে থাকিআঁ' ; 'গলায় থাকিয়া হস্ত করিল বাহির'। (২) 'থাকিতে' ঃ আ-বা (কথ্য) সে সেখান থাক্‌তে আসে।

√দা (তৃতীয়া) ঃ 'দিয়া' ঃ প্রা-বা 'দিআঁ চঞ্চালী' ; ম-বা 'হাথ দিআঁ দেখ বড়াই মোর কলেবরে'।

√ভূ (পঞ্চমী, তৃতীয়া) ঃ 'হইতে, হ'তে'—ম-বা 'তোমা হৈতে অধিক সুখ তাহারে দেখিতে' ; 'ঘরে হৈতে বাহির হইল তিন জন' ; 'আমা হইতে হেন কার্য না হৈবে সাধন'।

√লগ্ (চতুর্থী) ঃ 'লাগি, লাগিয়া'—প্রা-বা 'গঅণ-টাকলি লাগি রে চিত্ত পইঠ নিবাণা'। ম-বা 'নেহত লাগিআ শত পঞ্চাশ উপেখী'।

√ল(হ্) (দ্বিতীয়া-তৃতীয়া-সপ্তমী) ঃ 'লই, লইয়া'—প্রা-বা 'মোহ-ভাণ্ডার লই সঅলা অহারী', 'কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ', 'জা লই অছম', 'মেরু শিখর লই গঅণ পইসই', 'বিলসন্তি লইঅ সুণ-মেহেলী'। ম-বা 'সব মন্ত্রিপাত্র লআঁ চিন্তি রহি ত', 'তথায় বালক লয়্যা শুনহ বচন'॥

১০. উপসর্গ

কোন পদের কারকের অর্থ সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য অপর একটি পদ অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হইলে শেষের পদকে **উপসর্গ (Preposition)** বলে। উপসর্গ অব্যয়। উপসর্গের ব্যবহার সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গালায় খুব কম। সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে শুধু 'প্রতি' বিশ্লিষ্টপদ সমাসের মতো উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়।

যেমন, ম-বা 'প্রতি বোল ননন্দ বাছে'। অনুসর্গরূপেও 'প্রতি' চলে। তদ্ভব উপসর্গ পাই দুইটি—'বিণু' 'বিনি' (-তৎসম 'বিনা') এবং 'মাঝ'। যেমন অর্বাচীন অপভ্রংশ 'বিণু সন্তে' (=শান্তি ছাড়া); প্রা-বা 'বিণু আয়াসেঁ', ম-বা 'বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন', 'গরু রাখি বুল তুমি মাঝ বৃন্দাবনে'; আ-বা 'মাঝ দরিয়ায় ফেলে জাল কিনারায় বসে টান'। তু° সংস্কৃত অব্যয়ীভাব সমাস 'মধ্যে-গঙ্গম্'।

'বিনি' 'বিনে' অনুসর্গ রূপেও চলে। যেমন,

'তোমা বিনে মোর প্রাণে আন নাহি ভায়'॥

১১ পুরুষবাচক সর্বনাম

সর্বনামের দুই শ্রেণী, পুরুষবাচক (Personal) ও নির্দেশক (Demonstrative)। পুরুষবাচক সর্বনাম শব্দ দুইটিমাত্র "অস্মদ্" ও "যুষ্মদ্"। এই সর্বনাম দুইটির লিঙ্গভেদ নাই এবং এ দুইটি বিশেষণরূপে চলে না। নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গভেদ আছে, পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে আবার সাধারণ ও সম্ভ্রমসূচক দুইটি করিয়া রূপ আছে, এবং এগুলি বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়।

[ক] উত্তমপুরুষ সর্বনাম (First Personal Pronoun)

"অস্মদ্" বা উত্তমপুরুষের রূপে প্রাতিপদিক পাই তিনটি 'ম-', 'মো-', ও 'আমা-'। তির্যক্ কারকের পদগুলি সবই প্রাচীন ষষ্ঠী পদ 'মো' ও 'আম্মা' হইতে নিষ্পন্ন। প্রথমে 'ম-', 'মো-' ছিল একবচনের প্রাতিপদিক, 'আমা-' বহুবচনের। প্রাচীন বাঙ্গালার শেষাশেষি অবস্থাতেই তির্যক্ কারকে 'আমা'-একবচনেও চলিত হইয়াছিল। মধ্য বাঙ্গালায় তাই নূতন করিয়া বহুবচনের পদ তৈয়ারি করিতে হইল, 'আহ্মারা'। মধ্য বাঙ্গালায় এবং আধুনিক বাঙ্গালায় (সাধু ও চলিত ভাষায়) 'আমরা' কর্তৃকারকেই সীমাবদ্ধ। বঙ্গালী-কামরূপীতে ইহাতে তির্যক্ কারকের বিভক্তিও যোগ হয় (যেমন, 'আমারাকে' গৌণকর্ম, 'আমার' =আমাদের)। (তির্যক্ কারকের প্রাতিপদিকে '-দে-' ও '-দিগ-' বিভক্তি সপ্তদশ শতাব্দের পূর্বে দেখা দেয় নাই।) পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এইভাবে '-গো-' বিভক্তি (—আসলে নির্দেশক প্রত্যয় '-গুলা-'র সঙ্গে সম্পৃক্ত—) দেখা যায় (যেমন, আমাগোর=আমাদের)। '-দে-, -দিগ-' আমদানি হইবার পূর্বে 'আমরা' পদে বিভক্তিযুক্ত 'সব' শব্দ যোগ করিয়া তির্যক্ কারকের বহুবচন নিষ্পন্ন হইত। যেমন, 'আহ্মা সবাক', 'আমরা সবকে' =আমাদিগকে; 'আমরা সবের'=আমাদের।

উত্তমপুরুষের বিশিষ্ট পদের (ও প্রাতিপদিকের) ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছি।

১. একবচন

সং অহকম্ (=অহম্) > প্রা হকং > অপ হউ > প্রা-বা হাঁউ, হঁউ > ম-বা হোঁ (বিভক্তিতে পরিণত)। আধুনিক বাঙ্গালায় লুপ্ত।

সং ময়া (তৃতীয়া) > প্রা মএ > অপ মই > প্রা-বা ম, মই। যেমন 'তরঙ্গ ম মুনিআ', 'স্বপনে মই দেখিল'। প্রাচীন বাঙ্গালায় পদটির তৃতীয়ার অর্থ লুপ্ত হয় নাই। ম-বা মোই, মুই। আ-বা মুই (উপভাষায়)।

সং *ময়েন (অকারান্ত নাম পদের সাদৃশ্য, =ময়া) < অপ মএঁ > প্রা-বা মইঁ, মই > ম-বা মুঞি, মোঞি (কর্তা, একবচন) > আ-বা মুই (উপভাষায়)।

সং মম (ষষ্ঠী) > অপ মঞো > প্রা-বা মো (ষষ্ঠী 'মো হিঅহি' =মম হৃদয়ে) > ম-বা মো (ষষ্ঠী 'মো সম' ; কর্তা 'মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া')। প্রাচীন বাঙ্গালাতেই 'মো-' একবচনে তির্যক্ কারকের প্রাতিপদিকে পরিণত হইয়াছিল, এবং ইহাতে বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিয়া তির্যক্ কারকের পদ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যেমন, ষষ্ঠী—মোয়, মোয়ি (প্রা-বা) ; কর্ম-চতুর্থী মকু (প্রা-বা), মোক, মোরা, মোকে, মোরে ; সপ্তমী মোত, মোতে ; তৃতীয়া মোতেঁ (ম-বা)। প্রা-বা 'মোহোর' পদের প্রাতিপদিক 'মোহ-' আসিয়াছে সংস্কৃত চতুর্থীর একবচন 'মহ্যম্'-স্থানীয় *'মভ্যম্' হইতে। আধুনিক বাঙ্গালা সাধুভাষায় 'মোর', 'মোদের' ইত্যাদি পদ কাব্যেই চলে। ব্রজবুলিতে 'মঝু' ও 'মহু' আছে (ষষ্ঠী, < মহ্যম্, *মভ্যম্) ; অপ মজ্‌ঝু, মহু।

২. বহুবচন

সং অস্মাভিঃ (তৃতীয়া) > প্রা অম্হাহি > অপ অম্হহি > প্রা-বা অম্হে (আহ্মে, আম্ভে, অহ্মে, অম্ভে) > ম-বা আহ্মে, আহ্মি, আমি (কর্তা, একবচন) > আ-বা আমি।

সং (বৈদিক) অস্মে (চতুর্থী-সপ্তমী) > প্রা অম্হে > প্রা-বা অম্হে > ম-বা আহ্মি > আ-বা আমি।

সং *অস্মাম্ (ষষ্ঠী) > প্রা অম্হং (দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী) > প্রা-বা অম্হ > ম-বা আহ্মা, আহ্ম-।

সং অস্মাকম্ > প্রা অম্হাকং > অপ *অম্হাআঁ > প্রা বা *অম্হা > ম-বা আহ্মা (ষষ্ঠী—'ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহি', 'আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস' ; কর্ম—'আহ্মা না হেলিহ গোসাঞি আনের বচনে')। মধ্য

বাঙ্গালা হইতে 'আহ্মা- > আমা-' কর্তার বহুবচনের ও তির্যক্ কারকের প্রাতিপদিকে পরিণত হইয়াছে। যেমন, কর্তার বহুবচন—আহ্মারা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) > আমারা < আমরা; মুখ্য ও গৌণকর্ম—আহ্মাক, আহ্মাকে > আমাকে, আহ্মারে > আমারে; অধিকরণ-অপাদান—আহ্মাত, আহ্মাতে > আমাতে; সম্বন্ধ—আহ্মার > আমার, আহ্মাক।

অসমীয়া ব্রজবুলিতে একবচনে 'হাম-' প্রাতিপদিক রূপেও মিলে (যেমন, ষষ্ঠী—হামু, হামাক়, হামারি, হামাকেরি; চতুর্থী—হামাকু, হামাকে)। 'অহম্'-জাত 'হ'এর সঙ্গে 'অস্ম-' জাত 'আম-' মিলিয়া এই 'হাম'-এর উৎপত্তি। হিন্দীতে 'হাম' বহুবচন।

[খ] **মধ্যমপুরুষ সর্বনাম (Second Personal Pronoun)**

"যুষ্মদ্" বা মধ্যমপুরুষের রূপে প্রাতিপদিক পাই প্রধানত দুইটি, 'তো-' এবং 'তোমা-'। প্রাচীন বাঙ্গালাতেই 'তো-' তুচ্ছার্থক এবং 'তোমা-' সম্ভ্রমসূচক প্রাতিপদিকে পরিণত হইয়াছিল, এবং মূলত বহুবচন হইলেও 'তোমা-' প্রাচীন বাঙ্গালাতে একবচনেও ব্যবহৃত হইত (যেমন, 'তোম্হা -বিহুণে মরহি হউ' = তোমার বিহনে মরি আমি)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তার একবচনে 'তোহ্মারা' পাওয়া যায়। তির্যক্ কারকের পদগুলি সবই উত্তমপুরুষের সদৃশ।

'তুমি, তোমা-' সম্ভ্রমার্থ ত্যাগ করায় আধুনিক বাঙ্গালায় নূতন সম্ভ্রমসূচক পদ আমদানি হইয়াছে—'আপনি (কর্তা), আপনা- (প্রাতিপদিক)' (< সং আত্মন্=স্বয়ম্)। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগের আগে এই প্রয়োগ পাই না। সংস্কৃত ভবন্ত্-শব্দের ব্যবহার এই সঙ্গে তুলনীয়।

মধ্যমপুরুষের বিশিষ্ট পদের ও প্রাতিপদিকের ব্যুৎপত্তি দেখাইতেছি।

১. একবচন

সং ত্বম্ (=তুঅম্) > প্রা তুঅং > প্রা-বা তু (কর্তা—'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী'), আ-বা তু (উপভাষা)।

সং ত্বয়া (তৃতীয়া) > প্রা তএ, তুএ > অপ, প্রা-বা তই, তোএ (তৃতীয়া 'থাকিব তই'=স্থাতব্যং ত্বয়া) > তুই (কর্তা)। আধুনিক বাঙ্গালায় অতিপরিচয়ে, অসম্ভ্রমে ব্যবহৃত।

সং *ত্বয়েন (অকারান্ত নামপদের সাদৃশ্যে, =ত্বয়া) > প্রা তএঁ, তুএঁ > প্রা-বা তইঁ (তৃতীয়া—'তঁই লো ডোম্বি সকল বিটালিউ' ম-বা তোঁএ, তোঞে, তোঞি, তুঞি (কর্তা)।

সং তব (ষষ্ঠী) > প্রা, অপ, প্রা-বা তো (ষষ্ঠী—'তো মুহ' = তব মুখম্ ; দ্বিতীয়া—'হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে' ; প্রথমা—'সুণ হরিণা তো') > ম-বা তো (প্রথমা—'তো নাসিলি তুঈ লোকে')। মধ্য বাঙ্গালায় 'তো-' তির্যক্ কারকের প্রাতিপদিকে পরিণত। যেমন, চতুর্থী—তোক, তোকে, তোরেঁ, তোরে ; ষষ্ঠী—তোর, তোক ; সপ্তমী—তোত, তোতে ; বহুবচনে—তোরা, তোদের।

সং তুভ্যম্ (চতুর্থী-ষষ্ঠী) > প্রা তুব্‌ভং > অপ প্রা-বা, ম-বা তুহঁ (ষষ্ঠী) ;[1] প্রা-বা, ম-বা তোহ- (তির্যক্ কারকের প্রাতিপদিক—যেমন, তোহর, তোহোরি, তোহার, তোহোরে, তোহাঁক)।

সং *তুহ্যম্ (=তুভ্যম্) > প্রা তুজ্‌ঝং > অপ তুজ্‌ঝ > ব্রজবুলি তুঝ (ষষ্ঠী)।

২. বহুবচন

সং *তুষ্মাভিঃ=যুষ্মাভিঃ (তৃতীয়ার বহুবচন) > প্রা তুম্‌হাহি > অপ তুম্‌হহি > প্রা-বা তুম্ভে (তৃতীয়ার বহুবচনে ; 'জই তুম্ভে লোঅ[2] হে হোইব পারগামী' =যদি যুষ্মাভিঃ লোকেভিঃ হে পারগামিভিঃ ভবিতব্যম্) > ম-বা তুহ্মে, তুহ্মি, তুহিঁ, তুমি (একবচন) > আ-বা তুমি (একবচন সাধারণ সম্বোধনে)।

সং *তুষ্মে (= বৈদিক যুষ্মে ; চতুর্থী-ষষ্ঠী) > প্রা তুম্‌হে > প্রা বা তুম্‌হে > আ-বা তুমি।

সং *তুষ্মাকম্, *তুষ্মাম্ (=যুষ্মাকম্) > প্রা তুম্‌হাকং, তুহ্মং > অপ তুম্‌হং > প্রা-বা তোম্‌হা > ম-বা তোহ্মা, তোমা, তোহাঁ- ষষ্ঠী—'তোহ্মা সমে হৈল দরশনে' ; কর্ম—'রাধা যবেঁ বিরহে বিকলী। হআঁ চাহে তোমা বনমালী' ; কর্তা—'কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী', 'এক তোহ্মা গতী' ; তির্যক্ কারকের প্রাতিপদিক, তোহ্মার > তোমার, তোহ্মাক, তোহ্মাকে > তোমাকে, তোহ্মারে, তোহ্মাত, তোহ্মাতে > তোমাতে, তোহ্মাএ > তোমায়, তোহাঁক, তোহ্মারা[3] > তোম(া)রা ॥

---

[1] প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্তারূপেও দেখি,—'উঠহিঁ তুহুঁ হেবজ্জ' (=উত্তিষ্ঠ ত্বম্ হেবজ্র)।
[2] 'তুম্ভে-লোঅ' পাঠ ধরিলে পদটি 'লোক'-যুক্ত বহুবচনের উদাহরণ হইবে।
[3] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই।

১২. উত্তম ও মধ্যম পুরুষ সর্বনামের রূপ

উত্তমপুরুষ

১. একবচন

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাঙ্গালা	আদি-মধ্য	অন্ত-মধ্য
কর্তা	অহ(ক)ম্	হাঁউ, হঁউ	-হোঁ (ক্রিয়াবিভক্তি)	-ওঁ (ক্রিয়াবিভক্তি)
	ময়া	মই, মোএ (অনুক্ত কর্তা)	মোঁই, মোঞেঁ	মুই
	মম	মো	মো	মো, মু
করণ	ময়া	মই		
গৌণকর্ম	মম+	মকুঁ	মোক, মোকে মোরে	মোক, মোকে মোরে
সম্বন্ধ	মম	মো		
	মম+	মোর, মোরি, মেরি	মোর মোক	মোর মোক
	*মভ্যম্+	মোহোর	মোহোর	মোহর
অধিকরণ	মম+		মোতে	মোতে

২. মূলে বহুবচন, প্রাচীন বাঙ্গালায় কখনো কখনো একবচন, আদি-মধ্য বাঙ্গালায় সাধারণত বহুবচন, অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালায় সাধারণত একবচন ঃ

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাঙ্গালা	আদি-মধ্য	অন্ত-মধ্য
কর্তা	অস্মাভিঃ	অ(া)ম্হে, অ(া)ম্ভে	আহ্মে, আহ্মি	আমি
	অস্ম+		আহ্মারা (একবচন)	আমরা (বহুবচন)
কর্ম	অস্মে		আহ্মা	আমা
করণ	অস্মাভিঃ	আম্হে	আহ্মে, আহ্মা	
গৌণকর্ম	অস্ম+		আহ্মা(ে)ক, আহ্মারে	আমা(ে)কে আমারে
অপাদান	”		আহ্মাক আহ্মা(ে)ত	”
সম্বন্ধ	*অস্মান্		আহ্মার	আমার

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাঙ্গালা	আদি-মধ্য	অন্ত্য-মধ্য
অধিকরণ	*অস্মাম্		[আহ্মাত,	আমাত,
			আহ্মাতে]	আমাতে

মধ্যমপুরুষ

১. একবচন

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাঙ্গালা	আদি-মধ্য	অন্ত্য-মধ্য
কর্তা	ত্বম্	তু, তো	তো, তোঁ	তু, তো
	ত্বয়া	তঁই	তোএ, তোঞে	তুঞি, তুই
			তোঞিঁ, তুঞি	
	তুভ্য			তুহু, তুহুঁ
কর্ম	তব	তো		
করণ	ত্বয়া	তঁই, তোএ		
গৌণকর্ম	তব+	তোরেঁ	তোকে, তোরে	তো(ে)ক তোরে
	তুভ্য+		তোহাঁকে	তোহাকে
		তোহারেঁ		তোহারে
সম্বন্ধ	তব	তো		তো
	তব+	তোরা	তোর	তোর
	তুভ্যম্+	তোহোর, তোহোরি	তোহোর	তোহার, তোহর
অধিকরণ	তব+		তোত, তোতে	তোতে

২. মূলে বহুবচন, প্রাচীন বাঙ্গালায় কখনো কখনো একবচন, আদি-মধ্য বাঙ্গালায় সাধারণত বহুবচন, অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালায় সাধারণত একবচন :

	সংস্কৃত	প্রাচীন বাঙ্গালা	আদি-মধ্য	অন্ত্য-মধ্য
কর্তা	*তুষ্মে, *তুষ্মাভিঃ	তুম্হে	তুহ্মি, তোহ্মে	তুমি
	*তুষ্ম+		তোহ্মারা	তোমারা
			(বহুবচন)	(বহুবচন)
গৌণকর্ম	*তুষ্ম+		তোহ্মাক, তোহ্মাকে,	তোমাকে
			তোহ্মারে	তোমারে
সম্বন্ধ	*তুষ্মাম্		তোহ্মা	তোমা
	*তুষ্ম+		তোহ্মার	তোমার
	”		তোহ্মাক	
অধিকরণ	*তুষ্ম+		তোহ্মা(ে)ত	তোমাতে

১৩. নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun)

নির্দেশক সর্বনাম বাঙ্গালায় পাঁচটি—(ক) সাধারণ নির্দেশক (বা প্রথম পুরুষের সর্বনাম), (খ) নিকট-নির্দেশক, (গ) দূর-নির্দেশক, (ঘ) সম্বন্ধ-নির্দেশক, এবং (ঙ) অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাত্মক নির্দেশক। নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গভেদ আছে, —মনুষ্যবাচক (পুং-স্ত্রী) ও অ-মনুষ্যবাচক (ক্লীব)। মনুষ্যবাচকের আবার দুই রূপ, সাধারণ ও সম্ভ্রমসূচক। সম্ভ্রমসূচক প্রাতিপদিকে ন-কার অথবা ন-কারজাত চন্দ্রবিন্দু থাকে। মধ্য বাঙ্গালা হইতে নির্দেশক '-গুলা (-গুলি)' প্রত্যয়যুক্ত বহুবচনের পদ মিলিতেছে।

(ক) **সাধারণ নির্দেশক (General Demonstrative)** ঃ মনুষ্যবাচক কর্তার একবচন ছাড়া অন্যত্র প্রাতিপদিক 'তা-', 'তাহা-' সম্ভ্রমে 'তিনি, তাহাঁ-, তাঁ(হা)-'।

সং সঃ, সকঃ > প্রা সো, সে, *সও, *সএ > অপ সু, *সি, সউ, *সই > বা সে (সি), সেহ (নিশ্চয়াত্মক অব্যয় 'হ' যোগে, কর্তা)। মধ্য বাঙ্গালায় নির্দেশক-বহুবচন পাই—সেগুলা, সেগুলি।

সং *তাস = তস্য > প্রা, অপ তাহ > বা তা, তাহা (ষষ্ঠী—'জো বুঝই তা গলে গলপাশ', 'তা লাগি গরল মোঞেঁ খাইবোঁ' (অ-মনুষ্যবাচক কর্তা-কর্ম)। প্রাতিপদিক—তাক, তাকে, তার, তারে, তাতে, তাএ, তাহার, তাহাকে। মনুষ্যবাচক বহুবচন—তারা, তাহারা[১]।

সং তস্য > অপ তস্সু > প্রা- বা তাসু, তসু > ব্রজবুলি তছু।

সম্ভ্রমে ঃ কর্তা—'তিনি'[১] < প্রা তেণ্হং, তিণ্হং < সং *তেনাম্ (=তেষাম্), *তীনাম্ (=তাসাম্)। প্রাতিপদিক[১]—তাহাঁ-, তাঁ(হা)- < প্রা *তণ্হং < সং *তানাম্=তাসাম্।

'তিনি'র শেষ ইকার সম্ভবত অবধারণে। এইরকমে—'ইনি', 'উনি'। উপভাষায় তেনা- (যেমন, তেনারা, তেনার, তেনাকে)।

সং *তস্মিন্=তত্র > প্রা তহিং > অপ, প্রা-বা তহিঁ > ম-বা তহিঁ, তহি (সপ্তমী)।

(খ) **নিকট-নির্দেশক (Near Demonstrative)** ঃ প্রাতিপদিক—'এ- (ই-), এহা- (ইহা-)'; সম্ভ্রমে 'এঁ- (ইঁ-), এহাঁ-, এঁহা- (ইহাঁ-, ইঁহা-)', উপভাষায় এনা-।

---

১ সম্ভ্রমসূচক প্রাতিপদিকে চন্দ্রবিন্দু আধুনিক কালেই প্রথম অক্ষরে সরিয়া গিয়াছে। তাহাঁ- > তাঁহা-, যাহাঁ- > যাঁহা-, ইহাঁ- > ইঁহা-, উহাঁ- > উঁহা-।

সং এষঃ > প্রা এসো, এসে, এস > অপ এহু, এহ > প্রা-বা এহু, এহ > ম-বা এহ (ইহ), এহ (ইহা)। সং এভিঃ > প্রা এহি > ম- বা এহি > আ-বা এই ; সং এতস্য > বা এহা- (ইহা) ; সং এতৎ, ইদম্ > প্রা এদং, ইদং > অপ এঅ, ইঅ > প্রা- বা এ > ম- বা এ, ই, এহি (নিশ্চয়াত্মক 'হি'-যোগে) > অ বা এ (ই)।

সম্ভ্রমে : 'ইনি' (কর্তা), 'ইহা'- (প্রাতিপদিক) সাধারণ নির্দেশকের মত ষষ্ঠীর বহুবচন হইতে আসিয়াছে। প্রা এণ্‌হং (=সং এষাম্) > অপ এণ, ইণ > ম-বা এনা, ইহিঁ, এহঁ > আ-বা ইনি, ইহ-, এঁ-, এনা- (উপ°)।

(গ) **দূর-নির্দেশক (Far Demonstrative) :** প্রাতিপদিক—'ও(হা)-' উ(হা-)' ; সম্ভ্রমে 'ওহঁ-, ওঁ(হঁ-), উহাঁ-, উঁহা-, ওনা-'।

সং *অবঃ, অবৎ (=অসৌ, অদঃ) > অপ, বা ও। সং *অবস্য (তু° প্রাচীন পারসীক 'অবহ্যা') > অপ ওহ > ম-, আ-বা ওহা- (উহা-)।

সম্ভ্রমে : 'উনি' (কর্তা), 'উহাঁ-, উঁহা-' ষষ্ঠীর বহুবচন হইতে আসিয়াছে।

(ঘ) **সম্বন্ধ-নির্দেশক (Relative) :** প্রাতিপদিক—'যা(হা)-', সম্ভ্রমে 'যাহাঁ-, যাঁ (হা-)'।

সং যঃ, যকঃ, যৎ > প্রা জো, জএ, জং > অপ জু, জি, জ, জং > প্রা-বা জে, জ (ক্লীব) > ম-, আ-বা জে (যে), যেনা- (উপ°)।

সং যস্য > প্রা জস্‌স > অপ জস্‌সু, জাসু ('মজ্ঝু' হইতে উ-কার আসিয়াছে) > প্রা-বা জসু > ব্রজবুলি যছু। সং *যিস্য = যস্য > প্রা জিম্‌স > অপ জিস > আ-বা জিসে (উপভাষা, = যেমন করিয়া)। সং *যাস = যস্য > প্রা, অপ জাহ > বা যাহা (কর্তা-কর্ম অ-মনুষ্য এবং প্রাতিপদিক)। সম্ভ্রমে 'যিনি, যাহাঁ-', যাঁ(হা)-' আসিয়াছে ষষ্ঠীর বহুবচন হইতে (সং যেযাম্ = প্রা জেণ্‌হং)। সং যেন (তৃতীয়ায় একবচন) > প্রা জেণং > অপ জেণঁ > প্রা বা জেঁ (= যেমন করিয়া, যাহার দ্বারা) > ম-বা জে।

(ঙ) **অনির্দিষ্ট (Indefinite) ও প্রশ্নাত্মক (Interrogative) :**

প্রাতিপদিক—কি-, কা(হা)- ; কর্তা—কে- কেউ, কোন।

সং কঃ, *ককঃ > প্রা কে, *কএ, কো, *কও > অপ কে, কি, কএ (কই), কও (কউ) > প্রা-বা কো, কে > ম, আ-বা কে (মনুষ্য কর্তা)। সং কিম্ > প্রা অপ কিং > বা কি (অমনুষ্য কর্তা, এবং প্রাতিপদিক, যেমন ম বা কিকে)। সং *কাস = কস্য > প্রা, অপ কাহ > (১) প্রা-বা কা (অমনুষ্য কর্তা-কর্ম), ম-বা কা (কর্ম ও প্রাতিপদিক—কার, কারে, কাথে, কাএ, কাত), আ-বা কা-

(প্রাতিপদিক) ; (২) প্রা-বা কাহ (প্রাতিপদিক—কাহরি, কাহেরি, কাহেরে), ম, আ-বা কাহা- (প্রাতিপদিক)। সং *কিষ্য=কস্য > প্রা, অপ কিস্‌স > প্রা-বা কীস > ম, আ-বা কিস- (প্রাতিপদিক : কিসক, কিসকে, কিসে, কিসের, কিসেরে, কিসে, কীসে)। সং *কভিম্, *কভিম্, *কধি (= কুত্র) > প্রা, অপ কহিং, > প্রা-বা কহি, কাহি, কাঁহি, ম-বা কহি (প্রাতিপদিকও, যেমন, কহির=কোথাকার), আ-বা কই (প্রশ্নে)। সং কেন, *কিন (তৃতীয়ার একবচন)> প্রা কেণং, > অপ কেণঁ, কিণঁ > প্রা-বা কেঁ, কিণ, ম-বা কেনা।

সম্ভ্রমে কর্তায় বিশিষ্ট রূপ নাই, তির্যক্ কারকে আছে—কাঁহারা, কাঁরা ইত্যাদি।

সং কয়স্য (বৈদিক) > অপ কেহ > প্রা-বা কেহো, ম-, আ-বা কেহ, কেউ (অনির্দিষ্ট কর্তা)।

সং কঃ অপি > কোঽপি > প্রা কোবি, কেবি > প্রা-বা কোই, কেই (অনির্দিষ্ট কর্তা) > আ-বা কেই ('কেইবা জানে')।

সং*কমনঃ > অপ কবণ > ম-বা কমন, কোন (অনির্দিষ্ট ও প্রশ্নসূচক কর্তা), আ-বা কোন্, কোন ('কোনো', সমুচ্চয়ে ও-কার যোগে)।

সং *কিশ্চ (=কিঞ্চ, তু° বৈদিক 'মাকিঃ, নকিঃ') > অপ কিচ্ছ > বা কিছ, কিছু (অনির্দিষ্ট কর্তা-কর্ম, অমনুষ্য)।

(চ) **বিবিধ :**

সং সর্ব- > প্রা সব্‌ব- > বা সব।

সং অন্য- > প্রা অণ্‌ণ > বা আন (এখন কোন কোন সমাসপদ ছাড়া—যেমন, 'আনমনা'—অন্যত্র অপ্রচলিত)।

সং অপর- > প্রা অবর- > বা আবর > ম-বা আর (এখন অব্যয়ে পরিণত)।

সং দ্বৌ+দ্বিধা > প্রা দোহ-> বা দোহাঁ, দোঁহা (কাব্যের ভাষা ছাড়া অন্যত্র অপ্রচলিত)॥

১৪. সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ

(Pronominal Adjectives and Adverbs)

সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ নিম্নলিখিত প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হয় :

সং - মন্ত্ (উপমান) : *তেমন্ত,-, *তিমন্ত্- > অপ তেম, তিম > প্রা-বা তিম > ম-, আ-বা তেমন। *যেমন্ত্-, *যিমন্ত - > অপ জেম, জিম >প্রা-

বা জেঁব, জিম > ম-, আ-বা যেমন। *এমন্ত - > অপ এম > বা এমন। *কেমন্ত্- > বা কেমন। *অবমন্ত - > বা অমন।[১]

সং -দৃশ্ : যাদৃক্, তাদৃক্ > প্রত্ন-প্রা জাদি, তাদি > বা যাই, তাই।

সং -দৃশ, *-দৃশন (উপমান): *অবাদৃশ(ন)- > অপ অ(া)স (ন)- > প্রা বা অ(া)ইস, অইসন > ব্রজবুলি ঐছে, ঐছন। *এতাদৃশন - > অপ *এঅহণ- > এহেন। যাদৃশ(ন)- > অপ জইস(ন-) > প্রা বা জইসন-, জইস, জইসা > ম-বা জেহেণ, জৈসাণে ; ব্রজবুলি যৈছে, জৈছন। তাদৃশ(ন)- > অপ তইস(ন-) > প্রা বা তইসো, তইসা, তইসন > ম-বা তেহেন, তৈসাণে ; ব্রজবুলি তৈছে, তৈছন। *কদৃশ(ন)- > অব কইস (ণ-) > প্রা-বা কইসণ, কইসা, কইসেঁ > ম-বা কেহেণ ; ব্রজবুলি কৈছে, কৈছন।

সং *-দৃশ্ন (উপমান): *কীদৃশ্ন- > অপ কিন্‌হ- > ম-বা কেহ্ন > আ-বা কেন। *যাদৃশ্ন- > ম-বা যেহ্ন > আ-বা যেন। *তাদৃশ্ন- > ম বা তেহ্ন।

সং *-তক (পরিমাণে): এতৎ+ -তক- > অপ এত্তঅ- > বা এত। *কৎ+তক-> অপ কত্তঅ-> বা কত। *কিং+তক- > অপ কিত্তঅ > হিন্দী কেত্তা। যৎ+তক- > অপ জত্তঅ- > বা জত। *অবৎ+তক- > বা অত।

সং -ত্র (অধিকরণ): *এত্র > প্রা, অপ এত্থ > বা এথা। যত্র > প্রা অপ জত্থ > বা জথা। তত্র > প্রা, অপ তত্থ > বা তথা। কুত্র > প্রা অপ কুত্থ > কোথা। *কত্র > প্রা, অপ *কত্থ > ম বা কথা। *অবত্র > বা ওথা। *ইত্র > অপ ইত্থ > ম-বা ইথে (সপ্তমী বিভক্তি যোগে)।

সং -বৎ (প্রকার, কাল): যদ্বৎ, তদ্বৎ, *কদ্বৎ > অপ জব্ব-, তব্ব-, কব্ব- > বা জবে (জবেঁ), তবে (তবেঁ), কবে। *এতদ্বৎ > অপ এঅব্ব- > বা এবে (এবেঁ)।

সং এতৎ, *কৎ, তৎ, যৎ+ক্ষণ- > অপ এঅক্‌খণ, *কক্‌খণ-, তক্‌খণ-, জক্‌খণ- > বা এখন, কখন, তখন, যখন ॥

১৫. ধাতু (Root) ও ক্রিয়াপদ (Verb)

ক্রিয়াপদের মূল অংশ—অর্থাৎ প্রত্যয় ও বিভক্তি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে অথবা যে মূল অংশে কাল ও ভাব বাচক, বচন ও পুরুষ বাচক এবং বিভিন্ন অসমাপিকা-অর্থবাচক প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিয়া সমাপিকা ও অসমাপিকা

---

[১] এইসব শব্দের সাদৃশ্যে ম-বা 'কেনমনে', 'যেনমতে'।

পদ নিষ্পন্ন হয়—তাহাকে বলে **ধাতু (Root)**। বাঙ্গালা ভাষার ধাতু অধিকাংশ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ধাতুর উদ্ভব হইয়াছিল প্রাকৃতে, সংস্কৃতে অথবা দেশি শব্দ হইতে। অর্বাচীন সংস্কৃতেও এসব ধাতুর কিছু কিছু ব্যবহার আছে। প্রাকৃতে উদ্ভূত সংস্কৃত-জাত ধাতুর উদাহরণ : হাঁটা (< হিণ্ড), বলা (< ব্রূ), ছোঁয়া (< ক্ষুভ্), ভোলা (< হ্বল্), কাড়া (< কৃষ্), বাঁচা (< বঞ্চ্), লাগা (< লগ্) ইত্যাদি। প্রাকৃতে উদ্ভূত দেশি ধাতুর উদাহরণ, হাঁকার (< হক্কার), ফেটা (< ফিট্ট), কোটা (< কুট্ট), ছোড়া (< ছুড্ড), বুলা (< বুল্ল), ঢাকা (< ঢক্ক), ইত্যাদি।

সংস্কৃত বা প্রাকৃত, যেখান হইতেই আসুক না কেন, ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ এমন বিকৃত হইয়াছে যে অনেকসময় পদ বিশ্লেষণ করিয়া ধাতুতে পৌছানো যায় না। যেমন, মধ্য বাঙ্গালায় 'কৈল', ব্রজবুলিতে 'কেল' (আধুনিক 'করিল, কর্‌লে, কর্‌ল' ইত্যাদির মতোই) 'কৃ (বা কর্) ধাতুর অতীত কালের রূপ। কিন্তু 'কৃ' ধাতুর নিষ্ঠান্ত পদ 'কৃত' হইতে আসিয়াছে বলিয়া মধ্য বাঙ্গালার পদ দুইটিতে 'র' লুপ্ত। তেমনি 'বসে' আসিয়াছে সংস্কৃত 'উপবিশতি' হইতে, কিন্তু ইহাতে মূল উপ-আ-বিশ্ ধাতুর উদ্দেশ নাই। সুতরাং বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের বিশ্লেষণ তলাইয়া বুঝিতে গেলে সংস্কৃত ধাতু-ক্রিয়ার নাড়ীজ্ঞান থাকা আবশ্যক।

যথাস্থানে বলিয়াছি, ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার একটি বড় বিশেষত্ব, **অপশ্রুতি (Ablaut),** সংস্কৃত ক্রিয়ারূপে জাজ্বল্যমান ছিল। অর্থাৎ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন পদে ধাতুর মূল স্বরধ্বনির অপশ্রুতি অনুযায়ী পরিবর্তন হইত। যেমন

	গুণিত ক্রম	বর্ধিত ক্রম	ক্ষয়িত ক্রম
'কৃ' ধাতু	কর্-	কার্-	কৃর্- (=কৃ)
	কর্-ও-তি=	কার্-অয়-তি=	অ-কৃ-ত=
	করোতি (লট্)	কারয়তি (ণিচ্)	অকৃত (লুঙ্)
	করণ	কারণ	কৃতি
'ভূ' ধাতু	ভব্-	ভাব্-	ভূ-
	অভবৎ	ভাবয়িষ্যতি	অভূৎ
'জি' ধাতু	জে-(জয়্-)	জৈ-(জায়্)	জি-
	জেষ্যতি, জয়তি	অজৈষীৎ, জাপয়তি	জিত্বা

ক্রিয়াপদে অপশ্রুতি প্রাকৃতেই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বাঙ্গালায় কয়েকটিমাত্র

ধাতুর নিজন্ত পদে তাহার একটু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। এখানে শুধু গুণিত আর বর্ধিত ক্রমের উদাহরণ পাইতেছি। যেমন

ধাতু	গুণিত ক্রম	বর্ধিত ক্রম
পল্	পত্-	পাত্-
	সং পততি > বা পড়ে	সং পাতয়তি > বা পাড়ে
চর্	চল্-	চাল্-
	সং চলতি > বা চলে	সং চালয়তি > বা চালে
ধৃ	ধর্-	ধার্-
	সং ধরতি > বা ধরে	সং ধারয়তি > ধারে
গল্	গল্-	গাল্-
	সং গলতি > বা গলে	সং গালয়তি > বা গালে

সংস্কৃতে সাধারণত ধাতুর অব্যবহিত পরেই বিভক্তি যুক্ত হইত না। ধাতুর ঠিক পরে বসিত কালবাচক প্রত্যয় অর্থাৎ **বিকরণ (Temporal Affix)**। কখনো কখনো কালবাচক প্রত্যয়ের স্থানে, অথবা প্রত্যয় সত্ত্বেও, ধাতুর **অভ্যাস (Reduplication)** হইত। তাহার পরে আবশ্যক মতো বসিত **ভাব-বাচক প্রত্যয় (Modal Affix)**। তাহার পরে সর্বশেষে বিভক্তি (বচন-পুরুষ বাচক)। কর্মভাববাচ্য হইলে যে বিকরণ যুক্ত হইত তাহা ভাব-কাল বাচক বিকরণের পূর্বে বসিত। বিভক্তি ছিল দুই শ্রেণীর—**পরস্মৈপদ (Active)** এবং **আত্মনেপদ (Middle)**। কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ বিভক্তি চলিত, কর্মভাববাচ্যে শুধুই আত্মনেপদ। বিভক্তির আরও এক শ্রেণীভাগ ছিল। বর্তমান কালে যে বিভক্তি যোগ হইত সেগুলির নাম **প্রাথমিক বিভক্তি (Primary Endings)**, অতীত কালের (লঙ্-লুঙের) বিভক্তিগুলির নাম **দ্বৈতীয়িক বিভক্তি (Secondary Endings)**। এই দুই শ্রেণীর বাহিরে ছিল সম্পন্ন কালের বিভক্তি **(Perfect Endings)**।

মোটামুটিভাবে সংস্কৃতে ধাতু-বিকরণ সহজেই বিশ্লেষণ করা যাইত, কিন্তু প্রাকৃতে (এবং আধুনিক ভাষায়) যুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবনের ফলে সে বিশ্লেষণ অসাধ্য। এই কারণে ক্রিয়াপদের ধাতু-বোধ যাহা প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষীর সহজবোধ্য ছিল তাহা অর্বাচীন ভারতীয়-আর্যভাষীর অবোধ্য হইল। সুতরাং আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ধাতু অনেকটা নূতন বস্তু। অধিকন্তু একই ধাতুতে বিভিন্ন বিকরণের যোগে (অথবা কৃতন্ত শব্দের নামধাতুরূপে প্রয়োগের ফলে) আধুনিক ভাষায় **এক মূল ধাতু হইতে একাধিক** ধাতুর সৃষ্টি হইল।

সংস্কৃত ধাতু হইতে বিকরণ যোগে নূতন ধাতুর স্থষ্টির উদাহরণ : নৃৎ+য়- (নৃত্যতি) > নাচ্ (নাচে) ; যুধ্+য়- (যুধ্যতে) > জুঝ্ (জুঝে) ; শৃ+ণো- (শৃণোতি) > শুন্ (শুনে) ; অস্+চ্ছ- (*অচ্ছতি, যেমন গচ্ছতি) > আছ্ (আছে) ; জি+না- (জিনাতি)>জিন্ (জিনে) ; ক্রী+না- (ক্রীণাতি)>কিন্ (কিনে); স্তভ্+না- (স্তভ্নাতি-)=স্তম্ভ+অ- (স্তম্ভতে) > থাম্ (থামে) ; জ্ঞা+না- (জানাতি) > জান্ (জানে) ; বচ্+অ-=বঞ্চ্+অ- (বঞ্চতি) > বাঁচ্ (বাঁচে) ; ছিদ্+অ-=ছিন্দ্+অ- (ছিন্দতি) > ছিঁড়া (ছিঁড়ে) ; দৃশ্+স- (*দৃক্ষতি) > দেখ্ (দেখে) ; কৃত্+য়- (কৃত্যতে) > কাচ্ (কাচে) ; কৃত্+অ-=কৃন্ত্+অ- (কৃন্ততি) > কাট্ (কাটে) ; ইত্যাদি।

একই ধাতুতে উপসর্গ যোগে নূতন ধাতুর স্থষ্টির উদাহরণ : আ+বিশ্- (আবিশতি) > আ (ই)স্ (আসে) ; উপ+বিশ্- (উপবিশতি) > ব(ই)স্ (বসে) ; পত্ (ণিচ্)- (পাতয়তি) > পাড়্ (পাড়ে) ; উৎ+পত্- (ণিচ্)- (উৎপাতয়তি) > উপাড়্ (উপাড়ে) ; অপ+স্মৃ- (অপস্মরতি) > পাসর্ (পাসরে) ; বি+স্মৃ- (বিস্মরতি) > বিসর্ (বিসরে) ; বৃৎ (ণিচ্)- (বর্তয়তি) > বাট (বাটে) ; আ+বৃত্ (ণিচ্)- (আবর্তয়তি) > আওটা (আওটে, আওটায়) ; উদ্+বৃত্ (ণিচ্)- উদ্বর্তয়তি) > ম-বা উবটা (উবটে, উবটায়) ; নি+বৃত্- (নিবর্ততে) > ম-বা নেওট (নেওটে=ফিরিয়া আসে) ; উদ্+স্থা (ণিচ্)- (উত্থাপয়তি) > উঠা (উঠায়) ; প্র+স্থা (ণিচ্)- (প্রস্থাপয়তি) > পাঠা (পাঠায়) ; আ+জ্ঞা (ণিচ্)- (আজ্ঞাপয়তি) > আনা (আনায়, আনে)[১] ; বি+জ্ঞা (ণিচ্)- (বিজ্ঞাপয়তি) > বিনা (যেমন বিনাইয়া কাঁদা)।

কতকগুলি ধাতু প্রাকৃতে অন্যভাবে পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। যেমন, বা কাড়্ < প্র কড্ড, <কড্ঢ- < সং কৃৎ ; বা লাগ্ < প্রা লগ্গ- < সং লগ্ ; ম-বা স্থত্ < প্রা স্থত্ত- < সং স্বপ্ ; ম-বা বোল্ < প্রা বোল্ল- < সং ব্রূ ; জুড়া < প্রা জোড্ড- < সং যুজ্।

কতকগুলি মূলত নামধাতু। যেমন ম বা গোড়া- (পিছু পিছু যাওয়া) < বা গোড়, প্রা গোড্ড ; মুড়া < সং মুণ্ড ; বিকা < সং বিক্রয় ; ম-বা পাতিয়া < সং প্রত্যয় ; শুধা < সং শুদ্ধ ; হাসা < সং হাস্য ; মূলা (মূল্য দিয়া কেনা) < সং মূল্য ; রাঁধা < সং রন্ধ (রন্ধন) ; কৃত্য- (< কৃ+ত্য) > কাচা ;

---

[১] 'আনে, আনায়' আ+নী হইতে আসাও সম্ভব।

স্বাপ- (< স্বপ্+0) > শোয়া ; লম্ব- > নামা, লেখ্য- > লেখা, ভাব > ম-বা ভা ('ভাএ'), ইত্যদি।

যেগুলি এখন দেশি ধাতু বলিয়া মনে হইতেছে সেগুলির ব্যুৎপত্তি জানা নাই। ব্যুৎপত্তি জানা গেলে এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে। উদাহরণ—এড়া, ছাড়া, ছিটা, ছোটা, ছোঁড়া, কুড়া, বুড়া, ডুবা, ঘাটা, হাঁচা, জোড়া, ইত্যাদি ॥

১৬. ক্রিয়াপদের কাল ও ভাব

সংস্কৃতে ক্রিয়াপদের কাল ছয়টি। একটি বর্তমান (Present বা "লট্"), তিনটি অতীত (অসম্পন্ন, Imperfect বা "লঙ্" ; অনির্দিষ্ট Aorist বা "লুঙ্" এবং সম্পন্ন, Perfect বা "লিট্") একটি ভবিষ্যৎ (Future বা "লৃট্") আর একটি সম্ভাব্য অতীত (Conditional বা "লৃঙ্")। আরও একটি ভবিষ্যৎ কাল সংস্কৃতে উদ্ভূত হইয়াছিল ("লুট্") কিন্তু ভাষার ইতিহাসে এই বহুভাষক (periphrastic) কালটির বিশেষ মূল্য নাই। প্রাকৃতে দাঁড়াইল মোট তিনটি কাল,—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। সংস্কৃতের তিন অতীতের মধ্যে একটি ("লিট্") বিলুপ্ত হইল, অপর দুইটি মিশিয়া এক হইল। অপভ্রংশে অতীত কালও লুপ্ত হওয়ায় দুইটি কাল দাঁড়াইল,—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সেই সঙ্গে নূতন করিয়া অতীত কালের সৃষ্টি হইল। প্রাচীন বাঙ্গালায় ভবিষ্যৎ কাল লুপ্তপ্রায়। এখানেও নূতন করিয়া ভবিষ্যৎ কালের সৃষ্টি হইল। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয়-আর্যের কালগুলির মধ্যে বাঙ্গালায় শুধু বর্তমানই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া গেল।

নির্দেশক (Indicative) ছাড়া প্রাচীন ভারতীয়-আর্যে চারটি **ভাব (Mood)** ছিল,—**অনুজ্ঞা (Imperative), নির্বন্ধ (Injunctive), অভিপ্রায় (Subjunctive)** এবং **সম্ভাবক (Optative)**। ইহার মধ্যে শুধু দুইটি প্রাকৃতে পাই,—অনুজ্ঞা এবং সম্ভাবক। বাঙ্গালায় সম্ভাবক ভাব লুপ্ত। সুতরাং বাঙ্গালায় শুধু দুইটি ভাব আছে।

অতএব বাঙ্গালায় সমাপিকা ক্রিয়াপদের ভাব দুইটি—নির্দেশক ও অনুজ্ঞা, এবং কাল চারিটি—বর্তমান (Present), অতীত (Past), ভবিষ্যৎ (Future) ও নিত্যবৃত্ত (Habitual Present-Conditional)। নির্দেশক ভাবে চারিটি কালই পাওয়া যায়, অতিরিক্ত যৌগিক কালও আছে। অনুজ্ঞায় শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ হয়।

উৎপত্তির দিক দিয়া বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের কাল দুই ভাগে ভাগ করা যায়—**মৌলিক (Radical)** এবং **কৃদন্ত (Participial)**। সংস্কৃত সমাপিকা পদ হইতে আগত মৌলিক কাল দুইটি বর্তমান (নির্দেশক ও অনুজ্ঞা) এবং ভবিষ্যৎ (অনুজ্ঞা, পুরাতন বাঙ্গালায় ক্বচিৎ নির্দেশকও), যথাক্রমে সংস্কৃত বর্তমান (লট্ ও লোট্) এবং ভবিষ্যৎ (লৃট্) হইতে আসিয়াছে। কৃদন্তকাল তিনটি —অতীত, ভবিষ্যৎ (-'ইব' -অন্ত) এবং নিত্যবৃত্ত—যথাক্রমে নিষ্ঠা ('-ত'), '-তব্য' এবং শতৃ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। '-ত' ও '-তব্য' প্রত্যয়জাত কাল দুইটি প্রাচীন বাঙ্গালায় এবং মধ্য বাঙ্গালার গোড়ার দিকে প্রধানত কর্মভাববাচ্যে ব্যবহৃত হইত। পরে তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত কর্তৃপদ এক হইয়া যাওয়ায় যখন কর্তৃবাচ্য ও কর্মভাববাচ্যের প্রভেদ লুপ্ত হয় তখন কাল দুইটি পূরাপূরি কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আসে। যেমন, সং ময়া কৃতম্ > প্রা মএ করিঅং > অপ মই করিঅ > বা মুই *করি ; সং অস্মাভিঃ গতম্ > প্রা অম্হাহি গঅং > অপ অম্হাহি *গইলঅঁ (< *গমিলং, *গমিরং, অথবা < গত-+-ইল্ল-) > প্রা-বা আম্হে গেল > আ-বা আমি গেলুম। সং যেন কর্তব্যম্ > প্রা জেণং করিঅব্বং > অপ জেণঁ করিব্বঁ > প্রা-বা জেঁ করিব > আ-বা যে করিবে ॥

১৭. নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমান

প্রাচীন বাঙ্গালায় ক্রিয়াপদে দুই বচন ছিল, এবং গৌরবে একবচনের স্থানে বহুবচন হইত।

[ক] প্রাচীন বাঙ্গালায় নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমানকালের বিভক্তি নিম্ননির্দিষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে।

১. উত্তমপুরুষ

একবচন : সং -স্মি ('অস্মি' হইতে নিষ্কাশিত) > প্রা -ম্হি > অপ -মি > প্রা-বা -মি[১] : জাণমি, উহমি, পীবমি, পেখমি, লেমি, পুছমি, মারমি, আচ্ছমি[২], কহমি।

বহুবচন : সং -ধ্বম্ (আত্মনেপদ মধ্যমপুরুষ বহুবচন ; তু° গ্রীক কর্মণি লুঙ্ -থেন্) > প্রা-বা -হু (-হুঁ): জানহু, লেহুঁ, আচ্ছহু, খেলহুঁ, দেহু। তু° প্রাচীন অবধী করহু ; প্রাচীন গুজরাটী করঁা, করউ।

---

১ ইহাতে উত্তম পুরুষ 'মই'এর প্রভাব থাকা সম্ভব।

২ মুদ্রিত পাঠ 'আছম', এখানে '-মি' বিভক্তির পরিণামে '-ম' বিভক্তির কল্পনা করা যাইতে পারে।

২. মধ্যমপুরুষ

একবচন : সং -সি > অপ -সি > প্রা-বা -সি।[১] যেমন, বুঝসি, আছসি (অচ্ছসি), পুচ্ছসি, গিলেসি। তু° প্রাচীন অবধী করসি ; প্রাচীন গুজরাটী করই।

বহুবচন : সং -থম্ (দ্বিবচন) > অপ -হু > প্রা-বা -হু : আছহু। তু° প্রাচীন অবধী করহু ; প্রাচীন গুজরাটী করউ।

৩. প্রথম পুরুষ

একবচন : সং -তি > অপ -ই > প্রা-বা (১) -ই, (২) লুপ্ত। উদাহরণ : (১) বুঝই, জাণই, করই, আছই, দেই, জাই, হোই, আবই, পেখই, ভণই, কহই ; তু° প্রাচীন গুজরাটী করই। (২) অচ্ছ, তুট, উহ, দে, বান্ধ।

সং -য়- (কর্মভাববাচ্যের বিকরণ) + -তি > অপ -এই, -অই > প্রা-বা -অই, -এই, -অএ (ভাবকর্মবাচ্য)। যেমন, সং *প্রাপ্যতি (=প্রাপ্যতে) > প্রা-বা পাবিঅই > আ-বা পায় ; সং *কর্যতে > প্রা বা করিঅই, করেই ; সং *বন্ধাপ্যতে > প্রা-বা বন্ধাবএ ; সং সিধ্যতে > প্রা বা সিজ্ঝএ, সিজ্ঝই > আ-বা সিজে (উপ°)। তু° প্রাচীন অবধী জাইআ < যায়তে, কিন্তু জা < যাতি।

বহুবচন : সং -ন্তি > প্রা-বা -ন্তি। যেমন, ভণন্তি, চাহন্তি। প্রাচীন বাঙ্গালায় মৈথিলীতে ও অবধীতে -'থি' পাওয়া যায়। যেমন, প্রা-বা ভণথি, বোলথি ; প্রাচীন অবধী টলথি ("পর্বতউ টলথি বিসিঠু কি বল"=পর্বতকং টালয়তি বিশিষ্টঃ কিং বলাৎ)। এই '-থি' আসিয়াছে সংস্কৃত 'অস্তি' হইতে নিষ্কাশিত '-স্তি' হইতে। সং অস্তি > প্রা, অপ অত্থি > প্রাচীন অবধী আথি ; সং নাস্তি > প্রা, অপ ণত্থি। প্রাচীন গুজরাটীতে পাই '-অই' : করই।

[খ] মধ্য বাঙ্গালায় বচনভেদ লুপ্ত। এখানে বিভক্তিগুলি সব প্রাচীন বাঙ্গালার মতো নয়।

উত্তম পুরুষ : (১) সং -মঃ (পরস্মৈপদ বহুবচন) > অপ -ম (বঁ) > প্রা-বা *-উঁ > ম বা -উঁ[২]। যেমন, সং করোমঃ > অপ করম (*করবঁ) > ম বা করউঁ, করোঁ ; হউঁ ; বধউঁ। তু° প্রাচীন অবধী হউঁ, টালউঁ, করউঁ, আচ্ছউঁ ; প্রাচীন

---

[১] প্রা-বা '-সি' বিভক্তির মূলে সম্ভবত '-স্‌সি' বিভক্তি ছিল। এই বিভক্তি 'অস্' ধাতুর মধ্যম পুরুষের আদিম রূপ সং *অস্‌সি ('অসি'র পূর্বতন রূপ ; তু° প্রাচীন গ্রীক *essi*) হইতে নিষ্কাশিত বলিয়া মনে হয়।

[২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বদা একবচন, 'ময়া'-জাত কর্তৃপদের সহিত অন্বিত।

উড়িয়া অছুঁ। (২) সং -য়- (ভাবকর্মবাচ্যের বিকরণ) + -তি > ম-বা -ইএ[১] (ভাবকর্মবাচ্য ঃ অস্মাভিঃ *কর্যতে > ম-বা আহ্মে করিএ। (৩) সং -ত- (নিষ্ঠা, ভাবকর্মবাচ্য) > ম-বা -ই (ঈ)[২] ঃ সং অস্মাভিঃ *করিতম্ (=কৃতম্) > মা-বা আহ্মে করি (করী)। তুং প্রাচীন উড়িয়া আম্ভে ডরি।

মধ্যম পুরুষ ঃ (১) সং -সি > ম-বা -সি। যেমন, করসি, চাহসি, দেসি। (২) সং -থ (বহুবচন) > ম-বা -হ(া)। যেমন, যাহ(া), পালাহ(া), করহ। (৩) সং -ত (অনুজ্ঞার বহুবচন) > ম-বা -অ। যেমন, কর, চল, যা।

প্রথম পুরুষ ঃ (১) সং -তি > ম-বা -ই, এ। যেমন, সং দয়তি > দেই ; যাই (যায়) ; করে, চলে। (২) সং -তি > ম-বা লুপ্ত।[২] যেমন, জাগ[৩] < জাগই ; কর[৪] < করই। (৩) সং -য়- (ভাবকর্মবাচ্য) + -তি > ম-বা -অএ, -ইএ। যেমন ধরএ, থাকিএ, শুণীএ, কাটিএ (আদি-মধ্য বাঙ্গালায় এগুলি পূরাপূরি কর্মভাববাচ্যের পদ ছিল)। (৪) সং -ন্তি (বহুবচন) > ম-বা -ন্তি, -ঁতি। যেমন, করন্তি, দেন্তি (দেঁতি) শতৃ-প্রত্যয়ের প্রভাবে বিভক্তিটি (অ) ন্ত, -এন্ত > -'এন' রূপও লইল। যেমন, বোলন্তি, বোলেন্ত, বোলেন। এগুলি সম্ভ্রমাত্মক পদ, গৌরবে-বহুবচন হইতে উদ্ভূত। (৫) অবহট্‌ঠ -হি (বাঙ্গালায় নাই) > প্রাচীন অবধী বসহিঁ (=সং বসন্তি)। বিভক্তিটির মূল অনির্ণীত।

[গ] আধুনিক বাঙ্গালায় বিভক্তি

মধ্যমপুরুষ ঃ (১) তুচ্ছার্থক,—ম বা -সি > -ইস, -অস (উপভাষা)। যেমন, করিস, করস (উপভাষা)। (২) সাধারণ,—ম বা -হ > -অ। যেমন, কর (=করো), যাও।[৫] (৩) সম্ভ্রমে,[৬]—ম-বা (প্রথমপুরুষ) > -(এ)ন্। যেমন, করেন, যান।

প্রথম পুরুষ ঃ (১) সাধারণ,—ম-বা -(ই)এ > -এ। যেমন, করে, চলে, যায় (> যাএ), শোয় (> শোএ)। (২) সম্ভ্রমে,—ম-বা -(এ) ন্ত > -(এ)ন্। যেমন, করেন, যান ॥

---

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বদা বহুবচন, 'অস্মাভিঃ'-জাত কর্তৃপদের সহিত অন্বিত।

২ অপ্রচলিত। ৩ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, 'এ তোর নব যৌবনে অহোনিশি জাগ মোর মণে'।

৪ ঐ, 'যদি কাহ্নঞি কর পার'।

৫ পুরানো সাধুভাষায় ও কাব্যের ভাষায় '-হ' বিভক্তির পদ মিলে। ৬ 'আপনি' সহযোগ।

১৮. নির্দেশকভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎ কাল

মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের পদ (যেমন, 'করিষ্যতি') প্রাচীন বাঙ্গালায় কিছু কিছু ছিল তবে তখনই এই ভবিষ্যৎ কালের পদগুলিতে অনুজ্ঞা ভাবের দ্যোতনা দেখা দিয়াছিল। মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় মধ্যম পুরুষের মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের পদ প্রায়ই অনুজ্ঞা ভাবের ভবিষ্যৎ কালের পদে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় শুধু মধ্যম ও প্রথম পুরুষের একবচন পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন অবধীতে ও গুজরাটীতে উত্তম পুরুষ আছে। যেমন, প্রা-অ পড়িহউ < সং পঠিষ্যামি ; প্রা- গু করিস্থ (একবচন), করিসিয়ঁ (বহুবচন)।

মধ্যম পুরুষ: সং মারয়িষ্যসি > প্রা মারেস্‌সসি, *মারিহসি > প্রা-বা মারিহসি ; সং ভবিষ্যসি > প্রা হোইস্‌সসি, *হোইহিসি > প্রা-বা হোসিসি > ম-বা হওসি। তু° প্রাচীন অবধী আচ্ছীহসি, প্রাচীন গুজরাটী করিসি (একবচন)।

প্রথম পুরুষ: সং কথয়িষ্যতি > প্রা কহেস্‌সই, *কহিহিই > প্রা-বা কহিহ (=কহিহই) ; সং করিষ্যতে > প্রা করিস্‌সই, কহিহিই > প্রা-বা করিহ (=করিহই) > ম-বা করিহে। তু° প্রাচীন অবধী করিহ ; প্রাচীন গুজরাটী করিসিই (একবচন) ; প্রাচীন অবধী বধাবিহন্তি (< *বর্ধাপয়িষ্যন্তি) ; প্রাচীন গুজরাটী করিসিইঁ (বহুবচন)॥

১৯. অনুজ্ঞা ভাবে বর্তমান কাল

বাঙ্গালায় অনুজ্ঞা ভাবে দুই কাল, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। দুইটিই মৌলিক অর্থাৎ সংস্কৃত সমাপিকা-ক্রিয়াজাত। সংস্কৃতে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা নাই, কিন্তু **কথ্য সংস্কৃতে (Spoken Sanskrit)** ছিল, এবং তাহার দুই একটি নিদর্শন **রামায়ণ-মহাভারতের ভাষায় (Epic Sanskrit)** লভ্য। কোন কোন প্রাকৃতেও ছিল। সেই সূত্রে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। বাঙ্গালায় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার কোন কোন পদ বর্তমান হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে।

অনুজ্ঞা ভাবে উত্তম পুরুষ নাই। একবচন-বহুবচন ভেদও প্রাচীন বাঙ্গালায় লুপ্তপ্রায়। পরে বিলুপ্ত।

[ক] বর্তমান কালে অনুজ্ঞার বিভক্তি ও রূপ

১. মধ্যম পুরুষ: (১) সং 0 (একবচন) > প্রা 0 > প্রা -বা 0 : সং চালয় > প্রা *চালঅ > প্রা-, ম-বা চাল > আ বা চাল্ ; সং পৃচ্ছ > প্রা পুচ্ছ

ম-, আ-বা পুছ ; *বুধ্য > প্রা বুজ্ ঝ > প্রা-, ম-বা বুঝ > আ-বা বোঝ।[১] (২) সং -হি, -ধি (একবচন) > প্রা -হি (মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় এ বিভক্তির পদ নাই) : সং যাহি > প্রা জাহি > প্রা-বা জাহি ; সং *ভবহি > প্রা হোহি > প্রা-বা হোহি ; তু° প্রাচীন গুজরাটী করি < প্রা করেহি < সং *করয়হি। (৩) সং -ত (বহুবচন) > প্রা-অ > প্রা -বা -অ : সং জানত > প্রা *জাণঅ > প্রা-, ম-বা জাণ > আ-, ম-বা জান ; সং *করত > প্রা *করঅ < প্রা-বা কর > আ-বা কর্ ; সং যাত > প্রা *জাঅ > আ বা জা। (৪) সং -থ (নির্দেশক বর্তমান, বহুবচন) > প্রা -হ > প্র-বা- হ > ম-বা হ(া) > আ- বা -ও : সং যাথ > প্রা জাহ > ম- বা জাহ, জাহা > আ -বা যাও ; সং *করথ > প্রা *করহ > ম- বা করহ > আ- বা করো ; সং ছেদয়থ > প্রা *ছেঅহ > প্রা- বা ছেবহ। (৫) সং -থস্ (নির্দেশক বর্তমান দ্বিবচন) > প্রা -হু > আ বা হু : সং যাথঃ > প্রা জাহু ; সং ভবথঃ > প্রা হোহু > প্রা বা হোহু।

প্রাচীন বাঙ্গালায় নিষেধার্থক 'মা' যোগে -'অ' '-ও', '-হি'—তিন অনুজ্ঞারই ব্যবহার ছিল। যেমন, 'মা ভোল' (=ভুলো না, ভুলিস না), 'মা কর', 'মা লেহু' ; 'মা জাহী,' 'মা হোহি'। 'ন' শব্দের যোগে '-হ' অনুজ্ঞার ব্যবহার ছিল। যেমন, 'ন ভুলহ' (=ভুলো না, ভুলিস না)। 'না' শব্দের ব্যবহার মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় নিষেধাত্মক অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থে নির্দেশক বর্তমানের ব্যবহার হয়। যেমন, করিস না, যাস না। 'জণি', 'যদি', 'যেন' প্রভৃতি যোগেও অনুজ্ঞা ও সম্ভাবক ভাবের অর্থে বর্তমান কাল ব্যবহৃত হইত ও হয়। যেমন, 'সে জণি এহাক শুনে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। তু° প্রাচীন অবধী 'পপু জণি করসি' (=পাপ করিস্ না)।

২. প্রথম পুরুষ : (১) সং -তু (একবচন) > অপ -উ > প্রা- বা -উ > ম- বা -উ (+স্বার্থিক -ক) > আ- বা -উক : সং করোতু > প্রা- বা করউ > ম- বা করউ > আ- বা করুক, সং দয়তু (=দদাতু) > প্রা- বা দেউ > মা- বা দেউ, দেউক > আ- বা দিউক > দিক (দেক), সং *উদীয়তু (=উদীয়তাম্) > অপ উইজ্জউ > প্রা- বা উইজউ (কর্মবাচ্য), সং * যায়তু (=যায়তাম্) > প্রা- বা জাইউ ('বাট জাইউ' (=বর্ত্ম গম্যতাম্) > ম- বা

[১] চর্যাগীতিতে মধ্যমপুরুষের কর্তা কখনো কখনো বিভক্তির মতো বসে। যেমন, 'বাহতু (=বাহ তু) ডোম্বি বাহ লো ডোম্বি'।

জাইউ (ভাববাচ্যে অনুজ্ঞা)। (২) আ- বা -উন্ (সম্ভ্রমে, মধ্যম পুরুষেও) > -উ+ন (নির্দেশক বর্তমানের প্রভাব-জাত অথবা স্বার্থিক) : করুন্, দিউন্ > দেন্ (দিন), যাউন্ (যান্) ॥

২০. অনুজ্ঞা ভাবে ভবিষ্যৎ কাল

নির্দেশক ও অনুজ্ঞাভাবে মৌলিক ভবিষ্যৎ কালের রূপ অপভ্রংশ অবধি পুরামাত্রায় বজায় ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালায় অল্প কিছু পদ আছে, এবং মধ্য বাঙ্গালায় যৎকিঞ্চিৎ চিহ্নাবশেষ আছে।

অনুজ্ঞা ভাবে ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট রূপ শুধু সাধারণ মধ্যম পুরুষেই আছে। যেমন, ম- বা করিহ (> আ বা করিও > ক'রো) > সং করিষ্যথ, *করিষ্যত ; যাইহ > যাস্যথ, *যাস্যত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃদন্ত অতীত কাল হইতে আগত '-লি' বিভক্তিও দেখা যায় : করিহলি (=করিও), দিহলি (=দিও), চলিহলি (=চলিও), গড়াহলি (=গড়াইও)।[১] প্রথম পুরুষে এবং তুচ্ছার্থক ও সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় নির্দেশক বর্তমানের পদই ব্যবহৃত হয় ॥

২১. কৃদন্ত অতীত কাল

সংস্কৃত অতীত কালের পদ বাঙ্গালায় একেবারে লুপ্ত। একটি আছে অব্যয় অভাববাচক রূপে,—আ-বা নাই > প্রা বা নাহি > সং নাসীৎ। বাঙ্গালার বিশিষ্ট অতীত কাল সংস্কৃত **নিষ্ঠা (Past Participle)** প্রত্যয়জাত শব্দ হইতে আসিয়াছে। এই প্রত্যয় (-'ত, -ইত') সকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে, অকর্মক ক্রিয়ায় ভাব- অথবা কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হইত। যেমন, (কর্মবাচ্যে) তেন ইদং কৃতম্, (ভাববাচ্যে) তেন গতম্, (কর্তৃবাচ্যে) স গতঃ। প্রাচীন বাঙ্গালায় গত্যর্থ ও অস্ত্যর্থ প্রভৃতি খাঁটি অকর্মক ক্রিয়া ছাড়া সর্বত্র কর্মভাববাচ্যেই অতীত কালের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, 'জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী'=যস্য বর্ণঃ চিহ্নং রূপং ন জ্ঞাতম্, কিন্তু 'চিঅ মোর কহি গই পইঠা' =চিত্তং মম কুত্র গত্বা প্রবিষ্টম্। প্রাচীন বাঙ্গালার অতীত কালে কর্মবাচ্যে সকর্মক ক্রিয়াপদে কর্তার (অর্থাৎ 'উক্ত' কর্মের) অনুযায়ী লিঙ্গপ্রত্যয় যুক্ত হইত।[২] অকর্মক ক্রিয়াপদ বরাবরই পূরাপূরি কর্তার বিশেষণ ছিল। যেমন, চর্যাগীতিতে—'আলিএঁ

[১] '-লি' সম্ভবত 'লিহ' (=লইও, নিয়ো) হইতে আগত। তাহা হইলে অর্থ হয়—করিয়া লইও ইত্যাদি।

[২] অতীত কালে লিঙ্গবৈশিষ্ট্য শুধু '-ইল'-অন্ত অতীতেই দেখা যায়।

কালিএঁ বাট রুন্ধেলা'=আলিনা কালিনা বর্ত্ম রুদ্ধম্, 'মই দেখিল১'=ময়া দৃষ্টম্, 'রাতি পোহাইলী'=রাত্রিঃ প্রভাতায়িতা, 'চলিল কাহ্ন'=চলিতঃ কৃষ্ণঃ, 'জে জে আইলা তে তে গেলা'=যেন যেন আগতং তেন তেন গতম্ (অথবা, যে যে আগতাঃ তে তে গতাঃ)। মধ্য বাঙ্গালায় এই রীতি খানিকটা লুপ্ত হইল, শুধু আদি স্তরে, অকর্মক ক্রিয়ার কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে, অতীত কালে স্ত্রীপ্রত্যয় গ্রহণ করিত। যেমন, 'ঘরক আইলী বড়ায়ি', 'ঈষত হাসিলী চন্দ্রাবলী', 'মুরুছা গেলী রাধিকা', 'শচী হলী (=হইলী) অচেতন'।

বাঙ্গালায় কৃদন্ত অতীত কালের পদ দুই শ্রেণীতে পড়ে—'-(ই) ল'-প্রত্যয়-হীন, (২) '-(ই) ল'-প্রত্যয়যুক্ত।

ল-প্রত্যয়হীন অতীতে লিঙ্গ-, পুরুষ ও বচন-ভেদ নাই। ধ্বনিপরিবর্তন অনুযায়ী এই শ্রেণীর অতীত কালের পদ তিন রকমের হইতে পারে।

(১) '-ত' প্রত্যয়যুক্ত। সং প্রবিষ্ট- > প্রা পইট্‌ঠ- > প্রা-বা পইঠ, পইঠা (যেমন, 'কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ আচারে') সং নষ্ট- > প্রা ণট্‌ঠ- > প্রা-বা ণঠা ('ইন্দি-বিষয়া নঠা'=ইন্দ্রবিষয়ঃ নষ্টঃ) ; সং দৃষ্ট- > পা দিট্‌ঠ > প্রা-বা দিঠা ('আহ্মা সানে দিঠা')। এই ধরণের অতীত কালের পদ প্রাচীন বাঙ্গালাতেও খুব কম দেখা যায়। পরে এ ধরণের পদ যেগুলি চলিত ছিল সেগুলি বিশেষ্য অথবা বিশেষণে পরিণত হইয়াছিল।

(২) '-ইত' প্রত্যয়ান্ত : সং বাহিতঃ (প্রথমার একবচন পুংলিঙ্গ) > প্রা বাহিও > অপ বাহিউ > প্রা-বা বাহিউ। যেমন, 'বাজ-ণাবপাড়ী পউমা খালে বাহিউ'=বজ্রনৌপাটিকা পদ্মা-খাতেন বাহিতঃ (=বাহিতা), 'সসহর গউ নিবাণে' =শশধরঃ গতঃ নির্বাণে, 'কমল বিকসল' > কমলং বিকশিতঃ (=বিকশিতম্)। সং চলিতঃ (চলিতকঃ) > অপ অলিঅ (চলিঅঅ) > প্রা-বা চলিঅ, চলিআ ('কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিআ')। সং কৃতঃ (কৃতকঃ) > প্রা-বা কিঅ ('জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম')। সং *ভবিতঃ (=ভূতঃ) > প্রা-বা ভইঅ ('কাহ্ন ভইঅ কবালী')। সং *জানিতঃ (=জ্ঞাতঃ) > প্রা জাণিএ (প্রাচ্য) > অপ জাণিই, জাণী > প্রা-বা জাণী ('জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী'), ম-বা জানী ('বাপ সুবল মোর নান্দঘরে জানী')। সং জালিতঃ > প্রা জালিএ (প্রাচ্য) > অপ জালিই > প্রা-বা জালী ('দীবা জালী')। সং *ব্যাখ্যানিতঃ (=ব্যাখ্যাতঃ) > প্রা বক্‌খাণিএ (প্রাচ্য) > অপ বক্‌খাণিই > প্রা-বা বখাণী ('সো কইসে আগমবেএঁ বখাণী')। মধ্য বাঙ্গালায় এই ধরণের

অতীত কালের ব্যবহার কিছু কিছু আছে। যেমন, 'দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাখানী', 'হেন আলাগন কথা শুনী কোণ রাজে'। আধুনিক বাঙ্গালায় এই ধরণের অতীত বর্তমানের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাই সাধারণত সেগুলিকে অতীত-অর্থে বর্তমান ("বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্ বা") বলিয়া ধরা হয়। যেমন, সে কথা যখন শুনি তখন বলিবার কিছু ছিল না।

-'(ই) ল'-পদগুলিই বাঙ্গালা ভাষার বিশিষ্ট অতীত কাল। প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্মবাচ্যে কোন বিভক্তি যোগ হইত না, তবে 'উক্ত' কর্ম স্ত্রীলিঙ্গ হইলে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন, 'মই দেখিল'=ময়া দৃষ্টম্, 'মেলিলি কাচ্ছি'=মুক্তা কক্ষিকা, 'সবরী নিচেবণ ভইলী'=শবরী নিশ্চেতনা ভূতা, 'সস্থুরা নিদ গেল'= শ্বশ্রূঃ নিদ্রাং গতা, 'পইঠেল গরাহক'=প্রবিষ্টঃ গ্রাহকঃ।

কর্তৃবাচ্যে অতীত কালে প্রাচীন বাঙ্গালায় এই প্রত্যয়গুলি দেখা যায়,— উত্তমপুরুষে '-সু', '-ই' (স্ত্রীপ্রত্যয়-জাত ?); মধ্যমপুরুষে '-এসি' (এবং '-এস' ?), '-ই': প্রথমপুরুষে '-সি', -'আ', '-ই'।

মধ্য বাঙ্গালায়—উত্তম পুরুষে-'ওঁ' (বর্তমান কালের বিভক্তি), '-আহোঁ', '-আঙ' (> স্বার্থিক '-আ'+'অহম্ জাত' 'হোঁ'); মধ্যমপুরুষে '-আ', -'আহা',[1] '-এ (-এ)',[2] '-ই'; প্রথমপুরুষে '-ই', 'এ (এঁ)', 'আন্তি (-আন্ত, -অন্ত, -এন্ত), -এন'[3]।

আধুনিক বাঙ্গালায়—উত্তমপুরুষে '-উম্', '-আম্, '-(অ)ম্', '-এম্' ইত্যাদি; মধ্যমপুরুষে '-ই' (তুচ্ছার্থে), '-আ' (উপভাষা), '-এ' (সাধারণ), '-এন্' (সম্ভ্রমে); প্রথমপুরুষে '-এ' (সকর্মক ক্রিয়ায়, পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষায়), '-এন' (সম্ভ্রমে)।

মৈথিলী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষায় অ-কারান্ত পদে '(অ)-ল' প্রত্যয় হয়। এই ধরণের পদ বৈষ্ণব-পদাবলীতে খুব আছে, ব্রজবুলির প্রভাবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আছে (যেমন, ধরল, জাণল, করলোঁ)।

মধ্য বাঙ্গালায় এবং আধুনিক সাধুভাষায় (এখন অপ্রচলিত) প্রথমপুরুষে '-এ' বিভক্তির পর স্বার্থিক '-ক' প্রত্যয় (অথবা '-ক' অন্ত্য-আগম) দেখা যায়। যেমন, 'করিলেক, দিলেক, জানিলেক'। প্রাচীন বাঙ্গালায় দুইটি মাত্র উদাহরণ পাই: 'কীস কএলেক (=করিলেক) অদভুআ', 'জালিলিক দীবা'।

---

[1] ছন্দের অনুরোধে দ্ব্যক্ষরীভূত। [2] ক্বচিৎ স্বার্থিক '-হে' যুক্ত। [3] সম্ভ্রমে।

রাঢ়ী উপভাষায় এবং অন্যত্র সকর্মক ও অকর্মক ধাতু-ভেদে প্রথমপুরুষের রূপে যে পার্থক্য দেখা যায় ('দিলে—গেল') তাহার মূল পাওয়া যাইতেছে নিয়া প্রাকৃতে। নিয়ায় 'দিত'=দিল, কিন্তু 'দিতগ' (< *দিতক-)=যাহা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং, 'সে দান দিলে'=তেন দানং দত্তম্ (কর্মের বিশেষণে), 'সে গেল'=স গতঃ (কর্তার বিশেষণ)। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই পার্থক্য দেখা যায় না, তবে অকর্মক ক্রিয়ায় '-আ' বিভক্তি বা প্রত্যয় পাই। যেমন, গেলা (=গেল), ভইলা, রুধেলা, আইলা (=আইল), সুতেলা।

উত্তমপুরুষ : প্রা-বা (কর্তৃবাচ্যে) ফিটলেসু (=খুলিলাম), 'হাঁউ আচ্ছিলেসু, হাঁউ সুতেলি' (তু° প্রাচীন ওড়িয়া 'নিস্তারিলি মুহি') ; (কর্মবাচ্যে) 'মই বুঝিল', 'মই দেখিল'। ম-বা মো বুইলোঁ, আইলাহোঁ, আহ্মে বুইল ; আছিলোঁ (তু° প্রাচীন ওড়িয়া আম্ভে পাইলুঁ, দেখিলু) ; অ-বা বুঝিলাম, বুঝলুম্ (বুঝনু), বুঝলম, বুঝলাম, বুঝলেম ; এলুম (এনু), এলম, এলাম, এলেম।

মধ্যমপুরুষ : প্রা-বা আইলেঁসি, অছিলেসি ; ম-বা মৈলিসি, আছিলাহা, ছিলা ; আ-বা আসিলি, এলি, আসিলে, এলে, এলেন (সম্ভ্রমে), ছিলি, ছিলে, ছিলেন (সম্ভ্রমে)।

প্রথমপুরুষ : প্রা-বা নিলেসি, ভইলেসি, (তু° প্রাচীন অবধী কিএসি)। নিএসি ; সুতেলা, ভইল(া), আইল(া), চলিল, 'গেলী জাম' (=গতং জন্ম) ; স্ত্রীলিঙ্গে—'বাধেলি মাআ হরিণী', 'রাতি পোহাইলী'। আলি ('আলিছিল নান্দের নন্দন'), মাইলে (=মারিল), নিলেক, আইলা, আছিলা ; স্ত্রীলিঙ্গে—আইলী, থাকিলি, চলিলি, ভেলী। সম্ভ্রমে—গেলাস্তি, গেলান্ত, দিলেন্ত। আ-বা করিল (কর্‌লে), দিল (দিলে), গেল, করিলেন, (কর্‌লেন), দিলেন, গেলেন।

শতৃ-প্রত্যয়জাত অতীত কালের বিচার নিত্যবৃত্তের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ॥

২২. কৃদন্ত অতীত কালের রূপ

	প্রাচীন বাঙ্গালা	আদি-মধ্য	অন্ত্য-মধ্য	আধুনিক
উত্তম (কর্তৃ)	আছিলেসু[1]			
	ভইলি[2]			ভৈলি
		আইলাহোঁ[1], আইলোঁ[1]	আইলুঁ[1]	এলুম, এলাম
		আইলাঙ[1]	আইলাম	এলেম

[1] একবচন।

[2] মানভূমে 'গেলি' (=গেলুম) ইত্যাদি পদ আছে।

	প্রাচীন বাঙ্গালা	আদি-মধ্য	অন্ত্য-মধ্য	আধুনিক
উত্তম (কর্ম)	দেখিল	দেখিল[১]	দেখিল[১]	
মধ্যম	আইলেসি	মৈলিসি		
		আইলা(হা)	আইলা	এলে
			আইলি	এলি
		করিলে(হেঁ)	করিলে	কর্‌লে
প্রথম	গেল, গেলা	গেল, গেলা	গেল, গেলা	গেল
		গেলান্তি, গেলান্ত	গেলেন্ত, গেলেন	গেলেন
	কএলা	কৈল, কৈলে	কৈল, কৈলে	
	ভরিলী (স্ত্রী)	চলিলী		
		করিল, করিলে	করিল, করিলে, কর্‌ল, কর্‌লে ॥	

২৩. কৃদন্ত ভবিষ্যৎ কাল

বাঙ্গালায় কৃদন্ত ভবিষ্যৎ সংস্কৃত সেট্-ধাতুতে[২] '-তব্য' -প্রত্যয়জাত '-ইব' যোগে নিষ্পন্ন হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় ভাবকর্মবাচ্যে কোন বিভক্তি যুক্ত হইত না। কিন্তু কর্মবাচ্যে উক্ত স্ত্রীলিঙ্গ হইলে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হইত। যেমন 'মই ভাইব (< ভাবয়িতব্য-) কীয', 'বাকপথাতীত কাহিব (< কথয়িতব্য-) কীস', 'জই তুম্হে লোঅ হে হোইব (< ভবিতব্য-) পারগামী', 'শাখি করিব জালন্ধরি পাএ', 'করিব নিবাস' (< নিবাসঃ কর্তব্যঃ), 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (=ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা), 'খাইব মই' (=ময়া খাদিতব্যম্), 'থাকিব তই, (=ত্বয়া স্থাতব্যম্)। তু° প্রাচীন অবধী 'ধমু করব' (=ধর্মঃ কর্তব্যঃ)। প্রাচীন বাঙ্গালাতেই '-ইব' -যুক্ত পদ কিছু কিছু কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আসিতেছিল। সেই -সব পদে '-এ (-এঁ)' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন, মধ্যম পুরুষে—'জই তুহ্মে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ' (=যদি তুমি, ভুসুকু, শিকারে যাইবে)।

মধ্য বাঙ্গালায় উত্তমপুরুষে '-ওঁ (-অওঁ),' মধ্যম পুরুষে '-এঁ (-এ)'[৩] (সাধারণ) ও '-ই' (তুচ্ছার্থে), এবং প্রথম পুরুষে '-এ (-এঁ)'[৩] বিভক্তি যুক্ত হয়। বিভক্তিহীন প্রথম পুরুষ এবং ('আহ্মি' যোগে) উত্তম পুরুষও যথেষ্ট

---

[১] বহুবচন। [২] সংস্কৃতে যে ভবিষ্যতের '-স্য-' বিকরণ যোগ করিবার পূর্বে '-ই-' যুক্ত হয় সে ধাতুকে 'সেট্', ধাতু বলে, না হইলে 'অনিট্' ধাতু বলে। যেমন, সেট্ ধাতু—গম্ (গম্-ই-ষ্যতি), জন্ (জন্-ই- ষ্যতে); অনিট্ ধাতু—যা (যা-স্য-তে), বিদ্ (বেৎ-স্য-তি)।
[৩] অনেক সময় স্বার্থিক বা পাদপূরণাত্মক '-হেঁ' (হে)' যুক্ত হয়। যেমন, দিবেহেঁ, উঠিবেহে।

আছে। ব্রজবুলির প্রভাবে '-অব' -যুক্ত পদও কিছু কিছু পাওয়া যায় মধ্য বাঙ্গালায়। যেমন, যাঅব (=যাইব), করবি (=তুই করিবি)।

আধুনিক বাঙ্গালায় ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি,—উত্তম পুরুষে 0 ; মধ্যম পুরুষে '-ই' (তুচ্ছার্থে), '-এ' (সাধারণ) ও '-এন' (সম্ভ্রমে) ; প্রথম পুরুষে '-এ' (সাধারণ) ও '-এন' (সম্ভ্রমে)। মধ্য বাঙ্গালার মতো আধুনিক সাধুভাষায়ও একদা '-এ' বিভক্তিযুক্ত প্রথম পুরুষে স্বার্থিক (অথবা অন্ত্য-আগম) '-ক' যুক্ত হইত। প্রাচীন ওড়িয়ায়—উত্তমপুরুষে 'যিবি মুহি', মধ্যমপুরুষে 'সংহারিবু তুহি'।

উত্তমপুরুষ: ম-বা নিবেদিবোঁ, করিবোঁ, বধওঁ, যাইব (আহ্মে) ; আ-বা করিব (ক'র্‌ব), যাইব (যাব)।

মধ্যমপুরুষ: প্রা-বা জাইবেঁ। ম-বা করিবে, করিবেঁ, করিবি।[১] আ-বা করিবি (> ক'র্‌বি), করিবে (> ক'রবে), করিবেন (> ক'র্‌বেন)॥

২৪. নিত্যবৃত্ত কাল

বাঙ্গালায় নিত্যবৃত্ত কালের পদ সংস্কৃত শতৃ-পদ হইতে আসিয়াছে। অর্বাচীন অপভ্রংশে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই শতৃ-পদের ব্যবহার ছিল।[২] তবে প্রাচীন বাঙ্গালায় সমাপিকা ক্রিয়ারূপে শতৃ-পদের ব্যবহার খুবই কম। যাহা আছে তাহা সাধারণত নিত্যবৃত্ত বর্তমানের অর্থে, ক্বচিৎ অতীতের অর্থে। যেমন, 'ণিঅ ঘরিণি লই কেলি করন্ত,' 'পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তে মাঙ্গে', 'বেনি বাট বহন্ত', 'উইঅউ রে ভুসুকু-তারা, শান্তি ভণই পোহান্ত (< প্রভাতায়ন্ত্-) পহারা' (=প্রভাতিল প্রহর)। প্রাচীন অবধীতে লৃঙ্ (Conditional Tense) -অর্থে নিত্যবৃত্ত কাল চলিত হইয়াছিল। যেমন, 'জই পাবত তব করত' (=যদি পাইত তবে করিত)।

মধ্য বাঙ্গালায় নিত্যবৃত্ত একটি পূর্ণ পরিণত কাল। তবে তাহাতে সামান্য (অর্থাৎ অনির্দিষ্ট, aorist) অতীতের অর্থ দৈবাৎ পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—'বিধি না লিখিত[৩] (=লিখিল) তার কপালের ভাতে', 'কিনা বিধি লিখিত[৩] কপালে', 'পূর্ণ ঘট্ পাতি বড়ায়ি চাহিত[৩] (=চাহিল) মঙ্গলে'। আধুনিক বাঙ্গালায় পূর্বাঞ্চলের কোন কোন উপভাষায় ও বিভাষায় ভবিষ্যৎ কালে নিত্যবৃত্তের ব্যবহার আছে।

[১] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ই' -যুক্ত মধ্যমপুরুষ নাই। [২] তু° পুরুষোত্তমের সূত্র "ত্রৈকাল্যে শতৃ"।

[৩] 'লিখি ত', 'চাহি ত' এভাবেও নেওয়া যায়।

আধুনিক বাঙ্গালায় নিত্যবৃত্তের বিভক্তি অনির্দিষ্ট অতীতের মতোই, তবে প্রথমপুরুষে '-এ' নাই, এবং মধ্যমপুরুষে তুচ্ছার্থে '-ইস্'। মধ্য বাঙ্গালায় পাই উত্তমপুরুষে '-ওঁ'[১], মধ্যমপুরুষে '-এঁ'। যেমন, উত্তমপুরুষ—জাণিতোঁ, যাইতোঁ; মধ্যমপুরুষ—খাইতেঁ; প্রথমপুরুষ—থাকিত, হৈত॥

২৫. ক্রিয়াপদে স্বার্থিক প্রত্যয় ও অন্ত্য-আগম[২]

অর্বাচীন অপভ্রংশেই ক্রিয়াপদে স্বার্থিক প্রত্যয়ের মতো পাদপূরণাত্মক বিভক্তি-স্থানীয় পদের ব্যবহার দেখা দেয়। অবহট্‌ঠে '-জে' পাই।[৩] যেমন, 'ণউ তস্থ দোস-জে এক্কবি ঠাই' (=নাই তাহার দোষ একটিও স্থানে), এমই কহিঅ-জে'।

ক্রিয়াপদে '-ক' প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রথম পাইতেছি ('কএলেক, জালিলিক')। মধ্য বাঙ্গালায় স্বার্থিক প্রত্যয়-বিভক্তি কয়েকটিই পাওয়া যায়ঃ

-র (ম-বা):[৩] শোভের (=শোভে), বাজের (=বাজে), দিয়ার (=দিয়া); কহিয়ারোঁ, (=আমি কহি), দিয়ারু। (=দেওয়া হোক) এখানে হয়ত 'কর্' ধাতুর পদ যুক্ত আছে।[৪]

-ক (অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত পদ ছাড়া): বর্তমান—পোড়েক; ভবিষ্যৎ—নিবোঁক (উত্তমপুরুষ); অতীতে[৫]—দিলেক, জানিলেক; অনুজ্ঞা[৬]—আছুক (-ছুক), দেউক।

-হা, -হে, -হেঁ, -হো: অতীত—গেলাহা, হরিলেহেঁ, পসরিলহে; ভবিষ্যৎ—দিবেঁহে, ইত্যাদি।

এগুলি সবই প্রত্যয় নয়; এগুলিকে অন্ত্য-আগম অথবা স্বার্থিক অনুসর্গ স্থানীয় অব্যয় বলা যাইতে পারে; নামপদেও এগুলির ব্যবহার আছে। যেমন, আমিহো, কোনোহো। তু° প্রাচীন ওড়িয়া—ধরিবটী (ক্রিয়া), মুহিটী (সর্বনাম), বৈষ্ণবটী (নাম)।

---

[১] '-আহোঁ' পাই একটি উদাহরণে, 'ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনি মরিতাহোঁ'।

[২] **প্রত্যয় (Suffix)** পিছনে বসে, এবং এক প্রত্যয়ের পরে অন্য প্রত্যয় যোগ হইতে পারে। সর্বশেষে যে সংখ্যা-কারক-পুরুষ-কাল-ভাব ইত্যাদি-বাচক প্রত্যয় যোগ হইলে শব্দ বা ধাতু পদে পরিণত হয় (অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে) তাহাকে **বিভক্তি (Termination, Ending)** বলে। ধাতুর অথবা শব্দের পূর্বে প্রত্যয়ের মতো যাহা যুক্ত হয় তাহাকে বলে **উপপদ (Prefix)**। ধাতুর মধ্যে অথবা ধাতু ও বিভক্তির মাঝখানে যাহা নিহিত হয় তাহাকে বলে **বিকরণ (Stem-affix)**। ইংরেজীতে **affix** বলিতে suffix, prefix এবং infix সবই বুঝায়। বিভক্তির পরে যদি কিছু যুক্ত হয় যাহা বিভক্তি নয় তাহাকে বলে **অন্ত্য-আগম (Determinative)**।

[৩] তু° প্রাকৃতপৈঙ্গলের টীকায় রবিকরের উক্তি, "হহিজেরাঃ পাদপূরণে"।

[৪] প্রায় সব উদাহরণই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে। [৫] আধুনিক সাধুভাষায় এবং পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন বিভাষায় আছে। [৬] আধুনিক বাঙ্গালায় সর্বদা।

মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় পাদপূরক 'ত (তো)' অনেক সময় স্বার্থিক বিভক্তির মতো যুক্ত হয়। যেমন, ম-বা 'দেখিলত ধর্মরাজ মনসার ঘরে' ; আ-বা 'তাহার দোষতো একটুও নাই'।

আদিস্বরলোপের ফলে 'আসিয়া' হইতে উৎপন্ন ম-বা '-সিআঁ' > আ-বা '-সে', এবং ম-বা 'গিআ' > আ-বা '-গে' যথাক্রমে বক্তার আভিমুখ্য ও প্রাতিমুখ্য জ্ঞাপন করে। যেমন, 'আপন ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ' (=চড়-সে), 'আন গিআঁ (=আন-গে) চন্দ্রাবলী' ॥

২৬. যৌগিক কাল (Compound Tenses)

যৌগিক কাল সেই-ধরণের **যৌগিক ক্রিয়াপদে (Compound Verb)** অভিব্যক্ত হয় যাহার প্রথম অংশ কৃদন্ত (অর্থাৎ '-ই, -ইয়া, -ইল'-প্রত্যয়যুক্ত) অতীত অথবা শত্রন্ত (অর্থাৎ '-ই, -ইতে-' যুক্ত) বর্তমান, শেষ অংশ 'আছ' (সং 'অস্') ধাতুর সমাপিকা পদ, এবং দুই অংশের মধ্যে কোন ফাঁক নাই। **যৌগিক ক্রিয়াপদের** সঙ্গে **যৌগিক কালের** পার্থক্য দুই বিষয়ে,—(১) দুই অংশের অবিচ্ছিন্নতায় এবং (২) 'আছ' ধাতুর অর্থপ্রাধান্যে। যৌগিক ক্রিয়ার অংশ দুইটির মধ্যে **ঈষৎ বিরাম (Juncture)** আছে, এবং সেখানে 'আছ' ধাতুর অর্থই প্রধান। যেমন, গাছটা রাস্তার উপর পড়িয়া আছে (=পতিতঃ বর্ত্ততে, ইংরেজী—lies, fallen)। যৌগিক কালে দুই অংশ একেবারে জুড়িয়া যায়, এবং সেখানে 'আছ' ধাতুর অর্থ নিতান্তই অস্পষ্ট ইহা উদ্দেশ্য-বিধেয়ের **সংযোজক (Copula)** মাত্র। যেমন, গাছটা রাস্তার উপর পড়িয়াছে (=পতিতঃ, বৈদিক 'পপাত',—ইংরেজী has fallen)।

প্রাচীন বাঙ্গালায় যৌগিক ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যৌগিক কালের উদাহরণ মিলে নাই। যৌগিক কাল মধ্য বাঙ্গালায় কিছু কিছু পাওয়া যায়, আধুনিক বাঙ্গালার ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব। প্রাচীন বাঙ্গালায় শেষের দিকেই যে যৌগিক কালের ইডিয়ম দেখা দিয়াছিল তাহা প্রাচীন অবধী, প্রাচীন মৈথিলী ও প্রাচীন ওড়িয়া হইতে অনুমান করা যায়। যেমন, প্রাচীন অবধী—'দেখইত আছ (=দেখিতেছে)' ; প্রাচীন মৈথিলী—'রাজ্যক কাহিনী হোইতে আছ (=হইতেছে'), গেলছে (=গিয়াছে) ; প্রাচীন ওড়িয়া—করু অছি (=করিয়াছি), কহিছন্তি (=কহিয়াছেন)।

কিন্তু আরও একপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া আছে। সে যৌগিক ক্রিয়ার

প্রয়োগবাহুল্য সাধুভাষার বিশেষত্ব। এখানে প্রথম বাদটি বিশেষ্য (অথবা ক্রিয়া-বিশেষণ) দ্বিতীয় পদ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম। যেমন, 'দান করে' (=দেয়), 'শক্ত করিয়া (=আঁটিয়া) বাঁধিল'; 'নিদ্রা গেল' (=ঘুমাইল, ইত্যাদি।

যৌগিক কালের প্রথম অংশ '-ই(য়া)'-যুক্ত হইলে 'আছ' ধাতুর বর্তমান কালের সঙ্গে **অচির-সম্পন্ন (Present Perfect)** অর্থ এবং অতীত কালের সঙ্গে **সুচির-সম্পন্ন (Past Perfect)** অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে —নিআঁছিস, লইছে, পাতিআছে, শুনিআছ, ফুটিছে, ফুটিলছে, রহিলছে; রাখিআঁছিল, 'আলিছিল (> আইল-ছিল, = আসিয়াছিল) নান্দের নন্দন'।

'-ইল'-অন্ত প্রথমাংশযুক্ত যৌগিক কাল এখনও ঝাড়খণ্ডীতে চলিত আছে। যেমন, গেল্‌ছে, হ'ল্‌ছে। '-ই'-অন্ত প্রথমাংশযুক্ত যৌগিক কাল রাঢ়ীতে এবং শিষ্ট চলিতভাষায় **অসম্পন্ন (Continuous)** অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, ক'রছে (< করিছে) =করিতেছে; ক'রছিল (করিছিল) = করিতেছিল।

'-ইতে'-অন্ত প্রথমাংশযুক্ত যৌগিক কাল মধ্য বাঙ্গালায় এবং আধুনিক সাধুভাষায় ও বঙ্গালী উপভাষায় অসম্পন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'চিন্তিতেঁ আছে'; আ-বা (সাধু) করিতেছে, করিতেছিল; বঙ্গালী কর্‌ত্যাছে।

সীমান্ত রাঢ়ীতে 'আছ্' স্থানে 'বট্' ধাতু ব্যবহৃত হয় এবং মূল ধাতুরও রূপ হয়। যেমন, 'সে করে বটে (করেব্‌টে)'॥

২৭. কর্মভাববাচ্য[১] (Passive Voice)

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় ধাতুতে '-য়-' বিকরণ যোগ করিবার পর আত্মনেপদ বিভক্তি দিয়া কর্মভাববাচ্যের পদ নিষ্পন্ন হইত। যেমন ভূ-য়-তে, গম্-য়-তে (কর্তৃবাচ্যে ভবতি, গচ্ছতি)। প্রাকৃতে আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ হইল, এবং '-য়-' বিকরণে দুইরকম ধ্বনিপরিবর্তন দেখা দিল—(১) স্বরযুক্ত '-য়-' (*-yá-*) হইল সম্প্রসারিত '-ইঅ- (-ঈঅ-)', (২) স্বরহীন '-য়-' (*-ya-*), হইল য-ফলা। সুতরাং 'লভ্যতে' (*labhyáte*) > প্রা লভিঅই: 'লভ্যতে' (*lábhyate*) > প্রা লব্‌ভই; প্রাকৃতের '-ইঅ-' চিহ্নিত কর্মভাববাচ্য অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙ্গালার মধ্য দিয়া মধ্য বাঙ্গালায় পৌঁছিয়াছিল।[২] যেমন সং

[১] ধাতু সকর্মক হইলে কর্মবাচ্য, অকর্মক হইলে ভাববাচ্য। ইংরেজী Passive Voice বলিতে দুইই বোঝায়। এইজন্য 'কর্মভাববাচ্য' সংজ্ঞাটি ব্যবহার করিতেছি।

[২] তু° প্রাচীন অবধী 'ছাত্রে গাউ জাইআ'=ছাত্রেণ গ্রামঃ যায়তে।

*কর্য্যতে (*karyáte) = ক্রিয়তে > প্রা, অপ করিঅই (করীঅই) > প্রা-বা করিঅই[১] ('সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই') > ম-বা করিএ ('হেন কাম না করিএ')। তেমনি কর্ত্যতে > কট্টিঅই > কাটিএ > ('ক্ষুরের উপরে রাধার বসতি নড়িতে কাটিয়ে দে'); *শ্রূয্যতে = শ্রূয়তে > সুণিঅই > শুনিয়ে 'না শুনিয়ে শ্রবণে'), *দৃক্ষতে = দৃশ্যতে > দেক্খিঅই > দেখিয়ে ('মানুষে এমন প্রেম কভু না দেখিয়ে')। আধুনিক সাধুভাষায় এমন পদ কর্তৃবাচ্যের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে (যেমন, এমন কাজ করে না), তবে পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষে স্বতন্ত্র ইডিয়ম হইয়া রহিয়াছে (যেমন, আর ভাত দিয়ে না > অপরং ভক্তং দীয়তে ন)। মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় এইধরণের পদে বিধিলিঙের (অর্থাৎ শিষ্ট অনুরোধের) ব্যঞ্জনা লক্ষণীয় (যেমন, আর ভাত দেবেন না)।

সংস্কৃতের য-ফলা-উদ্ভূত কর্মভাববাচ্য অবহট্‌ঠ অবধি বর্তমান ছিল, প্রাচীন বাঙ্গালার সময় হইতে, দিবাদিগণীয় ধাতুর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায়, এই পদগুলি কর্তৃবাচ্যে চলিয়া আসে। তবে অবহট্‌ঠ-প্রভাবে কদাচিৎ প্রাচীন বাঙ্গালায় কর্ম-ভাববাচ্যেও দেখা যায়। যেমন, সং *ছিদ্যতু (chidyatu) = ছিদ্যতাম্ > প্রা, অব ছিজ্জউ > প্রা- বা ছিজউ ('কুঠারে ছিজউ'); সং দৃশ্যতে > প্রা, অব দিস্‌সই > প্রা বা দিসঅ (= দীসই); সং লভ্যতে (lábhyate) > প্রা, অপ প্রা- বা লব্‌ভই ; 'মুচ্চউ নাঅর বজ্‌ঝই মূঢ়ো' = মুচ্যতাং নাগরঃ (= বিজ্ঞঃ) বধ্যতে মূঢ়ঃ। অঙ্কের আর্যায় এই ধরণের পদ কিছু দেখা যায়। যেমন, 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে' (= কুড়ায় কুড়ায় কুড়া নেয়)। আধুনিক বাঙ্গালায়ও দৈবাৎ ইডিয়মে এমন পদ পাওয়া যায়। যেমন, 'যার কর্ম তার সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে'।

আধুনিক বাঙ্গালায় ণিজন্ত ক্রিয়াপদ কখনো কখনো ভাববাচ্যে বা কর্ম-কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন—এ কাজ তোমায় মানায় (<*মানাপয়তি) না।

কর্মভাববাচ্যের অনুজ্ঞার পদ মধ্য বাঙ্গালার আদি স্তর অবধি পাওয়া যায়, পরে কদাচিৎ। আধুনিক বাঙ্গালায় নাই। অনুজ্ঞার প্রসঙ্গে এই পদ-বিচার দ্রষ্টব্য।

যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যে **যৌগিক ভাবকর্মবাচ্য (Periphrastic Passive)** প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে চলিত আছে। ভাববচনের (action noun) অথবা কৃদন্ত বিশেষণের সঙ্গে 'যা, লভ্‌' প্রভৃতি ধাতুর যোগে ভাবকর্মবাচ্যের অর্থ জ্ঞাপিত হয়। যেমন, চর্যাগীতিতে—'দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই', 'খেপহু

[১] তু° প্রাচীন অবধী 'ছাত্রে গাউঁ জাইআ' = ছাত্রেণ গ্রামঃ যায়তে।

জোইণি লেপন জায়', 'জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেউ ন জাঅ', 'ভণ কইসেঁ সহজে বোলবা জায় (=উচ্যতে)', 'দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই'; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে —'ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ', 'ততেকে সুঝাল গেল মোর মাহাদাণে', 'আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ (=লভতে) চীর', 'প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর'; 'নব অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে'। আধুনিক বাঙ্গালায় '-অন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে 'যা' ধাতুর যোগ বঙ্গালীতেই মিলে। যেমন, 'আর কি দেওন যায়'।

আধুনিক সাধুভাষায় নিষ্ঠান্ত পদের সঙ্গে 'আছ, হো, যা, পড়' ইত্যাদি ধাতুর =যোগে কর্মভাববাচ্যের পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন, বইটা আমার পড়া আছে; কখন আপনার আসা হইল? কোথায় যাওয়া হচ্ছে? শোনা গেল চোরটা ধরা পড়েছে। অপরিচিতের অথবা বিশেষ সম্মানার্হ ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তায় মধ্যম পুরুষের কর্তা প্রয়োগ না করিবার চেষ্টায় এই রকম **বহুভাষিত (Periphrastic)** ভাবকর্মবাচ্যের ব্যবহার করা হয়। যেমন, আপনার কি করা হয়?

নিষ্ঠান্ত তৎসম পদের দ্বারা লেখ্য ভাষায় কর্মভাববাচ্য তৈয়ারি হয়। যেমন, একটি অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইল। গল্পটি রাজার কর্ণগোচর হইল। ব্যাঘ্রটি ব্যাধ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল ॥

২৮. ণিজন্ত ক্রিয়াপদ (Causative Verb)

প্রাচীন ভারতীয়-আর্যে ণিজন্ত ক্রিয়ার বিকরণ ছিল -'অয়-'। ধাতু একস্বরবিশিষ্ট ও আ-কারান্ত হইলে '-অয়-' স্থানে '-পয়-' হইত। মধ্য ভারতীয়-আর্যে '-পয়-' ণিজন্তের সাধারণ ধাতুর (এমন কি অণিজন্ত নামধাতুরও) বিকরণে পরিণত হয়, কেবল কয়েকটি পুরাতন '-অয়-' যুক্ত পদ রহিয়া যায়। যেমন, প্রা (অশোক অনুশাসন) সাবাপয়ামি < সং *শ্রাবাপয়ামি=শ্রাবয়ামি, পূজেতি < সং পূজয়তি। '-(আ)পয়-' বিকরণযুক্ত ক্রিয়া হইতেই বাঙ্গালা ণিজন্ত পদ আসিয়াছে। যেমন, সং *ক(া)রাপয়তি (=কারয়তি) > প্রা ক(া)রাবেই > অপ ক(া)রাএই, ক(া)রাঅই > আ- বা করায়; সং প্রত্যাপয়তি > প্রা *পতিআবেই > প্রা- বা পতিআই > ম- বা পাতিয়ায়; সং *দৃক্ষাপিত (=দর্শিত-) > প্রা দেক্খবিঅ- > প্রা- বা দেখইআ > ম- বা দেখাই(য়া); > সং *বন্ধাপয়তি (=বন্ধয়তি) > প্রা বন্ধাবেই > প্রা- ব- বন্ধাবএ > আ-

বা বাঁধায়। '-অয়-' বিকরণযুক্ত পদে নামধাতুর ও কর্মভাববাচ্যের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। যেমন, আ- বা যাচায় < যাচয়তি (*যাচাপয়তি, যাচ্যতে)।

প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই 'কৃ'-ধাতুর যোগে **যৌগিক** বা **বহুভাষিত (Periphrastic)** ণিজন্ত ক্রিয়া চলিত আছে। যেমন, প্রা-বা 'ডাহ কএলা' < ম-বা দাহ কৈলা < আ-বা দাহ করিল ; ম-বা 'বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে'। আধুনিক চলিত ভাষায় ও রাঢ়ীতে ক্বচিৎ, এবং ঝাড়খণ্ডীতে সর্বদা, কৃদন্ত বিশেষণের সঙ্গে 'কৃ' ধাতুর যোগে নিজন্ত ক্রিয়ার কাজ চালানো হয়। যেমন, দাঁড় (< দাঁড়া) করাইল, ওঠ-ব'স (< ওঠা-বসা) করানো, শোয়া করায় (=শোয়ায়)। ইহাকে **যৌগিক ণিজন্ত ধাতু** বলা হয়।

মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় ণিজন্ত ক্রিয়া **আত্মকর্মক (Reflexive)** অর্থও প্রকাশ করে। যেমন, ম-বা 'সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলায়' ; 'কহায় মূল জরদ্গব' (চৈতন্যভাগবত)॥

২৯. নামধাতু (Denominative Verb)

কোন শব্দ (সাধারণত বিশেষ্য, কদাচিৎ বিশেষণ) যদি ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে নামধাতু বলে। সংস্কৃতে নামধাতুর রূপ ণিজন্তের মতোই। বাঙ্গালায় শব্দে প্রায়ই ণিজন্তের মতো '-আ-' প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু নিষ্পন্ন হয়। অনেকগুলি পুরানো নামধাতু এখন সাধারণ ধাতু হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ এখন সেগুলির মূল শব্দকে সহজে ধরা যায় না। যেমন, ম-বা গোড়াইল (=পিছনে পিছনে গেল) < গোড় (=পা), আগুলিল < আগল (=খিল), দাঁড়ায় < দণ্ড (=লাঠি), কামায় < কর্ম, বাখানে (=ব্যাখ্যা করে, বলে) < ব্যাখ্যান, ইত্যাদি। মধ্য বাঙ্গালায় দুই একটি ফারসী শব্দও নামধাতু রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, বদলিল (এখনও চলে) < বদল, তপাসিয়া (=খোঁজ করিয়া) < তপাস ; আ-বা জমায় < জমা ; আ-বা (অশিষ্ট) নর্‌মে (=নরম হইয়া) < নরম। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের রচনায় প্রচুর তৎসম শব্দজাত নামধাতুর পদ পাওয়া যায়। সাধুভাষায়ও এই ধরণের পদ যথেষ্ট আছে। যেমন, প্রশংসিলা < প্রশংসা ; আশীষিয়া < আশিষ্‌ ; নিমন্ত্রিল < নিমন্ত্র(ণ) ; অনুব্রজি, অনুবর্জি < অনুব্রজ ; সান্ত্বাইব < সান্ত্ব(না) ; আদেশিতে < আদেশ ; অন্বেষিল < অন্বেষ(ণ), ইত্যাদি।

সাধুভাষার তুলনায় কথ্য উপভাষাগুলিতে নামধাতুর চলন বেশি এবং রাঢ়ীর পশ্চিম অঞ্চলে নামধাতুর প্রতি পক্ষপাত সব চেয়ে পরিস্ফুট। সাধুভাষায়

এবং চলিতভাষায় 'কর্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার খুব দেখা যায়। ইহাকে **যৌগিক নামধাতু** বলা যায়। যেমন, জিজ্ঞাসা করিব (জিগ্‌গ্যেস করব)। তু° রাঢ়ী জিগ্‌গুস্‌ব, বঙ্গালী জিগাইমু।

ইংরেজী হইতে যে কয়টি নামধাতু সৃষ্ট হইয়াছে সে সবই যৌগিক ইডিয়ম। যেমন পাশ করা, ফেল হওয়া, প্রোমোশন পাওয়া, ইত্যাদি ॥

৩০. যৌগিক ক্রিয়াপদ (Compound Verb)

একাধিক পদের দ্বারা একটিমাত্র ক্রিয়াপদের অর্থ প্রকাশিত হইলে তাহাকে **যৌগিক ক্রিয়াপদ** বলে। যৌগিক ক্রিয়াপদে দুই অংশ বিরামহীনভাবে মিলিয়া যায় না, এবং দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের (অর্থাৎ মূল ক্রিয়ার) গতি-পরিণতি দ্যোতনা করে। যৌগিক ক্রিয়ার ইডিয়মের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হইতেছে '-ইয়া' -যুক্ত পদের সঙ্গে 'দা' ও 'লভ্' ধাতুর ব্যবহার। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় উভয়পদী ধাতুর পরস্মৈপদে ও আত্মনেপদে অর্থ-পার্থক্য ছিল। অর্থাৎ 'যজতি ব্রাহ্মণঃ' বুঝাইত যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইয়া যজমানের পক্ষে যজ্ঞ করিতেছে এবং সে-যজ্ঞের ফল পাইবে যজমান। কিন্তু 'যজতে ব্রাহ্মণঃ' বুঝাইত যে ব্রাহ্মণ নিজের জন্য যজ্ঞ করিতেছে এবং সে নিজেই যজ্ঞের ফলভোগী। ঠিক এইভাবে বাঙ্গালায় যথাক্রমে 'দা' ও 'লভ্' ধাতুর ব্যবহার হয়। যেমন চর্যা-গীতিতে—'চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ' (=চৌষট্টি কোঠা গুণিয়া লই,—কর্তৃগামী ক্রিয়াফল), 'রাবুলে দিল মোহ-কখু ভণিআ' (=রাউল মোহের ঘর বলিয়া দিল,—অ-কর্তৃগামী ক্রিয়াফল), 'ভণই ধাম ফুড লেহু রে জাণী' (=ধাম বলে, ভালো করিয়া জানিয়া লও); শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—'মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি', 'হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞি বাঁশী'; আধুনিক—অঙ্কটি কষিয়া দাও (অ-কর্তৃগামী ক্রিয়াফল), অঙ্কটি কষিয়া নাও (কর্তৃগামী ক্রিয়াফল।)

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার ধাতুকোষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ধাতুর সংখ্যা কমিয়া অল্প কয়টিতে দাঁড়াইল। তবে পুরানো ধাতুর স্থানে এবং নূতন ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিতে দেখা দিল বিবিধ যৌগিক ক্রিয়া—'কৃ, গম্, যা, ভূ, লভ্, পত্, বাসয়্' ইত্যাদি পুরানো ধাতুর সহযোগে। প্রাকৃত-অপভ্রংশের প্রভাবে অর্বাচীন সংস্কৃতেও এইরকম যৌগিক ক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, গমনং করোতি=গচ্ছতি, দৃষ্টঃ অভবৎ=অদৃশ্যত, কর্তুং

লভতে=কুর্যাৎ। বাঙ্গালায় এমন যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার যথেষ্ট আছে। যেমন, লাফ দেয়, ঝাঁপ খায়, দৌড় মারে, পার করে। 'গম্' ধাতুর যোগে ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা প্রকাশিত হয়। যেমন, চর্যাগীতিতে—'পঞ্চনালেঁ উঠি গেল পাণী', 'সস্থরা নিদ গেল', 'টুটি গেলি কংখা'। 'পত্' ধাতুর যোগে ক্ষণিক-সম্পন্নতা অথবা আকস্মিকতা বোঝায়। যেমন, চর্যাগীতিতে—'সড়ি পড়িআঁ'; আধুনিক—সরিয়া পড়িল, বলিয়া ফেল, ঘুমিয়ে পড়বি। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় 'বাস্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার বেশ চলিত ছিল। যেমন, চর্যাগীতিতে—'ভান্তি ন বাসসি' (=ভুল করিস না); শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—'না বাসসি লাজ' (লজ্জা বোধ করিস না), 'এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী'। আধুনিক সাধুভাষায় শুধু 'ভালো-বাসা' চলিত আছে।

গঠনের দিক দিয়া বাঙ্গালা যৌগিক ক্রিয়াপদগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়,—(১) দুইটিই সমাপিকা; (২) প্রথমটি সমাপিকা আর দ্বিতীয়টি অসমাপিকা; (৩) প্রথমটি সমাপিকা, দ্বিতীয়টি অসমাপিকা তাহার পরে একটি সমাপিকা; (৪) প্রথমটি অসমাপিকা আর দ্বিতীয়টি সমাপিকা; (৫) প্রথমটি নাম পদ আর দ্বিতীয়টি সমাপিকা। উদাহরণ যথাক্রমে দিতেছি।

(১) রাঢ়ীতে অনুজ্ঞায়—র'স, র'সো, র'স্থন < র' স' < রহ সহ (তুলনীয় র'য়ে স'য়ে); আসে যায়, এল গেল (যেমন, তাতে আর এল গেল কি ? অর্থাৎ তাহাতে ক্ষতি নাই); সে পড়ে শুনে (=লেখাপড়া করে) ভালো।

(২) ম-বা—খাও গিয়া। আ-বা খাও সে < খাও আসিয়া; খাও গে < খাও গিয়া। আধুনিক বাঙ্গালায় এখানে 'সে', আর 'গে' যথাক্রমে ক্রিয়ায় আভিমুখ্য ও প্রতিমুখ্য জ্ঞাপন করিতেছে।

(৩) রাঢ়ী—ব'ল্ গে যা, বল গে যাও < বল গিয়া যাও। এখানে দ্বিতীয় সমাপিকাটি বিসর্জন (dismissal) বুঝাইতেছে।

(৪) আ-বা—দিয়ে দাও, চলে এস, খেয়ে নাও, শুনে যাও, লিখে ফেল, উঠে পড়; পেয়ে উঠল, ব'লে বসল, ইত্যাদি ইডিয়ম।

(৫) নয় < ন- হয়, নারে < ন-পারে; রাকাড়ে < রা-কাড়ে; ভালো-বাসা; মন করে (ইচ্ছা হয়), মন কেমন করে; রান্না করে; সাঁতার দেয় (সাঁতার কাটে); ঝাঁপ খায় (ঝাঁপ দেয়); ডুব পাড়ে; লাফ মারে; দৌড় দেয় (দৌড় মারে); ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়া ও ইডিয়ম॥

৩১. অস্ত্যর্থ (Substantive) ও নাস্ত্যর্থ (Negative) ক্রিয়া

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় অস্ত্যর্থ 'অস্' ধাতুর একটি রূপই ছিল, অদাদি, 'অস্তি' ইত্যাদি। প্রাকৃতে প্রধানত ধাতুটির বর্তমানের রূপই রক্ষিত ছিল, এবং অপভ্রংশের মধ্য দিয়া নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় শুধু 'অস্তি'ই টিকিয়া গিয়াছে,— সং অস্তি > প্রা অত্থি > প্রাচীন অবধী আথি, প্রাচীন মৈথিলী অথিকহ (অথি +-ক+-হ), থিক (অথি=ক)। বাঙ্গালায় পদটি মিলে নাই। প্রাচীন ভারতীয়-আর্যের কোন কোন উপভাষায় 'অস্' ধাতুর অভিপ্রায় (subjunctive) ভাবের পদ নির্দেশকের অর্থে চলিত ছিল (*অসতি=অস্তি) এবং কোন কোন উপভাষায় 'গচ্ছতি'র মতো রূপ হইত—'অচ্ছতি'। 'অসতি' ও 'ভবতি' মিলিয়া নব্য ভারতীয়-ভাষায় হইয়াছে 'হই' ('দাঢ় হই'=দগ্ধং ভবতি) > আ-বা 'হয়'। অচ্ছতি > প্রা অচ্ছই > প্রা-বা আছই ; প্রাচীন অবধী অচ্ছউ (উত্তমপুরুষ), প্রাচীন মৈথিলী (অ)ছ, আছি, (অ)হথি।[১] বাঙ্গালায় 'আছ' ধাতুর পূর্ণ এবং অচ্ছসি (ম-পু), আছ (প্র-পু) ; আচ্ছন্তে (=থাকিতে, 'অমিঅঁ আচ্ছন্তে বিস গিলেসি', 'দুধ-মাঝেঁ লড় চ্ছন্তে ণ দেখই') ; ম-বা আছোঁ, আছি (উ-পু), আছহ (ম-পু), আছে, আছএ, আছেন্ত (প্র-পু), আছিলাহোঁ, আছিলো (উ-পু), (আ)ছিল (ম-পু), আছিলাহা, (আ)ছিল (প্র-পু), আছু(ক), ছুক (অনুজ্ঞা, প্র-পু), আছিতে, ছিতে (=থাকিতে, 'তো হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে', 'আছিতে আছিয়ে ঘরে')। আধুনিক বাঙ্গালায় আদিস্বরলুপ্ত রূপ শুধু যৌগিক কালেই পাওয়া যায়—যাইতেছে, করছে ইত্যাদিতে।

'ভূ' : সং ভবতি > প্রা, অপ হোই > প্রা-বা হোই ('ভাব ন হোই অভাব ন জাই')। বাঙ্গালায় 'হো, হ' ধাতুর পূর্ণ রূপ হয়।

মধ্য বাঙ্গালায় কচিৎ 'বৃৎ' ধাতুর বর্তমান কাল 'অস্' বা 'ভূ' ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হইত। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—'বাটে হাটে কাহ্নাঞির দান বটে' (< প্রা বট্টই = সং বর্ততে)। আধুনিক বাঙ্গালায়, রাঢ়ী উপভাষায়, বিশেষ করিয়া সীমান্ত রাঢ়ী বিভাষায়, অস্ত্যর্থ 'বৃৎ' ধাতুর ব্যবহার বেশ আছে। যেমন —আমি (আমরা) বটি, তুমি (তোমার) বট, সে (তাহারা) বটে, তিনি (তাঁহারা, আপনি, আপনারা) বটেন। তবে বর্তমান কাল ছাড়া 'বট' ধাতু অচল।

---

[১] এখানে' থি'- বিভক্তি 'অচ্ছন্তি' হইতে উৎপন্ন না ধরিয়া 'অস্তি'র প্রভাবজাত ধরিলে সঙ্গত হয়।

'রহ' ও 'থাক' প্রায় সমর্থক। তবে 'থাক' সাধারণত দীর্ঘকালব্যাপিত্ব বোঝায়। 'রহ' আসিয়াছে সম্ভবত 'লঘ্' (অশোক-অনুশাসনে, = অপেক্ষা করা) হইতে। 'থাক' ধাতুর মূল সংস্কৃত 'স্থা'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'বস্' ধাতুরও ব্যবহার আছে অস্ত্যর্থ ক্রিয়ারূপে। যেমন, 'তোমার দেহত কাহ্নাঞি না বসে কি পীত'।

ভারতীয় আর্য-ভাষায় আদি ও মধ্য বাঙ্গালা পর্যন্ত নিষেধার্থক অব্যয় 'ন' ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্বে বসিত। সেই কারণে কয়েকটি বহুব্যবহৃত ক্রিয়ায় ইহা উপসর্গের মতো সন্ধিবদ্ধ হইয়া মধ্য বাঙ্গালায় নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে। অর্বাচীন অপভ্রংশে নাস্ত্যর্থ ক্রিয়ার একটি মাত্র নমুনা পাইয়াছি, 'ণীআণই (= জানে না) > *নচিৎ জানাতি (অথবা নি + জানাতি)।[1]

নাস্ত্যর্থ ধাতুর মধ্যে 'নহো, নহ' বাঙ্গালায় রূঢ়মূল হইয়াছে। ইহার মূল হইতেছে সংস্কৃত 'ন + ভূ (অস্)' অথবা অর্বাচীন অপভ্রংশ 'নউ (< সং ন তু-) + হো (অস্-ভূ)'। ওড়িয়া-অসমীয়া 'নোহে, নুহে' (= নয়) শেষের ব্যুৎপত্তিরই পোষক। মধ্য বাঙ্গালায় 'নহ' ধাতুর যৌগিক কাল ছাড়া সব কালেই রূপ হয়। যেমন, (বর্তমান) নহে, (অতীত) নহিল ; (ভবিষ্যৎ) নহিব, নহিবেক ; (নিত্যবৃত্ত) নহিত ; (বর্তমান অনুজ্ঞা) নহ, নহুক ; (ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞা) ; নহিহ ; (অসমাপিকা) নহিলে। আধুনিক বাঙ্গালায় শুধু নির্দেশক বর্তমানের রূপই প্রচলিত—নই (উ-পু) ; নও, ন'স (ম-পু) ; নয়, ন'ন (প্র-পু)। আর আছে '-ইলে' -যুক্ত অসমাপিকা—নহিলে।

'ন + পার' > 'নার' ধাতু এখন শুধু কাব্যের ভাষায় ও কোন কোন উপভাষায় ও বিভাষায় রক্ষিত আছে। মধ্য বাঙ্গালায় পাই—নারোঁ, নারে, নারিএ, নারিল, নারিব, ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরও কতকগুলি নাস্ত্যর্থ ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি ঠিক একপদে পরিণত হয় নাই, নঞ্‌পূর্ব যৌগিক ক্রিয়াপদ। যেমন, 'নাছিল',[2] 'নাঁটে < না + -আঁটে, 'নাদে' < না + দে(ই), 'নাসিতোঁ' < না + আসিতোঁ, 'নাসিবো' < না + আসিবোঁ॥

[1] 'নচিৎ' হইতে উদ্ভুত অথবা নিষেধাত্মক উপসর্গ 'নি'-জাত 'নি' আধুনিক বাঙ্গালায় পাওয়া যায় 'নিথাউন্তী' ইত্যাদি পদে।

[2] তু প্রা-বা 'ণচ্ছন্তে'।

৩২. অ-পূর্ণরূপ ক্রিয়া (Defective Verb)

সব ভাষাতেই এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহার অর্থ সব কালে ও ভাবে খাটে না, অথবা একদা খাটিত না বলিয়া সেগুলির সম্পূর্ণ রূপ মিলে না। যেমন, সংস্কৃতে 'অস্, দৃশ্, স্পশ্, ব্রূ'। 'অস্' ধাতুর লৃট্-লুঙে রূপ হয় না, 'দৃশ্' ধাতু বর্তমান কালে (লট্-লোট্-লঙ্-বিধিলিঙ্) অচল, 'স্পশ্' ও 'ব্রূ' ধাতুর বর্তমান কালের বাহিরে রূপ নাই। বাঙ্গালায়ও এই ধরণের অ-পূর্ণরূপ ক্রিয়া কিছু আছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—'আছ' (< অস্ ; ভবিষ্যৎ কাল নাই, আধুনিক বাঙ্গালায় অনুজ্ঞাও নাই), 'বট্' (< বৃৎ ; বর্তমান কাল ছাড়া নাই), 'আ' (< আ+যা ; শুধু অতীত কালে, অনুজ্ঞায় ও অতীত অসমাপিকায়,—আ-বা এল < প্রা-, ম বা আইলা, ম-বা আইলে, আ-বা আয় < সং আয়াহি), এবং 'গম্' (শুধু অতীত কালে ও অসমাপিকায়—গেল, গিয়াছে ; গিয়াছিল, গিয়া, গেলে)। চলিতভাষায় 'যা' ধাতুর অতীত কালে ও অসমাপিকায় ব্যবহার নাই, সাধুভাষায় আছে।

মধ্য বাঙ্গালায় 'লহ' ও 'লে (নে)' দুই ক্রিয়ারই সমান ব্যবহার ছিল। এখন 'লহ' শুধু সাধুভাষায় আর 'লে (নে)' শুধু চলিতভাষায় চলে। যেমন, (সাধুভাষা) সে লয় < স লভতে ; (চলিতভাষা) সে নেয় (সে *লয়তি< লাতি ; তু° দয়তি > সে দেয়)॥

৩৩. অকর্তৃক ক্রিয়া (Impersonal Verb)

সংস্কৃতে ভাববাচ্যের পদ কর্তৃহীন ক্রিয়া। ঐতিহাসিক বিচারে বাঙ্গালায় কর্তাহীন ক্রিয়া নাই। কিন্তু ব্যবহারে আধুনিক বাঙ্গালায় অকর্তৃক ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আসলে যাহা কর্ম-ভাববাচ্যের কর্তা ছিল তাহা 'কর্', 'পা,' 'লাগ্' 'হ' ইত্যাদি ক্রিয়ার অর্থসম্প্রসারণের ফলে ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাওয়াতে আধুনিক বাঙ্গালায় অকর্তৃক ক্রিয়া রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এখানে, ব্যাকরণের হিসাবে, মূল কর্তা আর কর্তা নয়, প্রতীয়মান কর্তা (ভাবের হিসাবে) ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত। যেমন, ভয়ং ক্রিয়তে (কর্মবাচ্য) > প্রা ভঅং করিঅই > বা ভয় করে (=ভয় বোধ হয়) > আমার ভয় করে (এখানে 'ভয়-করা' যেন যৌগিক ধাতু)। তেমনি, লজ্জা করা, শীত করা, গরম করা, ইচ্ছা করা। যেখানে কর্তায় জোর দেওয়া হয় (অর্থাৎ যদি কর্তৃবাচ্যের অর্থ আসিয়া পড়ে) সেখানে বাক্য স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী (যেমন, আমি ভয় করি)

কিন্তু যেখানে কর্তার মানসিক অথবা শারীরিক ভাবের উপর জোর পড়ে (অর্থাৎ যদি ভাববাচ্যের অর্থ হয়) সেখানে এইরকম অকর্তৃক ক্রিয়া।

আরও কিছু উদাহরণ, ক্ষুধা পাওয়া, ঘুম পাওয়া, কান্না পাওয়া, হাসি পাওয়া, ইচ্ছা হওয়া, দুঃখ হওয়া, ভয় হওয়া, লজ্জা হওয়া, রাগ হওয়া, সুখ হওয়া, ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ অকর্তৃক ক্রিয়ার উদাহরণ—'মেঘ করেছে' (=আকাশ মেঘাচ্ছন্ন)। এখানে মূল বাক্য ছিল এই রকম, 'মেঘেন (অথবা মেঘঃ) আড়ম্বরঃ (অথবা আড়ম্বরং) কৃতঃ (অথবা কৃতম্) অস্তি'। তাহার পর 'আড়ম্বর-'এর মত কর্মপদ উহ্য হওয়ার ফলে বাঙ্গালা ইডিয়মটির উৎপত্তি ॥

৩৪. অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite Verb)

পদান্ত (বা প্রত্যয়) হিসাবে বাঙ্গালায় অসমাপিকা তিনটি—(ক) '-ই' ও '-ইয়া'-যুক্ত—**ল্যবর্থ অসমাপিকা (Conjunctive)**, (খ) -'ইলে'-যুক্ত—**ভূতার্থ অসমাপিকা (Conditional)**, এবং (গ) '-ইতে'-যুক্ত—**তুমর্থ অসমাপিকা (Infinitive ও Gerund)**। এই তিন শ্রেণীর অসমাপিকা যথাক্রমে সংস্কৃত 'ক্ত্বাচ্-ল্যপ্'এর, ভাবে সপ্তমীর এবং 'শতৃ-তুমুন্'এর অর্থ প্রকাশ করে।

(ক) '-ই'-যুক্ত অসমাপিকা নিষ্ঠান্ত অতীত কালের সহিত অভিন্ন, এবং নিষ্ঠান্ত অতীতের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ হইতে উৎপন্ন। নিষ্ঠান্ত পদের বিধেয়-বিশেষণ রূপে ব্যবহার হইতে 'ই'-যুক্ত অতীতের, আর সাক্ষাৎ (attributive) বিশেষণ রূপে এবং অথবা মূল বাক্যে অনন্বিত প্রয়োগ (parataxis, absolute use) হইতে 'ই'-যুক্ত অসমাপিকার উৎপত্তি হইয়াছিল—অর্বাচীন অপভ্রংশে ও প্রাচীন বাঙ্গালায়। যেমন, 'বেজ্জ দেক্খি কি রোগ পলাই' (< বৈদ্যঃ *দৃক্ষিতঃ কিং রোগঃ পলায়িতঃ=বৈদ্যে দৃষ্টে···=বৈদ্যং দৃষ্ট্বা···) > আ-বা বদ্যি দেখলে কি রোগ পালায়। অনন্বিত বাক্য বা বাক্যাংশ মূল বাক্যের সহিত জুড়িয়া গেলে পরে নিষ্ঠান্ত পদটি অসমাপিকায় পরিণত হয়।

সাক্ষাৎ-বিশেষণ হইতে উদ্ভূত অসমাপিকার উদাহরণ,—প্রা-বা 'সহজ নলিণীবন পইসি (=প্রবিষ্টঃ) নিবিতা'। '-ইত'-অন্ত নিষ্ঠান্তের রূপান্তর '-ইঅ(া)'-যুক্ত পদ প্রাচীন বাঙ্গালায়ও অসমাপিকার অর্থে পাওয়া যায়। যেমন, 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই,' 'দিঢ় করিঅ' (< দৃঢ়ং কৃতম্=দৃঢ়ং কৃত্বা), 'থির করি' (< স্থিরং কৃতম্=স্থিরং কৃত্বা), 'জা লই অচ্ছম' (< যৎ

*লভিতম্, যৎ লব্ধ্বা), 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখ ইআ (< *দৃক্ষাপিত- = দর্শয়িত্বা) আইল গরাহক অপণে বহিআ'। মধ্য বাঙ্গালায় 'ই'-ও 'ইয়া' -অন্ত অসমাপিকা দুইই চলিত। আধুনিক বাঙ্গালায় '-ই' -অন্ত অসমাপিকা কাব্যের ভাষার বাহিরে অচল।

শতৃ-পদের অর্থেও '-ইয়া' অন্ত অসমাপিকার—একক অথবা আম্রেড়িত—প্রয়োগ আছে। যেমন, প্রা-বা 'ছোই ছোই যাই' (=স্পৃশন্ যাতি), 'মিলি মিলি মাগা' ; আ-বা 'তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও'।

(খ) '-ইলে' -অন্ত অতীত অসমাপিকা আসিয়াছে ভাবে-সপ্তমী (locative absolute) অথবা ভাবে তৃতীয়া (instrumental absolute) এবং কচিত অনন্বিত কর্তা (nominative absolute) হইতে। যেমন, প্রা-বা 'সাঙ্কমত চড়িলে (=আরূঢ়ে, আরূঢ়েণ, আরূঢ়ঃ) দাহিন বাম মা হোহী' (=সাঁকোতে চড়িলে ডাহিন-বাম হইও না), 'জীবন্তে মইলেঁ (-মৃতেন) নাহি বিশেষ', 'সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায়' ; ম-বা 'দধি নঠ হৈলেঁ (=ভূতে, ভূতেন) মারিবোঁ মাগুকিলে', 'হাত বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই'।

(গ) -'ইতে' -অন্ত বর্তমান অসমাপিকার উদ্ভব তৃতীয়া-সপ্তমী-যুক্ত শতৃ-পদ হইতে। যেমন, প্রা-বা 'চিন্তা চিন্তন্তে (-চিন্তায়াং চিন্ত্যমানায়াম্, চিন্তয়া চিন্ত্যমানয়া) পোহাই গেলী রাতি', 'আন চাহন্তে আন বিণঠা' (তু° আ-বা 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়'), 'অমিঅঁ আচ্ছন্তে বিস গিলেসি' (=অমৃত থাকিতে বিষ গিলিস), 'মূঢ়া আচ্ছন্তে (< *অচ্ছন্ =ভবন্, *অচ্ছন্তেন=ভবতা, *অচ্ছন্তে =ভবতি) লোঅ ন পেখই', 'মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা' (=ময়া অত্র মজ্জতা কিমপি ন দৃষ্টম্) ; ম-বা 'ভার লঅাঁ জাইতেঁ পসার টলিআঁ গেল', 'না শুনিলেঁ তোর বোল লঅাঁ জাইতেঁ পাণী' (=ন শ্রুতাহং তব বাক্যং লব্ধ্বা গচ্ছন্ পানীয়ম্)।

শত্রর্থ '-ইতে'-অন্ত অসমাপিকা আধুনিক বাঙ্গালায় প্রায় সর্বদাই আম্রেড়িত হয়। যেমন, সে চাহিতে চাহিতে যাইতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় কচিৎ হইত। যেমন, প্রা-বা 'চাহন্তে চাহন্তে (=চাহিতে চাহিতে) সুণ বিআর'।

তুমর্থ (infinitive)-রূপে আধুনিক বাঙ্গালায় '-ইতে'-অন্ত অসমাপিকাই চলে। যেমন, সে গান শুনিতে আসিয়াছে। তবে মধ্য বাঙ্গালায় '-ইতে' ও 'ইলে' দুইই চলিত। যেমন, 'পসার সাজিতেঁ তেএ কাহ্নুক জুআএ', 'হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথা'। আদি ও মধ্য বাঙ্গালায় সাধারণত

'-(ই)ব'-অন্ত পদ তুমর্থ জ্ঞাপন করিত। যেমন, প্রা-বা 'বাহব কে পারই' (=বাহিতে কে পারে), 'ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জায়' (=ভণ কীদৃশং সহজং বক্তুং যাতি) ; 'হঙ যুবতী পতিয়ে হীন গঙ্গা সিনাইবকে জাইয়ে দিন' ; 'পরাণ দিবাক পারে৾া তোহ্মার বচনে,' 'চুম্বন দিবারে৾ চাহে বদনকমলে'।

আধুনিক সাধুভাষায় একদা '-ইয়া' ও '-ইতে' -অন্ত অসমাপিকার অর্থে শতৃজাত '-অত' -যুক্ত অসমাপিকার বেশ ব্যবহার ছিল। যেমন, দূতের বাক্য শ্রবণ করত(ঃ) রাজা বলিলেন। সাধুভাষায় এবং ক্বচিৎ মধ্য বাঙ্গালায় এই অর্থে '-পূর্বক' পদও চলিত। যেমন, ম-বা 'পঠন-পূর্বক ব্যক্ত হৈল সর্ব কথা' ; আ-বা —রাজসভায় আগমন পূর্বক মুনিবর কহিলেন॥

৩৫. সংখ্যা-শব্দ (Numeral)

সংখ্যা-শব্দ দুই রকম। সংখ্যামাত্র বুঝাইলে **বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দ (Cardinal)**। আর সংখ্যাটির দ্বারা নির্দিষ্ট ক্রম বুঝাইলে **ক্রমিক সংখ্যা-শব্দ (Ordinal)**। বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ মূলত বিশেষ্য আর ক্রমিক সংখ্যা শব্দ বরাবরই বিশেষণ। বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দ এখন বিশেষণ বলিয়া মনে হয় বটে (যেমন, পাঁচ ভূত, দশ ঘর, চৌদ্দ লাখ ইত্যাদি), কিন্তু আসলে এগুলি সংখ্যাবাচক বিশেষ্য। বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দের পরে নির্দেশক শব্দ অথবা প্রত্যয় যোগ করিলে তবেই তাহা বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন, পাঁচজন ছেলে, দশটা গরু, বিশ-জোড়া জুতা, চারিখানি রুটি, দুই-তা কাগজ, ইত্যাদি। তবে পরিমাণ ও মুদ্রাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দ সরাসরি ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন, দুই সের (ঘি), পাঁচ মণ (চাউল), পঞ্চাশ টাকা, দশ আনা, তিন বিঘা (জমি), সাত গজ (কাপড়), ইত্যাদি। কিন্তু এখানে সংখ্যা শব্দ বিশেষণ নয়, সহযোগী বিশেষ্য (noun in apposition)॥

৩৬. বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দ

দুই একটি ছাড়া বাঙ্গালা সংখ্যা-শব্দ সবই তদ্ভব। যেগুলি নয়, সেগুলি দেশি কিংবা বিদেশি শব্দ। যেমন, কোল ভাষা হইতে আগত 'কুড়ি' (=২০), ফারসী থেকে নেওয়া 'হাজার' (=১০০০)। 'বুড়ি', 'গণ্ডা'—এই দুইটিও অন্-আর্য ভাষা হইতে গৃহীত।

প্রধান প্রধান তদ্ভব সংখ্যা-শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখানো যাইতেছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সংখ্যা-শব্দের বিবর্তনে ধ্বনিপরিবর্তন কখনো কখনো নিয়ম

অনুযায়ী হয় নাই। যেমন, পঞ্চ > পাঁচ, পঁচ ('পঁচিশ'), পঁয় ('পঁয়তিরিশ'), পন ('পনের')।

১ঃ এক- < প্রা এক্ক-, ইক্ক- < সং এক- ঐক্য-। ধান ইত্যাদি মাপিবার সময়ে ব্যাপারীরা 'এক' না বলিয়া 'রাম' বলে। মধ্য বাঙ্গালায় কবি-শকাঙ্ক গণনায় 'চন্দ্র' মানে 'এক'।

'এগার' (১১)—এখানে প্রাতিপদিক অর্ধতৎসম এগ, 'বার' (১২) শব্দ হইতে '-আর' আসিয়াছে।

সংস্কৃতে 'এক' শব্দ বিশেষণ। আর সব সংখ্যা-শব্দ বিশেষ্য।

২ঃ সংস্কৃতে 'দ্বি-' শব্দের তিন লিঙ্গে প্রথমায় যথাক্রমে 'দ্বৌ' (পুং) ও 'দ্বে' (স্ত্রী, ক্লী)। কথ্য সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গে 'দ্বীনি'ও ('ত্রীণি'র সাদৃশ্যে) চলিত। প্রাকৃতে সংখ্যাশব্দটির লিঙ্গভেদ লুপ্ত হয়।

দ্বৌ > প্রা দো > প্রা-বা 'দো বাটা' (=দ্বৌ বর্ত্মানৌ)। মধ্য বাঙ্গালা হইতে ইহা প্রাতিপদিকে পরিণত। যেমন, দোফলা, দোমেটে, দোজ, দোহারা, দোসরা, দোনলা।

দ্বে > প্রত্ন-প্রা দুবে, দুবি > প্রা দুই > বা দুই > আ-বা (কথ্য) দু। 'দু' প্রাতিপদিক রূপেও চলে। যেমন, দুবার, দুপুর (> দু-পহর), দুফলা, দুনলা ; দুজ < দুয়জ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) < প্রা দুইজ্জ।

*দ্বীনি > প্রা বেন্নি > প্রা বা বেণি (ওড়িয়া ও অসমীয়ায়ও আছে)। মধ্য বাঙ্গালায় শব্দটি পরিত্যক্ত।

দ্বা (বৈদিকে পুংলিঙ্গ প্রথমা-দ্বিতীয়ার পদ ; সংস্কৃতে দশোর্ধ্ব সংখ্যায় প্রথম পদ) > প্রা-প্রা দ্বা- > বা বা-, ব- (বার, বাইশ, বত্রিশ, বাহান্ন, বাষট্টি, বাহাত্তর ইত্যাদি সংখ্যায়)।

দ্বি- (মূলে প্রাতিপদিক) > বা বি- (বিয়াল্লিশ, বিরাশি, বিরানব্বই)।

৩ঃ (১) আ-বা তিন < প্রা-বা তিনি, তিনা < প্রা তিন্নি < সং ত্রীণি (কর্তা-কর্ম, ক্লীবলিঙ্গ)।

(২) তে- (প্রাতিপদিক—তেমুতি, তেমাথা, তেজ, তেসরা, তেইশ) < আদি-মধ্য আর্য তে- < সং ত্রয়ঃ (কর্তা, পুংলিঙ্গ)।

(৩) তি- (প্রাতিপদিক—যেমন, প্রা-বা তিহুঅণ, ম-বা তিয়জ) < প্রা তি- < সং ত্রি- (প্রাতিপদিক)।

প্রা-বা তিঅ ('তিঅ ধাএ বিলসই') < সং ত্রিক-।

৪ঃ (১) চারি[১] < অর্বাচীন অপভ্রংশ চারি[২] *চআরিঅ < প্রা চত্তারি <সং চত্বারি কর্তা-কর্ম, (ক্লীবলিঙ্গ)।

(২) চো, -চৌ- (প্রাতিপদিক—যেমন, চৌদিশ, চৌগুণ, চৌদ্দ, চৌঠা) < প্রা চউ- > সং চতুঃ- (প্রাতিপদিক)।

৫ঃ (১) আ-বা পাঁচ < প্রা বা পঞ্চ, পাঞ্চ < সং, প্রা পঞ্চ।

(২) পঁয়-, পঞ্-(পঁয়তিরিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঁয়ষট্টি) < প্রা*পঞ্ঞ- < পঞ্চ। এখানে সমীভবন হইয়াছে এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় নাই।

(৩) পঁচ-(পঁচিশ, পঁচাশী) পঁচানই (পঁচানব্বই) < প্রা (গান্ধারী) প(ং)জ < সং পঞ্চ। এখানে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় নাই। পঞ্চান্ন < *পঁচ-।

(৪) পন- (পনর, পনের) < পন্ন- < পঞ্চ।

৬ঃ ছ, ছয় < অপ ছহ < প্রা ছ < সং ষট্। বা ছয় > ছে-, ছি- (ছেচল্লিশ, ছিয়াত্তর)।

৭ঃ সাত < প্রা সত্ত < সং সপ্ত। দ্র° সতের।

৮ঃ আঠ, আট (আদি ও মধ্য বাঙ্গালায় ক্বচিৎ অট, অঠ) < প্রা অট্‌ঠ < সং অষ্টা, অষ্ট)।

৯ঃ ন, নয় < প্রা নো, নঅ < সং নব।

১০ঃ (১) দশ < প্রা, অপ দস < সং দশ।

(২) প্রা-বা দহ ('দহদিহ') < অপ, প্রা দহ < সং দশ।

১১ঃ ম-বা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) এবার ; আ-, ম-বা এগার < অপ এগ্‌গারহ < সং একাদশ। 'বার' সংখ্যার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১২ঃ (১) আ-বা বার < প্রা, আ-ম বা বারহ < প্রা বারহ < আদি মধ্য-আর্য দ্‌বাদস < সং দ্বাদশ। অর্দ্ধতৎসম—দুয়াদশ, দোয়াদশ < আদি মধ্য আর্য দুবাদশ < দ্বাদশ।

(২) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, "আঠ চারি (৮+৪=১২) বরিষের বালা"।

১৩ঃ আ-, ম-বা তের < অপ তেরহ < প্রা তেরস < *তেডস < আদি মধ্য-আর্য তেদস < ত্রেদস (গির্নার) < সং ত্রয়োদশ।

১৪ঃ (১) চৌদ্দ, চোদ্দ < অপ চউদ্দহ < প্রা চউদ্দস, চোদ্দস < সং চতুর্দশ।

---

[১] 'তিনি'র সাদৃশ্য প্রাচীন বাঙ্গালায় 'চারি'র ই-কার লুপ্ত হয় নাই

[২] 'চতুঃ' শব্দের প্রভাবে প্রা *চতারি > *চআরি > চারি

(২) আ-ম বা চৌদ < প্রা প্রা চ(া)উদহ < আদি মধ্য আর্য (অশোক, প্রাচ্যমধ্যা) চাবুদশ, *চউদস, < সং চতুঃ দশ (অ-সমাসবদ্ধ)।

(৩) ম-বা দশ চারি ১০+৪=১৪, ('দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী') < অর্বাচীন অপভ্রংশ 'দহ চারি'; তু° গ্রী দেকা দুও (=২০+২), লা দেকেম্ নোভেম্ (=১০+৯)।

১৫ঃ পনর, পনের < অপ পন্নরহ < প্রা পন্নরস, পন্দরস < সং পঞ্চদশ। তু° ওড়িয়া পন্দর, হিন্দী পন্দ্রহ্।

১৬ঃ ষোল < অপ সোলহ < প্রা সোলস < সং ষোড়শ < ইন্দো-ইরানীয় *স্বজ্‌দশ < ইন্দো- ইউরোপীয় *স্বেকস্ দেক্‌ম্ (৬+১০)।

১৭ঃ সতর, সতের < প্রা সত্তরস < সং সপ্তদশ। এখানে সমীভবন সত্ত্বেও পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় নাই।

১৮ঃ আঠার < অপ অট্‌ঠারহ < প্রা অট্‌ঠারস < সং অষ্টাদশ।

১৯ঃ উনিশ < অর্দ্ধমাগধী অউণবীস- < এগুনবীস < সং একোনবিংশ- (=একোনবিংশতি)।

২০ঃ বিশ < প্রা বীস < সং বিংশ- (=বিংশতি)।

২১ঃ একুশ < অপ এক্ক+বীস। তু° হিন্দী একইস < একবিংশ- (=একবিংশতি)। ম-বা এবিংশতি (< এক+), অর্ধতৎসম।

২২ঃ বাইস < অপ বাইস- < প্রা বাবীস < সং দ্বাবিংশ- (= -তি)।

২৩ঃ তেইশ< অপ তেইস-< প্রা তেবীস < সং ত্রয়োবিংশ-(= -তি)।

২৪ঃ চব্বিশ < চউবীস < প্র চউবীস < সং চতুর্বিংশ- (= -তি)।

২৫ঃ পঁচিশ < প্র পঞ্চবীস < অপ পচীস < সং পঞ্চবিংশ- (= -তি)।

২৬ঃ ছাব্বিশ < *ছয়বীস < প্রা, অপ ছব্বীস < সং ষট্‌বিংশ- (= -তি)।

২৭ঃ সাতাইশ, সাতাশ < প্রা সত্তবীস- < সং সপ্তবিংশ- (= -তি)।

৩০ঃ (১) প্রা-বা তিস, তীস ('তেতীস, বতিস') < প্রা তীস- < সং ত্রিংশৎ)।

(২) বা 'তিরিশ, ত্রিশ' অর্দ্ধতৎসম।

৩২ঃ প্রা-বা বতিস, বতিশ (আ-বা বত্রিশ, বত্তিশ) < প্রা বত্তিস < সং দ্বাত্রিংশৎ।

৩৩ঃ প্রা-বা তেতীস (আ-বা তেত্তিশ) < প্রা প্রা তেত্তীস- < সং ত্রয়স্ত্রিংশৎ। আ-বা তেত্রিশ অর্ধতৎসম।

৩৪ঃ বা চৌতিরিশ (চৌত্রিশ) < সং চতুস্ত্রিংশৎ। অর্ধতৎসম।

৩৫ঃ আ-বা পঁয়ত্রিশ, পঁয়তিরিশ (অর্ধতৎসম) < প্রা * পঞ্ঞতীস < সং পঞ্চত্রিংশৎ।

৪০ঃ আ-বা চল্লিশ, চাল্লিশ, চালিশ (যেমন, চাল্‌শে < চালিশিয়া) < অপ চালীশ < অর্দ্ধমাগধী চয়ালীস < * চতারীস < সং চত্বারিংশৎ।

৪২ঃ আ-বা বিয়াল্লিশ, বেয়াল্লিশ, ম-বা ব্যালিস < অর্ধমাগধী বায়ালীস < * বাতারীস <*দ্‌বাতারীস < সং দ্বাচত্বারিংশৎ।

৪৩ঃ তেতাল্লিশ (তু° হিন্দী তালিস=৪০) < ত্রয়ঃ+(চ)ত্বারিংশৎ।

৪৫ঃ পঁয়তাল্লিশ < পঞ্চ+ (চ)ত্বারিংশৎ।

৪৯ঃ আ-বা উনপঞ্চাশ, ম-বা উন(প)ঞ্চাস < সং একোনপঞ্চাশৎ। ('এ-ক' বাদ দিয়া)।

৫০ঃ পঞ্চাশ (অর্ধতৎসম) < সং পঞ্চাশৎ।

৫২ঃ আ-বা বাহান্ন, ম-বা বায়ান্ন < প্রা * বাবন্নাহ < সং দ্বাপঞ্চাশৎ।

৫৫ঃ আ-বা পঞ্চান্ন, পাঁচপান্ন (তু°হিন্দী পাঁচপন) < প্রা পঞ্চপন্নাহ <সং পঞ্চপঞ্চাশৎ।

৫৬ঃ আ-বা ছাপ্পান্ন < পালি ছপ্‌পঞ্ঞাস < সং ষট্‌পঞ্চাশৎ।

৬০ঃ ষাঠি, ষাটি (ষাঠ, ষাট) < প্রা সট্‌ঠি < সং ষষ্টি-।

৬৪ঃ প্রা-বা চউশঠী, চউষট্‌ঠী, ম-বা চৌষাঠ, আ-বা চৌষট্টি < সং চতুঃষষ্টি-।

৭০ঃ আ-বা সত্তর, ম-বা সত্তরি < প্রা সত্তরি < +সত্তডি < সং সপ্ততি -।

৭২ঃ বাহাত্তর < প্রা *বাসওডি < সং দ্বাসপ্ততি।

৭৬ঃ ছিয়াত্তর <*ছেহত্তর < সং ষট্‌সপ্ততি।

৮০ঃ ম, আ-বা আশি (আশী) < অপ অসি < প্রা অসীই < সং অশীতি-।

৮২ঃ আ-বা বিরাশি < সং দ্বি-অশীতি-। -র- 'তিরাশি' হইতে।

৮৩ঃ আ-বা তিরাশি <*তিআশি < সং* ত্রী অশীতি- (=ত্র্যশীতি)।

৮৪ঃ আ-বা চুরাশি < চৌআশি < সং চতুঃ অশীতি-, চতুরশীতি।

৯০ ঃ নই < প্রা ণউই < সং নবতি-। আ-বা নব্বই, অর্ধতৎসম।

৯২ ঃ ম-বা বিরানই, আ-বা বিরান(ব্ব)ই < *বি-নই < সং দ্বি (দ্বে) নবতি-। 'বিরাশি'র সাদৃশ্যে।

৯৩ ঃ তিরান(ব্ব)ই < ত্রী-নবতি। 'তিরাশি'র সাদৃশ্যে।

৯৫ ঃ পঁচান(ব্ব)ই < সং পঞ্চনবতি-। পঁচাশির সাদৃশ্যে।

৯৬ ঃ ছিয়ান(ব্ব)ই < ষট্-নবতি। 'ছিয়াশি'র সাদৃশ্যে।

৯৯ ঃ নিরানই ('বিরাশি, তিরাশি, চুরাশি' ইত্যাদির সাদৃশ্যে) < সং নবনবতি-। আ-বা নিরানব্বই, অর্ধতৎসম।

১০০ ঃ আ-বা শ, শো < ম বা শয়, শ < প্রা সঅ- < সং শত-।

১২০ ঃ ম-বা বিশা-শয়[১] < সং বিংশতিঃ শতম্।

১০০০ ঃ আ, ম বা হাজার (আগন্তুক ফারসী শব্দ)।

১০০২ ঃ ম বা হাজার দুই।

১০০৪ ঃ ম বা হাজার চারি।

১০০৮ ঃ ম বা হাজার আট॥

৩৭. কবি শকাঙ্ক

মধ্য বাঙ্গালার অনেক কাহিনীকাব্যরচয়িতা সংখ্যাসূচক বিশেষ্য শব্দের দ্বারা রচনাকাল প্রকাশ করিয়াছেন। এইভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যা-শব্দ সাধারণত উল্টা দিকে অর্থাৎ ডাহিন হইতে বামে পড়িতে হয়। যেমন

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী (৭১৪১) = ১৪১৭।

বেদ ঋষি রস ব্রহ্ম (৪৭৬১) = ১৬৭৪।

কিছু কাল আগে পর্যন্তও পাঠশালায় শিশুরা ধারাপাতের মধ্যে এমন সংখ্যা-শব্দ মুখস্থ করিত :

> একে চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চারে বেদ পাঁচে বাণ ছয়ে ঋতু সাতে সমুদ্র আটে বসু নয়ে গ্রহ দশে দিক।

দশের বেশি সংখ্যা হইল—রুদ্র (১১), আদিত্য (১২), লোকপাল (১৪) ইত্যাদি।

৩৮. ভগ্নাংশিক সংখ্যা-শব্দ (Fractional Number)

$\frac{1}{2}$: প্রা-বা অধ, ম-বা আধ, আ-বা আধ (আধেক, অর্ধেক ; আধলা—আধলা পয়সা, আধলা ইট) < প্রা অদ্ধ- < সং অর্ধ-। আড় (যেমন, আড়-

---

[১] মধ্য বাঙ্গালায় সংখ্যা-শব্দটি সাধারণ বহুত্ব বাচক

ঘোমটা, আড় পাগলা) < প্রা অপ অড্‌ঢ-< সং অর্ধ-। আ-বা সাড়ে (যেমন সাড়ে তিন) < সং সার্ধ-।

$১\frac{১}{২}$: আ-বা দেড় < প্রা, অপ দিঅড্‌ঢ- < সং দ্বি-অর্ধ- (=আধ-কম দুই)।

$২\frac{১}{২}$: আ-বা আড়াই < প্রা অড্‌ঢইঅ < সং অর্ধত্রিক-, অর্ধতৃতীয়- (=আধ কম তিন)।

$৩\frac{১}{২}$: ম-বা আহুঠ > আউট < প্রা *অধুট্ঠ- (তু° পালি অড্‌ঢউড্‌ঢ-, অর্ধমাগধী অদ্ধউথ-) < সং *অর্ধ-তুর্থ (তু° তুরীয়-, তুর্য- =চতুর্থ) =অর্ধচতুর্থ- (=আধ কম চার)।

$\frac{১}{৩}$: ম-বা তেহাই < সং ত্রিভাগিক-।

$\frac{১}{৪}$: (১) ম-বা চৌথ,[১] চৌঠা < প্রা চউত্থ-, চউট্‌ঠ < সং চতুর্থ-। আধুনিক বাঙ্গালায় 'চৌঠা' শুধু মাসের তারিখেই ব্যবহৃত।

(১) আ-বা পো, পোয়া < সং পাদ-। সাধারণত পরিমাণে ব্যবহৃত।

আধুনিক বাঙ্গালায় সংখ্যা-শব্দ দ্বারা ভগ্নাংশ প্রকাশ করা হয়। সাধারণ নিয়ম হইতেছে বৃহত্তর সংখ্যায় ষষ্ঠী বিভক্তি দেওয়া। যেমন, পাঁচের এক (অর্থাৎ পাঁচভাগের একভাগ, $=\frac{১}{৫}$), তিনের দুই ($=\frac{২}{৩}$)। এখন কিন্তু ছাপা হরফের পাঠ অনুসারে উপরের সংখ্যাশব্দেই ষষ্ঠী বিভক্তি প্রয়োগসিদ্ধ হইয়াছে। যেমন একের পাঁচ (অর্থাৎ একের নীচে পাঁচ, $=\frac{১}{৫}$), দুইয়ের তিন ($=\frac{২}{৩}$)।

নিম্নমানের মুদ্রাবাচক ও উন্মানবাচক শব্দও চলিতভাষায় ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রকাশ করে। যেমন, সিকি (< *স্থকি, তু° হিন্দী শুকি < * শুক্লিক, $=\frac{১}{৪}$), পোয়া ($=\frac{১}{৪}$), আনা ($=\frac{১}{১৬}$)। ম-বা কলা ($=\frac{১}{১৬}$)। আ-বা সওয়া (যেমন, সওয়া তিন$=৩\frac{১}{৪}$) < সং সপাদ ; আ-, পৌনে (যেমন, পৌনে তিন $৩-\frac{১}{৪}=২\frac{৩}{৪}$) < সং পাদোন- ॥

৩৯. পূরণবাচক সংখ্যা-শব্দ (Ordinal Number)

তদ্ভব পূরণবাচক শব্দগুলি এখন সাধারণত মাসের দিন বুঝাইতেই চলে। কিন্তু একদা এগুলি সাধারণ পূরণবাচক শব্দই ছিল। যেমন

পহেলা, পয়লা < প্রা-বা পহিল < সং * প্রথ- (তু° প্রথম-)+ -ইল।

দোসরা, তেসরা (তু° হিন্দী দুসরা, তিসরা) < দ্বি-, ত্রি-+-সর।

চৌঠ (!), চউঠ > প্রা চউট্‌ঠ > সং চতুর্থ-।

---

[১] বর্গির প্রাপ্য 'চৌথ' ছিল রাজস্বের চতুর্থাংশ।

পাঁচই < পাচই > সং পঞ্চমিক- ।

দসই > প্রা, ম বা দশমি, দশমী ('দশমী দুআর') >সং দশমিক- ।

ছয়ই > ছয় +-ই (> -মিক) ।

অপর পূরণবাচক তদ্ভব শব্দ :

আ-বা দোজ ('দোজ বর') < ম-বা দুঅজ ('দুঅজ প্রহর' > প্রা দুইজ্জ- < সং * দ্বিত্য- (তু° আবেস্তীয় 'দ্‌বিত্য-') । ('অদ্য > অজ্জ' প্রভাবে 'চ'-স্থানে 'জ' হইয়াছে।) ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে দ্বিতীয় বুঝাইতে 'মেজ' (< মধ্যক-) শব্দ চলিত আছে।

প্রা-বা তইলা ('তইলা বাড়ী') < সং তৃতীয় (অথবা ত্রিক)+-ল। আ-বা তেজ ('তেজবর') < ম-বা তিঅজ (তেয়জ) < প্র তিঅজ্জ, তিজ্জ, তইজ্জ < সং *ত্রিত্য, তৃতীয়। ('দোজ' দ্রষ্টব্য।) আ বা সেজ <ফারসী সে (=তৃতীয়) +-জ (আ-বা 'মেজ' হইতে) ।

চলিত ভাষায় ষষ্ঠীবিভক্তি পূরণবাচক প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন পাঁচের (=পঞ্চম) পরিচ্ছেদ, দশের (=দশম) ঘর ॥

৪০. গুণিতক সংখ্যা-শব্দ (Multiplicative Number)

এক : আ-বা একলা < ম-বা একলা, একলী (স্ত্রী) । < প্রা-বা একেলা একেলী (স্ত্রী) < অবহট্‌ঠ একল্ল- < সং এক+ -ল। ম-বা একসর (লোক-ব্যুৎপত্তির ফলে 'একেশ্বর'), একসরী (স্ত্রী) < এক+ -সর (তেসর' হইতে) । আ-বা একহারা < সং *একভার- ।

দুই : আ-বা দোহারা < সং * দ্বিভার, *দ্ব্য-ভার। দুনা (ম-বা দুগুণ) < প্রা দুউণ < সং দ্বিগুণ। প্রা-বা দুআ (দাবা-পাশার দান) < সং দ্বিক- (অথবা দ্বিতা) ।

তিন : আ-বা তেহারা < সং *ত্রিভার- ।

চার : ম-বা চৌগুণা < সং চতুঃগুণ- ।

সাত : ম-বা 'সাতেসরী (স্ত্রী, যেমন সাতনর হার') < সং *সপ্তসর- ।

সাধারণত 'গুণ' শব্দের যোগে সমাস করিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় গুণিতক শব্দ গঠন হয়। যেমন, পাঁচগুণ, দশগুণ, বিশগুণ, হাজারগুণ ॥

৪১. অনির্দেশক সংখ্যা-শব্দ (Indefinite Number)

মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালায় দুইটি পৃথক্ বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দের একত্র প্রয়োগ হইলে অনির্দিষ্ট (স্বল্প) সংখ্যা বোঝায়। যেমন, 'কথা চারি পাঁচ কহিব

আঙ্কে', 'তখনে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। এ ইডিয়ম অবহট্‌ঠেও ছিল। যেমন, 'বুজ্‌ঝহ বুজ্‌ঝহ জনা দুই চারি' (প্রাকৃতপৈঙ্গল) ; সাত পাঁচ ভাবিয়া ফল কি ?

বিশুদ্ধ সংখ্যা-শব্দের পূর্বে নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করিলেও অনির্দিষ্ট (স্বল্প) সংখ্যা বোঝায়। যেমন, 'গুটি চারি ফল হের আছে মোর হাথে' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) ; খান দুই খাতা চাই।

পরিমাণবাচক শব্দের পরে সংখ্যা-শব্দ ব্যবহার করিলেও এই অর্থ হয়। যেমন, সের পাঁচ ঘি, শ দুই টাকা।

অনেক সময় এখানে সংখ্যাবাচক শব্দে '-এক' প্রত্যয়ের মতো যোগ করা হয়। যেমন মণ দুয়েক চাল ; দিস্তা পাঁচেক কাগজ ; গোটা পাঁচেক টাকা চাই ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

ছন্দের ইতিহাস

১. ভূমিকা

ভাষার উৎপত্তি প্রধানত মানুষের সামাজিক বৃত্তির ও প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু মানুষ কখনই শুধু প্রয়োজনের দাসত্ব করে নাই। সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহার অপ্রয়োজনের কাজের কথাই বেশি। আদিম মানুষ ভাষায় এমন এক মোহকর শক্তি অনুভব করিয়াছিল যাহাতে সে ভাবকে না ধরিয়া শুধু ধ্বনি লইয়া মাতিয়াছিল। সেই হইল অনভিব্যক্ত ভাষায় ছন্দের অর্থাৎ দোলের আবির্ভাব এবং ছন্দের দোলে সুর-তালের সঞ্চার। তাহার পর হইতে মানুষ যেমন ভাষা গড়িয়া তুলিল তেমনি কাজে-অকাজে দৈব শক্তিকে অনুকূল করিবার বাসনায়, হিংস্র শক্তিকে তাড়াইবার জন্য, ঝাড়ফুঁকে, মন্ত্রে-ছড়ায়-গানে, ছন্দকে গড়িয়া পিটিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া প্রাগৈতিহাসিক বাক্‌-শিল্পে রূপ দিল। আদিম মানবের কাছে ছন্দের ঝঙ্কার সোমসুরার অপেক্ষা কম মোহকর হইয়া দেখা দেয় নাই। অধ্যাত্ম-ইতিহাসের এবং সাহিত্য-ইতিহাসের প্রাগিতিহাসে এইপথেই মানব-মনীষার যাত্রারম্ভ হইয়াছিল।

ছন্দের প্রধান লক্ষণ সুমিত যতিচ্ছেদ। কথা বলিবার সময় মাঝে মাঝে শ্বাসবেগ আপনিই শিথিল হইয়া আসে এবং নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। তখন বাক্যের প্রবাহে যে ক্ষণবিরাম হয় তাহাকে বলে **যতি (pause, caesura)**। গদ্যে যতির কোন সুনির্দিষ্ট স্থান নাই, বাক্য ও বাক্যাংশের অর্থ অনুসারে ধ্বনিবহ শ্বাসপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু পদ্যে তেমন নয়, সেখানে ছন্দের দোল-অনুসারে নির্দিষ্ট অক্ষরের পরে শ্বাসের বিরাম হইবেই। এইখানেই গদ্য-যতিচ্ছেদের সঙ্গে পদ্য-যতিচ্ছেদের পার্থক্য। ছন্দে অর্থাৎ পদ্যের ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে এক বা একাধিক যতি থাকে। যতির দ্বারা পাদাংশ বা **পর্ব (foot)** বিভক্ত হয়। শেষ যতিতে ছন্দের **চরণ** বা **ছত্র (line)** সম্পূর্ণ হয়॥

২. বৈদিক ছন্দ

আদি ভারতীয়-আর্য ভাষায় ছন্দের রীতি অক্ষরমাত্রিক। অর্থাৎ প্রধানত অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যার উপরে ছন্দের রূপ নির্ভর করিত। তবে সেই সঙ্গে অক্ষরের গুরুলঘুক্রমেরও নিয়ম ছিল। বৈদিক ছন্দে ছত্রের শেষ পর্ব ছাড়া অন্যত্র

অক্ষরের গুরুলঘুক্রমে বেশ কিছু স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে অক্ষরের গুরুলঘুক্রম ছিল অনতিক্রমণীয়।[১] অন্ত্যানুপ্রাস (অর্থাৎ ছন্দের চরণশেষে ধ্বনিসাম্য) বৈদিকে ছিল না, সংস্কৃতেও নাই।[২]

প্রাচীনত্বের ও বহুলতার ক্রম অনুসারে প্রধান বৈদিক ছন্দ এই পাঁচটি,— ত্রিষ্টুভ্, গায়ত্রী, জগতী, অনুষ্টুভ্ ও বিরাজ্। প্রথম চারটি মৌলিক ছন্দ, আবেস্তায়ও পাওয়া যায়।[৩] ত্রিষ্টুভে এগার অক্ষর করিয়া চার পাদ (চরণ)। সপ্তম অক্ষরের পর যতি। শেষ যতির ছাঁদ সাধারণত— ⏑ — —। যেমন

ওজায়মানো অবৃ- | ণীত সোমং
ত্রিকদ্রুকেষু অপি- | বৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবা- | দত্ত বজ্রং
অহন্নহিং প্রথম- | জাম্ অহীনাম্॥

গায়ত্রীতে আট অক্ষর করিয়া তিন পাদ, চতুর্থ অক্ষরের পর যতি। শেষ যতির ছাঁদ ⏑ — ⏑ —। যেমন

অগ্নিমীড়ে | পুরোহিতম্
যজ্ঞস্য দে- | বমৃত্বিজম্।
হোতারং র- | ত্নধাতমম্॥

জগতীতে বারো অক্ষর করিয়া চার পাদ, সপ্তম অক্ষরের পর যতি। শেষ যতির ছাঁদ — ⏑ — ⏑ —। যেমন

অক্ষাস ইদঙ্কুশি- | নো নিতোদিনো
নিকৃত্বানস্তপনাস্- | তাপয়িষ্ণবঃ।
কুমারদেষ্ণা জয়- | তঃ পুনর্হণো
মধ্বা সম্পৃক্তাঃ কিত- | বস্য বর্হণা॥

অনুষ্টুভে চার পাদ, প্রতি পাদে আট অক্ষর, চতুর্থ অক্ষরের পর যতি। শেষ যতির ছাঁদ ⏑ — ⏑ —। যেমন

সংবৎসরং | শশয়ানা
ব্রাহ্মণা ব্র- | তচারিণঃ।

---

১ তু° "অপি মাষং মষং কুর্যাৎ ছন্দোভঙ্গং ত্যজেদ্ গিরাম্।"
২ প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দের প্রভাবে অর্বাচীন সংস্কৃতে কদাচিৎ অন্ত্যানুপ্রাস দেখা দিয়াছিল।
৩ পৃ ৭৭ দ্রষ্টব্য।

বাচং পর্জ- | ন্যজিন্বিতাং
প্র মণ্ডুকা | অবাদিষুঃ ॥

'দ্বিপদা বিরাজ্'[১] দশাক্ষর। দুই চরণে শ্লোক সমাপ্ত বলিয়া 'দ্বিপদা'।[১] পঞ্চম অক্ষরের পর যতি। শ্লোকে গায়ত্রী পাদ পাঁচটি থাকিলে 'পঙ্‌ক্তি', ছয়টি থাকিলে 'মহাপঙ্‌ক্তি', সাতটি থাকিলে 'শক্বরী'।

এইতো গেল সমাক্ষরপাদ ছন্দ। বৈদিকে গায়ত্রী-জগতী মিশ্রিত অসমাক্ষর-পাদ ছন্দেরও ব্যবহার আছে। যেমন, "উষ্ণিহ্" (তিন পাদ, গায়ত্রী+গায়ত্রী +জগতী), 'পুর-উষ্ণিহ্' (তিন পাদ, জগতী+গায়ত্রী+গায়ত্রী), 'ককুভ্' (তিন পাদ, গায়ত্রী+জগতী+গায়ত্রী), 'বৃহতী' (চার পাদ, গায়ত্রী+গায়ত্রী +জগতী+গায়ত্রী), 'সতোবৃহতী' (চার পাদ, জগতী+গায়ত্রী+জগতী+ গায়ত্রী), 'অতিশক্বরী' (সাত পাদ, ছয়টি গায়ত্রী+একটি জগতী), 'অত্যষ্টি' (সাত পাদ, চারটি গায়ত্রী+তিনটি জগতী), 'কাকুভ প্রগাথ' (দুই শ্লোকাত্মক, ককুভ্+সতোবৃহতী), 'বার্হত প্রগাথ' (দুই শ্লোকাত্মক, বৃহতী+সতোবৃহতী)।

গায়ত্রী এবং অন্য ত্রিপদা ছন্দ অবৈদিক সাহিত্যে একেবারেই মিলে না।[২] সংস্কৃতের প্রধান ছন্দ অনুষ্টুভ্ বৈদিক ছন্দটিরই অর্বাচীন রূপ। বৈদিক 'ত্রিষ্টুভ্' ও 'জগতী' হইতে সংস্কৃতে যথাক্রমে 'উপজাতি' (ইন্দ্রবজ্রা-উপেন্দ্রবজ্রা) ও 'বংশস্থ' উদ্ভূত। বৈদিকের তুলনায় সংস্কৃতের ছন্দোবৈচিত্র্য অনেক বেশি, কিন্তু শ্রুতিমাধুর্য্য সত্ত্বেও সুদৃঢ় লঘুগুরুনিগড়ের জন্য সংস্কৃত ছন্দে স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার অভাব অনুভূত হয়। 'আর্যা' ও 'বৈতালীয়' ছাড়া সংস্কৃত ছন্দ প্রায় সবই সমাক্ষরপাদ ও অক্ষরমূলক। এই ছন্দ দুইটি সংস্কৃতে প্রাকৃতের দান ॥

৩. মধ্য আর্য (পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ) ছন্দ

পালি সাহিত্যে ছন্দ মোটামুটি সংস্কৃতের মতো, অর্থাৎ প্রধানত অক্ষরমূলক এবং ক্বচিৎ মাত্রামূলক। অক্ষরমূলক ছন্দের উদাহরণ নবম অধ্যায়ে উদ্ধৃত শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পালির সমকালীন কথ্য প্রাকৃতের পদ্য নিদর্শন খুবই দুর্লভ। নবম অধ্যায়ে যে সুতনুকা লিপিটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে বৈদিক ছন্দের ধারা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এটিকে বলিতে পারি ত্রিপাদ জগতী।

---

[১] দ্বিপদা ত্রিষ্টুভ্ও ক্বচিৎ পাওয়া যায়। ত্রিপদা ত্রিষ্টুভের নাম 'বিরাজ্'।
[২] একটি ব্যতিক্রম হইতেছে সুতনুকা লিপি। নিম্নে দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতে আর্যা ছন্দ 'গাথা' ('গাহা') নামে পরিচিত। প্রাকৃতের এইটিই বিশিষ্ট ছন্দ, এমন কি একমাত্র ছন্দ বলা চলে। প্রাকৃতের এই ছন্দ-দৈন্য অপভ্রংশে নাই। চরণের শেষে মিল এবং সমমাত্রিকতা থাকায় অপভ্রংশ শ্রুতিমাধুর্যে সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী তো বটেই, এমন কি অতিশায়ীও। সাহিত্যিক অপভ্রংশ মুখের ভাষার অত্যন্ত কাছাকাছি এবং তাহার ছন্দ লৌকিক ছড়া-গানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাতে সজীব ভাষার প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।

অপভ্রংশে যে কতকটা বৈদিক ছন্দ-রীতির ধারাবাহিকতা ছিল তাহা ইহার বিশিষ্ট ছন্দের গড়ন হইতে বোঝা কঠিন নয়। গাহা ও দোহা ছাড়া প্রায় সব অপভ্রংশ-ছন্দই চতুষ্পদা, এবং প্রথম-দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থ পাদে মিল, অর্থাৎ দুই দ্বিপদার সমষ্টি।

অপভ্রংশের প্রধান প্রধান ছন্দের লক্ষণসহ উদাহরণ দিতেছি।[১]

গাহা: মাত্রাসংখ্যা প্রথম ছত্রে ৩০ (১২+১৮), দ্বিতীয় ছত্রে ২৭ (১২+১৫); মিল নাই। আর সব ছন্দে মিল আছে।

পিঅসহি-বিত্তঅ-বিমণা | সহি-সহিআ বাউলা সমুল্লবই।
সূর-কর-ফংস-বিঅসিঅ- | তামরসে সরবরুচ্ছঙ্গে ॥

দোহা: চার পাদ, মাত্রাসংখ্যা প্রথম-তৃতীয় পাদে ১৩, দ্বিতীয়-চতুর্থ পাদে ১২; জগতী+ত্রিষ্টুভ্।

মই জাণিঅ মিঅলোঅণি | নিসিঅরু কোই হরেই।
জাব ণু নবতড়ি-সামলি | ধারাহরু বরিসেই ॥

জগতী: চার পাদ, প্রতি পাদে ১২ মাত্রা, ছয় মাত্রার পর যতি।

সংপত্তবি- | সূরণও
তুরিঅং পর- | বারণও

অতিজগতী: চার পাদ, প্রতি পাদে ১৩ মাত্রা, আট মাত্রার পর যতি।

হিঅআহিঅ-পিঅ- | দুক্খও
সরবরএ ধুঅ- | পক্খও।
বাহোবগ্গিঅ- | ণঅণও
তম্মই হংসজু- | আণও ॥

---

১ হ্রস্ব স্বর একমাত্রা, দীর্ঘ স্বর দুইমাত্রা, যুগ্ম ও যুক্ত ব্যঞ্জনের এবং পদান্ত অনুস্বারের পূর্ববর্তী স্বর দুইমাত্রা, যুগ্ম ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'এ, ও' একমাত্রা (কচিৎ অন্যত্রও), এবং ছত্রের শেষে বিকল্পে হ্রস্বস্বর দুইমাত্রা দীর্ঘস্বর একমাত্রা। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দে মাত্রাগণনার ইহাই নিয়ম।

শক্করী : চার পাদ, প্রতি পাদে ১৪ মাত্রা, অষ্টম মাত্রার পর যতি।

চিন্তাহ্নিঅ- | মাণসিআ
সহঅরিদংসণ | লালসিআ।
বিঅসিঅকমল- | মণোহরএ
বিহরই হংসী | সরোবরএ॥

গাহ্ : চার পাদ, শক্করী+অতিজগতী।

পণইণিবদ্ধা- | সাইঅও
বাহাউলণিঅ- | ণঅণও।
গঅবই গহণে | দুহিঅও
পরিভমই খামি- | অ-বঅণও॥

পাদাকুলক : চার পাদ, প্রতি পাদে ১৬ মাত্রা, আট মাত্রার পর যতি ; অষ্টি।

পরহুঅ মহুর-প- | লাবিণি কন্তী
নন্দণবণ স- | চ্ছন্দ ভমন্তী।
জই পই পিঅঅম | সা মহু দিট্ঠী
তা আঅকৃখহি | মহু পরপুট্ঠী॥

অষ্টির কয়েকটি রূপভেদ আছে,—'অলিল্লা' (পাদের শেষ দুই অক্ষর লঘু), 'সিংহাবলোক' (পাদের আদি দুই অক্ষর লঘু), ইত্যাদি।

'ঝল্লণা : দুই ছত্র, প্রতি ছত্রে ৩৭ মাত্রা, দুই দীর্ঘতর যতি (১০+১০+১৭)।

পঢ়ম দহ। দিজ্জিআ॥
পুণবি তহ | কিজ্জিআ॥
পুণ বি দহ | সত্ত তহ | বিরই জাআ।
এম পরি | বীঅ-দল॥
মত্তগঅ- | তীস পল॥
এহু কহ | ঝল্লণা | ণাঅ-রাআ॥

বৈদিকের মতো অপভ্রংশের স্তবকেও চার পাদের বেশি হইতে পারিত এবং তাহাতে একাধিক ছন্দের মিশ্রণও নিষিদ্ধ ছিল না। যেমন 'ষড়ুপভঙ্গা" (বা ষট্‌পদা)

পিঅঅম-বিরহ-কিলামিঅ-বঅণও
অবিরল-বাহ-জলাউল-ণঅণও

দূসহ-দুক্‌খ-বিস্থংঠুল-গমণও।
পসরিঅ-গুরু-তাব-দীবিঅঙ্গও
অহিঅং দুম্মিঅ-মাণসও দরিঅং গও
কাণণে পরিভমই গইন্দও॥

অপভ্রংশ ছন্দের ললিত ও অনায়াসপ্রবাহের উদাহরণ হিসাবে ক্ষেমেন্দ্রের সংস্কৃত গানটি উদ্ধৃত করিতেছি। ছন্দ ঝল্লণা-জাতীয়, প্রায় আধুনিক ত্রিপদীর ছাঁদে। পাদে মাত্রাসংখ্যা ৪৩ (১৬+১৬+১১)।

ললিতবিলাস- | কলাসুখখেলন - ‖
ললনালোভন- | শোভন-যৌবন- ‖
মানিতনবমদনে
অলিকুলকোকিল - | কুবলয়কজ্জল- ‖
কালকলিন্দসু- | তাতিবলজ্জল-‖
কালিয়কুলদমনে ‖
কেশিকিশোর- | মহাসুরমারণ-‖
দারুণগোকুল- | দুরিতবিদারণ- ‖
গোবর্ধনধরণে
কস্য ন নয়নযু- | গং রতিসঙ্গে
মজ্জতি মনসিজ- | তরলতরঙ্গে
বররমণীরমণে ‖

জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানগুলি সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু সেগুলির ছন্দ অপভ্রংশের। অপভ্রংশ-ছন্দের শক্তির ও মাধুর্যের প্রায় পরিপূর্ণ পরিচয় এগুলিতে রহিয়াছে। গীতগোবিন্দে 'একপদা' অর্থাৎ এক ছত্রের ছন্দও আছে, যাহার উদাহরণ ঋগ্‌বেদের বাহিরে দেখি নাই। যেমন

শ্রিতকমলা-কুচমণ্ডল ‖ ধৃতকুণ্ডল ‖ কলিতললিতবনমাল।

এই ছন্দের মাত্রাসংখ্যা ২৯ (১২+৬+১১) ‖

৪. প্রাচীন বাঙ্গালা ছন্দ

অর্বাচীন অপভ্রংশের অর্থাৎ লৌকিকের বিশিষ্টতম ছন্দ ছিল 'চতুষ্পদী', যাহার সগোত্র 'পাদাকুলক' ইত্যাদি। ষোড়শ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দটি

লঘুগুরুত্বের বন্ধন অনেকটা এড়াইতে পারিয়াছিল বলিয়া সাহিত্যের ব্যবহারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। প্রাকৃতপৈঙ্গলের রচয়িতা তাই বলিয়াছেন

লহুগুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা
পঅপঅ লেক্‌খহি উত্তম রেহা।
সুকই-ফণিন্দহ কণ্ঠহ বলঅং
সোলহমত্তা পাআকুলঅং ॥[১]

সংস্কৃত 'পজ্‌ঝটিকা' অপভ্রংশ পাদাকুলকেরই রূপান্তর। 'পজ্‌ঝটিকা' (=পদ্ধতিকা) ও 'পাদাকুলক'—এই নাম দুইটির বুৎপত্তিগত যোগাযোগ লক্ষণীয়। 'পয়ার' শব্দটির ছন্দ-নাম রূপে ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দের আগে ঘটে নাই। তাহার পূর্বে ইহা বুঝাইত "বর্ণনাময় আবৃত্তি ও তদুপযোগী রচনা"। সুরে গীত হইলে হইত 'নাচাড়ী'। পরে 'নাচাড়ী'র নামান্তর 'ত্রিপদী' চলিত হইলে পর পয়ারের আধুনিক অর্থ আসিয়াছে।

বাঙ্গালা পয়ারের সাক্ষাৎ উৎপত্তি 'চতুষ্পদী' হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাগীতিগুলির অধিকাংশই এই ছন্দে লেখা। চতুষ্পদী (অর্বাচীন অপভ্রংশে 'চউপঈ') অতিশক্করীর মতো ছন্দ, পনের-মাত্রার। বাঙ্গালা 'পয়ার' ছন্দের ইহাই মূল। চতুষ্পদীর পঞ্চদশ মাত্রার এক মাত্রা যতিতে খাইয়া গিয়া চৌদ্দ-অক্ষরের পয়ার উৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎপত্তির ইঙ্গিত চর্যাগীতিতে দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন

নিতি নিতি সিআলা | ষিহে সম জুঝই।
ঢেণ্ঢণ-পাএর গীত | বিরলে বুঝই ॥[২]

৮+৭ মাত্রার (অতিশক্করী) এই ছন্দ পয়ারে দাঁড়াইল ৮+৬ মাত্রায় (শক্করী), পরে অক্ষরের একমাত্রিকতার ফলে ৮+৬ মাত্রা দাঁড়াইল ৮+৬ অক্ষরে। ইহাই পয়ারের ঠাট। উদ্ধৃত চর্যাগীতি-ছত্র দুইটির পুরানো পয়ার-রূপ পাইতেছি অষ্টাদশ শতাব্দের এক পুথিতে।

নিতি নিতি শৃগালা | সিংহ সনে জুঝে।
কহে কবীর বি- | রল জনে বুঝে ॥

চর্যাগীতিতে বেশির ভাগ যে ছন্দটি পাওয়া যায় তাহাতে ছত্রের মাত্রাসংখ্যা ২৭ (৮+৮+১১), গায়ত্রী+গায়ত্রী+ত্রিষ্টুভ্‌। যেমন

[১] অর্থাৎ, লঘুগুরু কোন নিয়ম যেখানে নাই, পদে পদে লেখা যায় উত্তম ছত্র, (তাহা হইতেছে) সুকবি ফণীন্দ্রের (অর্থাৎ ছন্দঃশাস্ত্রগুরু পিঙ্গল নাগের) কণ্ঠহার—ষোলমাত্রা পাদাকুলক।

[২] এখানে "সিআলা"র "লা", "পাএর গীত"এর "পা", "এ" ও "গী" হ্রস্ব।

রাউতু ভণই কট | ভুসুকু ভণই কট | সঅলা আইস সহাব।
জই তো মূঢ়া | অচ্ছসি ভান্তি | পুচ্ছউ সদগুরু-পাব ॥

মাত্রার স্থানে অক্ষর বসাইলেই ইহা নিখুঁত ত্রিপদীতে পরিণত হয়

রাউত ভণয়ে কট ভুসুকু ভণয়ে কট
সকলের ঐছন স্বভাও।
যদি তুই মূঢ় ওরে আছিস ভ্রান্তির ঘোরে
পুছ গিয়া সদ্‌গুরু-পাও ॥

চর্যাগীতির বাহিরে প্রাচীন বাঙ্গালার আর একটি ছন্দ মিলিয়াছে, শক্করী জাতীয়, চতুর্দশ-মাত্রিক (৮+৬), প্রথম মাত্রা সাধারণত গুরু। যেমন

হউ যুবতী | পতিয়ে হীন।
গঙ্গা সিনাইবাক | জাইয়ে দিন।

এই ছন্দ পয়ারের অব্যবহিত পূর্বরূপ বলিতে পারি। ইহার সহিত মধ্য বাঙ্গালায় একাদশ-দ্বাদশ-অক্ষরাত্মক 'একাবলী' তুলনীয় ॥

৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ

আদি-মধ্য বাঙ্গালায় ছন্দের নিজস্ব রূপ পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত দেখি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে। এখানে পয়ারই প্রধান ছন্দ এবং পয়ারের প্রাচীন রূপটি বজায় আছে। তখনো স্বরধ্বনির উচ্চারণ পূরাপূরি একমাত্রিক হইয়া পড়ে নাই, তাই পয়ার-ছত্রে চৌদ্দ অক্ষরের কমও দেখা যায়। যেমন

আসাঢ় (=আআসাঢ়) মাসে নব | মেঘ গরজএ।
মদনকদনে মোর | নয়ন ঝুরএ ॥

যেখানে চৌদ্দ অক্ষরের বেশি দেখা যায় সেখানে—গায়নের প্রক্ষেপ না হইলে—তুই স্বরকে দ্বিস্বর ধরিতে হইবে।[১] যেমন

ফুটিল কদম (ফুল) ভরে | নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল (=না ইল) | বাল (=বালঅ) গোপাল ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ত্রিপদী পাওয়া যায় চার ছাঁদের,—(ক) ৬+৬+৮, (খ) ৮+৮+১৭, (গ) ৮+৮+১৪ ও (ঘ) ৮+৮+৮। যেমন

(ক) সুন্দরি রাধা | সুণ সমুখে ॥ পুছো মোএঁ হৃষীকেশে।
কথাঁ না বসসি | কথাঁ তোর ঘর ॥ যাইবে কোমণ দেশে ॥

---

[১] এ নিয়ম অন্যত্রও খাটে।

(খ) আইহন সে জীএ কিকে ॥ হেন নারী পাঠায় বিকে ॥
গোপ জাতী ধনের কাতরে।
যার ঘরে হেন নারী ॥ সে কেহ্নে ধন ভিখারী ॥
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥

(গ) ঘরের বাহির হৈতেঁ ॥ তেলিনি তেল বিচিতেঁ ॥
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগেঁ সুনা ঘটে নারী ॥ হাঁছী জিঠিহো না বারী ॥
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥

(ঘ) কাহ্নাঞিঁর হাতে পড়ী ॥ সুন বড়ায়ি ল ॥ মোএঁ হারাইলোঁ বুধী।
উদ্ধার পাইএ যেন ॥ সুন বড়ায়ি ল ॥ তোহ্মে চিন্ত সেহী শুধী ॥

এগার অক্ষরের ছন্দ (৬+৫), 'একাবলী'
বুলিতেঁ নারএ | তোর চরিতে।
খণেকেঁ তোর হ- | এ আন চিতে ॥

দশ অক্ষরের ছন্দ (৪+৬)
কুশলে কি | আছহ নাতিনী।
রাধিকারে | পুছিআঁ কাহিনী ॥

দ্বিপদা ও ত্রিপদা মিশ্র ছন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অবিরল নয়। যেমন

(১) প্রথম ছত্র পয়ার, দ্বিতীয় ছত্র দশাক্ষর (৪+৬)
হার কেয়ূর রাধা | সঘ মোর নে।
বাঁশীগুটি | আণী মোক দে ॥

(২) প্রথম দুই ছত্র অষ্টাক্ষর (৬+২), তৃতীয় ছত্র পয়ার, ত্রিপদা
যত কৈলোঁ সং- | যম।
করিলোঁ ব্রত নি- | য়ম।
নঠ হএ কাহ্ন মোর | সে সব ধরম ॥

(৩) প্রথম দুই ছত্র অষ্টাক্ষর (৬+২), তৃতীয় ছত্র দশাক্ষর (৪+৬), ত্রিপদা
সুতিলোঁ সখির | বোলে।
সজল নলিনী | দলে।
তাত হৈতেঁ | আনল শীতলে ॥

(৪) প্রথম দুই ছত্র অষ্টাক্ষর (৬+২), তৃতীয় ছত্র বিংশতি-অক্ষর (৬+৬+৮), ত্রিপদা

দেখিআঁ পোড়ে হৃ- | দয়ে।
যেন মোর প্রাণ | জাএ।
কাহারে কহিবোঁ | কেনা পাতিআএ | বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥

(৫) প্রথম দুই ছত্র দশাক্ষর (৮+২, ৪+৬), তৃতীয় ছত্রে ১৫-১৮ অক্ষর, ত্রিপদা

সব খন চিন্তিআঁ মু- | রারী।
পরাণ ধরিতেঁ না- | পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে | কেমনে মন নেবারী ॥

৬. অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালা ছন্দ

অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালায় অক্ষরের মাত্রাসম উচ্চারণরীতি হ্রস্ব-দীর্ঘস্বর সমান করিয়া দিল। ইহাতে ত্রিপদীর লালিত্য ও প্রবাহমাণতা বাড়িল। পদান্ত অ-কারের লোপের ও শ্বাসাঘাতের স্পষ্টতার দরুন বহ্বক্ষর শব্দ দ্ব্যক্ষর (disyllabic) হইল। ফলে দুই দিক দিয়া ছন্দের শক্তি জাগিল। প্রথমত পয়ারের (প্রথম চরণার্ধে)[১] অক্ষরবহন ক্ষমতা বাড়িয়া গেল—পয়ার ছত্রে ষোল-সতের অক্ষর অবধি স্বচ্ছন্দে ঢুকিতে পারিল এবং তাহাতে গদ্যের কাজ চালাইবার পক্ষেও পয়ার উপযুক্ত হইল। বাঙ্গালা ছন্দ তখনো সুরপ্রধান ছিল, তাই অক্ষরবৃদ্ধি কানে লাগিত না। যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে

অনন্ত কামধেনু যাহাঁ | চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহো না | মাগে অন্য ধনে ॥

দ্বিতীয়ত, ত্রিপদীর বেষ্টনীতে ছড়ায় নৃত্যচপলতা বাঁধা পড়িল। যেমন লোচনের "ঢামালী" পদাবলীতে

'আর্ শুন্যাছ | 'আলো সই | 'গোরা-ভাবের্ | 'কথা।
'কোণের্ ভিতর্ | 'কুলবধূ | 'কান্দ্যা আকুল্ | 'তথা ॥

ইহার সহিত তুলনীয় লৌকিকের 'নিশিপাল' ছন্দ

গিরি টরই ॥ মহি পড়ই ॥ নাগ-মন | কম্পিআ।
তরণি-রথ ॥ গগন-রথ ॥ ধূলি-ভরে | ঝম্পিআ ॥

---

১ বৈদিক ছন্দে যেমন পয়ারেও তেমনি দ্বিতীয় চরণার্ধে ছন্দের ঠাট অটুট থাকে।

ব্রজবুলি পদাবলীর মধ্য দিয়া অন্ত্য-মধ্য বাঙ্গালায় অর্বাচীন অপভ্রংশের ছন্দ নূতন করিয়া এবং ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হইল।[১]

ব্রজবুলির মাত্রাছন্দের উদাহরণ :

ষোড়শমাত্রিক (৮+৮), চতুষ্পদী ('চউপঈ')

মন্দির বাহির | কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল | পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দূরতর | বাদল দোল।
বারি কি বারই | নীল নিচোল॥

ষোড়শমাত্রিক (১০+৬), 'তোটক'

নিজ মন্দির তেজি গ- | তং ঝটকং।
চলকুণ্ডলমণ্ডিত- | গণ্ডতটং॥
মদমত্তমতঙ্গজ- | মন্দগতা।
জটিলাপদপঙ্কজ- | ধূলিনতা॥

অষ্টাবিংশতিমাত্রিক (৮+৮+১২)

ইন্দীবরবর- | উদর-সহোদর- | মেদুর-মদহর-দেহ।
জাম্বূনদমদ- | বৃন্দবিমোহিত- | অম্বরবর-পরিধেহ॥

দ্বাদশমাত্রিক (৮+৪)

গহন বিরহগহ | লাগি।
রজনি পোহায়ই[২] | জাগি॥

অথবা (৪+৮)

গহন বি- | রহগহ লাগি।
রজনি পো- | হায়ই জাগি॥

ষট্‌চত্বারিংশমাত্রিক

(১২ [=৬+৬]+১২ [=৬+৬]+২২ [=৬+৬+৬+৪])

শরদচন্দ | পবনমন্দ ‖ বিপিনে ভরল | কুসুমগন্ধ ‖
ফুল্ল[৩]-মল্লিকা | মালতী যূথী[৪] | মত্ত[৫]-মধুকর- | ভোরণী।

---

[১] সপ্তদশ শতাব্দেও প্রাকৃতপৈঙ্গল বাঙ্গালী সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য ছিল।

[২] "পো" হ্রস্ব ও-কার।
[৩] 'ফুল' হইবে।
[৪] 'যূ' ঝাড়া এই পর্বে সব দীর্ঘস্বর হ্রস্ব।
[৫] "মত" হইবে।

পঞ্চবিংশতিমাত্রিক (৭+৭+১১)

নন্দনন্দন- | চন্দ চন্দন- | গন্ধনিন্দিত-অঙ্গ।
জলদসুন্দর | কম্বুকন্ধর | নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥

দ্বাবিংশতিমাত্রিক (৬+৬+১০)

অতিশীতল | মলয়ানিল | মন্দমধুরবহনা।
হরি-বৈমুখি | হামারি[১] অঙ্গ | মদনানলে-দহনা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষের দিকে বাঙ্গালা ছন্দে দুইটি নূতনত্বের দেখা পাই। (১) একই মিলের পুনরাবৃত্তি, এবং (২) দীর্ঘায়িত অর্থাৎ অতিপর্ব পয়ার। মধ্য বাঙ্গালায় ক্বচিৎ দীর্ঘ চতুষ্পদী ব্রজবুলি কবিতা ছাড়া অন্যত্র পর পর একই অন্ত্যানুপ্রাসময় দুইয়ের বেশি ছত্র পাই না। বোধ করি ফারসী গজলের অনুকরণেই একমিলযুক্ত কবিতা ও গান অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে চালু হইয়াছিল। দীর্ঘায়িত পয়ারের নিদর্শন

বাইশ | আখড়া বাজে তক্তরওয়াঁ ॥ শোভে স্থানে স্থানে।
ব্রাহ্মণের | শিশু মীলি সাম গান | করিছে সঘনে ॥

ছন্দটির এমন বিশ্লেষণও করা যায়,

বাইশ আ | খড়া বাজে ॥ তক্তরওয়াঁ | শোভে স্থানে স্থানে।
ব্রাহ্মণের | শিশু মীলি ॥ সাম গান | করিছে সঘনে ॥

৭. আধুনিক বাঙ্গালা ছন্দ

মধ্য বাঙ্গালার মতো আধুনিক বাঙ্গালার ছন্দকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়, ‘তদ্ভব’ ও ‘তৎসম’। তদ্ভব হইতেছে অপভ্রংশের মাত্রামূলক ছন্দ হইতে ধারাবাহিত হইয়া আগত অক্ষরমূলক ছন্দ। তৎসম হইতেছে অপভ্রংশের মাত্রামূলক ছন্দের অনুসরণ ও অনুকরণ। মধ্য বাঙ্গালায় তদ্ভব ছন্দ ছিল প্রধানত তানপ্রধান, অর্থাৎ সুর টানিয়া আবৃত্তি অথবা গান করা হইত, যেমন পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি। ইহাকে (প্রথম) অর্থাৎ প্রাচীন তদ্ভব ছন্দ বলিতে পারি। ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে রাঢ়ীতে পদে আদিস্বরাঘাত ও অন্ত্য অ-কার লোপ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর ঝোঁক-দেওয়া নাচনি ছড়ার-ছন্দ ত্রিপদীর দলে স্থান পাইল। তবে এ ছন্দের মেয়েলি সুর ও খেয়ালি চাল বৈষ্ণব-কবিসমাজের বাহিরে ভদ্ররচনায় সমাদর পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই ধরনের ছন্দ ব্যবহার করিলেন শুধু হাস্যরসসৃষ্টির

[১] দুইটি আ-কারই হ্রস্ব।

কাজেই।[১] শতাব্দের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ এই নাচনি ছন্দের সঙ্গে বুনিয়াদি তানপ্রধান ছন্দের মিলন ঘটাইয়া দিলেন। ইহাই এখন "বলপ্রধান" বা "শ্বাসাঘাতপ্রধান" ছন্দ নাম পাইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় অর্থাৎ নবীন তদ্ভব ছন্দ বলা যায়। পয়ার-ত্রিপদীকে **তানপ্রধান** ছন্দ নাম দিলে, এটিকে **তালপ্রধান** ছন্দ বলিব। যেমন

'আজ সকালে | 'কোকিল ডাকে ‖ 'শুনে মনে | 'লাগে
'বাংলা দেশে | 'ছিলেম যেন ‖ 'তিন শ বছর | 'আগে।

আধুনিক বাঙ্গালা ছন্দের তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে 'তৎসম' মাত্রামূলক ছন্দ। ইহাকে বলিব **মানপ্রধান** ছন্দ। তান-মান-তাল সঙ্গীতের যেমন ছন্দেরও তেমনি বিশিষ্ট আঙ্গিক।

মাত্রামূলক 'তৎসম' ছন্দও রবীন্দ্রনাথ তদ্ভব ছন্দের মত বেমালুম চালাইয়াছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে আধুনিক বাঙ্গালায় যথার্থ 'মানপ্রধান' অর্থাৎ অক্ষরঘেঁষা-মাত্রামূলক বা মাত্রাঘেঁষা-অক্ষরমূলক ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে ‖
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতি-সৌরভ | রভসে।
ঘনগৌরবে | নবযৌবনা | বরষা ‖
শ্যামগম্ভীর | সরসা ‖

১৮ (=৮+৬+৪)+১৮ (=৮+৬+৪)+১৮ (=৮+৬+৪)+১০ =৬+৪) মাত্রার এই স্তবকটি অতিপর্ব তালপ্রধান ছন্দের ঢঙেও পড়া যায়

অই | 'আসে ঐ | 'অতি ভৈ- | 'রব হরষে
জল | 'সিঞ্চিত | 'ক্ষিতিসৌ- | 'রভ রভসে।
ঘন- | 'গৌরবে | 'নবযৌ- | 'বনা বরষা
'শ্যামগম্- | 'ভীর সরসা ‖

---

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম সংস্করণ দ্রষ্টব্য (পৃ ১২২-২৩)।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাঙ্গালা শব্দের স্বরধ্বনি-বিচার

১. ধ্বনি ও বানান

সংস্কৃতের স্বরধ্বনি অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় পৌঁছিয়াছে। বাঙ্গালায় 'অ' সংস্কৃতের 'অ' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সংস্কৃতের 'অ' বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দের 'আ' ধ্বনির মতো ছিল। সংস্কৃতে 'আ' দীর্ঘ ধ্বনি, বাঙ্গালার 'আ' সাধারণত হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ', এই চার ধ্বনি আছে বটে কিন্তু বানানে সেগুলির মূল্য যথাযথ রক্ষিত হয় না। 'ঈষৎ' শব্দের 'ঈ' বাঙ্গালায় উচ্চারণ হয় 'ই', কিন্তু 'তিন' শব্দের 'ই' আসলে 'ঈ'। তেমনি 'অ কূল' উচ্চারিত হয় 'অকুল' এবং 'দুধ' উচ্চারিত হয় 'দূধ'। সংস্কৃতে 'এ' 'ও' সর্বদাই দীর্ঘ, কিন্তু বাঙ্গালায় প্রায়ই হ্রস্ব। 'ঐ', 'ঔ', এই দুই দ্বিস্বরধ্বনির উচ্চারণ ছিল যথাক্রমে 'আই' এবং 'আউ'। কিন্তু বাঙ্গালায় হইয়াছে 'ওই', 'ওউ'। ঋ-কার ধ্বনি প্রাকৃতে লুপ্ত হইয়া র-কারযুক্ত অথবা র-কারবিহীন বিভিন্ন স্বরধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালায় একটি নূতন স্বরধ্বনির উদ্ভব হইয়াছে —æ ('অ্যা')। বর্ণমালায় এই ধ্বনির কোন স্থান নাই। সাধারণত ইহা এ-কার দিয়াই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে॥

২. ব্যঞ্জনব্যবহিত স্বরধ্বনি (Vowel Not in Contract)

১. পদাদিস্থিত এবং পদমধ্যবর্তী স্বর সংস্কৃতে অথবা প্রাকৃতে যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বে থাকিলে বাঙ্গালায় দীর্ঘ হয়। সং অষ্টা, প্রা অট্ঠ, বা আট ; সং উষ্ট্র-, প্রা উট্ঠ-, বা উট ; সং এক-, প্রা এক্ক-, বা এক ; সং তৈল-, প্রা তেল্ল-, বা তেল ; সং ভিত্তি-, প্রা ভিত্তি, বা ভিত ; সং বন্ধ্যা, প্রা বঞ্ঝা, বা বাঁঝা।

২. দৈবাৎ যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী অ-কার আ-কারে পরিণত হয় নাই। এরূপস্থলে হয় অন্য শব্দের প্রভাব আছে, নয় অ-কারের বিবৃত উচ্চারণের স্থানে সংবৃত উচ্চারণ আগেই আসিয়াছিল, বুঝিতে হইবে। সং সর্ব-, প্রা সব্ব-, বা সব ('সভা' শব্দের প্রভাব থাকিতে পারে) ; সং বর্ততে, প্রা বট্টই, বটে ; সং পঞ্চদশ, প্রা পন্নরহ, বা পনরো (পনেরো) ; সং সপ্তদশ, প্রা সত্তরহ, বা সতরো। (শেষের দুইটি শব্দে আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের অনুপস্থিতিতে স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয় নাই, এমন অনুমানও করা যাইতে পারে।)

৩. দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রাকৃতের মধ্য অথবা অন্ত্য স্তরে লোপ পাইয়া গিয়া প্রাচীন বাঙ্গালায় দুই সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ একাধিক সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির পরিণাম পরে দেখানো যাইতেছে।

৪. পদাদিস্থিত স্বরধ্বনি ক্বচিৎ শ্বাসাঘাতের অত্যন্ত অভাববশত প্রাকৃতে অথবা বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে। সং অরিষ্ট-, প্রা অরিট্‌ঠ-, আ-বা রীঠা; সং অহকম্ ('অহম্' স্থলে), প্রা হকং > *হঅং, প্রা-বা হউ; সং উপবিশতি, প্রা উপবিসই > *বইসই, বা বৈসে > বসে; সং উদ্ধার-, প্রা উদ্ধার-, ম-বা উধার, আ-বা ধার।

৫. সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি অপভ্রংশে '-অ' (<-অ, -আ), '-ই' (< -ই, -ঈ-, এ) অথবা '-উ' (<-উ, -ঊ, -ও) হইয়া প্রাচীন বাঙ্গালায় অনির্বিচারে '-অ' হইয়া গিয়াছে এবং পরে অ-কার লোপ পাইয়াছে। সং ভক্ত-, প্রা ভত্ত-, বা ভাত; সং রাজা, প্রা রাজা > রায়া, বা রায়; সং যুক্তি-, প্রা জুত্তি-, বা যুত; সং শ্মশ্রু-, প্রা সস্সু, বা শাশ (যেমন মাশাশ, পিশাশ); সং দদ্রু-, প্রা দদ্দ‍ু-, বা দাদ। সং পুত্রঃ, প্রা পুত্তো (পুত্তে, পুত্ত, পুত্ত‍ু), বা পুত; সং বাহু-, প্রা বাহু, ম-বা বাহ।

৬. প্রাকৃতে একক ব্যঞ্জনলোপের ফলে দুই স্বরধ্বনি পদান্তে সন্নিকৃষ্ট হইলে তাহার পরিণতি পরে নির্দেশ করা যাইতেছে।

৭. প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালার পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি আধুনিক বাঙ্গালার দ্ব্যক্ষর উচ্চারণপদ্ধতি অনুসারে—আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাত-হেতু—প্রায়ই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে (তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দে)। বাঙ্গালা > বাঙ্‌লা; গামোছা > গাম্‌ছা; রাঁধনা > রাঁধ্‌না > রান্না; পিপিড়া > পিপ্‌ড়া; আঁকুশি > আঁক্‌শি অপরাজিতা > অপ্‌রাজিতা; অপচয় > অপ্‌চ।

৮. অপিনিহিতির ফলেও স্বরধ্বনি লুপ্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে বলা যাইতেছে।

৯. ক্বচিৎ পদাদিস্থিত অ-কার আ-কারে পরিণত হইয়াছে (প্রাচীন অথবা আদি-মধ্য বাঙ্গালায়)। সং অপর-, প্রা অবর-, ম-বা আঅর > বা আর; সং অশীতি-, প্রা অসীই-, বা আশী॥

৩. সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি (Vowels in Contact)

১. পদমধ্যস্থিত দুই বা দুইএর বেশি সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি বাঙ্গালায় এইভাবে দ্বিস্বরে (diphthong) পরিণত হইয়াছে:

(ক) অ+ই-, উ=দ্বিস্বর ঐ, ঔ। সং সখী, প্রা সহী, বা সই > সৈ ; সং বধূ-, প্রা বহূ, বা বউ > বৌ ; সং মুকুট-, প্রা মউড-, বা মউড় > মৌড় ; সং প্রতিষ্ঠা, প্রা পইট্‌ঠা, বা পইঠা > পৈঠা।

(খ) আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ দ্বিস্বর পদান্ত না হইলে অনেক সময় শেষাংশ (-ই, -উ) পরিত্যাগ করিয়া অ-কারে অথবা ও-কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সং শকুল-, প্রা সউল, বা শৌল > শোল ; সং মুকুল-, প্রা মউল- > বউল-, বা বৌল > বোল ; সং উপবিশতি, প্রা বইসই, বা বৈসে > বসে ; সং বহিত্রক-, প্রা *বহিট্‌ঠঅ-, বা বৈঠা > বোঠে।

(গ) কখনো কখনো অ+ই=এ > ই, এবং অ+উ=ও > উ। সং গত+-ইল-, প্রা *গঅইল্ল-, বা *গইল > গেল ; সং অস্মাভিঃ, প্রা অম্‌হাহি প্রা বা * অম্‌হই > অম্‌হে, বা আমি ; সং চলতু, প্রা চলউ, বা চলু > চলু-ক ; সং রাজপুত্র, প্রা রাঅউত্ত-, বা রাউত।

তবে পদান্তে হয় না। সং কবয়ী, বা কই, কৈ (মাছ) ; সৈ, বৌ, ইত্যাদি।

(ঘ) আ+ই, উ প্রাচীন বাঙ্গালায় ও মধ্য বাঙ্গালার প্রথম স্তরে রহিয়া যায়, এবং পদান্তস্থিত না হইলে পরে, হয় (পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায়) এ-কারে পরিণত হইয়াছে, নয় ই-কার এবং উ-কার—ই-কারে পরিণত হইয়া—লুপ্ত হইয়াছে। সং আমিষ-, প্রা আমিষ- > আবিঁস-, বা আঁইষ > আঁষ ; সং আয়াত+ইল-, প্রা আইঅ-ইল > *আইল্ল-, বা আইল > এল ; আকুল-, প্রা আউল-, বা *আউলা > আইলা > এলো ; সং অবিধবা, প্রা অবিহবা, বা আইহ > এয়ো।

(ঙ) পদান্তস্থিত '-আই, -আউ' রহিয়া গিয়াছে। সং গাবী > বা গাই ; সং নাসীৎ, প্রা নাসী > নাহী, বা নাই ; সং অলাবু, প্রা অলাবু, বা লাউ।

-আই < -আউ : আয়ু > আউ > আই ; বায়ু > বাউ > বাই।

(চ) অ-কার অ-কারে মিলিয়া 'অ' অথবা 'আ', এবং অ-কার আ-কারে মিলিয়া 'আ' হইয়াছে। সং শত, বা শ ; সং কদলক-, প্রা কঅলঅ-, বা কলা ; সং কপর্দক-, প্রা কবড্ডঅ-, বা কড়া ; সং খাদতি, প্রা খাঅই, বা খাই > খায়[১] ; সং রক্ষাপাল-, প্রা রক্‌খবাল-, ম-বা রাখআল, রাখাল ; সং উপকারিক-, প্রা উবআরিঅ-, প্রা-বা উয়ারী ; সং শরাব-, প্রা সরাঅ, বা শরা।

[১] সমাপিকা ক্রিয়াপদে পদান্তে -আই > -আয়্। যেমন, তাহার বড়ো খাঁই : সে খায় ; নাই (= নাপিত) : নায় (= স্নান করে) ; ধাওয়াধাই (= দৌড়) : ধায় (দৌড়ে)।

(ছ) ই, ঈ,+অ=ঈ (ই)। সং জামাতৃক-, প্রা জামাইঅ-, বা জামাই ; সং চলিত-, প্রা চলিঅ-, বা চলী (চলি) ; সং পীতল-, প্রা পীঅল-, বা পীলা (রঙ) ; সং *বর্দ্ধাপিকা, প্রা বদ্ধাইআ > বদ্ধাইঅ-, ম-বা বাধাই।

(জ) দৈবাৎ পদমধ্যবর্ত্তী ই (ঈ)+অ এ-কারে পরিণত হইয়াছে। সং দ্ব্যর্দ্ধ-, প্রা দিঅড্‌ঢ-, বা দেড়।

(ঝ) ই, ঈ+ই, ঈ=ঈ > ই। সং জীবিত+ইল-, প্রা *জীবিঅইল্ল- > *জীইল, ম-বা *জীয়ল > জীল (জিল), আ-বা জিয়ল (মাছ)।

(ঞ) উ, ঊ+অ=ঊ > উ। সং সুগন্ধিক-, প্রা সুঅন্ধিঅ-, ম-বা সুন্ধি, আ-বা সুঁদি ; সং গোরূপ-, প্রা গোরূব-, বা গোরু।

(ট) উ, ঊ+ই, ঈ > উই। সং ভূতি > বা হুই (পদবী) ; সং পূতিকা, প্রা, পূইঅ, বা পুই (শাক) ; সং *সুপিতক-, প্রা সুইঅঅ, বা শুইয়া > শুয়ে।

(ঠ) উ, ঊ+উ, ঊ=ঊ > উ। সং দ্বিগুণক-, প্রা দুউণঅ-, বা দুনা।

(ড) এ+অ=এ। সং দেবকুল-, প্রা দেবউল- > দেঅউল-, বা দেউল ; সং *নেকুল- ('নকুল' স্থানে), প্রা *নেউল-, বা নেউল ; সং নেপুর- ('নূপুর' স্থানে), প্রা নেউর-, বা নেউর ; সং দয়থ, প্রা দেথ > দেহ, বা দেহ > দেঅ > দে।

(ঢ) ও+অ=ও। সং যোগ-, প্রা জোঅ-, বা জো (যো) ; সং রোমন্-, প্রা রোম- > রোবঁ-, বা রোঁ ; সং *গোমন্ত্-, প্রা গোম- > গোবঁ-, বা গোঁ (পদবী)।

(ণ) ও+ই=ওই > উই। সং গোমিন্-, গোমিক-, প্রা গোমি-, গোমিঅ- > গোবিঁ-, গোবিঁঅ-, বা গুঁই (পদবী)।

(ত) ও+উ=ও। সং গোধূম-, প্রা গোহুম- > *গোউম-, বা গোম > গম (সম্ভবত 'কম' শব্দের প্রভাবে) ; সং শকুল-, প্রা সউল-, বা শোল (মাছ)।

২. কখনো কখনো য়-শ্রুতি ('য়,' 'হ') বা ব-শ্রুতি ('ও', 'য়') আসিয়া সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনিকে বিপ্রকৃষ্ট করিয়া দিয়াছে। সং সাগর-, প্রা সাঅর-, বা সায়র > সায়ের ; সং কেতক-, প্রা কেঅঅ-, বা কেয়া (য়-শ্রুতি) ; সং *কেতকট-, প্রা *কেঅঅড-, বা কেওড়া (ব-শ্রুতি) ; সং জীবতি, প্রা জীঅই, ম-বা জীয়ে ; সং শিখর-, প্রা শিহর-, বা শিয়র ; সং মোদক-; প্রা মোঅঅ-, বা মোয়া ; সং লোমন্-, লোমক- > বা রোঁয়া, রোঁ॥

৪. অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি

অন্ত-মধ্য বাঙ্গালায় পদমধ্যবর্তী 'ই, উ' স্বস্থানে থাকিয়াও পূর্ববর্তী অক্ষরে আগম হইত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারই নাম **অপিনিহিতি (Epenthesis)**। সপ্তদশ শতাব্দের পূর্বে অপিনিহিতির নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, সুতরাং মনে হয় যে সপ্তদশ শতাব্দের আগে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অন্য কোন কোন নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষায় অপিনিহিতির ও তদাশ্রিত ধ্বনি-পরিবর্তনের নিদর্শন সামান্য কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় ও সিংহলীতে এমন ধ্বনিপরিবর্তন যেমন নিয়মিত ও সুস্পষ্ট এমন আর কোথাও নয়। প্রাকৃতে অপিনিহিতি একেবারেই নাই। প্রাকৃতে (এবং বাঙ্গালায় সাধারণত) যাহা অপিনিহিতির নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয় তাহা আসলে স্বরধ্বনির বিপর্যাসেরই নিদর্শন। যেমন, সং পর্যন্ত (=পরিঅন্ত-) > প্রা *পইরন্ত > পেরন্ত ; সং আশ্চর্য- > প্রা অচ্ছরিঅ- > *অচ্ছইর- > অচ্ছের।

বাঙ্গালায় ই-কার এবং উ-কার এই দুই স্বরধ্বনি সম্পর্কে অপিনিহিতি ঘটিয়াছে, এবং পরে অপিনিহিত উ-কার প্রায়ই ই-কারে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গালীতে অপিনিহিত স্বর এখনও অপরিবর্তিত, কিন্তু রাঢ়ীতে তাহা লুপ্ত অথবা পরিবর্তিত। চারি > চাইর (রাঢ়ীতে, চা'র), খলি > খইল (রাঢ়ীতে খোল) প্রা বা কামরূ > কাঁঙুর, মাগু > মাউগ (রাঢ়ীতে মাগ)।

অপিনিহিতির অথবা বিপর্যাসের পর স্বরপরিবর্তন হইলে তাহাকে **অভিশ্রুতি (Umlaut)** বলে। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার অপিনিহিত স্বর নিম্ন-নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যায়।

(ক) অ+ই=ও : করিতে > *কইরিতে, কইর্‌তে > কোর্‌তে ; চলিতে > চইল্‌তে > চোল্‌তে ; খলি > *খইলি, খইল > খোল ; *চখু > *চউখু, চউখ > চোখ।

(খ) আ+ই=আ, অথবা (অন্য স্বর পরে থাকিলে) এ : আজি > আইজ > আজ ; কালি > কাইল > কা'ল ; রাতি+এর > রাইত+এর > রা'তের, রেতের বেলা ; রাখিয়া > *রাইখিয়া, রাইখা > রেখে।

রাঢ়ীতে চলিত ভাষায় সন্ধিমূলক ও অপিনিহিতি-অভিশ্রুতিমূলক স্বরপরিবর্তন এইভাবে হয় :

(ক) অ+ই+অ=ও+ও : হইল > হোলো, পড়িল > পোড়লো।

(খ) অ+ই+আ=ও+এ : করিয়া > কোরে, বলিয়া > বোলে।

(গ) আ+ই+আ=এ+এ: হারিয়া > হেরে, মানিয়া > মেনে, ভাটিয়াল > ভেটেল, মাটিয়া > মেটে।

(ঘ) অ+উ+আ=ও+ও: পটুয়া > পোটো, কটুআ > কোটো।

(ঙ) আ+উ+আ=এ+ও: হারুয়া > হেরো, সাথুয়া > সেথো, নাটুয়া > নেটো, আকুলায়িত-> আউলাইঅ- > এলো (চুল)।

৫. স্বরসঙ্গতি

শব্দের মধ্যে যদি অন্য কোন কারণ ছাড়া আপনাআপনিই স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয় তবে সে ব্যাপারকে **স্বরসঙ্গতি** বলে।

পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায়, রাঢ়ীতে ও চলিত ভাষায়, সন্ধি অথবা অপিনিহিতি-অভিশ্রুতি ব্যতিরেকেও **স্বরসঙ্গতি (Vowel-harmony)** দেখা যায়। এইরূপ স্থলে পদমধ্যে এক স্বরের প্রভাবে অপর স্বরে যে পরিবর্তন দেখা যায় তাহা সমীভবনেরই রূপান্তর।

স্বরসঙ্গতির বা স্বরসাম্যের সূত্র নিম্নে নির্দিষ্ট হইল।

(ক) পরবর্তী ই-কার ও উ-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ-কার ও-কার হইয়া যায়। যেমন, বল্-ই > বোলি, কর্-ই > কোরি; বল্-উক > বোলুক, ইত্যাদি।

(খ) পরবর্তী অ-কার (ও-কার), আ-কার এবং এ-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী 'ই, উ, এ' যথাক্রমে 'এ, ও, অ্যা' হইয়া যায়। যেমন, লিখ্+অ > লেখ', লিখ্+আ > লেখা, লিখ্+এ > লেখে, শুন্=আ > শোনা, দেখ্+এ > দ্যাখে, সং *গত+ইল- > বা গেল (=গ্যাল)। কিন্তু দেখে < দেখিয়া।

(গ) পূর্বে অ-কার, আ-কার, উ-কার ও ও-কার এবং শেষে ই-কার থাকিলে মধ্যবর্তী অ-কার এবং আ-কার উ-কার হইয়া যায়। যেমন, ম-বা আজলী > আজুলি, উড়ানি > উড়ুনি, নগরিয়া > নগুরে, কোন্দলিয়া > কুঁদুলে, হাটরিয়া > হাটুরে, বানরিয়া > বানুরে।

(ঘ) ই-কার ও উ-কারের পরবর্তী আ-কার যথাক্রমে এ-কার এবং ও-কারে পরিণত হয়। যেমন, বিদ্যা > বিদ্যে, ভিক্ষা > ভিক্ষে, বিলাত > বিলেত, নিলাম > নিলেম, শুখা > শুখো, ধুনা > ধুনো, উদাম > উদোম॥

ষোড়শ অধ্যায়

বাঙ্গালা শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনি-বিচার

বাঙ্গালা সাধুভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপত্তিবিচার করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে স্বরমধ্যবর্তী একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি প্রাকৃত যুগের মধ্যস্তর হইতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সংস্কৃতের যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি পদমধ্যবর্তী হইতে প্রাকৃতে সমীভূত যুগ্ম-ব্যঞ্জনধ্বনি হইয়া বাঙ্গালায় প্রাচীন স্তরেই একক ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল। এই ধ্বনি রহিয়া গিয়াছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ অথবা অজ্ঞাতগোষ্ঠীর ভাষা হইতে আগত দেশি শব্দ এবং বিদেশি ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ ছাড়া অপর সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে।

নিম্নে বাঙ্গালা ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপত্তি নির্দেশ করা যাইতেছে।

ক্

১. পদাদিস্থিত একক অথবা যুক্ত ক্- রহিয়া গিয়াছে। সং করোতি, প্রা করোদি, করই, বা করে ; সং কিম্, প্রা কিং, বা কি, কী ; সং ক্রীণাতি, প্রা কিণই, বা কিনে ; সা ক্বাথ-, প্রা কাহ-, বা কাই ; সং স্কন্ধ-, প্রা কন্ধ-, বা কাঁধ।

২. পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত -ক্- প্রাকৃতে সমীভূত -ক্ক্- হইয়া বাঙ্গালায় একক -ক্- হইয়াছে। সং পক্ব-, প্রা পক্ক-, বা পাকা ; সং শর্করা, প্রা সক্করা বা সাকর, সং শুক্তিকা, প্রা সুক্কিআ, বা শুকি, সিকি ; সং চতুষ্ক-, প্রা চউক্ক-, বা চৌকা ; সং বল্কল-, প্রা বক্কল-, বা বাকল ; সং সংক্রম-, প্রা সঙ্কম-, যা সাঁকো ; সং চক্র-, প্রা চক্ক-, বা চাক, চাকা ; সং মর্কট-, প্রা মক্কড-, বা মাকড়।

৩. পদান্তস্থিত প্রত্যয়স্থানীয় -ক দৈবাৎ বাঙ্গালায় (অথবা প্রাকৃতে) নূতন দেখা দিয়াছে। সং দয়তু, বা দেউ > দেউক।

পদাদিস্থিত স্ক- হইয়াছে খ- ; এবং পদাদি ও পদমধ্যস্থিত -ক্ষ- হইয়াছে -খ- অথবা -ছ-। উদাহরণ নীচে দ্রষ্টব্য।

খ্

১. পদাদিস্থিত সংস্কৃত খ- রহিয়া গিয়াছে। সং খাদতি. প্রা খাঅই, প্রা বা খাই, আ-বা খায় ; সং খড়্গ-, খণ্ড- > প্রা খড্ড-, খণ্ড-> বা খাড়া, খাঁড়া ; সং খাদ্য-, প্রা খজ্জ-, দা খাজা।

২. পদাদিস্থিত ষ-কার- অথবা স-কার-যুক্ত 'ক্' প্রাকৃতের যুগেই 'খ্' হইয়া গিয়াছে। সং ক্ষুদ্র-, প্রা খুদ্দ-, বা খুদ ; সং স্কন্তাগার-, প্রা খন্তাআর-, বা খামার ; সং ক্ষেপ- (দাঁড় টানা), প্রা খেঅ-, বা খেয়া ; সং ক্ষেপ- (=পদক্ষেপ, মূষল আঘাত), প্রা ছেঅ-, বা ছেয়া, ছিয়া।

৩. ক্বচিৎ পদাদিস্থিত র-কার যুক্ত 'ক্' প্রাকৃতে এবং বাঙ্গালায় 'খ্' হইয়া গিয়াছে। সং ক্রীড়তি, প্রা খেলই, বাং খেলে। কিন্তু সং ক্রীণাতি, বা কিনে।

৪. পরবর্তী হ-কারের যোগে 'ক্' কদাচিৎ 'খ্' হইয়াছে। সং কহোল > খোল ; ম-বা একহো > এখো (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

৫. পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত -ক-, -খ্- প্রাকৃতে সমীভূত -ক্‌খ্- হইয়া বাঙ্গালা একক -খ্- হইয়াছে। সং রক্ষতি, প্রা রক্‌খই, বা রাখে ; সং শুষ্ক-, প্রা সুক্‌খ-, বা শুখা ; সং দুঃখ-, প্রা দুক্‌খ, বা দুখ (=দুখ) ; সং শঙ্খ-, প্রা সংখ-, বা শাঁখ।

গ্

১. একক অথবা ব্যঞ্জনযুক্তপদাদিস্থিত গ্- রহিয়া গিয়াছে। সং গোরূপ-, প্রা গোরূঅ-, বা গোরু ; সং গাথয়তি, প্রা গাহেই, বা গায় ; সং গ্রামি(ক)-, প্রা গামি(অ-), বা গাঁই, গেঁয়ো ; সং গ্রন্থয়তি, প্রা গ্রন্থেই, বা গাঁথে।

২. পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত -গ্- প্রাকৃতে সমীভূত -গ্‌গ- হইয়া বাঙ্গালায় একক -গ্- হইয়াছে। সং মুদ্গ-, প্রা মুগ্‌গ্- (মুঙ্গ-), বা মুগ (হিন্দী মূঙ) ; সং *অগ্নিক-, প্রা অগ্‌গিঅ-, বা আগি, আগ ; সং মার্গয়তি, প্রা মগ্‌গেই (মঙ্গেই), বা মাগে (মাঙ্গে) ; সং বল্গা, প্রা বগ্‌গা, বা বাগ।

৩. 'জ্ঞ' উচ্চারণে 'গঁ' হইয়াছে। জ্ঞান=গ্যঁান ; বিজ্ঞ=বিগ্‌গঁ।

ঘ্

১. পদাদিস্থিত ঘ্- রহিয়া গিয়াছে। সং ঘর্ম-, প্রা ঘম্ম-, বা ঘাম ; সং ঘৃত-, প্রা ঘিঅ-, বা ঘি (ঘী) ; সং ঘাত-, প্রা ঘাঅ-, বা ঘা।

২. পরবর্তী হ্-কারের স্থান পরিবর্তনের ফলে ক্বচিৎ পদাদিস্থিত ও পদমধ্যস্থিত 'গ্' 'ঘ্' হইয়া গিয়াছে। সং গৃহ-, প্রা*গরূহ- > ঘর-, বা ঘর ; সং গোবিষ্ঠা, প্রা গোইট্‌ঠা, বা গোইঠা > *গুইঠা > ঘুঁটে ; সং গ্রথক- > ঘটক-, প্রা ঘটঅ- > ঘডঅ-, বা ঘড়া।

৩. পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত -ঘ্- প্রাকৃতে -গ্‌ঘ্- হইয়া বাঙ্গালায় একক -ঘ- হইয়াছে। সং ব্যাঘ্র-, প্রা বগ্‌ঘ-, বাং বাঘ ; সং দীর্ঘ-, প্রা দিগ্‌ঘ-, বা দীঘ।

ঙ্

১. ক-কার ও খ-কারের পূর্ববর্তী -ঙ- পূর্বগামী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করিয়া দিয়া লুপ্ত হইয়াছে, অন্যথা রহিয়া গিয়াছে। সং সঙ্‌ক্রম-, প্রা সঙ্কম-, প্রা-বা সাঙ্কম, আ-বা সাঁকো ; সং অঙ্ক- -প্রা অঙ্ক-, বা আঁক ; সং শঙ্খ-, প্রা শঙ্খ-, বা শাঁখ ; সং শঙ্খিকা, প্রা *সঙ্খিকা, বা শাঁখি (=গ্রীবা) ; সং বক্র-, প্রা বঙ্ক-, বা বাঁকা।

২. গ-কার ও ঘ-কারের পূর্ববর্তী -ঙ্- ক্বচিৎ দুই ধ্বনিকে আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে তবে বিকল্পে আত্মলোপ করিয়া পূর্বগামী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করিয়াছে। সং সঙ্গ-, প্রা সঙ্গ-, প্রা-বা সাঙ্গ, আ-বা সঙ (কিন্তু সাঙা, সাঁগা) ; সং স্বঙ্গ-, প্রা সঙ্গ-, বা সঙ ; সং রঙ্গ-, প্রা রঙ্গ-, বা রঙ ; সং গঙ্গা, প্রা গঙ্গা, প্রা-বা গাঙ্গ, আ-বা গাঙ (কিন্তু গাঙ্গিনী) ; সং জঙ্ঘা, প্রা জঙ্ঘা, বা জাঙ (কিন্তু জাঙ্গাল, জাঁগাল) ; সং শিঙ্ঘানিকা, প্রা সিঙ্ঘাণিআ, বা শিকনি, শিঙ্‌নি ; সং ব্যঙ্গ-, প্রা-বা বেঙ্গ, আ-বা বেঙ (বেঙাচি, বেঙ্গাচি)।

চ্

১. পদাদিস্থিত ও পদমধ্যবর্তী একক 'চ্' রহিয়া গিয়াছে। সং চন্দ্র-, প্রা চন্দ্র-, বা চাঁদ ; সং চলতি, প্রা চলই, বা চলে ; সং চূর্ণ-, প্রা চুণ্ণ-, বা চুন ; সং চিহ্ন-, প্রা চিণ্‌হ-, বা চিন, চিনা ; সং পেচক-, প্রা পেচঅ-, বা পেঁচা।

২. পদমধ্যবর্তী সংস্কৃতের 'চ্চ্' ও 'ঞ্চ' এবং সংস্কৃত যুক্তব্যঞ্জন হইতে সমীভূত প্রাকৃতের 'চ্চ্' ও 'ঞ্চ' একক চ-কারে পরিণত হইয়াছে। সং ক্রৌঞ্চ-, প্রা কোঞ্চ-, বা কোঁচ ; সং উচ্চ- প্রা উচ্চ- (উঞ্চ-), বা উচ (উঁচা) ; সং বঞ্চতি, প্রা *বঞ্চই, বা বাঁচে (বঞ্চে) ; সং সিঞ্চতি, প্রা সিঞ্চই, বা সিঞ্চে, সিঁচে ; সং সত্য-, প্রা সচ্চ-, সঞ্চ-, বা সাঁচা ; সং পঞ্চ, প্রা পঞ্চ, বা পাঁচ ; সং মঞ্চ-, বা মাচা।

ছ্

১. পদাদিস্থিত 'ছ' রহিয়া গিয়াছে। সং ছদিস্-, প্রা ছই-, বা ছই ; সং ছত্র-, প্রা ছত্ত-, বা ছাত, ছাতা ; সং ছেদনিকা, প্রা ছেঅণিআ, বা ছেনী ; সং ছন্দস্-, প্রা ছন্দ, বা ছাঁদ ; সং ছন্ন (দুগ্ধ), প্রা ছণ্ণ-, বা ছানা।

২. পদাদিস্থিত 'শ্', 'ষ্' ও 'স্' ক্বচিৎ ছ-কারে পরিণত হইয়াছে। সং শাবক, প্রা সাবঅ, বা ছা ; সং শক্তুক-, প্রা সত্তুঅ-, বা ছাতু ; সং ষট্, প্রা ছ, ছয় ; সং স্থচি-, বা ছুঁচ, সুই।

৩. পদাদিস্থিত এবং পদমধ্যবর্তী 'ক্ষ্' ক্বচিৎ 'ছ্' হইয়াছে (অন্যথা 'খ্')। সং ক্ষুরিকা, প্রা ছুরিআ, বা ছুরি (খুর) ; সং কক্ষ-, প্রা কচ্ছ- (কক্‌খ-), বা কাছ (কাঁখ) ; সং ক্ষার-, প্রা ছার- (খার-), বা ছার (খার) ; সং ক্ষীণ-, বা ছিনা ; সং ক্ষুব্ধ, প্রা ছুব্ধ- (*খুব্ধ), প্রা-বা ছুধ, আ-বা ছুত, ছুঁত (খুঁত)।

৪. পদমধ্যবর্তী বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতে সমীভূত -চ্ছ- হইয়া বাঙ্গালায় একক -ছ- হইয়াছে। সং বৎস-, প্রা বচ্ছ-, বা বাছা ; সং মৎস্য-, প্রা মচ্ছ- (মাগধী মশ্চ-), বা মাছ ; সং রথ্যা, প্রা রচ্ছা (মাগধী লচ্ছা), বা নাছ ; সং পশ্চা (বা পশ্চাৎ), প্রা পচ্ছা, বা পাছ ; সং *কীশ্চ, কিঞ্চ, প্রা কিঞ্চ, প্রা-বা কিছু, বা কিছু।

জ্

১. পদাদিস্থিত একক অথবা ব্যঞ্জনানুসৃত জ্- রহিয়া গিয়াছে। সং *জাগ্রতি, প্রা জগ্‌গই, বা জাগে ; সং জয়কার-, প্রা জঅআর-, বা জোহার ; সং জলতি, প্রা জলই, বা জলে ; সং *জ্যেষ্ঠতাতিকা, প্রা জেট্‌ঠাইআ, বা জেঠাই।

২. পদাদিস্থিত জ্- ও য্- প্রাকৃতে এবং বাঙ্গালায় জ- হইয়াছে। সং দ্যূত-, প্রা জুআ-, বা জুয়া ; সং যন্ত্র-, যন্ত্রিকা, প্রা জন্ত-, জন্তিআ, বা জাঁতা, জাঁতি ; সং যুক্তি-, প্রা জুত্তি, বা জুত্ ; সং যাতি, প্রা জাই, বা যায়।

৩. পদমধ্যস্থিত -জ্- ক্বচিৎ রহিয়া গিয়াছে। সং *ঋজুবুধ্য-, প্রা *অজবুজ্‌ঝ-, বা আজবুঝ ; সং ভ্রাতৃজায়া, প্রা *ভাউজাঅ, ভাইজাঅ, বা ভাউজ, ভাইজ > ভা'জ।

৪. পদমধ্যস্থিত সংস্কৃত -জ্জ্- অথবা বিবিধ যুক্তব্যঞ্জন হইতে প্রাকৃতে সমীভূত -জ্জ্- বাঙ্গালায় একক -'জ্'- হইয়াছে। সং লজ্জা, প্রা লজ্জা, বা লাজ ; সং অদ্য, প্রা অজ্জ, বা আজ ; সং উৎপদ্যতে, প্রা উপ্‌পজ্জই, বা উপজে ; সং গর্জন-, প্রা গজ্জণ-, বা গাজন ; সং কার্য-, প্রা কজ্জ-, বা কাজ ; সং শল্যকরূপ- প্রা *সজ্জঅরূঅ-, বা সজারু।

ঝ্

১. বাঙ্গালায় ঝ-কারাদি শব্দের অধিকাংশই দেশি অথবা ধ্বন্যাত্মক। ক্বচিৎ পদাদিস্থিত ঝ্- সংস্কৃত জ-কার অথবা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ঝ-কার অথবা ধ-কার হইতে আসিয়াছে। সং জুষ্ট-, প্রা জুট্‌ঠ-, *ঝুট্‌ঠ- > বা ঝুট, ঝুঠা ; সং জুর্ণ-, প্রা জুণ্ণ-, বা ঝুন, ঝুনা ; সং ঝঞ্ঝা, বা ঝাঁঝ ; সং ক্ষরতি, প্রা ঝরই, বা

ঝরে ; সং ক্ষাম-, প্রা ঝাম-, বা ঝামা ; সং দুহিতা, প্রা ধীতা > ঝিআ, বা ঝি (ঝী)।

২. পদমধ্যস্থিত -ধ- প্রাকৃতে সমীভূত -জ্ ঝ- হইয়া বাঙ্গালায় একক -ঝ- হইয়াছে। সং সন্ধ্যা, প্রা সঞ্ঝা, বা সাঁঝ ; সং উপাধ্যায়-, প্রা উঅজ্ঝাঅ-, বা ওঝা ; সং মধ্য-, বা মাঝ।

ঞ্

১. এখন বাঙ্গালায় এই ধ্বনি লুপ্তপ্রায়। পুরানো বাঙ্গালায় ইহা অজ্ঞাত ছিল না (যেমন, গোসাঞি)। আধুনিক বাঙ্গালা লেখায় কচিৎ পাওয়া যায় (যেমন মিঞা)। (প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ঞ্' ছিল 'ইআঁ-' ধ্বনির বিকল্পে উচ্চারণ।) সং গোস্বামী, প্রা গোস্‌সামি > গোস্‌সাবিঁ, বা গোসাঞি > গোসাঁই।

২. সংস্কৃতের ব্যঞ্জন পূর্ব 'ঞ্' প্রাকৃতে -ণ্ণ্- (-ঞ্ঞ্-) হইয়া বাঙ্গালায় একক ন-কারে পরিণত। সং সংজ্ঞা, প্রা সণ্ণা, বা সান ; সং রাজ্ঞী (*রাজ্ঞিকা), প্রা রণ্ণিআ, বা রানী। তদ্ভব শব্দে জ্ঞ- > জ-। সং জ্ঞানী, বা জান।

৩. সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের ঞ্-পূর্ব চবর্গ-ধ্বনি বাঙ্গালায় নাসিক্য-স্বরপূর্ব একক চবর্গ-ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। সং মঞ্চ-, প্রা মঞ্চ-, বা মাচা ; সং অঞ্চল-, প্রা অঞ্চল-, বা আঁচল ; সং পঞ্জিকা, প্রা পঞ্জিকা, বা পাঁজি ; সং অঞ্জলি-, বা আঁজলা ; সং ঝঞ্ঝা, বা ঝাঁঝ ; সং বন্ধ্যা, প্রা বঞ্ঝা, বা বাঁঝা।

ট্

১. পদাদিস্থিত সংস্কৃত, প্রাকৃত অথবা দেশি ট্- রহিয়া গিয়াছে। সং টঙ্ক-, প্রা টঙ্ক-, বা টাকা ; সং *টঙ্গ-, প্রা টঙ্গ-, বা টঙ।

২. বিবিধ যুক্তব্যঞ্জন হইতে প্রাকৃতে সমীভূত -ট্ট্- বা -ণ্ট্- বাঙ্গালায় একক -ট্- হইয়াছে। সং, প্রা ভট্ট-, বা ভাট ; সং মৃত্তিকা, প্রা মট্টিআ, বা মাটি ; সং স্নেহবৃত্ত-, প্রা *ণেহবট্ট-, বা নেওটা ; সং বর্ত্ম, প্রা বট্ট-, বা বাট ; সং ইষ্ট-, প্রা ইট্ঠ- (ইণ্ট-), বা ইট (ইঁট) ; সং দীপবর্তিকা, প্রা দিঅবট্টিআ, ম-বা দিয়টি, বাং দেউটী ; সং কৃন্তক- > কণ্টক-, প্রা কণ্টঅ-, বা কাঁটা ; সং কৃত্যতে, প্রা কট্টই, বা কাটে।

৩. প্রাচীন বাঙ্গালায় পদান্তস্থিত, কচিৎ পদমধ্যস্থিত, -ঠ্- আধুনিক বাঙ্গালায় অনেক সময় -ট্- হইয়াছে। সং অষ্ট, প্রা অট্ঠ, বা আঠ > আট ;

সং অঙ্গুষ্ঠিকা, প্রা অঙ্গুট্ঠিআ, আঙ ঠি > আংটি, সং মুষ্টি-, প্রা মুট্ঠি-, বা মুট ; সং উষ্ট্র-, প্রা উট্ঠ- (উণ্ঠ-), বা উঠ > উট (উট)।

৪. তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দে 'ষ্ণ' এই যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ বাঙ্গালায় 'ষ্ট' বা 'ষ্টঁ' হইয়াছে। কৃষ্ণ > ক্রিষ্ট (তৎসম), কেষ্ট ; বিষ্ণু > বিষ্টুঁ ; তৃষ্ণা > তেষ্টা।

ঠ্

১. দেশি ও আগন্তুক শব্দের আদিস্থিত ঠ্- রহিয়া গিয়াছে। ঠাকুর, ঠোঙ্গা, ঠুলি।

২. কখনো কখনো পদমধ্যস্থিত -স্ত- এবং -স্থ- প্রাকৃতে সমীভূত -ট্ঠ- হইয়া গিয়া বাঙ্গালার একক ঠ-কারে পরিণত হইয়াছে। ক্বচিৎ পূর্ববর্তী ধ্বনির বা পদাংশের লোপের ফলে এইরূপ ঠ-কার পদাদিতেও দেখা যায়। সং অস্থিক-, প্রা অট্ঠিঅ- > অণ্ঠিঅ-, বা আঁঠি ; সং উৎস্থাপয়তি > উত্থাপয়তি, প্রা উট্ঠাবেই, বা উঠায় ; সং স্থামিক-, প্রা ঠামিঅ- > ঠাবিঁঅ- বা ঠাঁই (ঠাঞি) ; সং প্রস্থ-, প্রা পট্ঠ-, বাং *পাঠ > পাট।

৩. পদমধ্যস্থিত -ষ্ট-, -ষ্ঠ- এবং স্থ- প্রাকৃতে সমীভূত -ট্ঠ- বা -ণ্ঠ- হইয়া গিয়া বাঙ্গালায় একক -ঠ্- হইয়াছে। সং নষ্ট-, প্রা ণট্ঠ-, বা নাঠ (নঠ) > নাট (নট) ; সং গোষ্ঠ-, প্রা গোট্ঠ-, বা গোঠ ; সং *চতুষ্ঠ- (ষষ্ঠ শব্দের অনুকরণে), প্রা চউট্ঠ-, বা চৌঠ ; সং *শুষ্ঠ- ('শুষ্ক' অর্থে), প্রা স্থণ্ঠ, বা শুঠ ; সং মস্তক-, প্রা মণ্ঠঅ-, বা মাঠা ; সং গ্রন্থি, প্রা গণ্ঠি-, বা গাঁঠি > গাঁঠ, গাঁট।

৪. সংস্কৃত শব্দের ট-কার ক্বচিৎ বাঙ্গালায় ঠ-কারে রূপান্তরিত হইয়াছে। সং টেণ্টা, প্রা- বা ঠেঁটা ; সং তুণ্ড-, প্রা টুণ্ড-, বা ঠোঁট।

ড্ (-ড়-)

১. সংস্কৃত দ-কারজাত পদাদিস্থিত ড- রহিয়া গিয়াছে। সং দংশ-, প্রা ডংস-, বা ডাঁশ ; সং(বি) দারিত-, প্রা দালিঅ- (ডালিঅ-) বা দাইল (ডাইল) > দা'ল (ডা'ল)।

২. দেশি ও সংস্কৃত শব্দে আদিস্থিত ড-রহিয়া গিয়াছে। যেমন, ডাব, ডিঙ্গি, ডগা ; সং ডিম্ব-, বা ডিম।

৩. পদমধ্যবর্তী -ত্- (ও -ট্-) প্রাকৃতে -ড- হইয়া গিয়া বাঙ্গালায় - ড়- হইয়াছে। সং পততি, প্রা *পটই > পডই, বা পড়ে ; সং চততি > *চটতি, প্রা চডই, বা চড়ে ; সং পেটক-, প্রা পেডঅ-, বা পেড়া ; সং তট-, প্রা তড-,

বা তড় ; সং কর্কটক-, প্রা কক্কটঅ- > কক্কডঅ- (কক্কডঅ-), বা কাঁকড়া ; সং বট-, বা বড় (-গাছ)।

৪. পদমধ্যবর্তী যুক্ত অথবা একক -ড্- প্রাকৃতে -ড্-, -ড্ড্- অথবা -ণ্ড- হইয়া গিয়া বাঙ্গালায় একক -ড়- হইয়াছে। সং নাডিকা, প্রা ণাডিআ, বা নাড়ি ; সং ছিন্দতি > *ছিণ্ডতি, প্রা ছিণ্ডই, বা ছিঁড়ে ; সং উড্ডয়তি, প্রা উড্ডেই, বা উড়ে ; সং কপর্দক-, বা কড়া ; সং পাণ্ডু, বা পাঁড় (-শশা) ; সং সংদংশিকা, প্রা *সণ্ডংসিআ, বা সাঁড়াশি।

ঢ (-ঢ়-)

১. দেশি শব্দে পদাদিস্থিত ঢ- রহিয়া গিয়াছে। যেমন, ঢাল, ঢঙ্গ, ঢেঁড়স। দৈবাৎ সংস্কৃত শব্দেও মিলে। যেমন, ঢৌকতে (*ঢৌক্যতে), প্রা ঢোক্কই, বা ঢোকে।

২. ক্বচিৎ পদাদিস্থিত ধ- প্রাকৃতে ও বাঙ্গালায় ঢ- হইয়াছে। সং ধারয়তি (তুলনীয় 'বারিধারা'), প্রা *ঢালেই, বা ঢালে ; সং ধৃষ্ট-, প্রা *ঢিট্‌ঠ-, বাং ঢীট ; সং *ধুন্ধয়তি, প্রা ঢুণ্ডেই, বা ঢুড়ে।

৩. হ-কারের প্রভাবে ড-কার ক্বচিৎ ঢ-কারে পরিণত হইয়াছে। সং ডুন্দুভ-, প্রা ডুণ্ডুহ-, বা ঢোঁড়া।

৪. সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত পদমধ্যবর্তী -ঠ্- ও -ঢ্-, এবং প্রাকৃতে সমীভূত -ড্ঢ্-, বাঙ্গালায় -ঢ়- > -ড়- হইয়াছে। সং গ্রথতে > গঠতে, প্রা গঠই, বা গঢ়ে > গড়ে ; সং দংষ্ট্রা, প্রা দাঢা, বা দাঢ়া > দাড়া ; সং পীঠিকা, প্রা পিঠিআ > পিঢিঅ-, বা পিঁড়ি ; সং *কৃষ্-ধ-তি, প্রা কড্ঢই, প্রা-বা কাঢ়ই, আ-বা কাঢ়ে > কাড়ে ; সং বর্ধয়তি, প্রা বড্ঢেই, বা বাঢ়ে > বাড়ে ; সং *বর্ধ্রিক-, প্রা বড্ডিঅ-, বা বাড়ি (=লাঠি, চাবুক)।

ণ্

১. ণ-কার ধ্বনি বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে। পদমধ্যবর্তী ণ-কারযুক্ত ট-বর্গধ্বনি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়া অথবা প্রাকৃতে উৎপন্ন হইয়া বাঙ্গালায় নাসিক্যস্বরপূর্ব একক ট-বর্গধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। সং কণ্টক-, প্রা কণ্টঅ-, বা কাঁটা ; সং ঘট্ট,- প্রা ঘণ্ট-, বা ঘাঁট ; সং মণ্ডপ-, প্রা মণ্ডব-, বা মাড়ো।

২. সংস্কৃত অ-কারপরবর্তী -ণ্ড- বাঙ্গালায় সাধারণত নাসিক্যস্বরপূর্ব -ড়্- হইয়াছে। কিন্তু ক্বচিৎ প্রাকৃতে সমীভূত -ণ্ণ- হইয়া বাঙ্গালায় একক ন-কারে পরিণত হইয়াছে। সং খণ্ড-, প্রা খণ্ড-, *খণ্ণ-, বা খাঁড় (=গুড়), খান ;

সং দণ্ড, বা দাঁড়, ডান্ ('ডাং-গুলি' বা 'গুলি-ডাং'), ডন ('ডন দেওয়া') ; সং ভণ্ড-, প্রা ভণ্ড-, *ভন্ন-, বা ভাঁড়, ভান ; সং মণ্ড-, প্রা মণ্ড-, *মন্ন-, বা মাড়, মান (=কচু)।

ত্

১. পদাদিস্থিত একক অথবা ব্যঞ্জনপূর্ববর্তী ত-কার প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়া বাঙ্গালায় রহিয়া গিয়াছে। সং তাপ-, প্রা তাব-, বা তা ('ডিমে তা দেওয়া') ; সং তরতি, প্রা তরই, বা তরে ; সং ত্রোটয়তি, প্রা তোডেই, বা তোড়ে ; সং ত্রুট্যতি, বা টুটে।

২. বিবিধ যুক্তব্যঞ্জন হইতে প্রাকৃতে সমীভূত অথবা স্বত-উদ্ভূত -ত্ত- এবং -ন্ত- বাঙ্গালায় একক ত-কারে পরিণত হইয়াছে। সং মৌক্তিক-, প্র মোত্তিঅ- > মুত্তিঅ-, বা মোতি ; সং বর্তিকা, প্রা বত্তিআ, বা বাতি ; সং পত্র-, প্রা পত্ত-, বা পাত (পাতা) ; সং ভিত্তি-, প্রা ভিত্তি-, বা ভিত ; সং পীতল- > পিত্তল-, প্রা পিঅল-, পিত্তল-, বা পীলা (রঙ), পিতল ; সং পঙ্‌ক্তি-, প্রা পংত্তি-, বা পাঁত ; সং ব্যাত্ত-, প্রা *বেত্ত-, বা ব্যাঁত (উপভাষা) ; সং নপ্তৃক-, প্র ণত্তিঅ-, বা নাতি ; সং অন্তঃকুট-, প্রা *অন্তউড-, বা আঁতুড় ; সং দন্ত-, প্রা দন্ত-, বা দাঁত ; সং স্রোতস্-, প্রা সোন্ত-, বা সোঁত ; সং যন্ত্রক-, প্রা জন্তঅ-, বা জাঁতা।

থ্

১. পদাদিস্থিত স্থ- (এবং ক্বচিৎ স্ত-) প্রাকৃতে ও বাঙ্গালায় 'থ্' হইয়াছে। সং স্তম্ভ-, প্রা থম্ভ-, বা থাম ; সং স্থূণিকা, প্রা থুণিআ, বা থুনি (উপভাষা) ; সং স্তর-, প্রা থর-, বা থর।

২. পদমধ্যবর্তী -স্থ-, -স্ত-, -স্থ-, -ৎস্থ- এবং -র্থ- প্রাকৃতে -ত্থ- হইয়া বাঙ্গালায় -থ- হইয়াছে। সং কপিত্থ-, প্রা কইত্থ-, বা কয়েথ, কথ > কয়েদ, কদ (বেল) ; সং মস্তক-, প্রা মত্থঅ-, বা মাথা ; সং পুস্তিকা, প্রা পুত্থিআ, বা পুঁথি ; সং উৎস্থল-, প্রা উত্থল-, বা উথল ; সং সার্থ-, প্রা সত্থ-, বা সাথ।

দ্

১. পদাদিস্থিত দ- অথবা দ্র- (র-কার ত্যাগ করিয়া) রহিয়া গিয়াছে। সং দীর্ঘ-, প্রা দিগ্ঘ-, বা দীঘ ('আড়ে দীঘে') ; সং দর্পণ-, প্রা দপ্পণ-, প্রা বা দাপন ; সং দ্রোণ-, প্রা দোণ-, বা দোন, দোনা (=ঠোঙ্গা) ; সং দ্রোণিকা, প্রা দোণিআ, বা ডুনি।

২. সংখ্যাবাচক 'দ্বি' শব্দে হয় দ-কার লুপ্ত হইয়াছে, নয় 'ব' 'উ, ও' হইয়াছে। সং দ্বার, বা দুয়ার, দোয়ার > দোর ; সং দ্বাবিংশ-, বা বাইশ ; সং দ্বে, প্রা দুবে, বা দুই ; সং *দ্বীনি, প্রা *দ্‌বিন্নি, প্রা বা বেণি।

৩. পদমধ্যস্থিত দ-কারযুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে -দ্দ- হইয়া বাঙ্গালায় একক দ-কারে পরিণত হইয়াছে। সং ক্ষুদ্র-, প্রা খুদ্দ-, বা খুদ ; সং নিদ্রা, প্রা নিদ্দা, বা নীদ, নীঁদ ; সং মুদ্রক-, প্রা মুদ্দঅ-, বা মুদো ; সং চতুর্দশ, প্রা চউদ্দহ, বা চৌদ্দ ; সং উদ্দামন্-, প্রা উদ্দাম-, বা উদাম- > উদোম ; সং কর্দম-, প্রা কদ্দম- > কদ্দবঁ-, বা কাদা, কাদো ; সং ছন্দস্-, প্রা ছন্দ-, বা ছাঁদ।

ধ্

১. পদাদিস্থিত একক ধ-কার রহিয়া গিয়াছে। সং ধূমক-, প্রা ধুমঅ- > ধুবঁঅ-, বা ধোঁয়া ; সং ধবল-, প্রা ধঅল-, বা ধল ; সং ধরতি, প্রা ধরই, বা ধরে ; সং *ধাতৃকা, প্রা ধাইআ, বা ধাই।

২. পদমধ্যস্থিত ধ-কারযুক্ত ব্যঞ্জন প্রাকৃতে -দ্ধ- হইয়া বাঙ্গালায় একক -ধ- হইয়াছে। সং শ্রদ্ধা, প্রা সদ্ধা, বা সাধ ; সং বন্ধ-, প্রা বন্ধ-, বা বাঁধ ; সং অর্ধ-, প্রা অদ্ধ-, বা আধ ; সং * বর্ধাপিকা, প্রা বদ্ধাইআ, ম-বা বাধাই ('নন্দ-ঘরে আনন্দ বাধাই') ; সং উদ্ধার, ম-ব উধার, আ-বা ধার।

ন্

১. পদাদিস্থিত ন-কার এবং পদমধ্যস্থিত একক ন-কার (ও 'ণ > ন')
রহিয়া গিয়াছে। সং নব, প্রা ণব, বা ন, নয় ; সং ণিম্ব-, প্রা নিম্ব-, বা নিম ;
সং শৃণোতি, প্রা সুণই, বা শুনে ; সং ব্রাহ্মণ-, প্রা বম্হণ- বামন > বামুন,
সং জানাতি, প্রা জাণই, বা জানে।
সং নপ্তৃক-, প্রা ণত্তিঅ-, বা নাতি ;

২. পদমধ্যস্থিত ন-কার (ও ণ-কার) -যুক্ত ব্যঞ্জন (-ন্দ-, -ন্ধ- ছাড়া)
প্রাকৃতে -ন্ন- (-ণ্ণ-) হইয়া বাঙ্গালায় একক ন-কার হইয়াছে। সং রাজ্ঞিকা,
প্রা রণ্ণিআ, বা রানী ; সং সংজ্ঞা, প্রা সণ্ণা, বা সান ; সং পর্ণ-, প্রা পণ্ণ-, বা
পান ; সং খণ্ড-, প্রা *খণ্ণ-, বা খান (খানা) ; সং বন্যা, প্রা বণ্ণা, বা বান ;
সং প্রস্নবয়তি, প্রা পণ্‌হবেই, বা পানায় ; সং কৃষ্ণ-, প্রা কণ্‌হ-, বা কান (কানু,
কানাই) ; সং চিহ্নক-, প্রা চিণ্‌হঅ-, ব চিনা ('বিটঙ্ক মুখের শোভা
বসন্তের চিনা') ; সং রুগ্‌ণ-, প্রা রুণ্ণ-, বা রুণ, রোনা ; সং ভগ্ন-, প্রা * ভণ্ণ-,
বা ভানা (ধান)।

৩. পদমধ্যবর্তী -ন্দ-, -ন্ধ- ন-কার ত্যাগ করিয়া পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করিয়াছে। সং ইন্দুর-, প্রা ইন্দুর-, বা ইঁদুর ; সং বিন্ধ-, প্রা বিন্ধ-, বা বিঁধ ; সং সন্ধি, বা সাঁধি ; সং চন্দ্র-, প্রা চন্দ-, বা চাঁদ।

৪. সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের ল-কার অনেক সময় ন-কারে পরিণত হইয়াছে। সং রথ্যা, প্রা লচ্ছা, বা নাছ ; সং লবণ-, প্রা লোণ-, বা নুন ; সং, প্রা লম্ব-, বা নামা।

প্

১. পদাদিস্থিত প-, এবং প্র- (র-কার ত্যাগ করিয়া) রহিয়া গিয়াছে। সং পোত-, প্রা পোঅ-, বা পো ; সং পাদোন-, প্রা পাওণ- > পাউণ-, বা পৌনে ; সং প্রথ- ('প্রথম' শব্দে), প্রা পহিল্ল-, বা পহিল > পয়লা ; সং প্রত্যায়য়তি, প্রা পত্তাএই, ম-বা পাতিয়ায় ; সং প্রবিশতি, প্রা পবিসই, বা পশে ; সং পর্বন্-, প্রা পব্ব-, বা পাব।

২. পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত প-কার প্রাকৃতে -প্প- (-ম্প) হইয়া বাঙ্গালায় একক -প- হইয়াছে। সং উৎপদ্যতে, প্রা উপ্পজ্জই, বা উপজে ; সং কার্পাস-, প্রা কপ্পাস-, বা কাপাস ; সং সমর্পয়তি, প্রা সমপ্পেই > সবঁপ্পেই, বা সঁপে ; সং রূপ্যক-, প্রা রূপ্পঅ-, বা রূপা ; সং কম্প-, প্রা কম্প-, বা কাঁপ ; সং বাষ্প-, বা ভাপ।

ফ্

১. পদাদিস্থিত একক ফ- অথবা স্ফ- (স-কার ত্যাগ করিয়া) রহিয়া গিয়াছে। সং ফল্গু-, প্রা ফগ্গু, বা ফাগ ; সং ফুল্ল-, প্রা ফুল্ল-, বা ফুল ; সং স্ফোটক-, প্রা ফোড়অ-, বা ফোড়া।

২. ক্বচিৎ অন্য শব্দের প্রভাবে পদাদিস্থিত প্-হইয়াছে ফ-। সং প্রেরয়তি প্রা *পেলেই > পেল্লই, ম-বা পেলে (তুলনীয় 'পেলা দেওয়া') > আ-বা ফেলে (সং স্ফারয়তি, প্রা ফালেই, বা *ফালে শব্দের প্রভাবে) ; ফলা+পাতা > ফাতা (ফাত্না) ; ফাঁদ+পাশ > ফাঁস।

৩. পদমধ্যবর্তী -ম্ফ্-পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করিয়া দিয়া বাঙ্গালায় একক -ফ- হইয়াছে। সং লম্ফ-, প্রা লম্ফ-, বা লাফ ; সং গুম্ফা, প্রা গুম্ফা, ম বা গোফা ; সং, প্রা গুম্ফ-, বা গোঁফ > গোঁপ।

ব্

১. পদাদিস্থিত ব- ('ব্') বাঙ্গালায় ব-কার রূপে রহিয়া গিয়াছে। সং বিংশ-, প্রা বীস-, বা বিশ ; সং বধূটিকা, প্রা বহুডিআ, বা বউড়ি ; সং বন্যা,

প্রা বণ্ণ, বা বান ; সং বালক-, প্রা বালঅ-, বা বালা ; সং বুধ্যতে, প্রা বুজ্ঝই, বা বুঝে।

২. পদাদিস্থিত র-কারের ও য-কারের পূর্ববর্তী ব- (ব-), র-কার ও য-কার ত্যাগ করিয়া, রহিয়া গিয়াছে। সং ব্রাহ্মণ-, প্রা বম্হণ-, বা বামুন ; ব্যঙ্গ-, প্রা বেঙ্গ-, বা বেঙ ; সং ব্যাঘ্র-, প্রা বগ্ঘ-, বা বাঘ।

৩. সংখ্যাবাচক 'দ্বা' তদ্ভব শব্দে পূর্বপদে 'বা-' হইয়াছে। সং দ্বাদশ, প্রা দ্বাদস, বা বার ; সং দ্বাবিংশ(তি), বা বাইশ ; সং দ্বাপঞ্চাশৎ, প্রা বাবন্নাহ, বা বায়ান্ন ; ইত্যাদি।

৪. পদমধ্যবর্তী বিবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত -ব্ (ব্) প্রাকৃতে -ব্ব- হইয়া গিয়া বাঙ্গালায় একক -ব- হইয়াছে। সং গর্ব-, প্রা গব্ব-, বা গাব (নামধাতু 'গাবানো') ; সং সর্ব-, প্রা সব্ব-, বা সব ; সং কর্তব্য-, প্রা করিঅব্ব-, বা করিব।

৫. ক্বচিৎ হ-কারের বিপর্যাস হইয়া 'ভ্' স্থানে 'ব' দেখা যায়। সং ভগিনী, প্রা ভইণী, বা বহিনী > বোন।

ভ্

১. পদাদিস্থিত একক এবং ব্যঞ্জনযুক্ত ভ্- (ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া) রহিয়া গিয়াছে। সং ভিন্ন-, প্রা ভিণ্ণ-, বা ভিন ; সং ভ্রাতৃক-, প্রা ভাইঅ-, বা ভাই ; সং * ভুক্ষা, প্রা ভুক্‌খা, বা ভুখ > ভোখ।

২. ক্বচিৎ পরবর্তী হ-কারের স্থানপরিবর্তনের ফলে 'ব্' এবং 'ম্' ভ-কারে পরিণত হইয়াছে। সং বাষ্প-, প্রা বপ্‌ফ-, ভাপ ; সং মহিষ-, প্রা মহিংস-, বা ভৈঁস > ভয়সা ; সং বুস্ত-, প্রা বুথ-, বা ভূতি, ভুতুড়ি (কাঁঠালের)।

৩. পদমধ্যবর্তী বিবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত -ভ- প্রাকৃতে -ব্ভ- হইয়া বাঙ্গালায় একক -ভ- >-ব- হইয়াছে। সং গর্ভক-, প্র গব্ভঅ-, বা গাভা, গাভু > গাবু ; সং অভ্রচ্ছায়া, প্রা অব্ভচ্ছাঅ-, বা আবছা।

৪. পদমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ-ব্যঞ্জনযুক্ত ব-কার প্রাকৃতে -ব্ভ- হইয়া বাঙ্গালায় একক -ভ্- > -ব্ হইয়াছে। সং ঊর্ধ্ব-, প্রা উব্ভ-, প্রা বা উভ, আ বা উবু ; সং জিহ্বা, প্রা জিব্ভা, বা জীভ > জিব।

ম্

১. পদাদিস্থিত একক অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত ম- (ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া) রহিয়া গিয়াছে। সং মাতা, প্রা মাঅ-, বা মা ; সং মধু, প্রা মহু, বা মউ ; সং ম্রক্ষতি প্রা মক্‌খই, বা মাখে।

২. পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত -ম- প্রাকৃতে -ম্‌ম- হইয়া বাঙ্গালায় একক -ম হইয়াছে। সং উন্মত্ত-, প্রা উম্মত্ত-, প্রা বা উমত ; সং জম্বু-, প্রা জম্বু-, জাম ; সং জন্মন্-, প্র জম্মং, প্রা-বা জাম ; সং কুম্ভকার-, প্রা কুম্ভআর-, বা কুমার ; সং আম্র-, প্রা অম্ব-, বা আম, আঁব ; সং ঘর্ম-, প্রা ঘম্ম-, বা ঘাম ; সং দ্রম্য- (দ্রম্য-), প্রা দম্ম-, বা দাম ; সং অস্মাভিঃ, প্রা অম্‌হাহি, বা আমি ; সং কুষ্মাণ্ডক-, প্রা কুম্‌হণ্ডঅ-, বা কুমড়া ; সং ব্রাহ্মণ-, প্রা বম্‌হণ-, বা বামুন।

৩. পদমধ্যবর্তী -ম্- অন্ত্য প্রাকৃতে -বঁ- হইয়া বাঙ্গালায় পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে নাসিক্য করিয়া দিয়া লোপ পাইয়াছে। সং গোমিন্- (গোমিক-), প্রা গোমিঅ- (গোবিঁঅ-), বা গুঁই ; সং গোস্বামিন্-, প্রা গোস্‌সাবিঁ-, বা গোসাঁই ; সং অষ্টমী, প্রা *অট্‌ঠবিঁ, বা আটুইঁ।

(য্) য়্

১. পদাদিস্থিত 'য' জ-কারে পরিণত হইয়াছে। লেখায় ইহা 'য' ও 'জ' দুইরূপেই পাওয়া যায়। যাতি > যায় ; সং যাতা (=স্বামীর ভ্রাতৃবধূ), বা জা।

২. পদমধ্যস্থিত স্বরমধ্যবর্তী 'য়' লুপ্ত হইয়াছে। যেমন ছায়া > ছা ("বৃক্ষ অশ্বত্থের ছা") ; সং গায়তি, প্রা-বা গাই।

৩. সমাপিকা ক্রিয়ার বর্তমানে প্রথম পুরুষের একবচনের পদান্ত '-ই' আধুনিক বাঙ্গালায় -য় হইয়াছে। সং নয়তি, প্রা নেই, আ-বা নেয় ; সং কথয়তি, প্রা কহেই, প্রা-বা কহই > কঅই, আ-বা কয়।

৪. প্রাকৃতে উৎপন্ন ই-কার অনেক সময় পদমধ্যে -'য়্' হইয়াছে। সং মদির-, প্রা মইল, বা ময়লা ; সং কপিল-, প্রা কইল-, বা কয়লা (তু° "কইলে বাছুর")।

৫. প্রাকৃতে উৎপন্ন য়-শ্রুতি রহিয়া গিয়াছে। সং সকল, বা সয়াল (=সংসার) ; সং বচন-, বা বয়ান ; সং সাগর-, বা সায়র, সায়ের ; সং মদন-, বা ময়ান, ময়েন।

র্

১. পদাদিস্থিত র-কার রহিয়া গিয়াছে। সং রোহিত-, প্রা রোহিঅ-, বা রুই ; সং রোমন্-(লোমন্), প্রা রোম- (লোম-), বা রোঁ, রোঁয়া ; সং রশ্মি-, প্রা রস্‌সি, বা রাশ ; সং রক্ত-, প্রা রত্ত-, ম-বা রাতা ; সং আরাত্রিক-, বা আরতি (=দেবতার সন্ধ্যা-পূজা)।

২. পদমধ্যস্থিত -র- রহিয়া গিয়াছে। সং করোতি, প্রা করেই, বা করে ; সং অপর-, প্রা অবর-, বা আর।

৩. পুরানো অর্ধতৎসম শব্দে পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনযুক্ত -র্- প্রাকৃতে স্বরভক্তিযুক্ত -রি- হইয়া বাঙ্গালায় রহিয়া গিয়াছে। সং সর্ষপ-, প্রা সরিসঅ-, বা সরিসা ; সং আদর্শিকা, প্রা * আঅরসিআ, বা আরসি।

৪. ক্বচিৎ পদমধ্যবর্তী -ড্-, -ট্- এবং -দ্- প্রাকৃতে -ড্- হইয়া বাঙ্গালায় -র- হইয়াছে। সং বিড়াল-, প্রা বিড়াল-, বা বেরাল ; সং পাটলী, প্রা পাডলী, বা পারুল ; সং ত্রয়োদশ, প্রা তেডহ, বা তের ; সং সপ্ততি-, প্রা * সত্তডি-, ম-বা সত্তরি, আ-বা সত্তর।

৫. কখনও কখনও পদমধ্যবর্তী -ট-, ড়- কারে অথবা র-কারে পরিণত হয়। সং পর্পট-, প্রা পপ্পড-, বা পাঁপড় > পাঁপর ; সং বট-, বা বড়।

৬. উপভাষাবিশেষে (এবং কদাচিৎ সাধারণভাবে) স্বরাদি শব্দে র-কারের আগম দেখা যায়। সং উপাধ্যায়-, প্রা উবজ্ঝাঅ-, বা ওঝা > রোজা। তেমনি দৈবাৎ আদি র-কারের লোপও দেখা যায়। সং রোহিত-, প্রা রোহিঅ-, বা রুই (পোকা) > উই।

ল্

১. পদাদিস্থিত ল-কার রহিয়া গিয়াছে। সং লক্ষ-, প্রা লক্‌খ-, বা লাখ ; সং লিখ্যতে, প্রা লিক্‌খই, বা লিখে।

২. পদমধ্যবর্তী সংস্কৃত ও প্রাকৃত -ল্-, প্রাকৃত -ল্ল্-, সংস্কৃত -ল্ব্- এবং কদাচিৎ -ল্য্- (ও -ল্ব্-) একক ল-কারে পরিণত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। সং অলক্তক-, প্রা অলত্তঅ-, বা আল্‌তা ; সং কদলক-, প্রা কঅলঅ-, বা কলা ; সং ষোড়শ, প্রা সোলহ, বা ষোল ; সং পর্যঙ্ক-, প্রা পল্লঙ্ক-, বা পালঙ্ ; সং পর্যঙ্কিকা, প্রা পল্লঙ্কিআ, বা পালকি ; সং ভদ্রক- > *ভদ্‌লক-, প্রা ভল্লঅ-, বা ভালো ; সং হরিদ্রা, প্রা হলিদ্দা, ম-বা হলদি > বা হলুদ ; সং বিল্ব-, প্রা বিল্ল-, বা বেল ; সং প্রবাল-, প্রা পবাল-, বা পোয়াল (=অঙ্কুর ; ব-শ্রুতি না থাকিলে 'পলা') ; সং ওল্ব-, প্রা ওল্ল-, বা ওল ; সং কল্য-, প্রা কল্ল-, বা কাল ; সং শল্য-, প্রা সল্ল-, ম-বা শাল, আ-বা শেল।

ব্ (অন্তঃস্থ)

১. পদাদিস্থিত অন্তঃস্থ ব- সর্বদা বর্গীয় ব- হইয়াছে। উদাহরণের পূর্বে দ্রষ্টব্য।

২. স্বরমধ্যবর্তী অন্তঃস্থ 'ব' সাধারণত লুপ্ত হইয়াছে। সং নাবা (=নৌঃ), প্রা-বা নাঅ, আ-বা না ; সং ভাবয়তি, প্রা ভাঅই, প্রা-বা ভাই, ম-বা ভায়।

৩. প্রাকৃতে উৎপন্ন ব-শ্রুতিও লুপ্ত হইয়াছে। সং তাপ-, প্রা তাব-, বা- > তা ("ডিমে তা দেওয়া") ; সং নামন্, প্রা ণাম, অপ ণাবঁ, বা না (যেমন, 'আমি না গৌরাঙ্গ ?')।

৪. পদান্তে ব-শ্রুতি দৈবাৎ, ও-কার হইয়া, (সাধারণত উপভাষায়) রহিয়া গিয়াছে। সং গ্রাম-, প্রা গাম- > *গাম্ব- > গাঁব, বা গাঁও (অথবা 'গাঁ') ; সং দাত্তি- (=দাত্র), প্রা* দাই > দাঅ (=দাব), বা দাও (অথবা 'দা')।

৫. কোন কোন পদে বাঙ্গালায় লঘু ব-শ্রুতি ছিল। সেখানে লেখায় ইহা 'ওয়া(=ওআ)' এই যুগ্মস্বরের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যেমন, খাওয়া (=খাৱা), হাওয়া (=হাৱা)।

শ্ (স্, ষ্)

১. পদাদিস্থিত 'শ-' ও 'স- (ষ-)' রহিয়া গিয়াছে। সং শত-, প্রা সঅ-, বা শ (শো) ; সং সখী, প্রা সহি, বা সই ; সং ষষ্টি-, প্রা সট্‌ঠি, বা ষাঠ।

২. পদাদিস্থিত ব্যঞ্জনযুক্ত শ- ও স্- ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া রহিয়া গিয়াছে। সং শ্যালক-, প্রা সালক-, বা শালা ; সং *শ্বশ্রূটিকা, প্রা *সস্সুডিআ, বা শাশুড়ী।

৩. পদমধ্যস্থিত বিবিধব্যঞ্জনযুক্ত -শ্- ও -স্- প্রাকৃতে -শ্স্-, -স্শ্- হইয়া বাঙ্গালায় একক -শ্-, -স্- হইয়াছে। সং পার্শ্ব, প্রা পস্স-, বা পাশ ; সং মনুষ্য- > *মুনিষ্য-, প্রা মুনিস্স-, বা মুনিস (উপভাষা) ; সং অপস্মরতি > *পস্মরতি, প্রা পস্সরই, বা পাসরে ; সং শস্য-, প্রা সস্স- > *সংস-, বা শাঁস ; সং শীর্ষন্-, প্রা সিস্স-, বা শীষ ; সং শিষ্য-, প্রা সিস্স-, প্রা-বা সীস ; সং মিশ্র-, প্রা মিস্স-, বা মিশ (যেমন, 'মিশ খাওয়া', √মিশা)।

হ্

১. পদাদিস্থিত সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত হ-কার রহিয়া গিয়াছে। সং হংস-, হংস-, বা হাঁস ; সং হস্তিক-, প্রা হত্থিঅ-, বা হাথি > হাতি ; সং লঘুক-, প্রা হলুক্ক-, বা হালকা।

২. সংস্কৃতের পদমধ্যবর্তী অসংযুক্ত মহাপ্রাণধ্বনি প্রাকৃতে -হ- হইয়া গিয়া অনেক সময় বাঙ্গালায়, মধ্যস্তর অবধি, পদান্তে রহিয়া গিয়াছে। আধুনিক কালে ইহা লুপ্ত হইয়া গেলেও কখনো কখনো বানানে দেখা দেয়। সং স্নেহ-, প্রা ণেহ-, বা নেই > নাই (যেমন 'নাই দেওয়া') ; সং কথয়তি, প্রা কহেই, বা কহে > কয় ; সং বহতি, প্রা বহই, বা বহে > বয় ; সং নাভি-, প্রা ণাহি-, বা নাই ; সং রাধিকা, প্রা রাহিআ, প্রা-বা রাহী, বা রাই।

৩. স্বরমধ্যবর্তী -শ্-, -স্-, -য্- ক্বচিৎ প্রাকৃতে -হ্- হইয়া গিয়া বাঙ্গালায় চলিয়া আসিয়াছে। সং নাসীৎ, প্রা নাহি > ণাহি, বা নাহি > নাই ; সং *তাস (= তস্য), মাগধী তাহ, বা তা(হ)- ; সং পঞ্চদশ, প্রা পন্নডহ, বা পনর।

৪. দৈবাৎ স্বরাদি শব্দে হ-কারের আগম অথবা মহাপ্রাণবিশ্লিষ্ট হ-কারের বিপর্যাস দেখা যায়। সং *অষ্ঠ্ক-, প্রা *অঠ্ঠুঅ, ম-বা আঁঠু, আ-বা হাঁটু ; সং *এত্র (= অত্র), প্রা এত্থ, বা এথা > হেতা ; সং ভগিনী, ম-বা বহিনী।

৫. হ-শ্রুতিও অজ্ঞাত নয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, 'দেহার দেব' (> দে-আর দেব, = দেবের দেব) ; আধুনিক বাঙ্গালায়, বাহান্ন > বায়ান্ন॥

৩. বাঙ্গালায় অক্ষর-পরিবৃঢ়ি (Accentuation)

অক্ষর-পরিবৃঢ়ি, অর্থাৎ স্বরধ্বনির উচ্চারণে প্রবলতা, দুই বিভিন্ন রকমের হইতে পারে—(১) **স্বর** (অর্থাৎ সুরের তীব্রতা, Intonation বা Pitch) এবং (২) **বল** (অর্থাৎ **শ্বাসাঘাত** বা শ্বাসের ঝোঁক, Stress)। প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার **স্বর** একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল, অর্থাৎ বৈদিকে অনেক সময় অর্থের সহিত স্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তখন অক্ষর বিশেষে স্বরের অবস্থানের উপর অর্থ নির্ভর করিত, কখনো কখনো শব্দের প্রকৃতি ও লিঙ্গ নির্ভর করিত। যেমন 'যশস্- (বিশেষ্য ক্লীবলিঙ্গ) : য'শস্- (বিশেষণ, পুংলিঙ্গ) ; 'সুকৃত- (বিশেষ্য) : সুকৃ'ত- (বিশেষণ) ; রা'জপুত্র- (বহুব্রীহি) : রাজপু'ত্র- (তৎপুরুষ)।

প্রাচীন ভারতীয়-আর্য স্তরের অবসান ঘটিবার পূর্বেই স্বরের পরিবর্তে বলের আবির্ভাব হইল এবং স্বর-বলের স্থান পরিবর্তন ঘটিল। শব্দের অর্থ- অথবা লিঙ্গ-পরিবর্তনে বলের প্রভাব আর রহিল না। স্বরের স্থানে বল আসার ফলে দূরবর্তী স্বরধ্বনির উচ্চারণ ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং তাহার ফলে পদের মধ্যে স্বরধ্বনি বিশেষের লোপ ঘটিল। যেমন, বৈদিকে "অপি' (আদি অ-কারে

স্বর) > অবৈদিকে *'অ'পি' (অন্ত্য ই-কারে বল) > মধ্য ভারতীয়-আর্যে 'পি'। বৈদিক পরবর্তী ভাষায় এইভাবে আদি ভিন্ন অক্ষরে বলের প্রবলতা অনুমান করা যায় আদি-স্বরের বিলোপে।[১] পরবর্তী অক্ষরে বলাধিক্যের জন্য আদিস্বরে ক্ষীণতা আসিল এবং সেইজন্য কখনো কখনো আদিস্বরের লোপ হইল। যেমন সন্ধিতে 'সোঽভবৎ' (ঋগ্‌বেদে 'সো অভবৎ') < সঃ অভবৎ ; পিহিত- < অপিহিত- ; পিধান- < অপিধান- ; বগাহ্য < অবগাহ্য।

মধ্য ভারতীয়-আর্যে আদিস্বরলোপ হইতে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে বলের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। যেমন, পি < *অ'পি (বৈদিক 'অপি) ; কৃখু, খু < *খ্‌লু < খ'লু (বৈদিক 'খলু)। আদি-অক্ষরে বলও মধ্য ভারতী-আর্যে অজ্ঞাত ছিল না। ইহার প্রমাণ পাই দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতায়। যেমন, সং গৃহী'ত- > *'গৃহীত > পা গহিত- > প্রা গহিঅ- ; সং অ'সৌ > * 'অসৌ > পা অসু ; সং উ'তাহো > * 'উতাহো > পা উদাহু।

বলের অভাবে স্বরধ্বনির হ্রস্বতার উদাহরণ,—সং কার্যাপণ-> প্রা কহাবণ-।

প্রাকৃতে শব্দে বা পদে বলের অবস্থান-ভেদে বিভিন্নপ্রকার ধ্বনিপরিবর্তন অনুমতি হয়। যেমন, সং দ্বি'পদ- > পা দুপদ- : সং * 'দ্বিপদ- > পা দিপদ- ; সং 'লভ্যতে > প্রা লব্‌ভই : সং ল'ভ্যতে > প্রা লভিঅই ; সং কৃ'ত্বা > প্রা কত্তুঅ : সং -'কৃত্য < প্রা কচ্চ।

পুরানো বাঙ্গালায় মধ্য ভারতীয়-আর্যের মতোই কোন নির্দিষ্ট অক্ষরে বল থাকিত এবং সাধারণত প্রথম অথবা দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক পড়িত। একই শব্দে উপভাষা-বিভেদে বলের অবস্থানের যে পার্থক্য ছিল তাহার উদাহরণ : সং উদ্ধার- > উধার (প্রথম অক্ষরে বল), ধার (দ্বিতীয় অক্ষরে বল)। দ্বিতীয় অক্ষরে বলের উদাহরণ মিলে আদিস্বর-লোপে (যেমন, লাউ < অলাবু-, ভিতর < অভ্যন্তর-) এবং আদিস্বরের দীর্ঘত্বাভাবে (যেমন, প্রা-বা অন্ধার < অন্ধকার-)। আদি-অক্ষরে বলের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় আদিস্বরদীর্ঘত্বে : ম-বা আঅর < অপর- ; আঁধার (তু° প্রা-বা অন্ধার) < অন্ধকার-।

আদি-মধ্য বাঙ্গালা স্তরের অবসান ঘটিবার পূর্বেই, আদি-অক্ষরে বল থাকার জন্য, অন্ত্য অ-কারের লোপপ্রবণতা দেখা দিয়াছিল। পয়ারে ও ছড়ায় ছন্দে তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। মধ্যস্বরলোপও এই কারণেই ঘটিয়াছে। যেমন,

১ অর্থাৎ আদি-অক্ষরে বলাভাবের জন্য।

'রাঁধনা > রান্না, 'গামোছা > গাম্ছা। এই সূত্রেই আধুনিক বাঙ্গালা উচ্চারণে **দ্ব্যক্ষরতা (Bisyllabism)** প্রতিষ্ঠিত। যেমন, অপরাজিতা= অপরা+জিতা > অপ্রাজিতা ; নাটকিয়া > নাট্-কে ; পনকিয়া > পন্-কে (পুন্-কে)।

আধুনিক বাঙ্গালায় স্বরধ্বনিলোপ সব সময়ে শুধু অক্ষরাশ্রিত বলাধিক্যের-জন্যই যে হইয়াছে এমন নয়। আধুনিক বাঙ্গালায় **উচ্চারণের দ্রুততা (Tempo)** বেশি হওয়ার জন্য কোন কোন উপভাষায় (বিশেষ করিয়া রাঢ়ীতে) শব্দের বহর কমিয়াছে এবং সন্ধির ফলে বাক্যেরও বহর ছোট হইয়াছে। যেমন, যা ইচ্ছা তাই > যাচ্ছেতাই ; ঘর যাও > ঘজ্জাও ; কোথা থেকে এলে > কোত্থেকেলে ; ইত্যাদি। এমন বাক্যসংক্ষেপের মধ্যেও দ্ব্যক্ষরতা পরিস্ফুট ॥

৪. প্রবলতা-জনিত দীর্ঘত্ব (Emphatic Lengthening)

কথ্য ভাষায় বাক্যের মধ্যে কোনও পদে জোর বা ঝোঁক পড়িলে সে পদের উচ্চারণে একটু প্রবলতা আসে। তখন পদটি একাক্ষর হইলে স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়। যেমন,—এ কী দুর্বলতা! (=ইহা কিরকম দুর্বলতা): এ কি দুর্বলতা? (=দুর্বলতা না অন্য কিছু)॥

৫. ব্যঞ্জনধ্বনির দীর্ঘত্ব (Gemination of Consonants)

আধুনিক বাঙ্গালার রাঢ়ী উপভাষায়, বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় বিভাষায়, একাধিক অক্ষরের হ্রস্বস্বরযুক্ত বিবৃত অক্ষরে ঝোঁক পড়িলে অনেক সময় ব্যঞ্জনধ্বনি যুগ্মত্ব (অর্থাৎ দীর্ঘত্ব) প্রাপ্ত হয়, এবং বিবৃত অক্ষরটি সংবৃত হয়। ইহাকে বলিতে পারি ব্যঞ্জনধ্বনির **বলজনিত দীর্ঘত্ব (Emphatic Gemination)**। যেমন সব্বাই : সবাই ; বড্ড : বড় ; ছোট্ট : ছোট ; এত্তটুকু : এতটুকু ; ইত্যাদি ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রত্যয়-বিচার

১. প্রত্যয়-ভেদ

"প্রকৃতি"তে (অর্থাৎ ধাতুতে অথবা শব্দে) যাহা যোগ করিলে নূতন শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে **প্রত্যয় (Suffix)** বলে। প্রত্যয় দুই শ্রেণীর,—(ক) **কৃৎ (Primary)** ও (খ) **তদ্ধিত (secondary)**। ধাতুতে যুক্ত হইলে বলে কৃৎ-প্রত্যয়, শব্দে যুক্ত হইলে বলে তদ্ধিত-প্রত্যয়॥

সমাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ হয় তাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে সমাসান্ত প্রত্যয় বলে। আসলে ইহা তদ্ধিতই।

যে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিলে মূল শব্দের অর্থে কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না তাহাকে বলে স্বার্থিক (Pleonastic) প্রত্যয়॥

২. কৃৎ-প্রত্যয়

বাঙ্গালা কৃদন্ত শব্দ অধিকাংশই সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। তাই এই সব শব্দে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করা প্রায়ই সহজ নয়। অনেক সংস্কৃত প্রত্যয় ধ্বনিপরিবর্তন বশে এখন বিলুপ্ত। (উদাহরণ পরে দিতেছি।) এসব প্রত্যয় যোগ করিয়া আর নূতন শব্দ গড়া চলে না। বাঙ্গালা ধাতুতে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগের উদাহরণ দুই একটি মিলে। যেমন 'কহতব্য' ('কহ' বাঙ্গালা ধাতু + '-তব্য' সংস্কৃত প্রত্যয়), 'অকাট্য' ('অ'- সংস্কৃত উপসর্গস্থানীয় পূর্বপদ, 'কাট' বাঙ্গালা ধাতু, -য় সংস্কৃত প্রত্যয়)।

(ক) '-অ' (ঘঞ্, অচ্, অপ্ ইত্যাদি), '-ত' (অনিট্ ক্ত), '-য়' (যৎ, ণ্যৎ) ইত্যাদি সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ধ্বনিপরিবর্তনবশে এখন লুপ্ত। যেমন, সং বর্ধ-, প্রা বড্ঢ-, বা বাড়; সং কর্ত-, প্র কট্ট-, বা কাট; সং পক্ব-, প্রা পক্ক-, বা পাক; সং নৃত্য-, প্রা ণচ্চ-, বা নাচ।

(খ) সংস্কৃত '-ইত' (সেট্ ক্ত), প্রাকৃতে '-ইঅ', পুরানো বাঙ্গালায় '-ই (-ঈ)' হইয়া এখন লোপ পাইয়াছে। যেমন, সং মারিত-, প্রা মারিঅ-, বা মারি > মা'র; সং হারিত-, প্রা হারিঅ-, বা হারি > হা'র; সং হাসিত- (বা হাস্য-), প্রা হাসিঅ-, বা হাসি > হাস; সং *বোল্লিত-, প্রা বোল্লিঅ-, বা বোলি (বুলি) > বোল।

(গ) ণিজন্ত '-আপয়্- +-ইত' (সেট্ ক্ত) প্রত্যয় বাঙ্গালায় **-আই** হইয়াছে। সং *যাচাপিত-, প্রা জাচাইঅ-, বা যাচাই ; সং *ধরাপিত-, প্রা ধরাইঅ-, বা ধরাই ; সং *চোরাপিত-, প্রা চোরাইঅ-, বা চোরাই ; সং *বর্ধাপিত-, প্রা বড্ঢাইঅ-, বা বড়াই ; সং *বর্ধাপিত-, প্রা বন্ধাইঅ-, ম-বা বাধাই। পরে দ্রষ্টব্য।

(ঘ) সংস্কৃত, শতৃ প্রত্যয় ('-অন্ত্') বাঙ্গালায় দুইটি স্বতন্ত্র প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে, (১) **-অন্ত** ও (২) **-অত (-অৎ)**। (১) সং জীবন্ত্-, প্রা জীঅন্ত-, ম-বা জিয়ত (তদ্ভব), বা জীয়ন্ত, জ্যান্ত (অর্ধতৎসম) ; সং -খাদন্তী, বা নিখাউন্তী ; 'দেখন্তীর লাজ'। (২) সং পারয়ন্ত্-, বা পারত (-পক্ষে); সং * ফিরন্ত্-, প্রা ফিরন্ত-, বা ফেরত (ডাক) ; সং *দৃক্ষন্ত্ (=পশ্যন্ত্-), বা দেখতা ('আমার দেখতা')।

(ঘ) সংস্কৃতে '-অন্ত+ইক' হইতে বাঙ্গালায় **-অতি** > **-তি** প্রত্যয় আসিয়াছে। এই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ বিশেষণ ও বিশেষ্য দুই রূপেই চলে। সং * উৎস্থান্তিক-, প্রাউ ট্‌ঠন্তিঅ-, বা উঠতি ('উঠতি বয়স', 'কত টাকা উঠতি হল ?') ; সং চলন্তিক-, প্রা চলন্তিঅ- ; বা চল্‌তি ; সং *বর্ধন্তিক-, প্রা বড্ঢন্তিঅ-, বা বাড়্‌তি ; সং * বসন্তিক-, প্রা বসন্তিঅ-, বা বসতি > বস্‌তি (বিশেষ্য)।

বাঙ্গালায় প্রধান কৃৎ-প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি দেখানো যাইতেছে।

(১) সং '-অন' > বা **-অন** : সং ভবন-, বা হওন ; সং *দৃক্ষণ-, বা দেখন ; সং *নৃত্যন-, বা নাচন ; সং খাদন-, বা খাওন।

(২) সং '-অন+-আক' > বা **-অনা** (দ্বিমাত্রিকতার ফলে আ-বা **না-**) : সং ক্রন্দন+ -আক-, প্রা *ক্রন্দনাঅ-, বা কাঁদনা > কাঁদ্‌না > কান্না ; সং রন্ধন +-আক-, প্রা *রন্ধনাঅ, বা রন্ধনা > রাঁধ্‌না > রান্না ; সং ধরণ+ -আক-, প্রা ধরণাঅ-, বা ধরণা > ধর্‌না > ধন্না ; সং প্রাপণ +-আক-, বা পাওনা ; সং আয়ান+-আক- গমন+-আক-, প্রা *আঅনাঅ- গবঁনাঅ, বা আনা-গোনা।

(৩) সং- '-অন+ইক' > বা **-অনি** (**-উনি**, স্বরসঙ্গতির বশে) : সং ছেদনিক-, প্রা ছেঅণিঅ-, বা ছেনি ; সং ছাদনিক-, প্রা ছাঅণিঅ- বা ছাঅনি > ছাউনি, ছানি ; সং *চক্ষণিক, প্রা চাহণিঅ-, বা চাহনি > চাউনি ; সং মথনিক-, প্রা মহণিঅ-, বা মউনি ; সং চালনিক-, প্রা চালণিঅ-, বা চালনি > চালুনি। '-অনি'- প্রত্যয়ান্ত শব্দ সাধারণত বস্তু, বুঝায় দৈবাৎ ভাব।

(৪) সং 'আপয়্ (ণিজন্ত) +-অন+-ইক-' = '-আপনিক' > প্রা

'আঅণিঅ-' > বা **-আনি** : সং *পারাপণিক- (অথবা পারপণিক-),[১] প্রা *পার(া)অণিঅ-, বা পারানি ; সং *শ্রবণাপনিক-, প্রা *সোণাঅণিঅ-, বা শোনানি ; সং *তোলাপনিক-, বা তোলানি ; সং *ভঙ্গাপনিক-, বা ভাঙ্গানি ; সং *ঝঙ্কাপনিক-, বা ঝাঁকানি।

(৫) সং '-আপয়্- (ণিজন্ত)+-অন+-ক'='-আপনক' > প্রা '-আঅণঅ' > বা **-আন (-আনো)** : সং *জানাপনক- (=জ্ঞাপনক-), বা জানানো (কিন্তু জানান্ > * জানাপণ-, =জ্ঞাপন-) ; সং *শ্রবণাপনক-, প্রা *শুণাঅণক-, বা শুনানো ; সং *উপবিশাপনক-, প্রা উবইসাণঅ-, বা বইসান > বসানো।

(৬) সং '-আপয়্- (ণিজন্ত) +-অক' ='-আপক' > প্রা '-আঅঅ' > বা **-আ** (ক্রিয়ার কর্তা অথবা করণ ; উপপদ-সমাসান্ত) : সং *পক্ষি-মারাপক-, প্রা *পক্‌খিমারাঅঅ-, বা পাখমারা ; সং *ভক্তরন্ধনাপক-, প্রা *ভক্ত-রন্ধণাঅ-, বা ভাতরাঁধা (বামুন, হাঁড়ি) ; সং *চৌরোদ্ধরাপক-, প্রা *চৌরদ্ধরাঅঅ-, বা চোরধরা।

এই '-আ' প্রত্যয়যুক্ত পদ সমাসান্ত না হইলে ভাববচন অথবা নিষ্ঠার্থক বিশেষণ হয়। যেমন, সং *করাপক-, প্রা করাঅঅ-, বা করা ; সং *চলাপক-, প্রা চলাঅঅ-, বা চলা ; সং *পঠাপক-, প্রা পঢাঅঅ-, বা পঢ়া > পড়া ; সং *দৃক্ষাপক-, প্রা দেক্‌খাঅঅ-, বা দেখা।

(৭) সং -'আপয়- (ণিজন্ত)+ইক (-ইকা)'='-আপিক (-আপিকা), বা **-আই** (ভাববাচক ও বিশেষণ)। সং *নৃত্যাপিক-, প্রা ণচ্চাইঅ-, ম-বা নাচাই ('শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচাই রাখিল') ; সং *চৌরাপিক-, প্রা চোরাইঅ-, বা চোরাই (মাল) ; সং বর্ধাপিক-, প্রা বদ্ধাইঅ-, বড্ঢাইঅ-, ম-বা বাধাই (=উৎসব, 'নন্দ-ঘরে আনন্দ-বাধাই'), বা বড়াই (=গর্ব) ; সং *ধরাপিক-, বা ধরাই ॥

৩. তদ্ধিত-প্রত্যয়

কৃৎ-প্রত্যয়ের তুলনায় বাঙ্গালায় তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেশি। সংস্কৃতের অনেক সমাস-উত্তরপদ বাঙ্গালায় তদ্ধিত-প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। কদাচিৎ তদ্ধিত-প্রত্যয়ের অর্থও পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন সংস্কৃতে '-ময়' প্রত্যয়-যুক্ত পদ সাধারণ বিশেষণ, কিন্তু বাঙ্গালায় ইহা সাধারণত ব্যাপ্তিবোধক ক্রিয়াবিশেষণ,—দেশময়, (জলময় দীর্ঘত্বে—জলম্ময়), ঘরময়।

[১] 'পারপণ্য' হইতেও আসিতে পারে।

(১) সং *'-আক' > বা **-আ** (স্বার্থিক ও নিন্দার্থক): সং *গৌরাক-, বা গোরা; সং *কালাক-, বা কালা; সং *ভদ্রাক-, প্রা ভল্লঅ-, বা ভালা।

(২) সং *'-আকিক' > বা **-আই** (ব্যক্তি-নামে): বিশাই, ধামাই, রামাই, নন্দাই, নিতাই, কানাই, বলাই।

(৩) সং 'অধিকৃত+পাত্র-' > *-অহিঅআত্ত-, বা **-আইত** (অধিকারসূচক উচ্চপদে)। সং গ্রন্থাধিকৃত-পাত্র-, ম-বা গাঁথাইত-; সং খড়্গাধিকৃত-পাত্র, বা খণ্ডাইত।

(৪) সং -বৃত্তিক (সমাস-উত্তরপদে) > বা **-ইতি (-তি)**। হাঁক-ডাক করিয়া পরস্বাপহরণ যাহার বৃত্তি সে *ডক্কাবৃত্তিক-, বা ডাকাতি > ডাকাত; সং সেবাবৃত্তিক-, ম-বা সেবাতি, আ-বা সেবাইত; *ঢঙ্গবৃত্তিক, ম-বা ঢাঙ্গাতি; সং *পর্ণবৃত্তিক, বা পানাতি > পান্‌তি; *চূর্ণবৃত্তিক, বা চূণাতি; সং বণিক-বৃত্তিক-, বা বেনেতি (মসলা, জিনিস)।

(৫) সং '-কর্মক, -কর্মিক' (সমাস-উত্তরপদে) > বা **-আম, -আমি** (ভাবার্থক, এখন সাধারণত নিন্দার্থে)। সং *পক্ককর্মক-, পক্ককর্মিক-, বা পাকাম, পাকামি; সং ভণ্ডকর্মক-, ভণ্ডকর্মিক-, বা ভাঁড়াম, ভাঁড়ামি; সং *গৃহকর্মিক, বা ঘরামি।

(৬) সং '-কার, -কারক,-কারাক, -কারিক' > বা **-আর-** (> **-অরা, -রা**), **-আরি, -আরী** (বৃত্তিবাচক)। সং কুম্ভকার(ক)-, প্রা কুম্ভআর(অ)-, বা কুম্ভার > কুমার (> কুমর, কোমর); সং চর্মকার(ক)-, প্রা চম্মআর(অ)-, বা চামার; সং *সেক্যকারক-, বা সেকরা; সং ভিক্ষাকারিক, বা ভিখারি; সং দ্যূতকারিক-, প্রা জুঅআরিঅ-, বা জুয়ারি (কিন্তু জুয়াড়ি < দ্যূতবাটিক-); সং শঙ্খকারিক-, বা শাঁখারি; সং *পূজাকারিক, বা পূজারি।

কোন কোন শব্দে '-আরি, -আরী' প্রত্যয় 'কার' ছাড়া অন্য শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন, সং ভাণ্ডাগারিক > ভাঁড়ারি; সং কাণ্ডধারিক > কাণ্ডারী > কাঁড়ারি; বা বোঝা+সং -হারিক > বা বোঝারি।

(৭) '-কারিক (কালিক-), -কারক (কালক-), -পালক' ইত্যাদি হইতে **-আলিয়া, -আল, -এল**। সং *ধূর্তকারিক-, ম-বা ধুতালিয়া; সং সন্ধিকারিক, ম-বা সিন্ধালিয়া > আ-বা সিঁধেল (চোর); সং মত্তকালক-, বা মাতাল, সং চৈত্রকালিক-, বা চৈতালি (ফসল); পৌষালি; ম-বা ভাবকালি (> ভাবক); মিতালি; ইত্যাদি।

(৮) সং '-পানীয়' (সমাস-উত্তরপদে) > বা **-আনি**। সং অম্লপানীয়-, প্রা অম্বআণিঅ-, বা আমানি ; সং আমিষপানীয়-, বা আঁইসানি > আঁষানি > এঁষেনি ; সং ধৌতপানীয়-, বা ধোয়ানি ; সং *ক্ষীত+পানীয় > বা ঝিয়ানি ; ছিটানো জল=ছিটানি।

(৯) সং '-পাল (ক)' অথবা '-কার(ক)' (সমাস-উত্তরপদে) হইতে বা **-আল**। সং রক্ষাকার(ক)-, প্রা রক্খাআল(অ)-, বা রাখোয়াল > রাখাল ; সং গোপাল(ক)-, বা গোয়াল (> 'গয়্লা' দ্বিমাত্রিকতার ফলে) ; সং কোট্ট-পাল(ক)-, বা কোটাল ; সং ঘটিকাপাল(ক)-, বা ঘড়িয়াল > ঘড়েল ; সং মত্ত-কার(ক)-, বা মাতোয়াল (ব-শ্রুতির ফলে), মাতাল ; সং বঙ্গপাল-, প্রা-বা বঙ্গাল > বাঙ্গাল।

হিন্দী '-ওয়াল(া)' প্রত্যয়েরও এই ব্যুৎপত্তি। হিন্দী প্রত্যয়টিও এখন বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে। বাড়িওয়ালা (> বাড়িওলা), পাহারাওয়ালা (> পাহারোলা, পাহারালা), চুড়িওয়ালী (> চুড়িউলী)।

(১০) সং '-ইক, -ইকা, -ঈয়, ঈয়া' হইতে বা **-ঈ, -ই** (বিশেষণ ; স্ত্রীত্ববাচক ও ক্ষুদ্রত্ববাচক ; বৃত্তি বা ভাব বাচক)। সং দেশিক- দেশীয়-, প্রা দেসিঅ-, বা দেশী > দিশি ; সং বাতিঙ্গণিক-, বাতিঙ্গণীয়-, প্রা বাইঙ্গণিঅ-, বা বাইগনি > বেগুনি ; সং *ঘোটিকা, প্রা ঘোড়িআ, বা ঘোড়ি > ঘুড়ী ; সং পুস্তিকা, প্রা পুত্থিআ, বা পোথী > পুথি, পুঁথি ; সং ক্ষুরিকা, প্রা ছুরিআ, বা ছুরি ; সং *ভদ্রমানুষিক-, প্রা *ভল্লমাণুসিঅ-, বা ভালমানুষি ; সং *ক্ষেত্রিক-, প্রা খেত্তিঅ-বা খেতি (=খেতের ফসল)।

এই '-ই' প্রত্যয় বাঙ্গালায় খুব চলে, এমন কি বিদেশি শব্দেও। দাগ > দাগি, গোলাপ > গোলাপি, মাষ্টার > মাষ্টারি, চাকর > চাকরী > চাক্‌রি, জমিদার > জমিদারি, জজ (জজিয়ৎ) > জজিয়তি।

(১১) সং '-আপয়-, -আয়' (নামধাতুর প্রত্যয়) + '-ইক, -ইত' = '-আপিক(া), -আয়িত' > বা **-আই** (বৃত্তি বা ভাব বাচক, ঈষৎ তুচ্ছার্থে)। সং *ব্রাহ্মণাপিক-, ব্রাহ্মণায়িত-, বা বামনাই ; সং * ভদ্রাপিক-, ভদ্রায়িত-, বা ভালাই।

(১২) **-ইষ্টি** (অর্ধতৎসম)। ধম্মিষ্টি কম্মিষ্টি, (নারীর ভাষায়)—বলিষ্ঠ, ধর্মিষ্ঠ ইত্যাদি '-ইষ্ঠ' প্রত্যয়ান্ত আতিশায়নিক বিশেষণের সাদৃশ্যে।

(১৩) সং '-ইক + -আক'='-ইকাক' > বা **-ইয়া** > **-এ** (বিশেষণ)। সং * হরিদ্রিকাক-, প্রা *হলিদ্দিআঅ-, বা হলুদিয়া > হলুদে, হ'লদে ;

সং * ঔড্রিকাক-, প্রা * ওড্ডিআঅ-, বা ওড়িয়া > উড়ে ; সং *ক্রন্দনিকাক-, বা কাঁদনিয়া > কাঁদুনে ; কালিয়া > কেলে (নাম)।

(১৪) সং '-উক, -ওক' > বা **-ও** (ব্যক্তিনামে)। ভ'দো < *ভদ্রোক।

(১৫) সং '-উক + -আক' = '-উকাক' > বা **-উয়া** > **-ও** (বিশেষণ, বৃত্তিবাচক)। সং *কাষ্ঠোকাক-, বা কাঠুয়া > *কাউঠা > কেঠো ; সং *ধান্যোকার-, বা ধানুয়া > ধেনো ; সং *হট্টোকাক-, ব হাটুয়া > হেটো ; সং *নর্ত্তকাক-, প্রা নট্ট্আঅ-, বা নাটুয়া > নেটো।

(১৬) **-ইল** (ব্যক্তিনামে, তুচ্ছার্থে)। প্রা-বা কাহ্নিল। তুলনীয় সং দত্তিল- < দত্ত ('দেবদত্ত' ইত্যাদি নামের শেষ অংশ)।

(১৭) সং '-ল, -ইল, -অল, অলক, -অলিক(া), -ইল, -ইলক, -ইলিক(া)' > বা **-ল, -লা, -লী (-লি)** (বিশেষণ)। সং দীর্ঘল-, প্রা দিগ্ঘল-, দিগ্ঘল্ল-, বা দীঘল ; সং *বিদ্যুল্লিকা, বিজুল্লিআ, বা বিজুলি > বিজলী ; সং *প্রথিল্লাক-, প্রা পহিল্লাঅ- > বা পহেলা > পয়লা ; সং *পত্রলক-, ব' পাতল, আ-বা পাৎলা।

(১৮) সং '-টী, -টিকা' > বা **-ড়ি (ড়ী), -লি (-লী)** (স্ত্রীলিঙ্গে, স্বার্থে ও ক্ষুদ্রার্থে)। সং বধূটিকা, বা বহুড়ী ; সং *নাবটিকা, প্রা-বা নাবড়ি ; সং *ডমরুটিকা, প্রা-বা ডমরুলি ; সং ঘট-+-উক+-টিকা, প্রা-বা ঘড়ুলী।

(১৯) 'বর্ত্তক-', 'বৃত্তিক-' ইত্যাদি > **-ড়িয় (া) > -ড়ে -অড়ে, উড়ে।** সং *বাসাক-বৃত্তিক > বাসাড়ে ; সর্পবৃত্তিক > সাপুড়ে ; খেলুড়ে, ভুতুড়ে ; হাতুড়ে (ডাক্তার, < *হস্তবৃত্তিক-, = যে হাতের নাড়ি টিপিয়াই কাজ সারে) ; চাষাড়ে, ইত্যাদি।

(২০) স্বার্থিক '-টী, -টিক' > **-টিয়া, -টে।** ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে ; তামাটে, রোগাটে, ধোঁয়াটে ; একচেটে (<একত্য + ?), ইত্যাদি।

(২১) -'স্বাদ' (সমাস-উত্তরপদ) > **-সা, -সে।** জলসা < জলস্বাদ- ; ভেপসা < বাষ্পস্বাদ- ; চামসে < চর্মস্বাদ+।

(২২) বৈদিক '-ত্বন' > প্রা 'প্পণ' > **-পণ(া)** (ভাববাচক, এখন ঈষৎ নিন্দার্থে)। সং *বড্রত্বন-, অপ বড়প্পণ, বা বড়পনা ; সং *গৃহিণীত্বন-, বা গিন্নিপনা।

(২৩) ম-বা **-গোটা, -গুটি > -টী, -টি, -টা** (নির্দেশক)। চান্দগোটা (=চাঁদটা), পাঞ্চগুটী, পাঁচটি ; একটি ; একটা, এক-গোটা।

(২৪) প্রা- বা খাণ্ডি > ম, **-খানি (-খান)** (নির্দেশক)। প্রা-বা নাবড়ি-খাণ্ডি > ম-বা নাঅখানি > আ-বা না-খানি।

(২৫) সং -'মন্ত্', -'য়ন্ত্' > **-মত।** বা কেমত, এমত, যেমত॥

৪. বিদেশি তদ্ধিত-প্রত্যয়

ফারসী শব্দের মধ্য দিয়া কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় বাঙ্গালায় চলিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দেও ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন

(১) **-আন্, -ওয়ান্**ঃ গাড়োয়ান। কোচোয়ান < coachman + গাড়োয়ান।

(২) **-খোর্**-ঃ গাঁজাখোর, গুলিখোর, মদখোর, ভাঙখোর।

(৩) **-গিরি** (ঈষৎ নিন্দার্থে ; অনেক সময় '-ই' প্রত্যয়ের পরে) ঃ কর্তাগিরি, চালাকিগিরি।

(৪) **-দান, -দানি** (আধার অর্থে) ঃ পিকদানি, পাদান, পাদানি।

(৫) **-দার** (কর্তা অর্থে) ঃ চড়নদার ; বাজনদার ; চৌকিদার । 'যুক্ত'-অর্থে বিশেষণ) রংদার, চুড়িদার, বুটিদার, ফুলদার।

(৬) **-বাজ** (শীলার্থে, নিন্দাত্মক), **-বাজি** (ভাবার্থক, ঐ) ঃ ধড়িবাজ, ফাটকাবাজ, গলাবাজি।

(৭) **-সই** (যোগ্যতা ও পরিমাণ অর্থে) ঃ চলনসই, দশাসই, মাপসই, জুৎসই, লাগসই ॥

৫. উপসর্গীয়-প্রত্যয় (Prefix)

উপসর্গীয়-প্রত্যয় (Prefix) শব্দের পূর্বে বসে। সংস্কৃতে এই ধরণের শব্দাংশ ছিল একটিমাত্র, নঞর্থ উপসর্গ **অ-** (ব্যঞ্জনের পূর্বে) ও তাহার রূপান্তর **অন্-** (স্বরের পূর্বে)। কিন্তু তাহা প্রত্যয় বলিয়া গণ্য হইত না, নঞর্থশব্দ-স্থানীয় পরিগণিত হইত। যেমন, অ-শেষ, অন্-অবসর। এই নঞর্থ উপসর্গীয়-প্রত্যয় বাঙ্গালাতেও আসিয়াছে। যেমন, অ-কাজ, অ-বুঝ, অন্-হিত। **অ-** কখনো কখনো **আ-** হইয়াছে। যেমন, আ-কাচা, আ-কাল, আ-গোছালো, আ-দেখলা, আ-সকৃড়ি।

উপভাষায় 'অ-, আ-' স্বার্থিক উপসর্গরূপেও চলে। যেমন, অ-মন্দ (= মন্দ) ; অ-কুমারী (=কুমারী)।

উপসর্গ 'নি(সংস্কৃত)' বাঙ্গালায় নঞর্থ উপসর্গীয়-প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। যেমন, নিসকড়ি (চৈতন্যচরিতামৃত), নিকড়িয়া (= নির্ধন), নিখরচা, নিসাড়ে (নিঃসাড়ের), নিখাউন্তী।

'বিন', 'বিনি'-ও এইভাবে ব্যবহৃত হয়। 'বিনা-কাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি', বিনি-সূতায় হার গাঁথা।

এই ধরনের অপর শব্দ 'আড়-' (> অর্ধ)। যেমন আড়-খেমটা, আড়-ঘোমটা, আড়-চাউনি, আড়-পাগলা।

তিনটি উপসর্গীয়-প্রত্যয় ফারসী হইতে আসিয়াছে।

(১) **দর্-** : দরকাঁচা (< দরকচা), দরপত্তনি।

(২) **ফি-** : ফি-লোক, ফি-মাস।

(৩) **বে-** বে-বুঝ, বে-ধড়ক, বে-হেড (< ইংরেজী head)।

কয়েকটি ইংরেজী শব্দও বাঙ্গালায় উপসর্গীয়-প্রত্যয়ের মতো চলিয়া গিয়াছে। তাহা বাঙ্গালার শব্দভাণ্ডার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য॥

৬. সমাস-বিচার

বাঙ্গালায় সমাস-পদ্ধতি মোটামুটি আদি ভারতীয়-আর্যেরই অনুযায়ী। তবে সংস্কৃতের মতো বড় বড় সমাস বাঙ্গালায় চলে না, বৈদিকের মতো দুইটি শব্দ লইয়াই সাধারণত বাঙ্গালায় সমাস গঠিত হয়। সংস্কৃতে বহুব্রীহি সমাসে মত্বর্থ[১] প্রত্যয় যোগ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় হয়। অন্য সমাসেও হয়। বাঙ্গালায় অনেক সময়ই বহুব্রীহি সমাসের বিশিষ্ট অর্থ প্রায়ই তদ্ধিত-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, 'ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে' (চৈতন্যভাগবত), 'একতুজনিয়া পথ' (চূড়ামণি দাস), 'তে-সনি ইনাম পাব' (মুকুন্দরাম), 'নিকড়িয়া সদাগর পাইনু হেনকালে'; ঘরজ্বালানে, শীতকাতুরে, হাঘরে, গোমড়ামুখো।

বাঙ্গালা সমাসের বিশিষ্টতা দুইটিমাত্র। যথা

(১) বহুব্রীহিতে, উপপদ-তৎপুরুষে ও বাক্যাংশ-সমাসে স্বার্থিক (সমাসান্ত) অথবা মত্বর্থীয় প্রত্যয় যোগ। যেমন, খণ্ড-কপালিয়া, নিমাথি (=অসহায়) < *নির্মস্তিকা, শতঘরিয়া, মনমোহনিয়া; 'বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে'।

(২) বিভক্তিলোপের ফলে অপভ্রংশেই অনেক সময় সমাস ও অ-সমাসের মধ্যে ভেদ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অর্বাচীন অপভ্রংশ হইতে সমষ্টিগত-বিভক্তি-যোগের ফলে দ্বন্দ্ব-সমাস ও অ-সমাসের ভেদাভেদও লুপ্ত হইয়া আসিল। বাক্যে সমাসবদ্ধ অথবা বিশ্লিষ্ট সমাসবিভক্তিযুক্ত অন্বিত পদের মধ্যে শেষের পদে বিভক্তি দেওয়া এবং অপর পদগুলিকে বিভক্তিহীন রাখা অর্থাৎ

[১] অর্থাৎ মতুপ্-প্রত্যয়ের অর্থবহ। মতুপ্ প্রত্যয়ের উদাহরণ, ধন আছে যার=ধনমন্ত্- (ধনবান্); লক্ষ্মীমন্ত্, ধনিন্- (ধনী): ইত্যাদি।

সমষ্টিগত-বিভক্তি-যোগ (Group-inflexion), রীতিসিদ্ধ হইয়াছিল। যেমন অর্বাচীন অপভ্রংশে—'মীন পঅঙ্গম করি ভমর পেক্‌খহ হরিণহ জুত্ত' (=মীন-পতঙ্গম-করি-ভ্রমর-হরিণস্থ যুক্তং প্রেক্ষস্ব), 'জোইণি পাপ ণ পুণ্ণই জুত্তউ'; (=যোগিনী পাপ-ন-পুণ্যৈঃ যুক্তা)। চর্যাগীতিতে—'বান্ধি সুআ' (=বন্ধ্যা-সুতঃ, বন্ধ্যায়াঃ সুতঃ); আ-বা রাম-শ্যাম-যদুকে (=রামায় শ্যামায় যদবে)।

তদ্ভব বাঙ্গালা সমাসের শ্রেণীবিভাগ ঃ

তৎপুরুষ (সাধারণ ও অলুক্) ঃ (১) দ্বিতীয়া[১]—ছেলেভুলানো, ঠাকুরধরা, ভালোবাসা, ভয়পাওয়া। (২) তৃতীয়া—হাতধরা; পাইমাপা, দাগলাগা। (৩) চতুর্থী—পিছুটান, লোকদেখানো। (৪) পঞ্চমী—'আকাশভাঙ্গা (বৃষ্টিধারা)', ঘরছাড়া, রঙ্‌ছুট। (৫) ষষ্ঠী—বাজপড়া,[২] হাতটান, ঠাকুরপূজা, বাজারদর, জ্ঞাতিঘর। (৬) সপ্তমী—কোণঠেসা, গায়েপড়া, গাছপাকা। (৭) উপপদ—মিছকউনে < মিছাকহনিয়া, ছেলেধরা, সীতাচোরা (রাবণ)।

কর্মধারয় ঃ (১) সাধারণ—কাঁচকলা, ভালোমুখ, লালকালো, সাদাসিধা, নড়েভোলা। (২) মধ্যপদলোপী—ঘরজামাই, বাসতেল। (৩) উপমিত—কাঁচ-পোকা; সোনামুগ; চাঁদবদন, দুধবরণ। (৩) উপমান—মিশকালো (=মিশির মত কালো), (৪) 'অরুণরাঙ (চরণ)'; তুষারশুভ্র। (৪) রূপক—'জগৎ-সভা', 'কান্নাসাগর', 'আঁধার-কেশভার।'

বহুব্রীহি ঃ (১) সমানাধিকরণ—একঠেঙ্গে < একঠেঙ্গিয়া, কানাচোখো। (২) ব্যধিকরণ—গোঁপখেজুরে, ঘরমুখো, নিযবন (চৈতন্যভাগবত), নিনাও (=যাহার নৌকা নাই), দেখনহাসি।

ব্যতীহার (বাঙ্গালায় সাধারণত ভাববাচক বিশেষ্য) ঃ জানাজানি, লাঠা-লাঠি, খুনাখুনি, গলাগলি, হাসাহাসি। কালাপবর্গে—রাতারাতি, বেলাবেলি।

দ্বিগু ঃ তে-সনি, ('তে-সনি ইনাম'), দু-পন ('পরি দু-পনের কাচা ভানিত আমার ভাচা'), এগার-হাত (শাড়ি)।

দ্বন্দ্ব ঃ মাবাপ ('মাবাপের ঘর'), বাপদাদা ('বাপদাদার আমল'), ঘরবসত, বৌবেটা ('বৌবেটার সংসার'), ভূতপেত্নী, হাতপা ('ভয়ে পেটে হাতপা সেঁধচ্ছে'), কমিবেশি, ব্যাশকম (< বেশিকম), আনগোনা, 'আসাযাওয়ার পথ'।

অব্যয়ীভাব ঃ অঢেল ('অঢেল দিয়েছে'), কমবেশি ('ওজনে কমবেশি

[১] উদাহরণের কোনকোনটিকে ষষ্ঠীতৎপুরুষও বলা চলে।

[২] এ অন্তত 'প্রথমাতৎপুরুষ' বলা ভুল। কর্মধারয়ই প্রথমাতৎপুরুষ।

পাঁচ মণ), সটান, সজোরে, বিনামূল্যে (তু° হিন্দী—বিনমোল বিকানী) নিয়মমাফিক। ক্রিয়াসমভিহার (যৌগপদ্য): দেখমার, ওঠব'স, মারধর।[১]

বাক্যাংশ (Syntactical)। (ক) ব্যক্তিনাম: (১) প্রথম পদ অনুজ্ঞা বা নিষেধসূচক অব্যয়, দ্বিতীয় পদ সম্বোধন: থাকমণি, থাকহরি, আন্নাকালী (=আর না কালী), জয়গোপাল, ভজহরি, বটকৃষ্ণ, বলহরি, রাখহরি। (২) উভয় পদই সম্বোধন: হরেকৃষ্ণ, হরেরাম। (খ) ব্যক্তিনাম বা সাধারণ বিশেষ্য: হরিবোল (=হরি এই বোল, অথবা হরি বোল—অনুজ্ঞা), মীনচেতন। (গ) বিবিধ: নাস্তানাবুদ, যাচ্ছেতাই, 'না-বলা (বানী),' 'না-দেখা (ফুল),' 'জননীর-মুখ-তাকানো (হাসি),' ইত্যাদি ॥

১ এগুলি যদি 'দেখামারা' ইত্যাদি হইতে আসিয়া থাকে তবে দ্বন্দ্বসমাস হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ব্রজবুলি

শুধু বৈষ্ণব-পদাবলীতেই ব্যবহৃত অন্যতম বিশিষ্ট কাব্যের ভাষা ব্রজবুলি। 'ব্রজবুলি' নামটি অর্বাচীন, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে চলিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর ভাষা সুতরাং ব্রজধামের বুলি।—ইহাই শব্দটির লোকনিরুক্তি। ব্রজবুলির অনুশীলন বাঙ্গালা দেশেই বেশি করিয়া হইয়াছিল, অন্ততপক্ষে চারি শতাব্দ—ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দ—ধরিয়া।[১] তবে বাঙ্গালার দুই প্রতিবেশী প্রদেশ—উড়িষ্যায় ও আসামে—ইহা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দে অজ্ঞাত ছিল না। ব্রজবুলির কাঠামো সর্বত্রই এক। বাঙ্গালা ব্রজবুলিকে ওড়িয়া-অসমীয়া ব্রজবুলি হইতে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নয়। দৈবাৎ স্থানীয় শব্দ ও দুই একটি নাম-বিভক্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই।

ব্রজবুলির বীজ হইতেছে 'লৌকিক' অর্থাৎ অর্বাচীন অবহট্ঠ। মিথিলায় মৈথিল ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের পরেও অনেককাল ধরিয়া 'লৌকিক' সাহিত্য-ব্যবহারে চলিত ছিল। 'লৌকিক'এ সাহিত্যরচনা বাঙ্গালাদেশে ব্যাপকভাবে না চলিলেও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে এবং তাহার পরে একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। যে দুই-এক টুকরা নিদর্শন মিলে তাহা রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক,—ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। যেমন গঙ্গাদাসের উদ্ধৃতি

> রাঙ্গি দোহড়ী পঢ়ণ সুণি হাসিউ কহ্নু গোআল।
> বৃন্দাবণ-ঘণ-কুঞ্জ-ঘর চলিউ কমণ রসাল ॥

অথবা রাম তর্কবাগীশের রচনা

> রাহীউ বালাউ জুআণু কহ্নু।
> কীলন্তু আলিঙ্গই কণ্হ গোবী।

ব্রজবুলির বীজ লৌকিকের। ইহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল মিথিলায়, প্রতিরোপণ বাঙ্গালায়।

মৈথিল কবি উমাপতির ও বিদ্যাপতির গীতিকবিতা বাঙ্গালা-অসমীয়া-ওড়িয়া ব্রজবুলি কবিতার আদর্শ যোগাইয়াছিল। তাই পুরানো মৈথিলের সঙ্গেই

---

[১] মৎপ্রণীত *A History of Brajabuli Literature* (১৯৩৫) গ্রন্থে ব্রজবুলি সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

ব্রজবুলির ঘনিষ্ঠতা বেশি। ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে ব্রজভাষার প্রভাবও অল্পস্বল্প পড়িয়াছিল। ব্রজবুলি কবিতার বিষয় রাধাকৃষ্ণ লীলা এবং তদনুসারে কিছু কিছু চৈতন্যলীলা।

তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ব্রজবুলির একটি প্রধান বিশেষত্ব। ব্রজবুলির ছন্দ মাত্রামূলক। উচ্চারণে পদান্ত অ-কার লুপ্ত। সুতরাং ব্রজবুলি কবিতায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার যথেচ্ছ ও নির্বাধ। এই কারণে, এবং লৌকিকমূলতার জন্য, অর্ধতৎসম শব্দের প্রয়োগও অবারিত। বৈদেশিক—আরবী-ফারসী—শব্দ ব্রজবুলিতে বেশি নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইগুলি : আতর, ওয়াজ (=আওয়াজ), কবজ, কম, কলম, কাগজ, কিতাপ, খত, গুলাব, চাকর, জীদ (=জিদ), দাগ, দালাল, দোকান, দোত, নফর, নালিশ, বাজার, বালিশ, মহল, মাফ, বদল, মুহর (এ দুইটি নামধাতুরূপেও), সরম, সাহেব। এই বিদেশি শব্দগুলির বেশির ভাগই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের রচনায় পাই।

ব্রজবুলিতে আকারের সাধারণ উচ্চারণ ছিল বিবৃত, কদাচিৎ—বাঙ্গালার প্রভাবে—সংবৃত, ছন্দের অনুরোধে দৈবাৎ অতিহ্রস্ব। বিবৃত-উচ্চারণের জন্য ব্রজবুলি কবিতায় আ-কারের একমাত্রিকতা বিরল নয়। 'ই, ঈ' ও 'উ, ঊ' ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘত্ব সংস্কৃতের মতোই ছিল, তবে ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বদীর্ঘত্বের ব্যতিক্রম হইত। প্রাকৃতের মতো 'এ, ও' ধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই উচ্চারণই ছিল। 'য়, ও' য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি দুইই নির্দেশ করে।

ব্রজবুলির বিশিষ্ট স্বরধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ দিতেছি।

অ < আ : অখাঢ় < আষাঢ়, অরাধল < আরাধল, কন্ত < কান্ত, মধাই < মাধাই, বালিক < বালিকা, গাঙ্গ < গঙ্গা।

আ < অ : সুজান < সুজন, মাথুর < মথুরা, যামুন < যমুনা।

অ < ই : রুচ < রুচি, ছব < ছবি।

ই > য-ফলা : ভাগি < ভাগ্য, দাসি < দাস্য, লাবণি < লাবণ্য, ধনি < ধন্য।

-অ- (বিপ্রকর্ষ) : সনেহ < স্নেহ, পরাত < প্রাতঃ, ভসম < ভস্ম।

-ই- (বিপ্রকর্ষ) : হরিখ < হর্ষ, পরিযঙ্ক < পর্যঙ্ক, লখিমি, লছিমি < লক্ষ্মী, কিরিতি < কীর্তি।

-উ- (বিপ্রকর্ষ) : খুবুধ < ক্ষুব্ধ, লুবুধ < লুব্ধ, পুহুপ < পুষ্প।

ব্রজবুলির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র নির্দেশ করিতেছি।

(ক) যুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত হইলে প্রায়ই পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয় না। উচ< উচ্চ, উতর < উত্তর, উমত < উন্মত্ত, বিপতি < বিপত্তি, শুধি < শুদ্ধি, ছদ < ছদ্মন্-।

(খ) 'ম' ছাড়া স্পর্শবর্ণের পূর্ববর্তী স-কারধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত। অটমী < অষ্টমী, দিঠি < দৃষ্টি, নিচয় < নিশ্চয়, নিকরণ < নিষ্করুণ, দুতর < দুস্তর, মধ্যত < মধ্যস্থ, শাতি < শান্তি।

(গ) স্বরমধ্যগত মহাপ্রাণধ্বনি প্রায়ই হ-কারে পরিণত (লৌকিকের চিহ্নাবশেষ)। সহিনি < সখিনী, মেহ < মেঘ, নাহ < নাথ, শোহ < শোভা।

(ঘ) স-কার ক্বচিৎ হ-কারে পরিণত (লৌকিকের স্মৃতি)। মাহ < মাস।

(ঙ) স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনের লোপ ও য়-শ্রুতির আগম (লৌকিকের রেশ)। কনয় < কনক, কাতিয় < কার্তিক, ময়ঙ্ক < মৃগাঙ্ক, ময়মত < মদমত্ত।

(চ) খ < ষ (মৈথিলীর প্রভাব)। দোখ < দোষ, পাউখ < প্রাবৃষ, রোখ < রোষ।

(ছ) ছন্দের অনুরোধে নাসিক্যব্যঞ্জনের আনুনাসিকত্ব। কাঁতি < কান্তি, ভরাঁতি < ভ্রান্তি, আঁগ < অঙ্গ, সঁচার < সঞ্চার।

(জ) দৈবাৎ ছন্দের অনুরোধে অক্ষরলোপ। মরন্দ < মকরন্দ, আন্দে < আনন্দে, অবগান < অবগাহন, প্রীতম < প্রিয়তম।

শব্দরূপ মধ্য-বাঙ্গালারই মতো। অতিরিক্ত বিশেষত্বগুলি নির্দেশ করা যাইতেছে।

(ক) প্রথমায় কখনো কখনো '-উ' বিভক্তি। 'হরিগুণ সারু'।

(খ) তৃতীয়ায় (এবং তাহা হইতে প্রথমায়) অবহট্‌ঠের '-হি (-হিঁ)' বিভক্তি। 'করহি নিবারত গোরী', 'নামহিঁ যাক অবশ করু অঙ্গ'।

(গ) গৌণকর্ম-চতুর্থীতে '-ক, -কে, -কি' বিভক্তি। 'রাইক পরিহরি,' 'গোবিন্দদাসকে কাহে উপেখি', 'লাভকে মূল হারাই', 'কহল লখিমীকে বাত'।

(ঘ) পঞ্চমীতে '-হি (হিঁ), সেঁ, সোঁ, সঞে, -তে (তেঁ)' বিভক্তি। 'কুঞ্জুহি বাহির ভেল', 'কোরহিঁ জোরি উবরি পুন সুন্দরি চলতি তেজি বরনাহ', 'কুঞ্জসে নিকসে বহার', 'জনু বাঁধি ব্যাধা বিপিনসোঁ মৃগি তেজই তীখন শ্বাস', 'শেজসঞে উঠল,' 'বনতেঁ গিরিধর ঘর আওয়ে', 'গীমতে চরকত'।

(ঘ) ষষ্ঠীতে '-ক, -কি (-কী), -কু, -কে, -কো, -কর, -করু, -কেরি, -হক (< -হ+ক), -কহু (< -ক+হু)' বিভক্তি। 'হাথক দরপণ মাথক ফুল',

'জেঠকি মাস', 'অধরকি পানে', 'হরিকো নাম নিগমকু সার', 'রূপকে কূপ', 'তুহুঁকর কেলি দরশক আশে', 'নেতকরু চেলি', 'কহব পিতা-কেরি ঠাই,' 'মুনিহক মানস', 'নিবিহক বন্ধ', 'হরিকহু চরণা'।

(চ) সপ্তমীতে '-হি (হিঁ), -হুঁ (অপভ্রংশ, পঞ্চমী), -মি (অপভ্রংশ), -মে, -ম, -মহ (< মধ্য)' বিভক্তি। 'মনহি না ভাওব আন', 'গোঠহি মাঝহি করল পয়ান', 'যাহে বিহু জাগরে নিঁদহুঁ না জীবসি', 'থনমি 'থনমি', 'কালিন্দীকূলমে, 'গিরিবর-সান্ধিম', 'তা-মহ' (=তস্মিন্)

বিভক্তিহীন তির্যক-কারকের পদও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন,

(ক) গৌণকর্ম-চতুর্থী : 'কর জোড়ি রাই প্রণতি করু দেবী,' 'না যাইহ সো পিয়া'।

(খ) তৃতীয়া-পঞ্চমী : 'শীত কিয়ে ভীতহিঁ', 'সো ভিগি আওল শাঙন-মেহ', 'অরুণ বসন খসয়ে গাত'।

(গ) ষষ্ঠী : 'পহিল সমাগম রাধা-কান', 'গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেলি'।

(ঘ) সপ্তমী : 'যাকর দেহলি রজনী গোঙায়লি', 'অলসে আঙ্গিনা শূতলি রাই'।

ব্রজবুলিতে সর্বনামের বহুবচনে কোন বিশেষ পদ নাই। শুধু অস্মদ্-শব্দে 'হামরা' পাওয়া যায় বাঙ্গালার প্রভাবে।

অস্মদ্-শব্দ : (ক) কর্তা—হাম (হম), হামু, হামি (হমি, দুইই বাঙ্গালার প্রভাবে), হামে, মঞিঁ (বাঙ্গালার প্রভাবে), মো ('কহল মো তোয়'), মুঝে ('মুঝে কয়ল')। (খ) কর্ম—মোই, মোয়, মোহে, মুঝে, হামে, হামা, হামু, হামাকু, হামাকে। (গ) করণ—মোয়, মোহে, হমে। (ঘ) সম্বন্ধ—মোই, মোয়, মো, মেরা, মেরি, মেরে (হিন্দীর প্রভাবে), মোর, মোরি, মঝু, মোহর (মোহরি), হামার (হমার), হামারি (হমারি), হামরা ('চির ধরি পিয়ব অধর রস হামরা'), হামক, হামকু, হামকেরি। (ঘ) অধিকরণ—মোহে ('এ সখি হেরি রহল মোহে ধন্দ')।

যুষ্মদ্-শব্দ : (ক) কর্তা—তু ('এক বাত মুঝে কহবি তু'), তো, তোই তুহু (তুহুঁ)। (খ) কর্ম—তোই, তোয়, তোহে (তুহে)। (গ) করণ—তোহে তুয়া ('পন্থ মিলব তুয়া কান')। (ঘ) সম্বন্ধ—তুয়া (তুয়), তুয়াক, তুহুঁক, তুহুঁকর ('তুহুঁকর রীতহি ভীত সব পাওল'), তোহে, তোহার (তুহার), তোহারি, তোহাকেরি, তোরা ('সুন্দরি দেহি পলটি দিঠি তোরা'), তেরা,

তেরি, তেরে (হিন্দীর প্রভাবে, 'তেরে বধূ হাথ ভিখ হাম লেয়ব')। (ঙ) অধিকরণ—তোহে (তুহে), তোহারি (হামারি বিশোয়াস তোহারি')।

তদ্-শব্দ : (ক) কর্তা—সো, সোয়, সোই, সে, সেহ, সেহি, তহু। (খ) সো, সোই, তহি ('তহি পুন হেরি'), তাহি, তাহে, তাহ ('অতএ সোঁপল তনু তাহ')। (গ) করণ—তায় ('সারথি লেই মিলায়ব তায়')। (ঘ) সম্বন্ধ—তা, তাক, তাকর, তাকেরি, তছু, তহ্নিক ('অনুখন তহ্নিক সমাধি'), তিহ্নিক। (ঙ) অধিকরণ—তাহে, তাহি, তাহ, তাই, তাসু, তছু, তা-মহ।

*অব-শব্দ : (ক) কর্তা—ও, ওই, ওহি, ওয়, উহ, উহ্নি (=বাঙ্গালা 'উনি' ; 'উহ্নি নিরাপদ গৌরিক সেবি') (খ) কর্ম—উহে ('উহে কি তেজিয়ে রে')। (গ) সম্বন্ধ—ওব, উহ্নক, উহ্নিক, উহ্নক, উন্‌কি ('উন্‌কি শোহে গলে বনমালা')। (ঘ) অধিকরণ—উনহি, উনতে।

এতদ্-শব্দ : (ক) কর্তা—এ, এহে, ই, ইহ। (খ) কর্ম—এতহুঁ। (গ) সম্বন্ধ—অছু, অছুক, ইহ্নিক, ইন্‌ক, ইন্‌কি।

যদ্-শব্দ : (ক) কর্তা—যো, যোই, যোহি, যে, যেহ ; (খ) সম্বন্ধ—যছু, যছুকা, যাক (যাঁক), যাঁকর, যাকেরি, যাকে (যাঁকে), যাহে, যা ('সনক সনন্দন যা করু সেবা')। (গ) অধিকরণে—যাসু।

কিম্-শব্দ : (ক) কর্তা—কো, কোই, কেহ, কেহু, কৌন, কোনে ('বেকত লুকায়ত কোনে') ; অমনুষ্যে—কি, কিয়ে, (কীয়ে)। (খ) কর্ম—কাহু, কাহুকে, কাহ, কায়, কাহি, কাহে ; অমনুষ্যে—কি। (গ) করণ—কা, কাহাঁ ('উপমা দেয়ব কাঁহা')। (ঘ) সম্বন্ধ—কাহ, কায়, কাহু, কাহুক (কহুক), কাহে। (ঙ) অধিকরণ—কাহাঁ, কাহেঁ, কহি।

অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ ভিন্ন অন্য সর্বনাম শব্দ হইতে স্থান-কাল-উদ্দেশ্য-প্রশ্ন-সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বাচক ক্রিয়াবিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন, (ক) 'অতঃ'-অর্থে—তেঁ, তাঞি, ইথে। (খ) 'তত্র'-অর্থে—তহি, ততহি, তাঁহা, তথি, ততিহুঁ, তাহি। (গ) 'অধুনা'-অর্থে—অব, অবহি। (ঘ) 'অত্র'-অর্থে—ইথি, ইথে, ইহ। (ঙ) 'যত্র'-অর্থে—যাঁহা, যাহিঁ, যহিঁ, যথি। (চ) 'যতঃ'-অর্থে—যাহে, যথি। (ছ) 'যদা'-অর্থে—যব, যৈখনে। (জ) 'তদা'-অর্থে—তব, তৈখনে, তহিঁ। (ঝ) 'যতঃ…ততঃ'-অর্থে—যব (যা) ধরি…তব (তা) ধরি, যব…তবহুঁ। (ঞ) 'কথম্'-'কুতঃ'-অর্থে—কথি (কতি), কাহে, কিয়ে, কমনে। (ট) 'অথবা' অর্থে—কিয়ে। (ঠ) 'কুত্র'-অর্থে—কথি, কথিহুঁ, কাহাঁ, কাহুঁ। (ড) 'কদা'-

অর্থে—কব, কবহু। (ঢ) 'যাদৃক্, তাদৃক্, ঈদৃক্, কীদৃক্'-অর্থে—যৈছে, যৈছন, যৈছনে, তৈছে, তৈছন, তৈছনে, ঐছে, ঐছন, ঐছনে, কৈছে, কৈছন, কৈছনে।

ব্রজবুলিতে যৌগিক কালের ব্যবহার নাই। কিছু আছে মৌলিক ও শত্রন্ত বর্তমান, নিষ্ঠান্ত অতীত, কৃত্যান্ত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা পদ।

মৌলিক বর্তমান: [ক] উত্তম-পুরুষ—(১) করহুঁ ('করহুঁ হাম্'), সেবহুঁ ('মত্রিঁ সেবহুঁ'), হুঁ ('তাকেরি হুঁ হাম্ দাসকু দাসা'), কহুঁ, প্রার্থহুঁ, রহু। (২) করোঁ, কহো, যাও, যাউ, পূজউ, যাঙ, হঙ। (৩) পূজমো। (৪) যাই, ভাখি, সোঙরি, অনুভই। (৫) যাইয়ে, আছিয়ে, অনুজানিয়ে, নহিয়ে, সাঁচিয়ে। (৬) পান, থিক, নহ, মান। [খ] মধ্যম-পুরুষ—(১) জানসি, মানসি, করসি, পুছসি, রহসি। (২) অনুমানি, যাই। (৩) করু, রহু। (৪) জান, রহ। (৫) কাম্পা। (৬) বাঢ়াহ। [গ] প্রথম-পুরুষ—(১) করই, পুছই, হোই, যাই, পাই, পতিয়াই, কহয়; (২) লেখি, কাঁপি, জাগি, পেখি। (৩) আওয়ে, আছয়ে, উগয়ে, বৈঠয়ে, নাচাওয়ে। (৪) গণিয়ে। (৫) ইছে, চলে। (৬) আছ, কহ, জাগ, থিক, ভণ, দেখ। (৭) ভাণা। (৮) করু, রহু, রহুঁ, সঞ্চরু, জাগু, অছু। (৯) নিবসতি, হোতি, পরশতি, ভণতি, নটতি, ধরতি, মীলতি। (১০) গরজন্তি। (১১) স্বার্থিক '-আ' প্রত্যয়-যুক্ত (ছত্রের শেষে)—শোহেবা (=শোভে), ভণিয়া, যাতিয়া, বরিখন্তিয়া, বিছুরন্তিয়া। (১২) দেখহু, ভণহু, লেপহু, নিন্দহু।

শত্রন্ত বর্তমান (সাধারণ, ঘটমান ও নিত্যবৃত্ত অর্থে): [ক] উত্তম-পুরুষ—ধরত, মাগত। [খ] প্রথম-পুরুষ—চলত, দেত, দেওত, নাচাওত, আওত, মিলাবত।

নিষ্ঠান্ত অতীত: (১) '-ই'-অন্ত (তিন পুরুষে)—আই, উভারি, গই, জাগি, পলটাই, নেহারি, বিহসি, নকারী (=ন কৃত-), পায়ী (প্রাপিত-)। (২) -'ও (-য়ো, -য়), -উ'-অন্ত (প্রথম-পুরুষ)—গও (গয়ো), গেও; ভও (ভয়ো), ভেও; কিয়, কয়ো; লিয়ো; করু, ধরু, বহু, লেখু, হেরু।

নিষ্ঠান্ত অতীত: (১) '-(অ)ল'- অন্ত: [ক] উত্তম-পুরুষ—গেলুঁ, পেখলুঁ, জীয়লুঁ; দেলহোঁ; অছল, দেল, কয়ল; বুঝলম, কহলম। [খ] মধ্যম-পুরুষ—আওলি, আছলি। [গ] প্রথম-পুরুষ—আছল (ছল), দেল, নেল, রহল। কয়ল (কেল), লীহিল (=লিখিল); বাঢ়লি ('গরুয়া মনোরথ বাঢ়লি ধিক')। স্ত্রীলিঙ্গে—আছলি, কহলি, নিঁদায়লি, শুতলি। (২) '-(অ)লা'-অন্ত: (তিন পুরুষে)—গণলা, ভুললা ভেলা; লইলাহোঁ (উ-পু)। (৩) স্বার্থিক অথবা

নিশ্চয়াত্মক ‘ হি’, ‘হিঁ’, ‘হুঁ’ যোগে (তিন পুরুষে)—ভেল্‌হি, চললিহুঁ, ধরলহিঁ, দেলহি।

কৃত্যান্ত (‘-তব্য’ প্রত্যয়ান্ত) ভবিষ্যৎ : [ক] উত্তম-পুরুষ—(১) করব, দেয়ব, বোলব। (২) ধরবহোঁ ; দেবি, নেবি। [খ] মধ্যম-পুরুষ—করবি, ঝাঁপবি, বৈঠবি, মোড়বি। [গ] প্রথম-পুরুষ—(১) মিলায়ব, যায়ব, হব। (২) ধরবহি। (৩) করবে, ধরবে।

অনুজ্ঞা বাঙ্গালারই মতো। যেমন, (ক) সাধারণ অনুজ্ঞা : (১) মধ্যম-পুরুষ—কর, চল, নহ, বদ ; কাম্পা ; করহ, চলহ, মীলহ, হেখহ, রাখ। (২) প্রথম-পুরুষ—রহু, লিজঞ (< *লীয়তু, ‘রয়নী দিবসে লিজঞ রাম-নামা’) ; করু, ধরু, যাউ, চলউ, পীবউ, সমুঝউ, হসউ। (৩) রহুক। [খ] ভবিষ্যৎ (মধ্যম-পুরুষে)—করিহ, পুহাইহ, যাইহ।

কর্মভাববাচ্যের প্রয়োগ এই উদাহরণগুলি হইতে বোঝা যাইবে : (১) ‘ঐছন প্রেম কথিহুঁ না হেরিয়ে’, ‘কিছু নাহি দীশই’। (২) ‘লীলা কমলে ভ্রমর কিয়ে বারি’ (< বারিত-), ‘বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ’, ‘কৈছে কেশব পুনু পায়ী’ (< প্রাপিত-)। (৩) ‘ভণত ন আওত’ ; ‘যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন জাই’ ; ‘নাহ-আরতি যত কহন ন হোয়’।

ণিজন্ত ক্রিয়াপদের উদাহরণ : কহায়সি, জনায়ই (= জানায়), পঠাওল, বাঢ়ায়সি, শিখায়ব।

নামধাতুর ব্যবহার ব্রজবুলিতে খুবই আছে। যে-কোন তৎসম বা অর্ধ-তৎসম শব্দ ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইতে সমর্থ। যেমন, উতরোলবি < উত্তরল-, উমতায়লি < উন্মত্ত-, অন্তরু < অন্তর-, -অনুমানল < অনুমান-, নৃত্যত < নৃত্য-, পরলাপসি < প্রলাপ-, অর্বাঞ্চই < অর্বাঞ্চ্-, শ্রুতি অবতংসই < শ্রুতি-অবতংস-, সিতকারই < শীৎকার-, বিষাদই < বিষাদ-, বিলম্বায়ত < বিলম্ব-।

অসমাপিকা সাধারণত ‘-ই’- অন্ত। যেমন, আই (আয়), আপি, গোই, ছাপাই, দেখি, রোখাই, পহিরি। তাহা ছাড়া পাই—(১) ‘-ইয়া-’ অন্ত (বাঙ্গালার প্রভাবে)—মাতিয়া, পরবোধিয়া। (২) ‘-অই’-অন্ত—করই, তোড়ই, ধরই, নিরখই, বুঝই, শুনই। (৩) -‘অ’-অন্ত—গুঞ্জ, জাগ, জান, ঝাঁপ, তেজ, ভর, মেল, মোর। (৪) ‘-ইতে’-অন্ত—‘করইতে গমন ভেল উপনীত’, ও ‘রূপ হেরইতে কো ধনি ধরু নিজ দেহ’। (৫) ‘-অল+হি’-অন্ত—‘রাই মুখে শুনলহি

ঐছল বোল, সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল'। (৬) '-অত+হিঁ'-যুক্ত—'শুনতহিঁ জাগি পুনহু পহু ঘুমল'।

তুমর্থ ও শত্রর্থ অসমাপিকা: (১) '-অত'-অন্ত—উঠত, চলত, দেওত, পরিখত। (২) '-অইত (-অইতে)'-অন্ত—চলইতে (চলইত), জিবইতে, ধরইতে।

তুমর্থ অসমাপিকা: (১) '-অই'-অন্ত—করই, কহই, পীবই, বহই, বুঝই, সহই। (২) '-উ'-অন্ত—সহু।

ব্রজবুলিতে যৌগিক কাল নাই। দুই একটি যাহা পাওয়া যায় (যেমন 'হুয়া আছে'=হইয়াছে, 'মিলিছে') তাহা অসমীয়ায়, বাঙ্গালার প্রভাবে। তবে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার মোটেই অজ্ঞাত নয়। যেমন,—(ক) অসমাপিকার সহিত অস্ত্যর্থ ধাতুর যোগে ঘটমান বর্তমানের অর্থ প্রকাশ। 'সজল নয়নে রহু হেরি', 'যব হাম রহল নেহার', 'আছইতে আছল কাঞ্চনপুতলা', 'একলি আছিলুঁ হাম বনইতে বেশ'। (খ) 'গম্, ভূ, যা' ধাতুর যোগে কর্মভাববাচ্যের অর্থ প্রকাশ। 'করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যায়', 'তব হিয় জুড়ন ন গেলা', 'কহিল না হোয়'।

বিভিন্ন যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ দিতেছি।

'দঢ়া': 'যুগতি দঢ়াই' (=যুক্তি স্থির করিয়া)।

'ধর': 'মান ধরলি' (=তুমি মান করিলে), 'মান গুরুয়া কাহে ধরলি'।

'বাঢ়া': 'নেহ বাঢ়ায়লি' (=প্রেম করিলে), 'মিছই বাঢ়য়সি মান', 'আদর অধিক বাঢ়ায়', 'কাহে বাঢ়ায়সি বাত', 'বিঘন বাঢ়াওসি', 'কাহে বাঢ়াওসি খেদে', 'কলহ বাঢ়ায়বি'।

'বাস': 'বাসই লাজ' (=লজ্জা পায়)।

'বাঁধ': 'নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই', 'জিউ বান্ধব' (=প্রাণ ধরিবে), 'কথিহুঁ না বাঁধই থেহ', 'বচন না বান্ধবি'।

'মান': 'না মানয়ে বোধ', 'কাহে তুহু মানসি লাজে', 'রোষ মানসি', 'নাহি মানে ভীতে', 'মান মানসি', 'প্রাণ পিরিতি-বশ নিরোধ না মান'।

রচ: 'রচই সিতকার' (=শীৎকার করে), 'অব তুহুঁ বিরচহ সো পরবন্ধ'।

'রোপ': 'তাহে না রোপলুঁ কান', 'আরোপলি নয়ন-চকোর'।

'সাধ': 'সাধই দান' (=দান চায়), 'সাধবি সাধে', 'তব তুহুঁ কা সঞে সাধবি মান'।

ব্রজবুলির সমাসরীতি সংস্কৃতের মতো। বিশেষত্ব হইতেছে ছন্দের অনুরোধে

পদের বিপর্যাস। যেমন, 'না বুঝলুঁ অন্তর-নারী' (=নারী-অন্তর), 'তুহুঁ বড়ি হৃদয়-পাষাণ' (=পাষাণ-হৃদয়), হার-উর (উর-হার), 'সঙ্গহি ভকত-সমাজ' (=ভকত-সমাজ-সঙ্গহি), 'কবিগণ চমকয়ে চীত' (=কবিগণ-চীত), সম-শৈল (=শৈলসম, 'সম-শৈল কুলমান দূর করি')।

ব্রজবুলিতে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের ব্যবহারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে '-ইমন্'-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার। যেমন, 'গুণহিঁ গরীম', 'চতুরিম বাণী', 'নীলিম বাস', 'পীতিম চীর', 'মধুরিম হাস', 'রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন-নাচনিয়া', 'বঙ্কিম-ভঙ্গি'।

'-অল'-অন্ত পদের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ খুব আছে। যেমন, 'ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি', 'নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব', 'মুরছলী গোরি'।

ভাবার্থক ও কার্যার্থক '-পন' প্রত্যয়ের এবং ভাবার্থে '-আই' প্রত্যয়ের চলনও বেশ আছে। যেমন, চতুরপন, নিঠুরপন, রসিকপন, শঠপন, সতীপন ; অধিকাই, নিঠুরাই, বাধাই, মধুরাই, লুবুধাই, শুতাই।

অব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল নিষেধার্থক 'জনি' (যেমন, 'ও তিন আখর মনে জনি রাখসি সপনে করসি জনি সঙ্গ') এবং উপমাদ্যোতক 'জনু' (যেমন, 'পাকল ভেল জনু ফল সহকার')॥

বাঙ্গালা নির্ঘণ্ট

ইংরেজী নির্ঘণ্ট